যোগভারত

বা

সারস্বত-সংহিতা।

শ্রীরোহিণীনন্দন-সরকার সঙ্কলিত।

THE RAMAKRISHNA MISSION
LIBRARY
DR. BARID BARAN MUKERJI COLLECTION
CALCUTTA

সভাবাজারস্থ কোন মহারাজের সাহায্যে

কলিকাতা, ২ নং অভয়চরণ ঘোষের লেন্ হইতে,

শ্রীঅম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্,

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা,

১৩ নং রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন্,

গ্রেট্ ইডিন্ প্রেস্

শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯২ সাল।

All Rights Reserved.

১ম সংখ্যা।

যোগভারত

বা

সারস্বত-সংহিতা।

শ্রীরোহিণীনন্দন-সরকার সঙ্কলিত।

সভাবাজারস্থ কোন মহারাজের সাহায্যে

শ্রীঅম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্,এ, বি,এল্,

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা,

শ্যামপুকুর—২ নং অভয়চরণ ঘোষের লেন,

কুমুদবন্ধু যন্ত্রে

শ্রীহরিদাস মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৮০৭।

All Rights Reserved.

সূচীপত্র

বিষয়

অধ্যায় বিষয় পৃষ্ঠা

বিরাট পর্ব্ব
বা
ধর্ম্ম পর্ব্ব

বিজ্ঞাপন।

সত্যের জয় চিরকালই। তদনুসারে সাক্ষাৎ সত্যস্বরূপ সনাতন হিন্দুধর্ম্ম, উদীয়মান দিবাকরের ন্যায়, বিশ্বজনীন বিচিত্র আকারে দিন দিন যেরূপ পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সুবিস্তৃত বা সুপরিব্যাপ্ত হইতেছে, তাহাতে কি খ্রীষ্টান, কি মুসলমান, কি ব্রাহ্ম, সকল সম্প্রদায়ই ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে সাতিশয় উৎসুক হইয়া থাকেন; ঐরূপ ঔৎসুক্য হওয়াও ধার্ম্মিক ব্যক্তির পক্ষে বিধেয় বটে। কিন্তু এই ধর্ম্ম যেরূপ বেদ ও পুরাণাদির সমবায়ে বহুবিস্তৃত বা বহুশাখায় বিভক্ত, তাহাতে সহজে ঐ ঔৎসুক্য নিবৃত্তি বা তৃপ্তি হওয়াও কোনমতেই সম্ভব নহে। কে না জানেন, অষ্টাদশ পুরাণ, চারি বেদ এবং তাহাদের আনুষঙ্গিক বহুবিধ উপপুরাণ ও উপনিষদাদি বহুসংখ্য শাস্ত্রসংগ্রহপূর্ব্বক সবিশেষে আয়ত্ত করিয়া, এই ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হওয়া এক জীবনের সাধ্য বা কার্য্য নহে। এই কারণে সমস্ত বেদ পুরাণাদি অল্পায়াসে ও অল্পসময়ে যাহাতে বিশিষ্টরূপে আয়ত্ত হইতে পারে, তদনুরূপ একখানি সংগ্রহগ্রন্থ প্রস্তুত হওয়া সকলেরই অভিলষণীয়, সন্দেহ নাই। এই যোগভারত বা সারস্বতসংহিতা, ঐরূপ সারসংগ্রহ স্বরূপ; সুতরাং ইহা পাঠে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম, সকল সম্প্রদায়েরই আশা পূর্ণ ও কৌতূহল নিবৃত্তি হইতে পারিবে, সন্দেহ নাই। আমরা বহু আয়াসে ও বহু ব্যয়ে ইহার সংগ্রহ করিয়াছি।

ব্যাসদেব মহাভারত শান্তিপর্ব্বের একোনষষ্টিতম অধ্যায়ে যে বহুবিস্তৃত, বহুমত ও বহুযত্নসিদ্ধ অপূর্ব্ব গ্রন্থের সবিস্তার উল্লেখ করিয়াছেন এবং পৃথিবীর সার ঐ শান্তিপর্ব্ব যে গ্রন্থের সারসংগ্রহমাত্র, এই যোগভারত সেই গ্রন্থেরই অনুবাদমাত্র। সুতরাং ইহা যে সর্ব্বজনসমাদৃত হইবে, সন্দেহ কি? অথবা কালেই পরিচয় পাইবেন। আমাদের অনর্থক বচনরচনায় প্রয়োজন নাই।

যাহাতে বালক, বৃদ্ধ ও যুবা, সকল অবস্থার স্ত্রী পুরুষমাত্রেই পড়িতে পারেন, ইহা তদনুরূপে সংগৃহীত হইয়াছে।

আমরা বোধ হয়, সংক্ষেপে সকল কথাই বলিলাম। এক্ষণে সকলে অনুগ্রহপূর্ব্বক এক একবার পাঠ করেন, ইহাই সবিনয়ে প্রার্থনা।

যোগভারতে যে যে বিষয় বর্ণিত আছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

প্রজাপতি ভগবান্ ব্রহ্মা সকল লোকের রক্ষা জন্য বুদ্ধিবলে একখানি লক্ষ অধ্যায়যুক্ত নীতিশাস্ত্র রচনা করেন, উহার নাম যোগভারত। ঐ নীতিশাস্ত্রে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এবং মোক্ষের সত্ত্ব, রজঃ ও তম নামে তিন বর্গ, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও সাম্য নামে দণ্ডজ ত্রিবর্গ, চিত্ত, দেশ, কাল, উপায়, কার্য্য ও সহায় নামক নীতিজ ষড়বর্গ, কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কৃষি, বাণিজ্যাদি জীবিকাকাণ্ড, দণ্ডনীতি, অমাত্য, রক্ষার্থ নিযুক্তচর ও গুপ্তচরগণের বিষয়, রাজপুত্রের লক্ষণ, চরগণের বিবিধোপায়, সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, উপেক্ষা, ভেদকারণ, মন্ত্রণা ও বিভ্রম, মন্ত্রসিদ্ধি ও অসিদ্ধির ফল, ভয়, সৎকার ও বিত্তগ্রহণার্থ অধম, মধ্যম ও উত্তম এই তিন প্রকার সন্ধি, ত্রিবর্গের বিস্তার, অর্থ দ্বারা বিজয় ও আসুরিক বিজয়, অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, বল ও কোষ এই পঞ্চবর্গের ত্রিবিধ লক্ষণ, প্রকাশ্য ও অপ্রাকাশ্য সেনার বিষয়, অষ্টবিধ গূঢ়বিষয় প্রকাশ, হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, ভারবহ, চর, পোত ও উপদেষ্টা এই অষ্টবিধ সেনাঙ্গ, বস্ত্রাদি ও অন্নাদিতে বিষযোগ, অভিচার, অরি, মিত্র ও উদাসীনের বিষয়, পথগমনের গ্রহনক্ষত্রাদি জনিত সমগ্র গুণ, ভূমিগুণ, আত্মরক্ষা, আশ্বাস, রথাদি নির্ম্মাণের অনুসন্ধান, মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব ও রথসজ্জার উপায়, বিবিধ, ব্যূহ, বিচিত্র যুদ্ধকৌশল, ধূমকেতু, প্রভৃতি গ্রহগণের উৎপাত, উল্কাদির নিপাত, সুপ্রণালীক্রমে যুদ্ধ, পলায়ন, অস্ত্রশস্ত্রের শাণপ্রদান, অস্ত্রজ্ঞান, সৈন্যব্যসন মোচন, সৈন্যের হর্ষোৎপাদন, পীড়া, আপদ্‌কাল, পদাতিজ্ঞান, খাত খনন, পতাকাদি প্রদর্শন পূর্ব্বক শত্রুর অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চারণ, প্রধান ব্যক্তির ভেদ, বৃক্ষচ্ছেদন মন্ত্র তন্ত্রাদি প্রভাবে হস্তীদিগের বলহ্রাস, শঙ্কা উৎপাদন এবং অনুরক্ত ব্যক্তির আরাধন ও বিশ্বাসজনন দ্বারা পররাষ্ট্রে পীড়া প্রদান, সপ্তাঙ্গ রাজ্যের হ্রাস, বৃদ্ধি ও সমতা, কার্য্যসামর্থ্য, কার্য্যের উপায়, রাষ্ট্রবৃদ্ধি, শত্রুমধ্যস্থিত মিত্রের সংগ্রহ, বলবানের পীড়ন ও বিনাশসাধন, সূক্ষ্ম ব্যবহার, খলের উন্মূলন, ব্যায়াম, দান, দ্রব্যসংগ্রহ, অভৃত ব্যক্তির ভরণপোষণ, ভৃত্য ব্যক্তির পর্য্যবেক্ষণ, যথাকালে অর্থদান, ব্যসনে অনাসক্তি, ভূপতির গুণ, সেনাপতির

গুণ, ত্রিবর্গের কারণ ও গুণ, দোষ, অসৎ অভিসন্ধি, অনুগতদিগের ব্যবহার, সকলের প্রতি শঙ্কা, অনবধানতা পরিহার, অলব্ধ বিষয়ের লাভ, লব্ধ বস্তুর বৃদ্ধি, প্রবৃদ্ধ ধনের বিধানানুসারে সৎপাত্রে দান, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং ব্যসন বিনাশের নিমিত্ত অর্থদান, বিবিধ যন্ত্র ও যন্ত্রকার্য্য, অববোধ, কৃষ্যাদি কার্য্যের অনুশাসন, নানা প্রকার উপকরণ, যুদ্ধযাত্রা, যুদ্ধোপায়, ছয় প্রকার দ্রব্য, লব্ধরাজ্যে শান্তিস্থাপন, সাধুলোকের পূজা, বিদ্বান্‌ব্যক্তিদিগের আত্মীয়তা, দান ও হোমের পরিজ্ঞান, মাঙ্গল্য বস্তুর স্পর্শ, শরীরসংস্কার, আহার, আস্তিকতা, এক পথ অবলম্বন পূর্ব্বক অভ্যুদয় লাভ, সত্য মধুর বাক্য, সামাজিক উৎসব, গৃহকার্য্য, চত্বরাদি স্থানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যবহারের অনুসন্ধান, যুক্ত্যনুসারে দণ্ডবিধান, অনুজীবিগণের মধ্যে জাতি ও গুণগত পক্ষপাত, পৌরজনের রক্ষাবিধান, দ্বাদশ রাজমণ্ডল বিষয়ক চিন্তা, দ্বিসপ্ততি প্রকার শারীরিক প্রতিকার, দেশ, জাতি ও কুলের ধর্ম্ম, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, উপায়, অর্থস্পৃহা, কৃষ্যাদি প্রভৃতি মূলকার্য্যের প্রণালী, মায়াযোগ, নৌকা নিমজ্জনাদি দ্বারা নদীর পথরোধ এবং যে যে উপায় দ্বারা লোক সকল স্ব স্ব ধর্ম্মে ব্যবস্থিত থাকে, তাহার বিষয় সবিশেষ কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ভগবান্ পদ্মযোনি ঐ নীতিশাস্ত্র প্রণয়নপূর্ব্বক ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে হৃষ্টমনে কহিলেন, সুরগণ! আমি ত্রিবর্গ সংস্থাপন ও লোকের উপকার সাধনের নিমিত্ত বাক্যের সার স্বরূপ এই নীতিশাস্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছি। ইহা পাঠ করিলে নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক লোকরক্ষা করিবার বুদ্ধি জন্মিবে। এই নীতিসার শাস্ত্র মহাত্মাদিগের আদরণীয় হইবে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের বিষয় ইহাতে সবিশেষ কীর্ত্তিত হইয়াছে।

কমলযোনি ঐ রূপে সেই লক্ষাধ্যায়যুক্ত নীতিশাস্ত্র প্রণীত করিলে বহুরূপধারী বিশালাক্ষ ভগবান্ ভবানীপতি প্রথমে উহা গ্রহণ করিলেন এবং প্রজাবর্গের আয়ুর অল্পতা অবগত হইয়া উহা সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহেশ্বর সেই ব্রহ্মকৃত নীতিশাস্ত্র সংক্ষিপ্ত করিয়া দশসহস্র অধ্যায়ে পর্য্যবসিত করিলে সেই সংক্ষিপ্ত নীতিশাস্ত্র বৈশালাক্ষ নামে প্রসিদ্ধ হইল। তৎপরে ভগবান্ ইন্দ্র ঐ শাস্ত্রকে পঞ্চসহস্র অধ্যায়ে সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিয়া

বাহুদন্তক নাম প্রদান করিলেন। অনন্তর মহাত্মা বৃহস্পতি ঐ বাহুদন্তক গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত করিয়া তিন সহস্র অধ্যায়ে কীর্ত্তন পূর্ব্বক বার্হস্পত্য নাম প্রদান করিলেন। ইহাতেই যোগভারতের উৎপত্তি। কেহ কেহ বলেন, শুক্রাচার্য্য পুনরায় উহাকে সংক্ষেপে কীর্ত্তন করেন। তিনি যোগের আচার্য্য; এইজন্য তাঁহার কৃত ঐ গ্রন্থের নাম যোগভারত।

বলরাম দের ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।
৩০এ জ্যৈষ্ঠ, শকঃ ১৮০৭।

সংগ্রাহক।

যোগভারত।

আদিপর্ব্ব বা ঈশ্বরপর্ব্ব।

অনুক্রমণিকা।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া, জয় উচ্চারণ করিবে।

যিনি মনের মন, প্রাণের প্রাণ, শ্রোত্রের শ্রোত্র, নেত্রের নেত্র ও আত্মার আত্মা; যিনি স্থূল হইতেও স্থূল, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম ও মহান্ হইতেও মহান্; যিনি আপনিই আপনার আদি, আপনিই আপনার অবধি, আপনিই আপনার সীমা ও আপনিই আপনার উপমা এবং যিনি এক হইলেও অনেক, দূর হইলেও নিকট ও প্রকাশ হইলেও অপ্রকাশ, সেই সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ স্বস্বরূপ পরমাত্মাকে নমস্কার।

একদা সকল শাস্ত্রার্থের পারদর্শী বিশ্বদর্শী অগাধবুদ্ধি ব্যাসশিষ্য মহাভাগ সূত শিষ্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, নারায়ণ-স্মরণ করিতে করিতে পর্য্যটনপ্রসঙ্গে কুলপতি শৌনকের আশ্রমপদে উপনীত হইলেন এবং আগ্রহাতিশয় সহকারে তদীয় নিরুপম মাধুরী দর্শন করিতে লাগিলেন। যাঁহাদের অন্তঃকরণ বিজ্ঞানের অনুশীলনপ্রযুক্ত গভীর উন্নতি লাভ

করে এবং যাঁহারা বস্তুচিন্তা, আত্মচিন্তা অথবা পরমার্থচিন্তা করিয়া, সর্ব্বদা যাপন করেন, তাঁহারা প্রাকৃত পুরুষের ন্যায় কখন স্তব্ধ বা জড়-হৃদয় নহেন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে এই বহু-কাল-সৃষ্ট পৃথিবী অভিনববৎ প্রতীয়মান এবং তজ্জন্য প্রতি-ক্ষণেই অভিনব প্রীতির উদ্ভাবনী হইয়া থাকে। বিশেষতঃ, বিজ্ঞানবলে তাঁহাদের ভাবুকতা ও রসবেদিতা এরূপ উন্নত ও তীক্ষ্ণভাবসম্পন্ন হয় যে, সংসারের উদার, মহান্ ও রমণীয় পদার্থ সকল তাঁহাদিগকে অন্যের অপেক্ষা অধিকতর আকৃষ্ট ও নিরতিশয় সন্তুষ্ট করিয়া থাকে। তাঁহারা অতিমাত্র পিপাসু হইয়া, তৎকালে যেরূপ উৎসুক ও উন্মুখ হৃদয়ে তত্তৎ বস্তু পান ও অমৃতবৎ তাহার রসগ্রহ করিয়া, যেরূপ অনির্ব্বচনীয় আত্মানন্দ অনুভব করেন, বিজ্ঞানমার্গের বহি-র্ভূত বিষয়সেবী সামান্য পুরুষের ভাগ্যে কখন তাদৃশ ঘটনা সম্ভব নহে। এই জন্যই বিজ্ঞানপারদর্শী মহাভাগ সূত তপোবনে প্রবিষ্টমাত্র অতিমাত্র সম্ভ্রান্ত ও সমুৎসুক হইয়া, একান্ত আগৃহীত হৃদয়ে তদীয় অনির্ব্বচনীয় শান্তিময় সুষমা প্রীতিবিকসিত নয়নপুটে যাবৎ তৃপ্তি পান করিতে লাগিলেন। তিনি অতিমাত্র উন্মুখ দৃষ্টি চতুর্দ্দিকে অতিবিসারিত নিক্ষেপ করিয়া, অবলোকন করিলেন, মহাতপা ধর্ম্মনিরত শান্তশীল ঋষিগণের অধিষ্ঠান বশতঃ ঐ আশ্রমপদ সর্ব্বদা সর্ব্ব সমৃদ্ধির নিদান, সর্ব্ব পুণ্যের অধিষ্ঠান, সর্ব্ব কল্যাণের আধার, সর্ব্ব-মঙ্গলের আস্পদ ও সর্ব্বতীর্থ বা দেবায়তনের একত্র সন্নি-ধান স্বরূপ সর্ব্বলোকসুখাবহতা ও সর্ব্বকালরমণীয়তা পরি-গ্রহ করিয়াছে। সকল ঋতুর সুলভ ফল ও কুসুম সকল

সর্ব্বদা ফলিত ও বিকসিত হওয়াতে, সকললোকপ্রার্থনীয় সুষমালক্ষ্মীর নিত্য সান্নিধ্য বশতঃ ধরাতলে উহার কুত্রাপি উপমা লক্ষিত হয় না। পথশ্রান্ত দিগ্‌ভ্রান্ত পথিক যেরূপ ক্রমাগত গমন করিতে করিতে, একান্ত অবসন্ন হইয়া, কোন নিরাপদ আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে, সহসা পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হয় না, তদ্রূপ উহাতে প্রবেশ করিলে, স্বর্গ-প্রবিষ্টের ন্যায়, পুনরায় বহির্গমনবাসনা দূরীভূত হয়।

কোথা হইতে কি রূপে তপোবনের ঈদৃশী সর্ব্বলোক-মোহনী অসীম শক্তি সমুদ্ভূত হইল? মানুষ সুখসচ্ছন্দে বাস করিব বলিয়া, স্বকীয় অভিনব কল্পনাবলে সাধ্যাতীত যত্ন ও পরিশ্রমসহকারে প্রাণান্ত ও সর্ব্বস্বান্ত স্বীকার করিয়াও, সুখ ও স্বস্তিসাধন কতই অভিনব বস্তুর উদ্ভাবন ও নির্ম্মাণ করে; প্রাসাদের উপরি প্রাসাদ, অট্টালিকার উপরি অট্টালিকা, উপবনের উপরি উপবন এবং উদ্যানের উপরি উদ্যান সৃষ্টি করিয়াও, শ্রান্ত বা নিবৃত্ত হয় না। কিন্তু তাহার সেই অভিলষিত সুখ ও স্বস্তি কোথায়? বালক যেরূপ মহামূল্য রত্ন বোধে অতি সামান্য উপলরাশি সংগ্রহ করে, তদ্রূপ মানুষও অন্ধ ও হতজ্ঞান হইয়া, সুখবোধে দুর্ভর দুঃখভার সঞ্চয় করিয়া, নানাপ্রকারে স্বকীয় আয়ু নিঃশেষ করিয়া থাকে! সুখ ও স্বস্তি মরীচিকার ন্যায় তাহারে প্রলোভিত ও বিপ্রলব্ধ করিয়া, তদীয় সম্মুখে দূরে দূরে বিচরণপূর্ব্বক স্বকীয় অতি-মোহন-মারণী লীলা প্রদর্শন করে; ফলতঃ, সুখ ও স্বস্তি শান্তির প্রিয়লালিত দুর্ললিত পুত্র; কদাচ লোকালয়ের ঈর্ষ্যাদ্বেষে পরিপূর্ণ, অহংকার অভিমানে আকুলিত ও অনর্থক

কল্পনায় বিষবৎ বিষমায়িত অতিদারুণ কোলাহল মধ্যে বাস করিতে পারে না। মানুষ আকুল ও ব্যাকুল হইয়া, মনের দুরন্ত আবেগে ইতস্ততঃ অভিধাবন পূর্ব্বক যতই অন্বেষণ করুক, কুত্রাপি তাহাদের সন্ধান পাইবে না! যেখানে তপস্যা, সাধুতা, অমৃত ও সাক্ষাৎ পরমার্থ অবস্থিতি করে, সুখ ও স্বস্তি তত্তৎ স্থানের নিবাসী হইয়া থাকে। বিষয়-মধ্যে, বিভবমধ্যে, বিবাদ ও বিগ্রহ মধ্যে, ঈর্ষ্যা ও অসূয়া মধ্যে, পরীবাদ ও নিন্দা মধ্যে, স্বার্থপরতা-বিদূষিত আত্মোদর-পরিতৃপ্তি মধ্যে, স্বকীয় পরিবারমাত্রের পোষণ মধ্যে অথবা তৎসদৃশ অন্য স্থলে সন্ধান করিলে, সেই সুখ ও স্বস্তির সাক্ষাৎকার কখনই সম্ভব নহে। বলিতে কি, মানুষ যে রূপে সুখের অন্বেষণ করে, তাহাকে মত্ততা, ভ্রষ্টতা, নষ্টতা অথবা দুঃখের প্রসঙ্গ কহে। মনীষিগণ কহিয়াছেন, এক বস্তুর বিনিময়ে অন্য বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়, মানুষ ইহা যেরূপ অবগত, সমান বস্তুর বিনিময়ে সমান বস্তু অধিগত হয়, যদি ইহাও সেইরূপ অবগত হইত, তাহা হইলে, তদীয় সুখ কখন এরূপ দুর্লভ হইত না।

সে যাহা হউক, সূত অবলোকন করিলেন, আশ্রমের পাদপসকল সুস্বাদু ফলভরে অবনত হইয়া, গুণ-গৌরব-গুম্ফিত অতি-বিনীত সাধুজনের অনুকরণ করিতেছে; কল-কণ্ঠ বিহঙ্গম সকল সুমধুর কলরব করিয়া, সৎকথার ন্যায়, সকলেরই মন হরণ করিতেছে; অতিস্বচ্ছ সলিলগর্ভ জলাশয় সকল সাধু হৃদয় সদৃশ সুনির্ম্মল প্রতিভা বিস্তার করিতেছে; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী সকল প্রকৃতি দেবীর সুকুমারবয়স্কা

মুগ্ধস্বভাবা কন্যার ন্যায় মৃদুমন্দ চঞ্চল গমনে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে; সিংহ ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ সকল চিরপরিচিত-হিংস্র স্বভাব-বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পরস্পর ভ্রাতৃভাবে বিচরণ করিতেছে এবং পর্ব্বত সকল সদাচার-ব্রত পুণ্য-নিরত ব্যক্তির ন্যায়, সকলেরই আশ্রয় ও অধিগম্য হইয়া, স্ব স্ব গৌরব বিস্তার করিতেছে। চন্দ্র উহাতে নিত্য সুনির্ম্মল জ্যোৎস্না বিকিরণ করেন, জলাশয় সকল নিত্য কমলাদি সুগন্ধি কুসুম প্রসব করে, পাদপ সকল নিত্য সুমধুর ফল প্রদান করে, অতি সুরভি মলয়ানিল নিত্য প্রবাহিত হয় এবং দিবাকর নিত্য অতিমাত্র সুখসেব্য কিরণ বিতরণ করিয়া, সকলের চিত্তবিনোদ সাধন করেন। তথায় রোগ নাই, শোক নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, আধি নাই, ব্যাধি নাই, শ্রান্তি নাই, চিন্তা নাই এবং বিষাদের লেশমাত্র নাই। সর্ব্বত্রই প্রীতি, আনন্দ, হর্ষ, বিকাশ, শান্তি, মাধুর্য্য, ইত্যাদি যেন সাক্ষাৎ বিগ্রহ-পরিগ্রহপূর্ব্বক বিচরণ করিতেছে এবং ধর্ম্ম, সত্য, ন্যায়, ক্ষমা ও দয়া প্রভৃতি যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া, তাহাদের পোষণ ও বর্দ্ধন করিতেছে। আহা, সংসারে কোথায় এরূপ প্রদেশ আছে যে, এই তপোবনের সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে!

কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না এবং আধার ব্যতিরেকে আধেয় থাকিতে পারে না; ইহা নিত্যসিদ্ধ সনাতন নিয়ম। এই নিয়মের ব্যভিচারঘটনা কদাচ সম্ভব নহে। কিন্তু ঋষিগণের অসামান্য তপঃশক্তি তাহারও অন্যথাসাধন করে। দেখ, ঐ তপোবনে নন্দন-কানন নাই;

কিন্তু আপনা হইতেই পারিজাত প্রাদুর্ভূত ও বিকসিত হই-তেছে; কুবের-সরোবর নাই, আপনা হইতেই স্বর্ণপদ্ম প্রস্ফু-টিত হইতেছে; ক্ষীরোদ-সাগর নাই, আপনা হইতেই অমৃত উদ্ভূত হইতেছে; বৈকুণ্ঠ বা গোলোক নাই, আপনা হইতেই দেবী কমলা বিরাজমান হইতেছেন; স্বর্গ বা সুধর্ম্মা নাই, আপনা হইতেই দেবগণ গোষ্ঠীবদ্ধ বিচরণ করিতে-ছেন; মানুষসুলভ রাত্রিন্দিব পরিশ্রম ও যত্নের সম্পর্ক নাই, আপনা হইতেই সিদ্ধি সমাগত হইতেছে এবং বাসনা বা কামনার নামমাত্র নাই, কিন্তু আপনা হইতেই পরম কাম্য ফল পরিণত হইতেছে। অধিকন্তু, যে কারণের যে কার্য্য, ঋষিগণের তপঃশক্তি তাহারও ব্যভিচার বিধান করে। দেখ, ঐ তপোবনে বয়সের পরিণামেও লোকের পলিত বা গলিত দশা আপতিত হয় না; যৌবনের সমাগমেও কামরাগ প্রাদু-র্ভূত হয় না; সর্ব্ব সম্পদের সর্ব্বদা অধিষ্ঠানেও অহংকার বা অভিমান সমুদ্ভূত হয় না; রাজদণ্ডের সন্নিধান-বিনা-কারেও শান্তিসুখ প্রতিহত হয় না; দ্বন্দ্ব সকলের প্রবল প্রচার সত্ত্বেও সন্তাপের আবির্ভাব হয় না; স্ত্রী-সেবা না থাকিলেও সন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাত হয় না; বিষয়-বিভবের অভাব হইলেও সম্পন্নতার অভাব হয় না; এক পিতা হইতে জন্ম না হইলেও, ভ্রাতৃভাবের অসদ্ভাব হয় না; সজাতীয় বা সবংশীয় না হইলেও বন্ধুতার হানি হয় না এবং একদেহ না হইলেও, একপ্রাণতার অভাব হয় না।

সূত আরও দেখিলেন, এই তপোবন সর্ব্বলোক-নিঃস্বার্থ হিতশিক্ষার আদর্শ। দেখ, তত্রত্য তরুগণ অযাচিত ও

সেবিত হইয়া, ফল-মূল-বল্কলাদি-প্রদানপূর্ব্বক সর্ব্বদা অভিলষিত গ্রাসাচ্ছাদন বিধান করে; নির্ঝর সকল সুশীতল-সলিল-প্রদানপূর্ব্বক তৎক্ষণমাত্রে পিপাসার শান্তি করে এবং শাদ্বল সকল বসিবার নিমিত্ত বিচিত্র আসন বিতরণ করে। অধিকন্তু, পৃথিবী শয়নের জন্য সর্ব্বদা স্বকীয় ক্রোড় বিস্তার করিয়া অবস্থিতি করে; অতিমনোজ্ঞ নিকুঞ্জ সকল সুরম্য হর্ম্ম্য অপেক্ষাও সুখবাস বিধান করে; দরী সকল কোষাদি গুপ্ত গৃহের খর্ব্বভাব সম্পাদন করে; সর্ব্বকালরমণীয় দোদুল্যমান লতাসকল বিচিত্র যবনিকারও অতিশায়িত্ব বহন করে; মৃদু মন্দ সুগন্ধি সমীরণ মনোহর ব্যজনপদ পরিগ্রহ করে এবং তারকাস্তবক-শবলিত অতিমোহন গগন-বিভাগ দিব্য বিচিত্র বিতান রূপে অনন্ত সুষমা বিস্তার করে। ইচ্ছামাত্রেই এই সকল অক্ষয়,অকৃত্রিম ও দিব্য বিভব, সকল কালে সকল ব্যক্তির অধিগত হইয়া থাকে। যাঁহারা এই সকল বিভবের অধিকারী, স্বয়ং বিরতি ও নিবৃতি, প্রিয়তমা বনিতার ন্যায়, তাঁহাদের অনুগামিনী ও নিষ্কণ্টক পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হয়।

হত দগ্ধ ক্রূর মানুষ স্বপ্নেও ঈদৃশ অতিদিব্য বিশুদ্ধ সুখের বার্ত্তামাত্র অবগত নহে! সে কেবল আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনাপূর্ব্বক অর্জ্জন করে, বর্দ্ধন করে, রক্ষণ করে ও সঞ্চয় করে; স্বার্থের দাস, ইন্দ্রিয়ের দাস, রিপুর দাস ও পরিবারের দাস হইয়া, আজীবন বিদ্ধনাসিক বলীবর্দ্দের ন্যায় ভারমাত্র বহন করে; হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, গ্লানি, নিন্দা ও পরপীড়ন প্রভৃতি মহাপাপ অর্জ্জনে

বন্ধুবৎ, আত্মবৎ ও দেববৎ পরমপ্রীতি-স্থাপনপূর্ব্বক তাহা-রই অনুসরণ করে এবং অন্ধতা, জড়তা, ভ্রষ্টতা, মত্ততা, অতিনষ্টতা, মুগ্ধতা, স্তব্ধতা, মূঢ়তা, গতানুগততা, আত্ম-পাতিতা, অতিরক্ততা, বদ্ধবদ্ধতা, অনুদারতা, ক্রূরতা ইত্যাদি মূর্ত্তিমান্ আত্মহানি সকলে প্রিয়তমা পত্নীর ন্যায়, অভীষ্ট দেবীর ন্যায়, অভিমত সিদ্ধির ন্যায় অথবা অতিপ্রিয় সমৃদ্ধির ন্যায়, সর্ব্বদা সেবা, অনুরাগ ও সমাদরসহকারে স্ব স্ব হৃদয় অর্পণ করে। হায়, যে মানুষ এইরূপ অন্ধ হইয়া, মত্ত হইয়া, হঠকারী হইয়া, অথবা পূর্ব্বাপর-পর্য্যালোচনাপরিশূন্য হইয়া, দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞান বিসর্জ্জনপূর্ব্বক আপনিই আপনার অন্তরায় হয় এবং অনাত্মে আত্মবোধ-স্থাপনপূর্ব্বক অমৃত বোধে বিষপানার্থ ধাবমান হইয়া থাকে, সেই হত বিড়-ম্বিত দগ্ধ মানুষ কি রূপে তপস্বিসেব্য, দেবসেব্য ও ঈশ্বরসেব্য তাদৃশী চরম নির্বৃতি লাভ করিবে! অথবা, যাহার শক্তির সীমা দৈবের দাসত্ব পর্য্যন্ত, উদ্যোগের সীমা অদৃষ্টের সেবা পর্য্যন্ত, বুদ্ধির সীমা অনর্থক কর্ম্মসন্ততির বিস্তার পর্য্যন্ত, বিজ্ঞানের সীমা কালের পরিবর্ত্ত পর্য্যন্ত, চিন্তার সীমা অসার গৃহচর্য্যা পর্য্যন্ত, যুক্তির সীমা অন্ধ অজন ও জড়বৎ স্বার্থের পরিকলন পর্য্যন্ত, বিদ্যার সীমা বিবাদের আবিষ্কার পর্য্যন্ত এবং দক্ষতার সীমা স্বজাতীয়ের দাসত্ব পর্য্যন্ত, তাদৃশ দিব্য বিভব কি রূপে তাহার অধিগত হইবে!

মহাভাগ সূত এই রূপে তপোবনের অদ্ভুতমাধুরীসন্দর্শন-পূর্ব্বক নয়ন মন আপ্যায়িত করিতে করিতে, যে স্থানে শৌনক প্রভৃতি ঋষিগণ গোষ্ঠীবদ্ধ উপবিষ্ট হইয়া, বিবিধ

অভিনব উদার আলাপে সুখময় সময় যাপন করিতেছেন, সেই দিব্যাতিদিব্য বিচিত্র প্রদেশে সহসা সমাগত হই-লেন। দেখিলেন, গৌতম, বশিষ্ঠ, জাবালি, অঙ্গিরা, ও লোমশ প্রভৃতি বেদবাদী, জ্ঞানবাদী, শান্তবাদী, আত্মবাদী, শান্তমূর্ত্তি মহর্ষিগণ মহামনাঃ শৌনকের চতুর্দ্দিকে সমবেত উপবেশন পূর্ব্বক, শান্তির পরিবারের ন্যায়, ধর্ম্মের সন্ততির ন্যায়, সত্যের পোষ্যবর্গের ন্যায়, ক্ষমার আত্মীয়গণের ন্যায়, এবং ন্যায়ের সহচর বা অনুচরসমূহের ন্যায়, বিচিত্র অদ্ভুত নিরুপম শোভা বিস্তার করিতেছেন। তাঁহারা সকলেই অসামান্য-তপঃপ্রভাবসম্পন্ন, সকলেই সত্যধর্ম্ম-শান্তি-নিরত, সকলেই দিব্য বিচিত্র অমানুষী ব্রহ্মশ্রীতে পরিপূর্ণ এবং সক-লেই প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায়, সমুদিত ভাস্করের ন্যায় অথবা মূর্ত্তিমান্ তেজোরাশির ন্যায়, একান্ত দুর্দ্ধর্ষ ও দুরপনেয় প্রতাপবিশিষ্ট। আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহারা ঈদৃশ তেজঃ-পুঞ্জ হইলেও, সকল-লোকলোভন পৌর্ণমাসী-শশাঙ্কের ন্যায় ব্যক্তিমাত্রেরই নিতান্ত দর্শনীয়, শোকে সান্ত্বনার ন্যায় ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত স্পৃহণীয় এবং সন্তাপে শীতল ক্রিয়ার ন্যায়, ব্যক্তিমাত্রেরই সেবনীয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কথারম্ভ।

তাদৃশ বিশ্ব-বন্দিত ব্রহ্মানন্দ ঋষিদিগের দর্শনমাত্র অতি-মাত্র সম্ভ্রম ও সমাদরসহকৃত সবিশেষ শ্রদ্ধা সমুপস্থিত হও-

য়াতে, সমদর্শী সূত সাধুদর্শনসুলভ পরম প্রীতি ও অকৃত্রিম ভক্তির বশংবদ হইয়া, তৎক্ষণাৎ অবনত মস্তকে কৃতাঞ্জলি-পুটে প্রণামপূর্ব্বক আদেশপ্রতীক্ষায় একান্ত অনুগত ভৃত্যের ন্যায়, এক পার্শ্বে পুত্তলিবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন। ব্রহ্মকল্প মহর্ষিগণের দর্শনমাত্র তাঁহার সমুদায় শ্রম, সমুদায় ক্লম ও সমুদায় ভ্রম তৎক্ষণে মায়ার ন্যায়, ছায়ার ন্যায়, মিথ্যার ন্যায়, তিরোহিত হইল। সুতরাং আর আসনপরিগ্রহ করিবার অবসর বা অপেক্ষা রহিল না।

সুতীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন সত্যশীল শৌনক সমবেত ঋষিগণের সহিত সমুচিতসৎকথাপ্রসঙ্গে সময়যাপনে প্রবৃত্ত ছিলেন। সুমতি সূতকে সহসা সমাগত দেখিয়া, সুপ্রভাত মনে করিয়াই যেন, স্বহস্তে বসিবার নিমিত্ত আসন প্রদান করিলেন। সত্যদর্শী সূত সনাতনবর্ম্মসেবী শৌনকের এইপ্রকার সমাদর-সহকৃত সম্ভাষণ সন্দর্শনে সঙ্কুচিত হইয়া, অস্তে ব্যস্তে অন্যতর আসন পরিগ্রহ করিলেন এবং মহর্ষি কি আদেশ করেন, তাহারই প্রতীক্ষাপরবশ হইয়া, অভীষ্ট দেবের ন্যায়, তদীয়-বদনসংসক্ত লোচনে এক মনে বসিয়া রহিলেন। ইহারই নাম সাধুতার পুরস্কার ও পরিগ্রহ।

মহামতি সূত এই রূপে আসনগ্রহণপূর্ব্বক শ্রান্তি দূর করিয়া, সুখে উপবেশন করিলে, কুলপতি শৌনক পরম-প্রীতিমান্ হইয়া, অমৃতায়মান উদার বাক্যে তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তাত! জ্ঞানই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। এইজন্য সর্ব্বত্রই তাহার অবিসংবাদিনী প্রশংসা লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহা নিরতিশয় সৌভাগ্যের বিষয় যে, তুমি সেই দেবদুর্লভ

অমূল্য জ্ঞানরত্নে বিভূষিত হইয়াছ। তোমার আবার বহু-দর্শন, বহু-শ্রবণ ও বহু-চিন্তার সহায়তায় সেই জ্ঞানের পরিপাক হইয়াছে। অতএব তুমি বিশ্বসংসারের পূজনীয় ও বহুমত, তাহাতে সন্দেহ কি? এইজন্যেই আমরা তোমার দর্শনে, অভীষ্ট-দর্শনের ন্যায়, একান্ত প্রীত ও পুলকিত হইয়াছি, তোমাকেও সেই প্রীতি ও পুলকের প্রতিদান করিতে হইবে। আমাদের ঐকান্তিক অভিলাষ, সৎকথায় ও সদ্বিষয়ের আলোচনায় অবসরসময় সুখে অতিবাহিত করি! বিধাতা ভাগ্যবলেই সেই অভিলাষসিদ্ধির উপায়-স্বরূপ তোমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব তুমি আপনার অধিগত সুবিস্তৃত জ্ঞানের পরিচয়স্বরূপ সমুদায় পুরাণ, সংহিতা, ইতিহাস, আখ্যান, আখ্যায়িকা, বেদ, স্মৃতি, তন্ত্র, উপনিষদ্ ও শ্রুতি প্রভৃতি সমগ্র শাস্ত্রের সার মর্ম্ম একত্র কীর্ত্তন করিয়া, আমাদিগকে আপ্যায়িত কর। যাহারা অন্যকে আপ্যায়িত করে, ঈশ্বর স্বয়ং তাহাদিগকে সুখী করিয়া থাকেন।

অন্যান্য ঋষিগণও একবাক্যে শৌনকের অনুবাদ করিলেন।

মহামতি সূত বিনয়াতিশয্য-বশতঃ মহর্ষির এই বাক্যে নিতান্ত সম্ভ্রান্ত ও সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন, ঋষিগণ! আমি ধন্য ও কৃতার্থ হইলাম। যেহেতু আপনারা আমাকে অতি-মাত্র অনুগ্রহ ও প্রীতি বিতরণ করিতেছেন। অধুনা, আমি আপনাদের আদেশে বিদিত অবিদিত সমুদায় শাস্ত্ররত্নের মহাসাগরস্বরূপ সুপ্রসিদ্ধ যোগভারত-সংহিতা কীর্ত্তন করিব।

এই যোগভারত পুরাণ, ইতিহাস ও সাহিত্যাদি সমুদায় শাস্ত্রের মূলস্বরূপ। স্বয়ং বিধাতা ইহার রচনাপূর্ব্বক বৃহস্পতিকে প্রদান করেন। ইহা চারি পর্ব্বে বিভক্ত। প্রথম পর্ব্বের নাম আদিপর্ব্ব বা ঈশ্বরপর্ব্ব; দ্বিতীয়ের নাম বিরাটপর্ব্ব বা ধর্ম্মপর্ব্ব; তৃতীয়ের নাম শান্তিপর্ব্ব বা নীতিপর্ব্ব এবং চতুর্থ পর্ব্বের নাম লোকপর্ব্ব বা পৌরাণিক পর্ব্ব। ইহাতে নিরবচ্ছিন্ন তত্ত্ব সকলের বহু-বিস্তার বর্ণন আছে এবং তত্ত্ব সকলের উদ্ভেদ, উদ্ভাবন ও উদ্ধারণই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। এইজন্য কৃতজ্ঞান পণ্ডিতগণ ইহার আদর ও গৌরব করেন। ইহাতে যে সকল সুন্দর, সুরম্য ও বহুবিচিত্র উপাখ্যান আছে, তৎসমস্ত পাঠ করিলে, সংহিতাপাঠের ফললাভ হয়। ইহার উপদেশ ও নীতি সকল, সকল কালে সকল দেশে সকল পাত্রেরই উপযুক্ত। সুকুমারমতি বালক হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত এবং অতিমাত্র বিষয়ী হইতে তমঃপার-পরিদর্শী মুক্ত পর্য্যন্ত, সকল ব্যক্তিই ইহার পাঠে সমান উপকার প্রাপ্ত হয়েন। ইহার অন্যতর নাম সারস্বত-সংহিতা। অধুনা অবধান করুন।

একদা সর্ব্বজনলোভনীয় ও সর্ব্বজনসেবনীয় সুন্দর সন্ধ্যাসময় সমাগত হইলে, পবিত্রতোয়া মন্দাকিনীর সুশীতল-সলিল-শীকর-সম্পৃক্ত-সুখসেব্য সমীরণ মৃদু মন্দ সঞ্চালিত হইলে, সর্ব্বভুবনমোহন ও সর্ব্বলোকানুরঞ্জন পরমানন্দন নন্দনকানন হইতে সমুত্থিত সুশোভন গন্ধে অন্ধ হইয়া, স্বর্গীয় মধুকরবৃন্দ মত্তবেশে মনোহর ধ্বনিবিস্তার-রসে মগ্ন হইলে, দেবরাজ শতক্রতু প্রিয়তমা দেবী শচীর সহিত দিব্যযানে

আরোহণপূর্ব্বক গুরুদেব বৃহস্পতির ভবনে সমাগত হইলেন এবং তাঁহাকে সবিশেষ শ্রদ্ধাসহকৃত প্রণাম নিবেদন করিয়া, তদীয় নিদেশে পার্শ্বদেশে সুবিস্তৃত সুখাসনে উপবেশন-পূর্ব্বক সানুনয়ে ও সসম্ভ্রমে কহিলেন, ভগবন্! আপনার প্রণীত অভিনব যোগভারত-সংহিতা শ্রবণ করিতে আমাদের অতিমাত্র ঔৎসুক্য উদ্ভূত হইয়াছে; অনুগ্রহপূর্ব্বক বর্ণন করিয়া, কৃতার্থ করিতে আজ্ঞা হউক।

বৃহস্পতি পরমপ্রিয়শিষ্য ও সুস্নিগ্ধ-সহায়স্বরূপ শত-ক্রতুর এবংবিধ প্রার্থনাবশংবদ হইয়া, সমীপে উপবিষ্ট, নিত্য-সন্তুষ্ট-স্বভাব, পরম ইষ্টনিষ্ঠ, বিশিষ্ট-প্রধান, শিষ্যশ্রেষ্ঠ ধৃতবেদ বেদকে মধুর বাক্যে বলিলেন, বৎস বেদ! সম্প্রতি সায়ং সময় সমুপস্থিত। সুতরাং, আমাকে অবশ্যকর্ত্তব্য দেববন্দনানুরোধে এই মুহূর্ত্তেই অগ্নিগৃহে প্রবেশ করিতে হইবে। অতএব তুমিই যোগভারত কীর্ত্তন করিয়া, দেব-রাজের অভিলষিত পূরণ কর। সদ্বিষয়ের বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্লভ। সৌভাগ্যযোগে তোমাদের উভয়ে তাদৃশ দুর্লভত্বের পর্য্যবসান হইয়াছে। এই বলিয়া, তিনি অগ্নি-গৃহে প্রবেশ করিলে, মহামতি বেদ নিতান্ত অনুগৃহীত বোধ করিয়া, দেবরাজকে কহিলেন, শতক্রতো! শ্রবণ করুন। যোগভারতের প্রথমে আদিপর্ব্ব বা ঈশ্বরপর্ব্ব। এই পর্ব্বে ঈশ্বরের মাহাত্ম্য, স্বরূপ ও প্রভাব এবং তদীয়ভক্ত পুরুষগণের স্বভাব, গতি, সৌভাগ্য ও ঐশ্বর্য্যাদি বিবিধ অভিনব দৃষ্টান্ত ও মনোহর আখ্যানসহকারে সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে।

———

তৃতীয় অধ্যায়।

ঈশ্বরস্বরূপ-বিনির্ণয়।

ইন্দ্র কহিলেন, ঈশ্বরের স্বরূপ কি, জানিতে ইচ্ছা করি। বিদ্বান্ মূর্খ, ক্ষুদ্র মহান্ সকলেই উহা জানিবার জন্য উৎসুক হয় এবং পণ্ডিতগণ নানাপ্রকার তর্ক করিয়াও, উহার যথাযথ মীমাংসা করিতে পারেন না। অতএব আপনি অনুগ্রহ-পূর্ব্বক সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।

বেদ কহিলেন, দেবরাজ! আপনার পদগৌরব যেরূপ উন্নত, এই প্রশ্ন সর্ব্বথা তদনুরূপ, সন্দেহ নাই। শিষ্য গুরুকে এইপ্রকার জিজ্ঞাসা করিবে এবং গুরুও এইপ্রকার উপদেশ করিবেন। লোকব্যবহারেও সর্ব্বদা এইপ্রকার প্রশ্নের আলোচনা করা কর্ত্তব্য। কেননা, তদ্দ্বারা আত্মার উন্নতি, উভয়লোকিক মঙ্গলসমৃদ্ধি ও সাক্ষাৎ ঈশ্বরপ্রসাদ লব্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু লোকমাত্রের স্ব স্ব পূর্ব্বপুরুষের স্বরূপ ও স্বভাবাদি যথাযথ বর্ণন করা যেরূপ দুর্ঘট, সকলের আদিপুরুষ ঈশ্বরের স্বরূপাদি কীর্ত্তন করাও তদ্রূপ সহজ নহে। পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ পিতামহকে এবিষয় জিজ্ঞাসিলে, তিনি কহিয়াছিলেন, মানুষ যাঁহার জ্ঞান লইয়া জন্ম গ্রহণ করে এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত সেই জ্ঞান রক্ষা করিয়া থাকে; যাহাদের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, তাহারাও, যিনি আছেন বলিয়া, আপনা আপনি বুঝিয়া অনুভব করে; অধিকন্তু, যিনি

আছেন, বলিয়া অখণ্ড ও অবিনাশী লোকপ্রবাদ অনন্ত কালের সহিত সংসারের সর্ব্বত্র প্রবল প্রচলিত আছে; পৃথিবীর কোন জাতি কোন কালেই যাঁহার সত্তার অস্বীকার করে না; প্রাকৃতিক কার্য্য সকলে জ্ঞানগর্ভিত শৃঙ্খলা ও সুরীতি-বৈচিত্র দর্শন করিয়া, যদীয় সত্তার সহজেই উপলব্ধি হয়, তিনিই ঈশ্বর। মহর্ষি শতপাদ প্রথমে অতিমাত্র দুরাচার নাস্তিক ছিলেন। সর্ব্বদা নাস্তিকবাদ প্রচার করিয়া, যত্র তত্র বিচরণ করিতেন। একদা তিনি কোন গ্রাম-প্রান্তরের নিকট দিয়া গমন করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা বজ্রবিদ্যুৎ-সহকৃত প্রবল ঝটিকা সমুত্থিত হইল। কতিপয় বালক তথায় ক্রীড়া করিতেছিল; তাহাদের কাহারই বয়স সপ্তম বর্ষের অধিক নহে। তাহাদের মধ্যে একতর এই আগন্তুক বিপদ দর্শনমাত্র অতিমাত্র ভীত হইয়া, সহসা তারস্বরে বলিয়া উঠিল, ভগবন্! আমাদিগকে রক্ষা করুন। তৎক্ষণাৎ ঝটিকা বিনিবৃত্ত হইল। মহর্ষি এই ঘটনায় যেমন বিস্মিত, তদপেক্ষা সমধিক চৈতন্য প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার হৃদয় হইতে যেন বহু দিনের সঞ্চিত নিবিড় অন্ধকার এক কালেই তিরোহিত হইয়া গেল এবং আত্মা যেন নবীভূত হইল। তিনি আপনাকে পুনর্জাত বোধ করিয়া, তৎক্ষণাৎ ব্যগ্র চিত্তে সেই বালকের নিকট গমন ও আলিঙ্গনপূর্ব্বক সবিশেষ কৃতজ্ঞতা সহকারে জিজ্ঞাসিলেন, তাত! তুমি যাঁহাকে রক্ষার জন্য আহ্বান করিলে, তিনি কে, কোথায় থাকেন? বালক কহিল, তিনি ঐ আকাশে থাকেন। তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না? মহর্ষি কহিলেন, তিনি কি করেন? বালক কহিল,

তুমি কি জান না, তিনি সকলকে ভালবাসেন ও খাবার দেন? মহর্ষি কহিলেন, তুমি কিরূপে জানিলে, তিনি খাবার দেন? বালক কহিল, কেন, আমি জানিয়াছি। এই বলিয়া সে বয়স্যগণের সহিত বেগে প্রস্থান করিল। শতপাদ তখন জ্ঞানপ্রাপ্ত, চকিত ও ত্রস্ত হইয়া, আকাশে অত্যুৎসুক স্থিরদৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, ভগবন্ নিত্য-পুরুষ! আমি জন্মাবধি যে গুরুতর পাতক সঞ্চয় করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করিতে হইবে। অথবা, পাপীর প্রতি তোমার ক্ষমার শেষ নাই। তুমি যদি ক্ষমা না করিতে, তাহা হইলে, এতদিন জলে, অনলে, বিষে, প্রদাহে, অথবা তৎ-সদৃশ অন্য রূপে আমার ভয়াবহ দুষ্ট মৃত্যু সংঘটিত হইত। নাথ! জানিলাম, তুমিই সত্য এবং তুমিই বিশ্ব। আমি আর কখন উদ্ধত হইয়া, প্রমত্ত হইয়া, সর্ব্বসত্য আপনার সত্তার অপহ্নব করিব না। হায়, আমার জীবিতপ্রয়োজন সর্ব্বথা বিনষ্ট হইয়াছে! মরণেরও আর অধিক বিলম্ব নাই! তথাপি, যে কয় দিন বাঁচিব, সেই বিনষ্ট প্রয়োজন উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিব। এবিষয়ে তোমার অপার করুণা ও অসীম ক্ষমাই প্রমাণ।

দেবরাজ কহিলেন, তপোধন! পুনরায় ঈশ্বরস্বরূপ কীর্ত্তন করুন। সংক্ষেপে শুনিয়া মন পরিতৃপ্ত হইল না। ভাবিয়া দেখুন, যাহা শ্রবণ করিলে, আত্মার অভাবিতপূর্ব্ব ও অনাশংসিতপূর্ব্ব অপূর্ব্ব উন্নতি সমুদ্ভূত ও সমুদায় শ্রোতব্যের চরম ফল অধিগত হয়; যাহার আলোচনায় সমুদায় আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভাব ও পর্য্যবসান লক্ষিত হইয়া

থাকে; অথবা যাহা অবগত হইলে সমুদায় জ্ঞাতব্যের শেষ ও যাহার চিন্তা করিলে, সমুদায় চিন্তিতব্য নিঃশেষে অধিকৃত হয়; বেদাদি বিজ্ঞান সকল যাহার মীমাংসা ও পরিকলনে সর্ব্বথা পূর্ণ ও নিয়োজিত হইয়াছে; সংসারের যাহা কিছু কর্ত্তব্য, তৎসমুদায় যাহাতে অন্তর্নিবিষ্ট আছে; মানুষ জন্মিয়া অবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত যাহার আলোচনা করিবে এবং যাহা ঋষিগণের তপস্যা, যোগিগণের যোগ, জ্ঞানিগণের জ্ঞান, সিদ্ধগণের সিদ্ধি ও সন্ন্যাসিগণের সন্ন্যাস, তাদৃশ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঈশ্বরবিষয় শ্রবণ করিতে কাহার না অভিলাষ হয়? ঐ দেখুন, এই তরুবর তাঁহারই ভাবনায় ঊর্দ্ধমস্তকে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান আছে! ঐ দেখুন, এই সুকোমল লতিকা ইহাকে আপাদমস্তক আনন্দে আলিঙ্গন করিয়া, ঈদৃশ সুখময় ব্যাপারে কেমন যোগ দান করিয়াছে! ঐ দেখুন, তাঁহাকে ভাবনা করিতে করিতে এই গিরিবর এক কালেই অচল হইয়া গিয়াছে—আর ইহার স্পন্দন করিবার কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই! ঐ দেখুন, জগৎপ্রাণ সমীরণ তদীয় ভাবনা বশে অতিমাত্র মত্ত হইয়া, বিশ্বের সর্ব্বত্র তাঁহারই ঘোষণা পূর্ব্বক সর্ব্বদা বিচরণ করিতেছে—কাহার সাধ্য ইহার ভক্তিবেগ-বিবর্দ্ধিত এই মত্ত-গতি রোধ করে? ঐ দেখুন, ভক্তিভরে দ্রবীভূত অপার জলনিধি তাঁহারই ভাবনাজনিত ভাবাতিশয্যে ক্ষণে ক্ষণে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে! ঐ দেখুন, সুগম্ভীর শ্যামবর্ণ জলধর তাঁহারই ভাবনাবশে উল্লসিত হইয়া, আনন্দমন্দ্র ধ্বনি দ্বারা বিশ্বরন্ধ্র প্রপূরিত করিতেছে! ঐ দেখুন, তদীয় চিরসহচরী বিচিত্রা বিদ্যুদ্বধূর তাঁহারই ভাবনা-

বশে ঈদৃশ রাগাতিশয্য প্রাদুর্ভূত হইয়াছে! ঐ দেখুন, কোকিল কোকিলা তাঁহারই বিচিত্র ভাবনাবশে প্রমত্ত হইয়া, মনোহর স্বরে গান করিয়া, সমস্ত সংসার আমোদিত করিতেছে!

এইরূপে সমুদায় বিশ্ব যাঁহার ভাবনা করে এবং যাঁহারে ভাবনা করিলে,সমুদায় ভাবনার অবসান হয়,পশু ব্যতিরেকে আর কোন্ ব্যক্তি তদীয় শুশ্রূষায় বিনিবৃত্ত হয়? ব্যাস, বাল্মীকি ও গৌতমাদি মহাভাগ মহাপুরুষগণ তাঁহারে ভাবনা করিয়াই, সংসারবিরাগী যোগী হইয়া, নিত্যসিদ্ধি ও চরমা মুক্তি লাভ করিয়াছেন। আমাদের গুরুদেব বৃহস্পতি তদীয় ভাবনা বলেই বিচিত্র বিজ্ঞানপন্থা অবলোকন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি তাঁহারে ভাবনা করে, তাহারই সর্ব্বলোকোত্তর অতিবিচিত্র গতিসম্পদ লাভ হয়। অস্মদ্-প্রভৃতি অমরগণের ঈদৃশ অসুলভ ঐশ্বর্য্যও তদীয় ভাবনার সাক্ষাৎ প্রসব। গুরুদেব কহিয়াছেন, সেই অনন্তশক্তি, অপারগুণ, অসীমবিভব ও অগাধবীর্য্য আদিদেব ভগবানের ভাবনা করিলে, চণ্ডালাদি অতীব অধমজাতিও দেবগণের পূজনীয় হয়। অতএব তদীয় শ্রবণ, মনন, কীর্ত্তন, ধ্যান ও ধারণায় কোন্ ব্যক্তির ঔৎসুক্য না জন্মে? আহা, ভাবুকের স্বভাব কি বিচিত্র! তাঁহারা যখন সেই অপার-ভাবনাময় ও অসীম-ভাব-জলধি ভগবানের ভাবনা করেন, তখন স্বয়ং যেরূপ নিরতিশয় উল্লসিত হইয়া, নির্ম্মল আত্মা-নন্দ সম্ভোগ করেন, তদ্রূপ সমস্ত সংসারকে আপনাদের অংশী করিয়া থাকেন। দেবর্ষি নারদ যখন এক মনে ও

অনন্য হৃদয়ে তদীয় ভাবনায় গাঢ়তর সন্নিবিষ্ট হয়েন, এবং পরমসুখময়ী অপৌরুষেয়ী বীণায় পরমসুখময় অপৌরুষেয়-স্বর-সংযোগপূর্ব্বক বিশ্ববিমোহন বিচিত্র তানে সুমধুর গান করিয়া, সেই ভাবনার অনুবাদ করেন, তখন যেমন তিনি দ্রবীভূত হইয়া, অবিরল-বাহিনী প্রেমাশ্রুধারা বিসর্জ্জন করেন, তদ্রূপ সকলকে ক্রন্দন করাইয়া থাকেন। অতএব আপনি পুনরায় ভগবানের স্বরূপ কীর্ত্তন করুন।

উহাতে শ্রোতা বক্তা উভয়েরই পদে পদে বিপুল প্রীতি সম্ভূত হইয়া থাকে। মহর্ষি জাতুকর্ণী যখন সেই দেবাদিদেব পরমদেবের বিপুল-পুলকময় অপার ভাবনায় প্রমত্ত হইয়া, আকাশ পাতাল প্রতিধ্বনিত করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে তদীয় মহিমাগান করিতেন, তখন বনের হরিণ হরিণীরাও অর্দ্ধ-কবলিত শষ্পকবল মুখে করিয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে তথায় সমাগত ও স্থাণুর ন্যায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইত; সমীপচর বিহঙ্গমগণ আহার ত্যাগ করিয়া, অবসন্ন অবস্থিতি করিত; তরু ও লতা সকল স্পন্দনপরিশূন্য হইত; বায়ুর প্রসার রুদ্ধ হইয়া যাইত; বোধ হইত, যেন বিশ্বসংসার স্তব্ধ ও স্তম্ভিত হইয়া, একতান শ্রবণ করিতেছে।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রহ্লাদচরিত্র।—ঈশ্বরজ্ঞান স্বভাবসিদ্ধ।

বেদ কহিলেন, দেবরাজ! অবধান করুন। প্রহ্লাদ যখন নিতান্ত শিশু, পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন কি না,

সন্দেহ, যখন জননীর ক্রোড় ভিন্ন কিছুই জানেন না, ক্রীড়ার দ্রব্য ভিন্ন আর কিছুই চিনেন না; বীণার ন্যায়, পুত্তলির ন্যায়, ক্রোড়ে ক্রোড়ে বিচরণ করেন; যখন তদীয় ইন্দ্রিয়গণের স্ব স্ব বিষয়গ্রহে শক্তি সঞ্চরিত হয় নাই; তখন এই ঈশ্বরজ্ঞান আপনা হইতে তদীয় সুবিমল হৃদয়াকাশে পৌর্ণমাসী-চন্দ্রের ন্যায়, বিশ্বব্যাপী বিচিত্র প্রকারে আবির্ভূত হইয়া, সমস্ত সংসার মোহিত করিয়াছিল।

দেবরাজ কহিলেন, তপোধন! আমি পৌরাণিক-মুখে ও লোকপরম্পরায় মহাভাগ প্রহ্লাদের মহনীয় চরিত্র বারংবার শ্রবণ করিয়াছি। তিনি যে আদিদেব ভগবানের প্রসাদে সম্প্রতি তদীয় লোকের অধিবাসী হইয়াছেন, তাহাও অবগত আছি। তিনি এই স্বর্গপথে বৈকুণ্ঠে গমন করেন। তৎকালে তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমরা সমস্ত দেবসমাজ অন্তরীক্ষে একত্র সমবেত হইয়াছিলাম। সূর্য্য, চন্দ্র ও অন্যান্য-লোকবাসিগণও তদীয় দর্শনমানসে স্ব স্ব অধিগম্য প্রদেশে আরোহণ করিয়াছিলেন। দেখিলাম, মতিমান্ প্রহ্লাদ আমাদের অধিষ্ঠিত সমুদায় লোক স্বকীয় দিব্য প্রভায় চন্দ্রাদিত্যের ন্যায়, সমুদ্ভাসিত করিয়া, দিব্যাতিদিব্য বিচিত্র বেশে বৈকুণ্ঠাভিমুখে সকলের উপরি দিয়া গমন করিতেছেন। তিনি কি সাক্ষাৎ তেজ, স্বয়ং দীপ্তি, অথবা কান্তি কিংবা সাক্ষাৎ আলোক, তৎকালে কিছুই অনুভব করিতে পারিলাম না। অথবা, যাঁহারা জন্মাবধি অনন্য হৃদয়ে একমাত্র ঈশ্বরমার্গে বিচরণ করেন, সনাতন সত্যপুরুষ ভিন্ন আর কাহাকেও অবগত নহেন, তিনিই

যাঁহাদের সমুদায় কার্য্য বা সমুদায় বিষয়, তাঁহাকে অবগত ও প্রাপ্ত হওয়াই জ্ঞানের সীমা ও লৌকিকতার শেষ বলিয়া যাঁহাদের প্রতীতি আছে এবং সেই প্রতীতির অনুসরণপূর্ব্বক যাঁহারা আত্মা মন সমুদায় তদুদ্দেশে নিযোজিত করেন, তাদৃশ মহাপুরুষমাত্রেরই স্বরূপ প্রহ্লাদের ন্যায় নিতান্ত অননু-ভাব্য ও অবশ্যচিন্তিতব্য হইয়া থাকে। গুরুদেব কহিয়া-য়াছেন, ঈশ্বরভক্ত পুরুষগণের স্বরূপপরিচর্য্যাও ঈশ্বর-প্রাপ্তির অন্যতর সাধন। এই কারণে পরমপবিত্র প্রহ্লাদ-চরিত্র বারংবার শ্রবণ করিয়াও, শ্রবণ-পিপাসা পুনরায় বল-বতী হইয়া উঠিতেছে। নির্ম্মলচরিত সাধুগণের গুণানুবাদ শ্রবণ করিলে, পরম পুণ্যের সঞ্চয় হয়। পুনশ্চ, সৎকথা ও সদনুষ্ঠান ব্যতিরেকে সংসারে অন্য কথা বা অন্যবিধ অনু-ষ্ঠান কোন মতেই প্রধান গণনীয় নহে। পাপাত্মাদিগের কথা কহিলেও, পাপের আবির্ভাব ও বিষম অরিষ্ট সংঘটিত হইয়া থাকে।

বেদ কহিলেন, অবধান করুন। শুভক্ষণেই মহাভাগ প্রহ্লাদ দৈত্যবংশে অবতংসরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং শুভ-ক্ষণেই দৈত্যপতি তাঁহাকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিল। লোকে যেজন্য সৎপুত্রের প্রার্থনা করে, মহাভাগ প্রহ্লাদে তাহার কিছুমাত্র কোন অংশে অভাব ছিল না। জন্মদোষে, কর্ম্মদোষে অথবা বুদ্ধিদোষে দৈত্যপতি ঈদৃশ গভীরগুণসাগর পুত্রের মর্য্যাদা বুঝিতে পারে নাই এবং বুঝিতে না পারিয়াই, নির্ম্মম ও নির্দ্দয় হইয়া, তাঁহার অযথোচিত দুরবস্থা বিধান করিয়াছিল। কিন্তু, যাঁহাদের চিত্তবৃত্তি এই অচলের ন্যায়,

22,152

দৃঢ়বদ্ধ ও এই আকাশের ন্যায় স্থিরভাবাপন্ন হইয়া, একমাত্র ঈশ্বরের অভিমুখে ধাবমান হয় এবং বর্ষাকালীন বেগবতী নদী যেমন সাগরে, তদ্রূপ উদ্দাম ও অনাহত হইয়া, সেই আদি-দেব ভগবানে মিলিত হইয়া থাকে, দৈবী বা মানুষী কোন প্রকার আপদ বিপদই তাঁহাদিগকে পরাহত করিতে পারে না। পরমপুরুষ পরমেশ্বরের অসীম ও অনন্ত-শক্তি আশী-র্ব্বাদ তাঁহাদিগের শরীরে এরূপ অক্ষয় ও অভিনব তেজ এবং ঈদৃশ অলৌকিক ও অনভিভাব্য শক্তির সমাবেশ করে, যে তৎপ্রভাবে তাঁহাদের নিকট পাষাণও কর্দ্দম, অগ্নিও জল, বিষও অমৃত এবং কণ্টকও মৃণালবৎ নিতান্ত কোমল হইয়া থাকে। তাঁহারা কিছুতেই ভীত, শঙ্কিত, সন্দিগ্ধ, উদ্বিগ্ন, ভগ্ন বা বিষণ্ণ হন না। ভয়ঙ্কর বজ্রের ভয়ংকর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, সমুদায় সংসার স্তব্ধ ও চকিত হইয়া উঠে; কিন্তু তাঁহারা তম্মধ্যে সেই আদিপুরুষ ভগবানের সুখময় শব্দ অনুভূত করিয়া, পরম আনন্দে নিমগ্ন হন। ক্ষণপ্রভার কঠোর আলোকে সামান্য লোকের দৃষ্টিমার্গ রুদ্ধ ও প্রতি-হত হয়; কিন্তু তাঁহারা তম্মধ্যে সেই সচ্চিদানন্দ নিত্য পুরুষের পরমানন্দ-সন্দোহময়ী বিমল ছবি দর্শন করিয়া, প্রতিপদেই বিপুল পুলক অনুভব করেন। এই রূপ, তাঁহারা প্রজ্বলিত বহ্নিমধ্যে তদীয়প্রতিভাপরিকলনপূর্ব্বক অনা-য়াসে তাহাকে আলিঙ্গন করিতেও কুণ্ঠিত হন না। অনন্ত ও অপার অকূপারে সেই মহানের মহান্ পরমবিভুর পরম মহৎ বিপুল দেহের সাক্ষাৎ ছায়া দর্শন করিয়া, তাঁহারা অম্লান বদনে তদীয় সুগভীর তলমধ্যে সুরক্ষিত প্রাসাদের

ন্যায়,সুখে শয়ন করিতে পারেন। অথবা, সমস্ত সংসার যখন সেই ভূমা পুরুষ পরমাত্মার আদেশ বহন করে, তখন ঈশ্বর-পুরুষগণের সর্ব্বত্র যে অবিহত ও অবিসংবাদিত জয় লব্ধ হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? দেখুন, দৈত্যপতি ক্রোধ-বশে মূর্চ্ছিত হইয়া, অত্যুচ্চ গিরিশেখর হইতে পৃথিবীপৃষ্ঠে পাতিত করিলে, ভূতধাত্রী ধরিত্রী স্বীয় প্রভু পরমাত্মার আদেশস্মরণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ জননীর ন্যায় কোমল ক্রোড় বিস্তার করিয়া, পুত্রবৎ প্রহ্লাদকে ধারণ করিলেন। দৈত্য-নন্দন কিছুমাত্র আহত না হইয়া,যেন তূলরাশি মধ্যে পতিত হইলেন এবং মাতৃক্রোড়ে আশ্রয় পাইলে, মাতৃপ্রাণ শিশুর যেমন বিপুল প্রীতি সমুদ্ভূত হয়, তদ্বৎ তিনিও নিরতিশয় আমোদিত হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

ঈশ্বরকে না জানাই আশ্চর্য্য!

বেদ কহিলেন, দেবরাজ! দেবর্ষি নারদ তৎকালে তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া, মহর্ষিসমবায়ে একদা যেরূপ বর্ণন করেন, অবিকল কীর্ত্তন করি, শ্রবণ করুন।

দেবর্ষি কহিলেন, দৈত্যপতির আদেশমাত্র তদীয় পুরুষ-গণ তৎক্ষণাৎ গুণরাশি প্রহ্লাদকে পর্ব্বতোপরি উত্থাপিত করিয়া, বেগভরে নিপাতিত করিলে, সেই পরমভাগবত

দৈত্যনন্দন কিছুমাত্র সঙ্কুচিত বা ব্যাকুলভাবাপন্ন না হইয়া, পুরুষ বাক্যে কহিলেন, যাহারা সত্যের জন্য প্রাণ দেয়, তাহাদের কি সৌভাগ্য! তাহারা ঈশ্বরের অনুগ্রহরূপ অমৃত পানে অমর হইয়া, যাবৎপ্রলয় দিব্যমানুষ বিবিধ ঐশ্বর্য্য ভোগ করে। তাত! আপনি ব্যতিরেকে আর কোন্ ব্যক্তি তাদৃশ অনায়াসলভ্য অমরতা লাভের অভিলাষী না হয়? কি আশ্চর্য্য! যিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনাকে ঈদৃশ অতুল ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছেন, সেই সনাতনপুরুষ ভগবানে আপনার ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার লেশ নাই! কি আশ্চর্য্য! সমুদায় সংসার একবাক্যে যদীয় মহিমা ঘোষণা করে, আপনি সেই আদিদেবের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়াছেন! কি আশ্চর্য্য! যিনি ইচ্ছামাত্রেই বিনা আয়াসে সামান্য উপলক্ষে আপনাকে সমুদায় ঐশ্বর্য্যের সহিত রসাতলে মগ্ন করিতে পারেন, আপনি সেই মহানের মহান্ পরমদেবতার অপেক্ষা রাখেন না! বলিতে কি, তিনি আদেশ করিলে, ঐ ক্ষুদ্র-দৃশ্যমান দিবাকর এই মুহূর্ত্তেই দ্বাদশ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া, আপনাকে সুবিস্তৃত রাজ্যের সহিত শুষ্ক ও দগ্ধ করিতে পারেন; একবারে শত বজ্র স্বয়ং উদ্যত হইয়া, অথবা এই মৃদুমন্দ স্নিগ্ধ বায়ু ঘোর ঝঞ্চা রূপে আবির্ভূত হইয়া, কিংবা এই সামান্য কূপোদক সহসা একার্ণবে পরিণত হইয়া, অথবা এই মেদিনী ক্ষণমাত্র কম্পিত হইয়া, নিমেষমধ্যেই আপনাকে সুবিস্তৃত যানবাহন ও বিপুল বলাদির সহিত দগ্ধ, উড্ডীন, প্লাবিত, প্রোথিত ও শতধা চূর্ণীকৃত করিতে পারে। অথবা, এই সূর্য্য, চন্দ্র, আকাশ, পবন, দিক্ ও নক্ষত্রাদি

সকলেই তাঁহার সুবিশ্বস্ত ও সুপরীক্ষিত প্রহরী। ইহারা নিরন্তর লোকের তত্ত্বাবধান করে। পাপ করিলে, কেহই ইহাদের নিকট পরিহার প্রাপ্ত হয় না। ফলতঃ, যদি সহসা দগ্ধ, শুষ্ক, অবসন্ন, পতিত ও মূর্চ্ছিত হইবার অভিলাষ না থাকে, তাহা হইলে, অতঃপর সাবধান হইয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং শতবার অনুতাপ করিয়া, পাপের বেগ উপশমিত করুন। কি আশ্চর্য্য! আপনি কি দেখেন নাই, সেই পরমবিভু ভূমা পুরুষ সামান্য সূত্রে কীদৃশ অসামান্য ব্যাপার সকল সম্পাদন করেন! তাঁহার সমুদায় কার্য্যই সাক্ষাৎ ইন্দ্রজাল বা স্বয়ং বহুরূপিণী বিচিত্র মায়া স্বরূপ। আপনার ভ্রাতা স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিভুবন এক উদ্যমে জয় করিয়া, অবশেষে শূকরহস্তে প্রাণত্যাগ করেন। ইহা কি সামান্য সূত্রে অসামান্য ঘটনার নিদর্শন নহে? কি আশ্চর্য্য! ইহাতেও আপনার শিক্ষালাভ হইল না! সে দিন সামান্য স্ফুলিঙ্গ হইতে অসামান্য অগ্নি প্রাদুর্ভূত হইয়া, দেখিতে দেখিতেই আপনার যে বহুবিস্তৃত প্রমোদমন্দির দগ্ধ করে, তাহাও কি আপনার শিক্ষাকল্পে পরিকল্পিত হয় নাই? ভাবিয়া দেখুন, যাঁহার প্রেরিত অতিসামান্য মস্তকবেদনায় ক্ষণমধ্যেই অতিবীরকেও হতজ্ঞান হইতে হয়, আশ্চর্য্য! আপনি কোন্ সাহসে সেই অগাধশক্তি ভগবানের বিরুদ্ধকারিতায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন?

তাত! কখন মনেও ধারণা করিবেন না যে, আমি ভয়প্রযুক্ত এরূপ বলিতেছি। কেবল পিতৃভক্তি সুলভ অপার করুণা বশতঃ আপনার ভাবি মঙ্গল-কামনা আমাকে নিতান্ত ব্যাকুল ও চঞ্চল করিয়াছে। বলিতে কি, আপনার ন্যায় ঈশ্বরবিরোধীকে

আমি অণুরও অণু ভাবিয়া থাকি,তজ্জন্য আমার কিছুমাত্র শঙ্কা বা ভয়ের সঞ্চার হয় না। আপনি কতিপয় গ্রামমাত্রের ঈশ্বর এবং কতিপয় ক্ষুদ্র দুর্ব্বল দৈত্য আপনার পরিকর। আবার, আপনার ঐশ্বর্য্যের ও সহায়সম্পদের কিছুমাত্র স্থায়িতা বা সারবত্তা নাই। দুরন্ত কালের ভ্রূভঙ্গির লেশমাত্রেই নিমেষমধ্যে তাহার ধ্বংস হইয়া থাকে। কিন্তু আমি যাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া আশ্রয় করিয়াছি, তিনি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র রাজা; আপনার গুরু ও অভীষ্ট নিয়ন্তা ব্রহ্মাদি তাঁহার প্রজা এবং সেই সর্ব্বনিয়ন্তা দুরন্ত কাল তাঁহার সেবকানুসেবক বলিয়া সর্ব্বত্র আপনার পরিচয় প্রদান করেন। অতএব আপনাকে ও আপনার এই ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র দুর্ব্বলানুদুর্ব্বল জঘন্য পরিচরদিগকে আমার ভয় ও শঙ্কা কি? আমি যখন সেই পরাৎপর ভগবানের বিশুদ্ধ পথে একোদগ্র প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন স্বয়ং কাল করালদণ্ড আবিষ্কারপূর্ব্বক ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটি-কুটিলতা সহকারে বিভীষিকা প্রদর্শন করিলেও, কিছুমাত্র বিচলিত হইব না; আপনার সামান্য দণ্ডের কথা কি বলিব? ফলতঃ, সেই আদিদেব অনন্ত যাহার সহায় ও চরম স্থান, সে কখন সামান্য মৃত্যুভয়ে ভীত হয় না। কেননা, তিনি মৃত্যুরও মৃত্যু ও ভয়েরও ভয়। তদীয় পুরুষেরা চিরকালই অভয় ও অমৃত ভোগ করে।

তাত! সাক্ষাৎ পরমানন্দ জ্ঞানরূপী পরমেশ্বরে আত্মা সমর্পণ করিলে, পার্থিব ভাররাশির লাঘব হইয়া, কীদৃশ বিশুদ্ধ প্রীতির সঞ্চার হয়, আপনি তাহা জানিয়াও জানিতেছেন না, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য কি আছে! অক্ষ

নার অতীত অবস্থা পরিকলন করুন, ভগবদ্গতিতার অমৃত-যোগযুক্ত পরমবিভাব বুঝিতে পারিবেন। পিতামহ ব্রহ্মা সেই নিত্যপুরুষের অংশস্বরূপ। আপনি যখন ঐ অংশেরও অনুগ্রহলেশমাত্রেই স্বর্গপর্য্যন্তজয়ী হইয়াছেন, তখন সাক্ষাৎ সেই পূর্ণরূপের প্রসাদ লাভ করিলে,কতদূর জয়ী হইতেন, বলিবার নহে! আরও দেখুন, যে অবধি আপনি সেই পূর্ণাতিপূর্ণ পরম বিভুর বিরোধী হইয়াছেন, আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সমুদায় সংসারও তদবধি আপনার বিষম শত্রু হইয়াছে। বলিতে কি,আপনি এখন নিজের ছায়া দেখিলেও, অতিমাত্র ভয়ে অভিভূত হয়েন। কি দুর্ভাগ্য! কি আশ্চর্য্য! পুত্র পিতার ছায়া ভিন্ন আর কি হইতে পারে? আপনি সেই ছায়ার সংহার করিয়া,ভয় ও সন্দেহের সংহার করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কখনই কৃতকার্য্য হইবেন না। কেননা, ইহলোকেই ঈশ্বরবিরোধীর ভয় ও সন্দেহের পর্য্যবসান হয় না। ঐরূপে পর্য্যবসান হইলে, কুম্ভীপাক ও রৌরবাদি ভয়ঙ্কর নরকপরম্পরা সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন হইত না। মহাভাগ নহুষ ইন্দ্রপদ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া, পুনরায় কিজন্য জঘন্য তির্য্যগ্যোনিতে পতিত হইলেন? সাবধান, আপনাকেও যেন ঈদৃশ অসুলভ আধিপত্য হইতে সহসা ভ্রষ্ট হইয়া, নরকের কৃমিকীটত্ব ভোগ করিতে না হয়। কেননা, ঈশ্বরবিরোধীর তাদৃশী ভয়াবহ বিড়ম্বনাই সংঘটিত হইয়া থাকে।

তাত! স্বীকার করিলাম, আপনি অখণ্ড মেদিনীর অদ্বিতীয় অধিপতি এবং ইহাও স্বীকার করিলাম, ইন্দ্রাদি অমর-

গণও আপনাকে ভয় করেন। কিন্তু আপনার এই আধিপত্য কিয়দ্দিনের জন্য? কি আশ্চর্য্য! আপনি কি শুনেন নাই, কত শত ব্যক্তি আপনার অপেক্ষাও অখণ্ড ও অবিসংবাদিত বিপুল আধিপত্য ভোগ করিয়া, অবশেষে কালবশে লোকের স্মৃতিপদবী পর্য্যন্ত পরিহার করিয়াছে! আপনাকেও যে দুরন্ত নিয়তিবশে তাহাদের পদবী প্রাপ্ত হইতে হইবে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। অতএব আপনি যদি তাদৃশ বিনশ্বর ঐশ্বর্য্যের অভিমানে ঈদৃশ বাল-চপলতার বশবর্ত্তী হইয়া থাকেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া, যিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক সেই ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছেন, সেই পরাৎপর পরমাত্মার শরণাপন্ন হউন। এখনও আপনার পাপের অবশেষ ও তজ্জন্য ক্ষমাপ্রাপ্তির অবসর আছে। কেননা, এখনও আপনার এই রাজদেহ, সূর্য্যকিরণে কাষ্ঠের ন্যায়, পাপজনিত পরিতাপে শুষ্ক ও বিদীর্ণ হয় নাই। অতঃপর সাবধান না হইলে, পৃথিবী আর ঈশ্বরভ্রষ্ট বলিয়া আপনাকে বহন করিবেন না। তখন পদে পদেই দারুণ কম্প উপস্থিত হইয়া, শুষ্ক ভূমিতেও আপনাকে স্খলিত ও পতিত হইতে হইবে। পৃথিবী ত্যাগ করিলে, অন্যান্য ভূতগণও আপনাকে সদ্য বিসর্জ্জন করিবে। এইরূপে বায়ু ত্যাগ করিলে, আপনার শ্বাস প্রশ্বাস তৎক্ষণাৎ বদ্ধ; আকাশ ত্যাগ করিলে, রন্ধ্র সকল পূর্ণ; জল ত্যাগ করিলে, রক্তাদি রসবস্তুর বিষম শোষ সংঘটিত এবং তেজ ত্যাগ করিলে, নিরতিশয় অবসাদ উপস্থিত হইয়া, আপনার ভয়াবহ মৃত্যু আপতিত হইবে। লোকে যে রোগাদিব্যতিরেকেও সহসা

নিশ্বাসবদ্ধ, ইন্দ্রিয়বিকল, শুষ্কশোণিত অথবা নিঃশক্তি হইয়া, প্রাণত্যাগ করে, ইহাই তাহার কারণ। প্রার্থনা করি, আপনার যেন তাদৃশ ভয়াবহ দারুণ মৃত্যু সংঘটিত না হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ঈশ্বরকে না জানাই দুর্ভাগ্য!

দেবর্ষিবর্গোত্তম নারদ কহিলেন, দ্বিজোত্তমবর্গ! পুরুষোত্তমপরিবার ভক্তোত্তম প্রহ্লাদ পুনরায় পরমোত্তম প্রেমপথে প্রবৃত্ত হইয়া, অনুত্তম উদার বাক্যে দৈত্যোত্তমকে বলিতে লাগিলেন, হে উত্তম! ঈশ্বরকে না জানাই কি দুর্ভাগ্য! যিনি আপনাকে অকারণ অনুগ্রহপূর্ব্বক দৈত্যকুলের নির্ব্বিবাদ ও নিঃসপত্ন আধিপত্য প্রদান করিয়াছেন, আপনি সেই ভূমাপুরুষের পরম মহিমা অবগত হইয়া, আত্মদান করিতে শিক্ষা করিলেন না! কি দুর্ভাগ্য! যিনি নিষ্কারণ প্রসাদবিতরণপূর্ব্বক এতদিন পরম পাপাত্মা আপনার শত অপরাধ পিতার ন্যায় সহ্য করিলেন, আপনি সেই সচ্চিদানন্দ সত্যপুরুষের অসীম-ক্ষমা-বিস্তারসহকৃত অপার করুণাবিস্তার বুঝিতে পারিলেন না! কি দুর্ভাগ্য! যিনি আপনাকে দুর্জ্জয় সংগ্রাম সকলে আসন্ন মৃত্যুপরম্পরা হইতে রক্ষা করিয়া, আপনার জয়শ্রী চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করিয়াছেন, আপনি সেই অকৃত্রিম বিপদ্‌বন্ধু পরমাত্মার অসীম মর্য্যাদা-

গৌরব অবগত হইলেন না! কি দুর্ভাগ্য! আপনি শত-পাপে পূর্ণ ও অধর্ম্মসহস্রে জড়ীভূত হইলেও, যিনি ক্ষমা করিয়া, এতদিন আপনার এই রাজপদ হরণ করেন নাই; কিন্তু মনে করিলে বিনা আয়াসে এই মুহূর্ত্তেই হরণ করিতে পারেন, আপনি সেই সত্যস্বরূপ ভগবানের অপার ঔদার্য্য বুঝিতে পারিলেন না! কি দুর্ভাগ্য! যিনি জননীর ন্যায় ক্রোড়ে ধারণ ও পিতার ন্যায় স্নেহ বিতরণপূর্ব্বক প্রতিদিন প্রচুর অন্নপানাদি প্রদান করিয়া, এই সুবিস্তৃত বলবাহনের সহিত আপনার রক্ষা করিতেছেন; যিনি রক্ষা না করিলে, কেহই রক্ষা করিতে পারে না, আপনি সেই স্বয়ং রক্ষারূপী ভগবানের মহিমা ও অনুকম্পা অবগত হইলেন না! কি দুর্ভাগ্য! সকলে ত্যাগ করিলেও, যিনি কোন মতেই ত্যাগ না করিয়া, পরম অনুগ্রহে পোষণ করেন; দুর্জ্জয় দেবাসুর-সংগ্রামে সকলে ত্যাগ করিলেও, দেবগণ একাকী আপনাকে যদীয় সহায়তাবলে সংহার করিতে পারেন নাই; আপনি সেই পরমসহায়, পরমগতি ও পরমস্থান পরমপুরুষ পর-মাত্মার পরম মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিলেন না! কি দুর্ভাগ্য! ক্ষণমাত্রও যদীয় সাহায্য প্রাপ্ত না হইলে, আপনার এই মুহূর্ত্তেই সমুদায় বীরদর্প ও অসুরদর্প চূর্ণ হইয়া, শত মৃত্যু সংঘটিতে পারে, আপনি সেই পরমবন্ধু আদিদেব অনন্তের অনন্ত মহিমার লেশমাত্র অবগত হইলেন না! কি দুর্ভাগ্য! আপনার প্রত্যক্ষে সমুদায় সংসার যদীয় মহিমা নির-ন্তর গান করিতেছে, আপনি সেই সর্ব্বসত্য সর্ব্বস্বরূপ পুরুষোত্তমকে জানিতে পারিলেন না। এইরূপে আমি

আপনার শত দুর্ভাগ্য কীর্ত্তন করিব এবং এই বায়ু সমস্ত সংসারে তাহার প্রতিধ্বনি উদ্‌ঘোষিত করিবে। তাহাতে সকলেই জানিতে পারিবে যে, আপনার ন্যায় ঈশ্বরভ্রষ্টের সুবিপুল রাজ্য-ঐশ্বর্য্যাদিরূপ সৌভাগ্য বিড়ম্বনামাত্র; তাহার কিছুমাত্র সারত্ব বা গৌরব নাই। ২২,152

তাত! আপনি সেই আত্মপ্রভু ঈশ্বরের বিরুদ্ধপক্ষ আশ্রয় করিয়া, কীটনিষ্কুশিত বৃক্ষের ন্যায় দিন দিন যে অন্তঃসারশূন্য হইতেছেন, তাহা এখন অসার ঐশ্বর্য্যের অভিমানে জানিতেছেন না এবং আপনার এই কপটমিত্ররূপী শত্রুগণও আপনাকে তাহা অবগত হইবার ক্ষণমাত্র অবসর প্রদান করিতেছে না। কপটপটু পরবঞ্চক চাটুকারগণের আপাতমধুর বচনরচনা ও বৃত্তিভোগী অনুগত বন্দিজনের স্বকপোলকল্পিত প্রমত্ত স্তববন্দনা এখন আপনার সমুদায় চৈতন্য প্রচ্ছাদিত করিয়াছে। আপনিও সামান্য লড্ডুকপ্রিয় বালকের ন্যায় তাহাতে মোহিত হইয়া আপনাতে ঈশ্বরবুদ্ধি স্থাপন করিয়াছেন এবং সেই অভিমানে মত্ত হইয়া, প্রিয়তম পুত্র আমারেও স্বহস্তে সংহার করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন না; যে দিন অতি সামান্য সূত্রে স্বকীয় ভ্রাতার ন্যায়, অভূতপূর্ব্ব অদৃষ্টচর বিষম অধঃপাত সাক্ষাৎ করিবেন, সেই দিন চৈতন্যের উদয়ে সমুদায় জানিতে পারিবেন। আপনার ন্যায় কত শত ব্যক্তি এইরূপ গর্ব্ব করিয়া, অবশেষে ঘুণাদি জঘন্য কীটমৃত্যু লাভ করিয়াছে, তাহা বলিবার নহে। অতএব আপনি বিরুদ্ধবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া, নিশ্চয় অবধারণ করুন, সেই পরমপুরুষ ব্যতিরেকে বিশ্বসংসারে অন্য ঈশ্বর

নাই। যে দিন ঈদৃশী অবধারণার আবির্ভাব হইবে, সেই দিন দেখিতে পাইবেন, আপনার পতনোন্মুখ রাজশ্রী নবীভূত সৌভাগ্য-রাগে অতিমাত্র উদ্দীপিত হইয়াছে। শুনিয়াছি, আপনার সহোদর আপনার অপেক্ষাও অধিকতর বলবীর্য্য অধিকার করিতেন। তিনি যখন ঈশ্বরবিরোধিতায় চরমদণ্ডস্বরূপ শূকরহস্তে প্রাণত্যাগ করিলেন, তখন আপনার মৃত্যুও অবশ্য অধমসূত্রে সংঘটিত হইবে, অন্ততঃ ইহা ভাবিয়াও, আত্মনাশকর ও সর্ব্বনাশকর মতিবৈষম্য পরিহার করুন। শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন, উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্তের বলাধিক্য লক্ষিত হইয়া থাকে।

তাত! সেই আত্মপুরুষ আনন্দাত্মা ভগবানের গভীর গুণগরিমা আমাকে নিতান্ত চঞ্চল করিয়াছে। অতএব আপনার সহিত এই অধঃপতনোন্মুখ অসুরকুলের মঙ্গল জন্য পুনরায় বলিব, অবধান করুন। মানসবিহারী হংস যেরূপ কলুষিত পল্বলাদির অন্বেষণ করে না, সম্পদ যেমন গুণহীনের পক্ষপাত করে না, গুণ যেমন অগুণজ্ঞের অনুসরণ করে না, তেজ যেমন দাস্যজীবীর সেবা করে না, সুখ যেমন অসন্তোষের অনুবন্ধী হয় না, লোকানুরাগ যেমন দুর্ব্বৃত্তির অনুগমন করে না, তদ্রূপ ঈশ্বরের পথে অভিমুখীন ব্যক্তি লৌকিক অপেক্ষার কিছুমাত্র সমীক্ষা করেন না। তাত! আপনি যেমন সুস্বাদু ক্ষীর ত্যাগ করিয়া, বিষবৎ অতিতীব্র তক্রভোজনে অনুরক্ত, আর কাহাকেও সেরূপ দেখা যায় না। কি আশ্চর্য্য! আপনি আমাকেও সেই তক্রভোজনে প্রেরণ করিতেছেন। আরও আশ্চর্য্য এই, বিষপান করিতেছি

না বলিয়া, অকৃতাপরাধে পুত্র আমায় সংহার করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। যে দুর্ব্বিদগ্ধ দুষ্ট দৈব ঈদৃশ মতিবৈষম্য বিধান করিয়া, আপনাকে অনন্ত নরকের অনন্তকোটি কৃমি-জন্ম গ্রহণ করিতে প্রেরণা করিতেছেন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। রাজন্! যে আপনি বিক্রমবলে স্বর্গ পর্য্যন্ত জয় করিয়া, সংসার কম্পিত করিয়াছেন, সেই আপনি সামান্য অভিমান জয় করিতে পারিলেন না, ইহা অপেক্ষা বিড়ম্বনা আর কি আছে? অথবা, যে আপনি বিজ্ঞানবলে শত শতবার দুর্ভেদ্য দৈবী মায়া ভেদ করিয়া, ইন্দ্রেরও ভয় সমুৎপাদন করিয়াছেন, সেই আপনি সামান্য হৃদয়গ্রন্থি ভেদ করিতে অপারগ হইলেন, ইহা অপেক্ষা আপনার বিশ্বব্যাপী অধিরাজনামের অসারতা কি আছে? অথবা, যে আপনি বুদ্ধিবলে উৎকটকোটিক প্রাকৃতিক ঘটনা সকল উদ্ভেদ করিয়া,লোকের বিস্ময় উৎপাদন করেন, সেই আপনি সামান্য মীমাংসাস্থলে অজ্ঞানে অভিভূত হইলেন, ইহা অপেক্ষা আপনার লোকপতিত্বের সাক্ষাৎ অগৌরব কি আছে? অথবা, যে আপনি সামান্য বিষয়ে অসামান্য যত্ন নিয়োগ করেন, সেই আপনি অসামান্য ঈশ্বরবিষয়ে কিছুমাত্র অনুরাগী নহেন, ইহা অপেক্ষাও আপনার এই ভুবনবিশ্রুত অধিরাজপদের অসারতা আর কি হইতে পারে? যাহাতে অধিষ্ঠিত হইলে, ভগবানের প্রতি বিরুদ্ধ মতি সমুত্থিত হয়, তাহা ইন্দ্রপদ হইলেও আমি তাহার প্রার্থনা করি না; আপনার এই জঘন্য অসুরপদের কথা আর কি বলিব? আমি জানিতাম না যে,অত্যুচ্চ রাজপদের ঈদৃশী বিরুদ্ধমতিকারিণী

সর্ব্বনাশিনী লঘুতা আছে! আমি এই কারণে তাহার অভিলাষা নহি।

সপ্তম অধ্যায়।

ভক্তের শক্তি অসীম।

দেবরাজ কহিলেন, ভগবন্! বসন্তকাল স্বভাবতঃ মনোহর ও প্রীতিকর। এইজন্য, বসন্তকালীন কুসুম ও বায়ু প্রভৃতি পদার্থমাত্রেই মনোহর ও প্রীতিকর। ইত্যাদি অব্যভিচরিত নিত্যসিদ্ধ গুণধর্ম্ম পরিদর্শন ও পরিকলনপূর্ব্বক গুণবিজ্ঞ মনীষিগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি যেরূপ, তাহার স্বভাবাদিও সেইরূপ হইয়া থাকে। দেখুন, পরমপবিত্রাত্মা প্রহ্লাদ যেমন ঈশ্বরের পথে সর্ব্বান্তঃকরণে ও সর্ব্বতোমুখে ধাবমান, তজ্জন্য তাঁহার হৃদয় তেমনি পরমশুদ্ধিসম্পন্ন এবং বাক্যও তেমনি ভাবৌদার্য্য-রস-বৈচিত্র্যশালিনী ও শান্তিনদীর দরীস্বরূপিণী। উহা শ্রবণ-করিলে, আত্মা পবিত্র, হৃদয় শীতল ও প্রাণের অভ্যন্তরে অমৃতের সঞ্চার হইয়া, অভূতপূর্ব্ব জীবভাব সংঘটিত করে। অতএব আপনি পুনরায় উহা কীর্ত্তন করুন। পুণ্যাত্মার কথা শুনিলেও, পুণ্য হয়।

বেদ কহিলেন, দেবরাজ! অবধান করুন; ভক্তের শক্তির সীমা নাই। পারমার্থিক প্রহ্লাদ পরমপূজ্যপাদ দৈত্যপতি পিতৃদেবের সর্ব্বভুবনশাসনী তাদৃশী পরম প্রভুতা-

কেও তৃণীকৃত করিয়া, পুনরায় সতেজে, সগর্ব্বে, সোৎসাহে ও সাবেগে বলিতে লাগিলেন, তাত! সত্য বটে, পুত্রের উপর পিতার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছে। পুত্র অবশ্য পিতার সর্ব্বতোভাবে বাধ্য ও অনুগত হইবে, ইহা সনাতন ধর্ম্ম। কিন্তু যে প্রভুতা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইতে উপদেশ করে, কোন্ পুত্র তাদৃশী অনর্থকরী, অধঃপাতকরী ও সর্ব্বনাশকরী বিষম প্রভুতা স্বীকার করিতে পারে? যিনি পিতার পিতা ও জননীর জননী, তাদৃশ পরমপিতা, পরমমাতা ও পরমগুরু পরমাত্মারে উপহসিত করা আপনার ন্যায় দুরাচার পুত্র ভিন্ন অন্যের সাধ্য হয় না। মনীষিগণ কহিয়াছেন, সর্ব্বথা সৎদৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবে। তাহাতে আত্মার উৎকর্ষ সমাহিত হয়। অসৎ দৃষ্টান্ত মূর্ত্তিমতী মলিনতা। সংসারের অনেক পাপ এই অসৎ দৃষ্টান্তের সাক্ষাৎ প্রসব। মাদৃশ কোন্ ব্যক্তি তাদৃশ মলিন মার্গের অনুসরণপূর্ব্বক পাপে মলিন ও পতিত হইতে অভিলাষী হয়? বলিতে কি, আপনি আমাকে আর সংহার না করিয়া, যদি ক্রোড়ে ধারণ বা সিংহাসনে অধিবিষ্ট করেন, তাহাতেও আমি আপনার আনুগত্য বা অনুমোদন করিব না। তাত! কোন্ ব্যক্তি অমৃত ফেলিয়া বিষসংগ্রহে ধাবমান হয়? কোন্ ব্যক্তি সুবর্ণ ফেলিয়া ধূলিরাশির আহরণ করে? ভাবিয়া দেখুন, যতদিন জীবিত, ততদিনই আপনার সহিত সম্পর্ক। আবার, সেই সম্পর্কের কিছুমাত্র গৌরব বা অর্ঘ্যতা নাই। যদি গৌরব থাকিত, তাহা হইলে, আপনি আমাকে অকারণে মৃত্যুমুখে

নিপাতিত করিতেন না। আমি এইজন্য আপনার প্রদত্ত পাপদেহ বিসর্জ্জন করিয়া, আপনার সহিত সমুদায় সম্পর্ক ত্যাগ করিব এবং যাঁহার সহিত জীবন মরণ, ইহলোক পরলোক অথবা ইহকাল পরকাল ইত্যাদি সকল অবস্থায় সকল দেশে ও সকল কালে অপরিহার্য্য ও নিত্য সম্পর্ক লক্ষিত হয় এবং যিনি আপনার ন্যায় ইতরসুলভ ক্রোধ, লোভ ও ভয়াদির বশীভূত হইয়া, কোন রূপে সেই সম্পর্কের মানহানি বা পরিহার করেন না, সেই পরমসুহৃৎ, পরমাত্মীয় ও পরমকুটুম্ব পরমদেবতার পরিচর্য্যায় প্রাণ মন নিয়োজিত করিব। স্বার্থদূষিত অনর্থগর্ভিত অতিকুটিল সাংসারিক কোন সম্পর্কেই আর আমার প্রয়োজন নাই। যতদিন অজ্ঞানের প্রভাব ও মোহের অতিবিস্তার, ততদিনই তাদৃশ সম্পর্ক সকলের প্রভুতাবিস্তার লক্ষিত হইয়া থাকে। আমি বালক বটি, কিন্তু আপনিই আমারে সদৃষ্টান্ত উপদেশ করিলেন যে,সাংসারিক প্রীতি প্রণয়, স্নেহ মমতা ও অনুরাগ প্রসক্তির কিছুমাত্র অর্থ নাই। পিতা ও মাতা অপেক্ষা পুত্রের আত্মীয় আর কেহ নাই। সেই পিতা ও মাতা যদি স্নেহ ত্যাগ করেন, তবে স্নেহের মর্য্যাদা ও আত্মীয়তার গৌরব কি? আমি এই কারণে আর তাহাতে বিশ্বাস করিতে অভিলাষী নহি। অতএব আপনি স্নেহ করুন বা না করুন, তাহাতে আমার ক্ষতি বৃদ্ধির অণুমাত্র সম্ভাবনা নাই। অধুনা, যিনি স্নেহ না করিলে, সকল কালে ও সকল অবস্থাতেই বিপুল ক্ষতির সম্ভাবনা, কপট প্রীতি ও কপট স্নেহের কপট আধার পিতারূপী পরম শত্রু আপনাকে পরি-

ত্যাগ করিয়া, সেই বিশুদ্ধ স্নেহ প্রীতির বিশুদ্ধ উৎস পরম-পিতা ভগবানের উপাসনা করিব এবং অকপটে ও বিনয়-পূর্ব্বক সমুদায় দুঃখ নিবেদন করিয়া, তাঁহার নিকট ইহাই প্রার্থনা করিব যে, আর যেন কখন আপনার ন্যায় বৃথা রোষতোষের বশীভূত পরমপক্ষপাতী বৃথা-পুরুষের পুত্র হইয়া, ঈদৃশ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয়। ভক্তবৎ-সল ভক্তের দুঃখ অবশ্যই শ্রবণ করিবেন।

দেবর্ষি কহিলেন, পরমভাগবত মহাভাগ প্রহ্লাদ এই বলিয়া, পরমৌৎসুক্যসহকারে আকাশে স্থিরতর দৃষ্টি সংস্থা-পন করিলেন। বোধ হইল যেন, পরমপিপাসিত নেত্রে পরমাত্মার স্নিগ্ধ নির্ম্মল-ঐশ্বর্য্যদ্যোতিত ছবি সাক্ষাৎ দর্শন করি-তেছেন। দেখিতে দেখিতে অনির্ব্বচনীয় করুণাবিশেষের ও পরমবিশুদ্ধ ঈশ্বরপ্রেমের অপার আবির্ভাববশতঃ অর্দ্ধপথে তাঁহার বাক্‌শক্তি ছিন্ন হইয়া গেল; নয়ন হইতে অবিরল ধারায় প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল; সমুদায় শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া, কদম্বকুসুমের ন্যায় মনোহর শোভা ধারণ করিল; স্বভাবসুন্দর মনোজ্ঞ মুখমণ্ডলের অপূর্ব্ব রাগ অপ-হৃত হইল; দেখিতে দেখিতে সেই শিশুশরীর মহাপুরুষ-কলেবরের ন্যায়, উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বোধ হইল, যেন, স্বয়ং ভক্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া, শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত সেই পর্ব্বতোপরি আবির্ভূত হইয়াছে। তদ্দর্শনে দৈত্য-পতির প্রেরিত ঘাতুক পুরুষগণও সহসা আক্রান্তের ন্যায়, চকিত ও বিস্মিত হইয়া, মনে মনে তাঁহারে প্রণাম ও আশী-র্ব্বাদ পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিল। স্বয়ং দৈত্যপতিও দর্শন-

মাত্র স্তম্ভিত নেত্রে স্বকীয় বদনমণ্ডল অবনামিত করিলেন। ঐ সময়ে উচ্ছলিত ভক্তিপ্রবাহের তাদৃশ উদ্দাম বেগ কথঞ্চিৎ উপশমিত হইলে, মহাভাগ মহাসত্ব মহামতি প্রহ্লাদ আকাশপথে ভগবানের অভিমুখে অনাহত-ধাবমান সেই বদ্ধোৎসুক্য স্থির দৃষ্টি অতিকষ্টে সংসারের দিকে পরিচালিত করিলেন এবং পিতাকে তদবস্থ দর্শন করিয়া, স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় চকিত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর অপ্রতিভের ন্যায় জড়িত বাক্যে কহিলেন, তাত! যদি পুত্র-বুদ্ধিতে করুণার আবেশবশতঃ আপনার ঈদৃশী ক্ষুণ্ণ দশা আপতিত হইয়া থাকে, তাহা ত্যাগ করুন। কেননা, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি যখন ঈশ্বরের পথে ধাবমান হইয়াছি এবং আপনিও কণ্টকের ন্যায় তাহার অন্তরায় হইতে অভিলাষী হইয়াছেন, তখন আপনার সহিত আমার যে কিছু সম্পর্ক, তৎসমুদায় তৎকাল হইতেই বিগলিত হইয়াছে। আমার আর ইহলোকে কিছুমাত্র অবেক্ষা নাই। মনীষিগণ কহিয়াছেন, যেখানে অবস্থিতি করিলে, আপনার ন্যায় ঈশ্বরভ্রষ্ট, সত্যভ্রষ্ট, ফলতঃ সর্ব্বভ্রষ্ট দারুণ কুপুরুষের মুখদর্শন করিতে হয়, সে স্থান, স্বর্গ হইলেও, নরকবৎ পরিহার করিবে। যদি পরিহার করিবার ক্ষমতা না থাকে, তাহা হইলে, বলপূর্ব্বক স্বকীয় নয়নদ্বয় উৎপাটন করিবে। ইহাই সনাতন ব্যবস্থা। অতএব অনর্থক পুত্রবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া, যাহা বলি, অবধান ও অবধারণা করুন। আর, যদি কাতর ভাবিয়া, করুণার আবেশ হইয়া থাকে, তাহাও ত্যাগ করুন। কেননা, যাঁহার স্মরণমাত্রে সমুদায় কাতরতা বিগলিত হয়, সেই

পরমপুরুষ ভগবানের পথে ধাবমান ব্যক্তিগণের কাতরতা কোথায়? যিনি সর্ব্বশক্তির আধার ও সকল বীর্য্যের অধিশ্রয়, সেই পরমাত্মায় যাহাদের নির্ভর, তাহাদের অনাপদ সম্পদের কথা আর কি বলিব? যিনি ভয়ের ভয়, ভীষণের ভীষণ ও বিপদের বিপদ, সেই পরমবিভু ভগবানের শরণাপন্ন হইলে, ভয়ও স্বয়ং ভয় করিয়া থাকে। যিনি মৃত্যুরও মৃত্যু ও অমৃতেরও অমৃত, সেই প্রাণের প্রাণ ও আত্মার আত্মা পরমাত্মায় আত্মা সন্নিহিত করিলে, মৃত্যুর ভীষণ ভ্রূভঙ্গিও,কুপিত বালকের সামান্য ভ্রূকুটির ন্যায়,তৃণীকৃত বোধ হয়। যিনি রাজার রাজা ও অধিরাজের অধিরাজ, সেই বিশ্বপতি বিশ্বরূপের রাজ্যে বাস করিলে, আপনার ন্যায় ক্ষুদ্র রাজাকে ভয় কি? শান্তি যাঁহার মস্তক, ধর্ম্ম যাঁহার অঙ্গ, সত্য যাঁহার স্বরূপ, ন্যায় যাঁহার শক্তি এবং সমুদায় শক্তি, বীর্য্য ও তেজঃ যাঁহার পরিচর ও পরিচারিকা, আমি সেই ভূমাপুরুষ মহেশ্বরের অভয়পদবিধায়ী পদতলে শির ন্যস্ত করিয়াছি; আপনার সাধ্য কি,পাপতাপে দগ্ধীভূত এই মলিন হস্তে তাহার কেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করেন। যিনি পাপের মূর্ত্তিমান্ জ্বলন্ত অগ্নি ও অধর্ম্মের সাক্ষাৎ ভয়াবহ বজ্রানল, সাবধান, সেই সত্যপুরুষ তেজোরূপী ভগবানের পাদপুরুষকে ধর্ষণ করিবেন না; এই মুহূর্ত্তেই ক্ষুদ্রপ্রাণ শলভের ন্যায় ভস্মীভূত পতিত হইবেন। আপনার অপেক্ষাও বলবিক্রম, ঐশ্বর্য্য ও অভিমানাদিতে সমুন্নত কত শত ব্যক্তি এইরূপে দগ্ধ ও পতিত হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে। প্রার্থনা করি, তাহাদের পথের পান্থ হইয়া, আপনি অস্থর-

কুলের চিরকলঙ্ক স্থাপন করিবেন না। যিনি আমার, আপনার ও সকলের প্রাণরূপে প্রত্যেক নিশ্বাসে প্রতিক্ষণে অনুভূত হয়েন ; যিনি না থাকিলে কিছুই থাকিত না ; কাহার সাধ্য, সেই সর্ব্বসত্য সর্ব্বরূপ ভগবানের আশ্রিত পুরুষগণের সত্তা লোপ করে ? রাজন্! আপনি না জানিয়া ও না ভাবিয়া, বালকের ন্যায়, মত্তের ন্যায়, ফুৎকার দ্বারা প্রস্তর উড্ডীন করিতে উদ্যত হইয়াছেন ; এখনই আপনা আপনি অনর্থক পরিশ্রমে ও বৃথা আয়াসে অবশ ও অবসন্ন হইয়া উঠিবেন। অতএব এই দারুণ বুদ্ধি ও বিষম ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া, আত্মার আসন্নতরবর্ত্তী অধঃপাত নিরাকৃত করুন। যিনি প্রাণের প্রাণ, তাঁহাকে প্রাণ সমর্পণ করিলে, কুত্রাপি বিনাশ নাই। আমিও সেই সচ্চিদানন্দ সৎস্বরূপ ভগবানে প্রাণ সমর্পণ করিয়া, সর্ব্বথা নিঃশঙ্ক ও নিরাপদ হইয়াছি ; আপনার ন্যায় শত শত পৃথ্বীপতি একত্র হইলেও, আমাকে সংহার করিতে পারিবেন না। যাহারা আপনার করদ, অনুজীবী ও দাসীকৃত এবং যাহারা এরূপ অক্ষম যে, আপনি না হইলে, স্ব স্ব ধন প্রাণ রক্ষা করিতে পারে না, আপনি তাহাদেরই উপর প্রভুত্ব বিস্তার ও ভ্রূভঙ্গি প্রয়োগ করুন ; তাহারা ভীত ও শঙ্কিত হইযা অবশ্য আপনার আনুগত্য বিধান এবং পূজাদি প্রদান করিবে। অতঃপর আমার দ্বারা তাদৃশ আনুগত্য ও পূজাদি কিছুই হইবে না। ঈশ্বরভ্রষ্টের আনুগত্য করিলে, যে ঘোরনরক আপতিত হয়, কোন কালেই তাহাতে উদ্ধার নাই। ফলতঃ, আমি এখন ঈশ্বরের প্রজা, করদ, অনুজীবী, দাসীকৃত ও

শরণার্থী হইয়াছি। যদি পুত্র বলিয়া কিছু অভিমান থাকে, স্থলান্তরে তাহার অন্বেষণ ও প্রয়োগ করুন। আমার সে অভিমানে অবেক্ষা বা কোনরূপ প্রত্যাশা নাই।

যদি জিজ্ঞাসা করেন, তবে কিজন্য এতক্ষণ রোদন করিতেছিলাম, শ্রবণ করুন। অদ্য আপনার পাপরাজ্য ত্যাগ করিয়া, প্রেমময়ের বিচিত্র রাজ্যের প্রজা হইব, ইহা অপেক্ষা মাদৃশ ক্ষুদ্রজনের সৌভাগ্যগর্ব্ব আর কি আছে? ইহাই স্মরণ করিয়া, বিপুল পুলকভরে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলাম। নতুবা, ভয়, বিষাদ ও শোক ইহার কারণ নহে। যদি ভয় ও বিষাদ জন্মিত, তাহা হইলে, এতক্ষণ আপনার পদতলে পতিত হইয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করিতাম। ভাবিয়া দেখুন, এই পাপ-দগ্ধ-হত সংসারে কি আছে। কেবল আপনার ন্যায় বৃথা ঈশ্বরাভিমানী মত্তগর্ব্বী কতিপয় বৃথা-প্রভু আছেন এবং সেই প্রভুর কপট অনুবর্ত্তী কতিপয় বৃথা-পুরুষ আছে;—যে প্রভু ও পুরুষগণ অনর্থক অভি-মানে উদ্ধত হইয়া, আপনাদের প্রাণদাতা আত্মদাতা পরম-প্রভু পরমেশ্বরের সহিত স্পর্দ্ধা করিতেও কুণ্ঠিত হয় না,—যাহাদের অত্যাচার, অবিচার ও দুরাচারিত্বে ধার্ম্মিকগণ কূপমণ্ডূকের ন্যায়, প্রচ্ছন্ন বেশে দেশে দেশে বৃথাভ্রমণ করিয়া থাকেন—সত্য ও শান্তি যাহাদের তাড়নায় ছায়া-মাত্রে অবশিষ্ট হইয়াছে—অন্যের শোণিত শোষণ করিয়া, নিজ শোণিত পোষণ করা যাহাদের একমাত্র কার্য্য—যাহা-দের দৃষ্টান্তে পাপতাপের ক্রমশঃ আতিশয্য হইয়া উঠি-তেছে।—তাহারা স্বয়ং ভগবানের নাম করিতে যেরূপ

বিরক্ত, অন্যকেও নাম করিতে শুনিলে, তদপেক্ষা অধিক কুপিত হইয়া, তাহার প্রাণদণ্ড করিতে কুণ্ঠিত ও সংকুচিত হয় না। তাত! আমি ঈদৃশ অতিবিষম সংসার-গহন ত্যাগ করিয়া, সেই প্রেমময় আনন্দময় অনন্ত-দেবের রাজ্যে নিত্য অমৃত ও নিত্য অভয় ভোগ করিবার জন্য গমন করিতেছি। আর, আপনি ঈশ্বরের পথে, ধর্ম্মের পথে, সত্যের পথে ও ন্যায়ের পথে কণ্টক আরোপ করিয়া, পাপে তাপে মলিন হইয়া, শোকে বিষাদে অবসন্ন হইয়া এবং অন্তর্দ্দাহে ও মর্ম্মদাহে নিরন্তর দহ্যমান হইয়া, হাহাকারে নরকের কৃমির ন্যায়, নিরবচ্ছিন্ন যাতনাপরম্পরা ভোগ করিবার জন্য বিড়ম্বনা-শত-সহস্রময় এই মৃত্যুলোকে অবস্থিতি করিলেন। আমাদের উভয়ের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি সৌভাগ্যবান্, তাহা আপনিই বিবেচনা করুন।

অষ্টম অধ্যায়।

ঈশ্বরভ্রষ্টের সুখ নাই—কেবল দুর্গতি।

প্রহ্লাদ কহিলেন, তাত! আপনি পরমপদ ঈশ্বরের পদকে ন্যক্কৃত করিয়া, এই কৃমিকীটতুল্য অতিজঘন্য রাজপদকে সুখের ভাবিয়া আশ্রয় করিয়াছেন। কিন্তু যে অবধি ইহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তদবধি একদিন একক্ষণের জন্যও দারুণ দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, অশান্তি, ভয়, শঙ্কা ও সন্দেহাদি অতিক্রম করিয়া, সেই বৃথা-কল্পিতমাত্র

সুখের মুখ কখন দেখিয়াছেন কি না, অকপটে নির্দ্দেশ করুন। এই পাপ-সংসারে দুঃখের এরূপ প্রাদুর্ভাব যে, সুখ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। লোকে বলপূর্ব্বক যাহা কিছু আহৃত সুখ ভোগ করে, তদ্ব্যতীত সুখের লেশ-মাত্র নাই। অপথ্য সেবন করিলে, যেরূপ রোগের অভাব হয় না; নিশ্চেষ্ট কাল যাপন করিলে, যেরূপ দুঃখের অভাব হয় না; পরের গ্লানি করিলে, যেরূপ আত্মগ্লানির অভাব হয় না; দুষ্কীর্ত্তির সেবা করিলে, যেরূপ কলঙ্কের অভাব হয় না; ধর্ম্মমার্গ ত্যাগ করিলে, যেরূপ বিবিধ নরকের অভাব হয় না; সর্ব্বদা অপকারের চর্চ্চা করিলে, যেরূপ লোকবিরাগঘটনার অভাব হয় না; পাপের পরিচর্য্যা করিলে, যেরূপ পরি-তাপের অভাব হয় না; পরমার্থ ত্যাগ করিয়া, নিরবচ্ছিন্ন স্বার্থের সেবা করিলে, সেইরূপ সুখের অভাব হইয়া থাকে।

হত-দগ্ধ-মলিন সংসারে স্বার্থ ভিন্ন আর কি আছে! আপনি রাজ্যের উপরি রাজ্য ও ঐশ্বর্য্যের উপরি ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করিয়াছেন এবং আকাশ অতিক্রম করিয়া, স্বর্গপর্য্যন্ত প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছেন, তথাপি আপনার নিরুদ্বেগ শান্তি লক্ষিত হয় না! আপনি সময়ে সময়ে যেরূপ অকাণ্ডে চকিত ও বিভ্রান্ত হইয়া উঠেন, দেখিলে বোধ হয়, আপনার হৃদয়ে যেন শাণিত শঙ্কু নিহিত আছে। আপনার বদনমণ্ডলে নিবিড় মেঘবৎ যে ঘোরাতিঘোরভাব সর্ব্বকাল বদ্ধ হইয়াছে এবং আমি জন্মিয়া অবধি একদিনের জন্যও যাহার ব্যবচ্ছেদ দেখিতে পাইলাম না, তাহা দর্শন করিলে, সুস্পষ্ট প্রতীতি জন্মে যে, ঈশ্বরভ্রষ্টের কুবেরবৎ বিপুল সম্পদও দুর্নিবার্য্য

বিপদের ন্যায়, নিতান্ত অসুখের হেতু হইয়া থাকে। তাত! আপনি যদি ঈশ্বরপদে অবনত হইতেন, তাহা হইলে, সমস্ত সংসার বিনা যুদ্ধে বা বিনা আয়াসে আপনার পদানত হইত। এই মহাভাগ দেবর্ষি নারদ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আপনার ন্যায় ইহাঁর সহায় নাই, সম্পদ নাই, সাধন নাই, উপায় নাই, বল নাই, বাহন নাই, ফলতঃ কিছুই নাই। তথাপি আপনার ন্যায় চক্রবর্ত্তিগণও, অনুগত ভৃত্যের ন্যায়, অবনত মস্তকে ইহাঁর পূজোপহার বহন করিয়া থাকেন! ইনি যেখানে যান, সেইখানেই লোকে ব্যগ্র হইয়া, ব্যস্ত হইয়া, অকপট ভক্তি, অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও বিশুদ্ধ প্রীতি প্রদর্শনপূর্ব্বক পিতৃনির্ব্বিশেষে ইহাঁর উপাসনা করে। অথবা, ঈশ্বরের পথে প্রবৃত্ত হইয়া, তাঁহার প্রীতির জন্য ঐকান্তিক চিত্তে ধর্ম্মের দ্বার ও সত্যের দ্বার সেবা করিলে, আত্মার উপমায় সকলের প্রতি অনুকম্পা করিলে এবং পরলোক ইহলোক উভয়ত্রই পরমসহায় ভাবিয়া, সাবধানতা ও সমদর্শিতার সেবা করিলে, লোকমাত্রেই লোকমাত্রেরই পূজনীয় হইয়া থাকে। আপনি দেবর্ষিমুখে, স্বয়ং পিতামহমুখে ও অন্যান্য লোকমুখেও ইহা শ্রবণ করিয়াছেন। তথাপি আপনার চৈতন্য হইল না! অথবা, আসন্নকাল উপস্থিত হইলে, লোকমাত্রেরই বুদ্ধিবৈপরীত্য সংঘটিত হয়। ইহা আপনার দোষ নহে।

আপনি মনে করেন, সমস্ত সংসার আপনার বশীভূত। তাহা কখনই হইতে পারে না। কেননা, ঈশ্বরবিরোধীর আত্মীয় পক্ষ কেহই নাই। দৈত্যগণের কুলগুরু স্বয়ং

শুক্রাচার্য্য বলিয়া থাকেন, যে ব্যক্তি ভগবানের বিরুদ্ধপক্ষ, সে জীবন্মৃত। তাহার অতুল ঐশ্বর্য্য ও অসুলভ-পদমর্য্যাদা ইত্যাদি সমুদায়ই ছায়ামাত্র। সেই দুর্ম্মতি শুদ্ধ সংসারের শত্রু নহে, আত্মারও বিষম শত্রু। সে জানিয়া শুনিয়া আপনার অনন্ত নরকদ্বার আবিষ্কার ও পরিষ্কার করিয়া থাকে। তাহার সামান্য অসামান্য আপদ বিপদের কোন কালেই পরিহার হয় না। স্বর্গে অধিরূঢ় হইলেও, তাহার নিত্য নরক ভোগ হয়। ফলতঃ, ঈশ্বরবিরোধীর সুখ স্বস্তি আকাশকুসুমের ন্যায় সর্ব্বথা অলীক। আপনি আপনার অবস্থা পর্য্যালোচনা করুন। গুরুদেবের কথা সকল জীবৎ সত্যবৎ প্রতীতি করিবেন। আমি আপনার প্রিয়তম পুত্র। আপনি মনের দুরন্ত আবেগে আমাকেও সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছেন! পুত্রহত্যা আত্মহত্যার সমান, ইহা প্রতিপাদন করা বাহুল্য। বুঝিলাম, ভগবানের সহিত বিরোধ হইলে, আত্মহত্যা করিয়াও শান্তিলাভের অভিলাষ হয়!

পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন, সর্ব্বপ্রকার মলিনতা ও অবনতি পাপের সাক্ষাৎ ফল। আপনাতে ও আপনার নিত্যানুষঙ্গী দৈত্যকুলে তাহার কিছুমাত্র অভাব নাই। দেখুন, যে অবধি আপনি পরমপুরুষ ভগবানে বিমতিতা-রূপ দারুণ পাপে পতিত হইয়াছেন, তদবধি আপনার অবস্থা, নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নির ন্যায়, অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের ন্যায়, নিতান্ত শোচনীয় হইয়াছে। আপনার সর্ব্বভুবন-ব্যাপিনী স্পৃহণীয় রাজলক্ষ্মীরও আর সে গৌরব বা সে

সমৃদ্ধি নাই। কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন দিনমুখের ন্যায়, মেঘাবরণ-মধ্যগত চন্দ্রের ন্যায়, উহার প্রতিভাহীন, শোভাহীন ও সৌভাগ্যহীন মলিন-মলিন ঘোরভাব দর্শন করিলে, মনে অতিমাত্র ক্লেশের সঞ্চার হয়। ভগবতী কমলা স্বামীর অনাদর দর্শন করিয়াই যেন আপনাকে ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। পতির কিঞ্চিন্মাত্র অবমাননাও পতিব্রতা ললনার অতিমাত্র অসহ্য হইয়া থাকে। অতএব আপনি সহস্র চেষ্টা করিলেও, দেবী লক্ষ্মীর রক্ষা করিতে পারিবেন না। স্বয়ং পিতামহ কহিয়াছেন, যেখানে লক্ষ্মীর অবস্থিতি, সেইখানেই সম্পদ্, সমৃদ্ধি, শোভা, শ্রী, শান্তি, ক্ষমা, অনুকম্পা, সহিষ্ণুতা, প্রতিভা, দীপ্তি, কান্তি, পুষ্টি, তুষ্টি, ঋদ্ধি, বুদ্ধি, ধৃতি ও করুণা প্রভৃতি তদীয় পরিচারিকা সকলের নিত্য অধিষ্ঠান হইয়া থাকে। লক্ষ্মী ত্যাগমাত্রে এই সকলের ত্যাগ হয়। কোন কোন স্থলে লক্ষ্মীত্যাগের পূর্ব্বসূচনাস্বরূপ অগ্রেই এই সকলের অতর্কিত প্রয়াণ দেখিতে পাওয়া যায়। আপনাতেও তদনুরূপ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। হায়! যে আপনি পূর্ব্বে বজ্রের দুর্ব্বিষহ দারুণ আঘাত সহ্য করিয়াছেন; সেই আপনি অধুনা তৃণের আঘাতেও চকিত হইয়া উঠেন, ইহা অপেক্ষা শোকাবহ আর কি হইতে পারে! তাত! ঐ দেখুন, চিরপ্রসিদ্ধ দৈত্যকুলে আর সে উৎসব নাই, উল্লাস নাই, আনন্দ নাই এবং সে সৌভাগ্য বা সমৃদ্ধি নাই! ঐ দেখুন, আপনার গজ, বাজী, বল, কোষ, সহায়, সাধন, সমুদায়ই যেন মায়াবশে দিন দিন ক্ষীণ ও অবসন্ন হইতেছে! ঐ দেখুন, ভূমি-

তলের অমরাস্বরূপ অতুলগৌরবা এই দৈত্যনগরীর মাধুর্য্য-হীন সৌরভের ন্যায়, সৌরভহীন পুষ্পের ন্যায়, পুষ্পহীন উপবনের ন্যায়, উপবনহীন নগরের ন্যায় এবং নগরহীন দেশের ন্যায়, সেই লোকোত্তর শোভাবিভব এক কালেই অন্তর্হিত হইয়াছে! আর ইহার সে গৌরব নাই, সে ঐশ্বর্য্য নাই, সে প্রভুতা নাই, সে সম্ভ্রম নাই এবং সে অভিমান বা সে প্রতিপত্তি নাই! ভগবানে বিরুদ্ধবুদ্ধির আবির্ভাব অবধি এই সকল অবনতির অবতারণা হইয়াছে। ক্রমে এই বিরুদ্ধ-বুদ্ধির উপচয়সহকারে পাপভার পূর্ণ হইলে, ঐ সকল অব-নতির একশেষ সংঘটিয়া, এক কালেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে। সেই সর্ব্বনাশেরও আর বিলম্ব নাই!

ঐ দেখুন, আপনার ভয়াবহ দারুণ পাপে আপনার অধিকৃত জনপদ সকলে রোগ, শোক ও দুঃখ বিষাদের শত দ্বার বিস্তৃত হইয়াছে, লোকের আর কোন দিকে কোন রূপে ভদ্রস্থতা নাই। উপায় অপেক্ষা অপায়ের দ্বার শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। বিবিধ অভূতপূর্ব্ব দৈবী যাতনায় প্রজালোক নিরতিশয় ব্যাকুল ও বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। আপনারও আর পূর্ব্বের ন্যায় ক্ষমতা নাই যে, সেই সকলের নিরাকরণ করেন। তাত! কোন্ কালে দৈত্যভুবনে অনাথা রমণীগণ নিরন্নজঠর শুষ্কবদন রোদনপরায়ণ শিশু পুত্রের সমভিব্যাহারে সমস্ত দিন দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়াও, ভিক্ষাপ্রাপ্ত না হইয়াছে! কোন্ কালে রুগ্ন, মগ্ন, ভিক্ষু, দরিদ্র ও বালবিধবার সংখ্যা এরূপ বহুল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে? কোন্ কালে দৈত্যগণের

উদ্যোগ, অধ্যবসায়, যত্ন, আয়াস, চেষ্টা, মনোরথ, কল্পনা বা বাসনা সকল পদে পদে এরূপ ব্যর্থ, বিনষ্ট বা নিষ্ফল হইয়াছে! কোন্ কালে আপনার শাসন, দণ্ড, আজ্ঞা বা নিদেশ এরূপ খণ্ডিত বা বিফল প্রযোজিত হইয়াছে! এ সকল আপনারই ভগবদ্বিরোধিতারূপ ভয়াবহ পাপের ভয়াবহ পরিণাম!

নবম অধ্যায়।

ঈশ্বর-মাহাত্ম্য।

প্রহ্লাদ কহিলেন, তাত! আপনি কি মনে করিয়াছেন, ভগবানে শত্রুতা করিয়া, নিরাপদে উত্তীর্ণ হইবেন, কখনই নহে। যে বজ্রের কঠোর নিনাদ শ্রবণ করিলে, আপনি চকিত হইয়া উঠেন, যিনি সেই বজ্রের রচনা ও প্রেরণ করিয়াছেন, হায়, অবোধ লোকে কোন্ সাহসে সেই আদিপুরুষ ভগবানের প্রতিযোগী হইতে উদ্যত হয়! যে সূর্য্যের দ্বাদশ মূর্ত্তির আবির্ভাবমাত্র বিশ্বসংসার দগ্ধ হইয়া যায় এবং যে সূর্য্যের একাকী প্রাদুর্ভাবেও আপনার ন্যায় কত কোটি রাজার রাজ্য মরুরূপে পরিণত হইয়াছে; যিনি সেই দিবাকরের বিধান ও স্থাপন করিয়াছেন, সেই মহাসূর্য্যরূপী মহেশ্বরের সহিত বিরোধ করা দূরে থাক, তাঁহার সম্মুখীন হইতে মনেও কল্পনা করা মত্তা ভিন্ন আর কি হইতে পারে! তাত! আপনি যখন সামান্য অগ্নি স্পর্শ করিতেও সমর্থ

নহেন, তখন কোন্ সাহসে অগ্নিরও অগ্নিস্বরূপ সেই পুরু-ষোত্তমের আক্রমণে অভিলাষী হয়েন? আপনি কি অবগত নহেন, সেই অসামান্য ঐন্দ্রজালিক মায়াবী মহাপুরুষ কতিপয় সামান্য পরমাণু মাত্র লইয়া, এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন? এই সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ তারা প্রভৃতি জ্যোতিঃ সমুদায় তদীয় অননুভাব্য অপার তেজের কণিকামাত্র। এই অপার বিশাল আকাশবিভাগ তদীয় অপারতার ছায়া-মাত্র। যে বায়ু প্রবল ঝটিকা রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া, মুহূর্ত্তমধ্যে সংসার বিচালিত করে, সেই বায়ু তাঁহার সামান্য নিশ্বাসের সামান্য অংশমাত্র। আপনি কোন্ সাহসে সেই ভূমাপুরুষ মহেশ্বরের অপার মহিমার অপলাপ করিয়া, স্বকীয়প্রাধান্যস্থাপনে উদ্যত হইয়াছেন।

আপনি দেবর্ষিনারদমুখে বারংবার শ্রবণ করিয়াছেন, যে, চক্ষু না থাকিলেই অন্ধ বলে না, কর্ণ না থাকিলেই বধির বলে না, জিহ্বা না থাকিলেই মূক বলে না, প্রাণ না থাকিলেই জড় বলে না এবং জ্ঞান না থাকিলেই মত্ত বলে না। কেননা, পুত্তলিকারও চক্ষু আছে, কর্ণ আছে, মুখ আছে, এবং পশু পক্ষ্যাদিরও শ্বাস আছে ও প্রশ্বাস আছে। তবে ইহাদের সহিত মনুষ্যের বিশেষ কি? যে ব্যক্তি চক্ষু থাকিতেও ভাল না দেখে, সেই অন্ধ, কর্ণ থাকিতেও ভাল না শুনে, সেই বধির, মুখ থাকিতেও ভাল না বলে, সেই মূক, প্রাণ থাকিতেও প্রকৃতরূপে জীবনের কার্য্য না করে, সেই জড় এবং জ্ঞান থাকিতেও জ্ঞানের সদ্ব্যবহারে বিনিবৃত্ত হয়, তাহাকেই মত্ত বলে। তথাহি, পরম ঈশ্বররূপী

ভগবানকে জ্ঞানচক্ষুতে দর্শন করাই ভাল দেখা, তাঁহার কথা বলাই ভাল বলা, তাঁহার কথা শুনাই ভাল শুনা, তাঁহার কার্য্য করাই জীবনের প্রকৃত কার্য্য করা এবং তাঁহারে জানাই জ্ঞানের সদ্ব্যবহার। বেদে, বেদাঙ্গে, পুরাণে, ইতিহাসে, সর্ব্বত্রই এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে। জন্মদোষে, বংশদোষে, কর্ম্মদোষে, অথবা ভাগ্যদোষে বিরুদ্ধ মতির আবির্ভাববশতঃ আপনি তাহার বিপরীতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সেইজন্য, পাপাত্মা যেমন ধর্ম্মের, কুলটা যেমন স্বামীর, বিষয় যেমন বৈরাগ্যের, কামনা যেমন মোক্ষের ও সেবানুরাগ যেমন স্বাধীনতার বিপক্ষতা করে, তদ্রূপ আপনিও পরমপুরুষ ভগবানের বিপক্ষ হইয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, আমাকেও আপনার ন্যায় বিপক্ষ পক্ষ অবলম্বন করিতে উপদেশ করিতেছেন! কিন্তু তাত! আপনি ব্যতিরেকে আর কোন্ ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া দারুণ কালকূট গলাধঃকরণ করিতে সাহসী হয়? আপনার ইহকাল পরকাল বা ইহলোক পরলোক উভয়ই নষ্ট হইয়াছে। কেননা, ভগবৎসেবারূপ যে পরম ধর্ম্মের আশ্রয়ে ইহলোক পরলোক সুরক্ষিত হয়, আপনি সেই পরমপুরুষার্থস্বরূপ সনাতন ধর্ম্মের বিপক্ষতায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আপনার কি আর উদ্ধার আছে? আপনি স্বয়ং উদ্ধারের পথে কণ্টক রোপণ করিয়া, স্বহস্তে পদদ্বয়ে কুঠারের আঘাত করিয়াছেন! সমুদায় শাস্ত্রের অভিপ্রায় এই, ভগবানের অনুগ্রহ ও প্রসন্নতাই সাক্ষাৎ উদ্ধার। আপনি সেই অনুগ্রহ ও প্রসাদে বঞ্চিত হইয়াছেন। ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কি আছে!

দেবর্ষি নারদ কহিলেন, ঋষিগণ! বর্ষাকালে নদী যেমন বর্দ্ধিত হয়, পরের উপকার করিয়া সাধুর আনন্দ যেমন বর্দ্ধিত হয়, উদ্যোগে সমীক্ষ্যকারিতার যোগ হইলে সম্পদ যেমন বর্দ্ধিত হয়, সৎশিক্ষার সহিত দৃষ্টান্তের সমাগম হইলে জ্ঞান যেমন বর্দ্ধিত হয়, এইপ্রকার বলিতে বলিতে সাক্ষাৎ ভূমাপুরুষ ভগবান্‌কে দর্শন করিয়াই যেন মহাভাগ প্রহ্লাদের ভক্তিপ্রবাহ তদ্বৎ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিলে, তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক-তেজোগর্ভ নির্ভীক মৃদু বাক্যে পুনরায় কহিতে লাগিলেন, তাত! বালক যেমন কর্দ্দমাদি দ্বারা সিংহাদি নির্ম্মাণ করিয়া, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং পুনরায় গঠনপূর্ব্বক তদ্বৎ অনুষ্ঠান করে, তাহাতে অণুমাত্র আয়াস অনুভব করে না, তদ্রূপ সেই পরমপুরুষ মহেশ্বর ইচ্ছা-মাত্রই ভূতগণের সহায়ে ভূতগণের সৃষ্টি করিয়া, ইচ্ছা-মাত্রেই তাহাদের বিনাশ করিয়া থাকেন। যাহারা মনো-যোগপূর্ব্বক সবিশেষ বিচার সহকারে স্থাবর জঙ্গমাদি বস্তু সকলের জন্ম মৃত্যু, হ্রাস বৃদ্ধি ও ক্ষয় উদয় দর্শন করে, তাহারা সুস্পষ্ট জানিতে পারে, যে, কাহাকে ধ্বংস বা বিনাশ করিতে ঈশ্বরের অণুমাত্র আয়াস বা আড়ম্বর প্রকাশের আবশ্যকতা হয় না। এই যে অত্যুচ্চ বিশাল বট-বিটপী গগন পর্য্যন্ত মস্তক বিসারিত করিয়া, যেন সংসারের সীমা-বিস্তার পরিমাণ করিতেছে, ভাবিয়া দেখুন, অণুবৎ অতি-ক্ষুদ্র বীজ হইতে ইহার জন্ম হইয়াছে! আবার, যখন মরিয়া যাইবে, তখন হয় ত সামান্য সূর্য্যকিরণ, সামান্য কীট-নিষ্কোশ, সামান্য বলহানি অথবা তদ্বৎ সামান্য অন্যবিধ

ঘটনাবিশেষ উপলক্ষ হইবে। এই রূপ, ইহার জন্ম বা মৃত্যু কোন অবস্থাতেই ঈশ্বরের কোনরূপ আড়ম্বর বা আয়াস লক্ষিত হয় না! আরও দেখুন, যে বজ্র ভয়ংকর গর্জ্জন করিয়া, সমকালেই সমস্ত সংসার কম্পিত করে, তাহা পতনমাত্রেই নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। আপনি শুনিয়াছেন, দৈত্যগণের অধিকৃত উত্তুঙ্গ কুবেরগিরি এক দিনেই প্রাদুর্ভূত ও পুনরায় এক দিনেই বিনষ্ট হয়! আপনি এই সকল দেখিয়া শুনিয়া নিশ্চয় অবধারণা করিবেন, এই অতিদৃপ্ত ও অতিবিস্তৃত অসুরবংশের সহিত আপনাকে নিমেষমধ্যেই সংহার করিতে সেই সংহাররূপী ভূমা পুরুষের কিছুমাত্র আয়াস বা পরিশ্রম হইবে না। আপনি বৃথা ঐশ্বর্য্য-মদে মত্ত হইয়া, বর্ত্তমানে তাহা চিন্তা করিতেছেন না। কিন্তু যে দিন প্রজ্বলিত পাবকে তূলরাশির ন্যায়, তদীয় অপার তেজে তৎক্ষণমাত্রে ভস্মীভূত হইবেন, সেইদিনই ইহা জানিতে পারিবেন! তখন আর অনুতাপ করিয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করিবার অবসর প্রাপ্ত হইবেন না; অতএব এই বেলা বিরুদ্ধবুদ্ধিপরিত্যাগপূর্ব্বক সেই দেবাদিদেব পরমদেবের শরণাপন্ন হউন। কেননা, এখনও আপনার পাপের অবশেষ আছে। এখনও পিতা ভাবিয়া, আপনার জন্য করপুটে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবার আমার অধিকার আছে। আপনি এই বেলা সাবধান হউন। আপনার ন্যায় পাপীর প্রতি, প্রমত্তের প্রতি ও আত্মবিস্মৃতের প্রতি তাঁহার করুণা ও অনুকম্পার সীমা নাই। সাবধান, আপনি সেই করুণায় যেন বঞ্চিত না হয়েন। তাহা হইলে,

নরকের পর নরক, সন্তাপের পর সন্তাপ, শোকের পর শোক ও অন্ধকারের পর দারুণ অন্ধকার আপনাকে দুর্নিবার আক্রমণ করিয়া, কস্মিন্ কালেও পরিহার করিবে না।

তাত! সে দিন কি ভয়ঙ্কর—যে দিন আপনি এই দারুণ ঈশ্বরবিরোধ-পাপের প্রাচুর্য্য বশতঃ শত শত সাধন ও উপায় সত্ত্বেও সহসা অবসন্ন ও জড়িত হইয়া, ঘোর গভীর অন্ধকার-সাগরে পতনপূর্ব্বক বিলুণ্ঠিত হইবেন!! সেই দারুণ ভয়ঙ্কর বিষম দিনের স্মরণ করিয়া, এখন অবধি আমার অন্তরাত্মা ভাবনায় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে! যাহাই হউক, আপনি আমার পিতা। সেইজন্য আপনাকে যেমন অন্তরের সহিত ভক্তি করি, তদ্রূপ পাপাত্মা ও পরিতপ্ত ভাবিয়া, আপনার প্রতি আমার অনুকম্পারও ন্যূনতা নাই। সেইজন্য, আপনার জন্য সেই সর্ব্বজন্য বিধাতার নিকট দিবানিশ সকরুণ বাক্যে যুগপৎ ক্ষমা ও করুণা প্রার্থনা করি। শুনিয়াছি, যাহারা ঈশ্বরের বিরোধী হয়, তাহাদের আত্মা যেমন ইহ জীবনে কখনই স্বস্তিলাভে সমর্থ হয় না; প্রত্যুত, অন্তরে অন্তরে অনির্ব্বচনীয় দারুণ যাতনা সহ্য করিয়া, অহর্নিশ মুমূর্ষু দশা ভোগ করে, সেইরূপ জীবনান্তে শূন্যে শূন্যে ভ্রমণ করিয়া, একান্ত অবসন্ন হইয়া থাকে। কুত্রাপি অবলম্বন বা আশ্রয় প্রাপ্ত হয় না। প্রার্থনা করি, আপনার যেন সেরূপ ঘটনা না হয়! আরও শুনিয়াছি, ভগবানের বিরোধী হইলে, নরকেও স্থান হয় না। স্বয়ং পিতামহ কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি ভগবানের বিরোধী, সে আমার পরম শত্রু।

অতএব তাত! আপনি সেই ব্রহ্মার প্রদত্ত এই বর ও আশীর্ব্বাদকে সাক্ষাৎ মৃত্যু ও অভিশাপ বলিয়া অবগত হইবেন। প্রদীপ নির্ব্বাণের পূর্ব্বে উজ্জ্বল হয়, ইহা বলিবার আবশ্যকতা নাই। সেই রূপ, পিতামহের প্রসাদলব্ধ ভবদীয় এই সমৃদ্ধ-দশা আপনার অধঃপাতের পূর্ব্ব লক্ষণ, তাহাও প্রতিপাদন করা বাহুল্য। অধুনা, ইহাই চিন্তা করিয়া, স্বকীয় বর্ত্তমান সমৃদ্ধিতে মত্ত বা হতজ্ঞান হইয়া, ভূমাপুরুষ পরমাত্মায় বিরুদ্ধবুদ্ধি স্থাপন করিবেন না। বালক বলিয়া আমার কথায় অশ্রদ্ধা ও উপেক্ষা হইতে পারে। কিন্তু এই দেবর্ষিকে ও এই সকল বহুশ্রুত বহুজ্ঞান সুবিশ্বস্ত আত্মায়প্রধান দৈত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করুন, ইহারা সকলেই আমার বাক্যের অনুবাদ করিবেন।

অথবা, সচেতনের কথা দূরে থাক, অচেতন জড়গণও এ বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে। এই পর্ব্বতরাজ প্রাণ-শূন্য হইয়াও, কাহার বলে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে? এই গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকাদি জ্যোতিঃ সমস্ত কাহার বলে নিরালম্ব অবস্থিতি করিতেছে? এই দিবাকর ক্ষুদ্রকলেবর হইয়াও, কাহার বলে জগতের অন্ধকার নিরাকরণ করেন? এই বায়ু কাহার বলে হস্তপদাদিশূন্য হইয়াও, ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে? এই পৃথিবী পর্ব্বত, কানন ও দ্বীপাদি বিবিধ গুরুভারে আক্রান্ত হইয়াও, কাহার বলে রসাতলে গমন করিতেছেন না? এই অপার ও অসীম গগনক্ষেত্র কাহার বলে নিরাশ্রয় অধিষ্ঠিত রহিয়াছে? আপনি কি ক্ষণমাত্রও এই সকল অদ্ভুত কাণ্ড ও আশ্চর্য্য

ঘটনা চিন্তা করেন না? নদী কাহার বলে প্রবাহিত হইয়া, জগতের উপকার বিধান করে? মেঘ কাহার বলে আবির্ভূত হইয়া, যথাকালে বারিবর্ষণপূর্ব্বক সংসারস্থিতি সম্পাদন করে? আপনিই বা কাহার বলে মৃত্যুমুখে পতিত না হইয়া, এতদিন জীবিত রহিয়াছেন? রজনীর সমাগমে সমুদায় সংসার যখন ঘোর গভীর তিমিরসাগরে মগ্ন হইয়া, মূর্ত্তিমতী শমননগরীর লীলা বিস্তার করে, তখন সুষুপ্ত জীবকুল কাহার বলে রক্ষিত হইয়া থাকে? তাত! আপনি যখন গর্ভ-শয্যায় ঘোর অন্ধকারে মগ্ন হইয়াছিলেন, তখন কে আপনাকে রক্ষা করিয়াছিল? তাত! আপনার সেই অসহায় শিশুকালের সহিত অধুনাতন সমর্থ দশার তুলনা করিয়া দেখুন, সেই করুণাময়ের অপার করুণা ও অকপট বন্ধুতা বুঝিতে পারিবেন! কি আশ্চর্য্য, তথাপি আপনি আত্ম-প্রভু প্রাণদাতা পরমবিধাতা ভগবানে বিদ্বেষবুদ্ধি স্থাপন করিয়াছেন! আপনার ন্যায় কৃতঘ্ন, দুরাচার ও পাপাত্মা আর কে হইতে পারে? যিনি প্রাণ দিয়াছেন ও প্রতিদিন সেই প্রাণ রক্ষা করিতেছেন, তাত! আপনি ব্যতিরেকে আর কোন্ ব্যক্তি সেই পরমপিতা ও পরমমাতা সনাতন বিধাতার বিপক্ষতা করিতে উদ্যত হইতে পারে? বুঝিলাম, আপনার আত্মা নাই। আত্মা থাকিলে, কেহ কখন আত্ম-প্রভু ভগবানের বিরুদ্ধ পক্ষে অভ্যুত্থান করিতে সাহসী হয় না। বুঝিলাম, আপনার চৈতন্য নাই। চৈতন্য থাকিলে, কখন সাক্ষাৎ-চৈতন্য ভগবানের বিরোধী হইতেন না। বুঝিলাম, আপনার প্রাণ

নাই। প্রাণ থাকিলে, কখন সেই মহাপ্রাণ ভগবানের প্রতিপক্ষবৃত্তি আশ্রয় করিতেন না। বুঝিলাম, আপনার জ্ঞান নাই। জ্ঞান থাকিলে, কখন মত্তের ন্যায় সেই জ্ঞানরূপী ভগবানে বিরুদ্ধবুদ্ধি নিয়োগ করিয়া, আত্মপাপের দ্বার স্বহস্তে বিস্তৃত করিতেন না। বুঝিলাম, আপনাতে আর আপনি নাই। তাহা হইলে, কখন ভগবানের বিরোধী হইতেন না।

বলিতে পারি না, আপনি কাহার তেজে এরূপ উদ্দৃপ্ত ও উদ্ধত হইয়াছেন। যদি এই সামান্য বলবাহনের তেজ করেন, তাহা ত্যাগ করুন। কেননা, আপনার ন্যায় প্রভূত-বল-বাহনশালী কত শত অধিপতি তদীয় তেজে নিমেষমধ্যেই দগ্ধ হইয়াছে। আপনি দেবর্ষির মুখে বারংবার ইহা শ্রবণ করিয়াছেন। যদি ঐশ্বর্য্যমদে বিস্মৃত হইয়া থাকেন, পুনরায় জিজ্ঞাসা করুন। দেবর্ষি আপনার চরম দণ্ড ও সমূল-নিপাত-দর্শনজন্য এই স্থানেই উপস্থিত আছেন। যদি ব্রহ্মার বরে অভিমান ও অহংকার বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, তাহাও ত্যাগ করুন। কেননা, সেই ভূমানন্দ আদিদেব ভগবান্ আপনার বরদাতা ব্রহ্মারও বিধাতা ও অভীষ্ট দেবতা বলিয়া সংসারে পরিপূজিত হয়েন। যদি ভ্রাতার মৃত্যু জন্য রোষামর্ষে উদ্ধত হইয়া থাকেন, তাহাও ত্যাগ করুন। কেননা, যিনি যৎসামান্য পশুমূর্ত্তিতে অসামান্যবলবিক্রম ভবদীয় সহোদরের অনায়াসে সংহার সাধন করেন, আপনাকেও অবলীলায় সংহার করিতে তাঁহার কিছুমাত্র আয়াস আবশ্যক হইবে না, ইহা নিশ্চয়

অবধারণপূর্ব্বক ঈদৃশী পরমপাপীয়সী বিরুদ্ধবুদ্ধি বিসর্জ্জন করিয়া, সর্ব্বথা নিরাপদ হউন। আর, যদি আপনা আপনি উদ্ধত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, উন্মাদের আবেশ হইয়াছে, নিশ্চয় জানিয়া, সদ্‌বৈদ্যের আশ্রয় গ্রহণ করুন। নতুবা, আপনার কোন রূপেই নিস্তার নাই।

দশম অধ্যায়।

অভক্তের দুর্বলতা।

বেদ কহিলেন, দেবরাজ! বলিতে বলিতে অপার ও অপরিমেয় ভাগবত তেজের আবির্ভাবে মহাভাগ প্রহ্লাদের সেই সুকুমার শিশু-শরীর সহসা মহাপুরুষ-কলেবরের উপমা ধারণ করিয়া, সাক্ষাৎ ভয়, বিস্ময় ও সম্ভ্রম রূপে পরিণত হইল। নয়নদ্বয়েও সাক্ষাৎ অগ্নি প্রাদুর্ভূত হইল। তথাপি উহা শান্তির সুনির্ম্মল ছায়া পরিত্যাগ করিল না। তিনি যেন অনির্ব্বচনীয় মায়াবলে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। তাঁহার কেশ সকল যেন প্রজ্বলিত শিখা স্বরূপ ঊর্দ্ধ দিকে ধাবমান হইয়া উঠিল, এবং ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে অপার তেজঃপুঞ্জ প্রবাহের আকারে অনাহত বহির্গত হইয়া, দিগ্‌বিদিক্ প্রচ্ছন্ন করিবার উপক্রম করিল। সহসা ভীষণ ভ্রূকুটির আবির্ভাব হইয়া, সেই সুকুমার বদন-পদ্মের সমুদায় মনোমোহন ভাব হরণ করিয়া লইল। প্রহ্লাদ আর সে প্রহ্লাদ নহেন। যেন সাক্ষাৎ তেজঃ, অথবা বিগ্রহবান্ হুতাশন, কিংবা তাহা

অপেক্ষাও অতিভীষণ শরীরী রূপে পর্ব্বতোপরি সহসা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। দৈত্যপতি দর্শনমাত্র অপার ভয়, সম্ভ্রম ও বিস্ময়বিশেষের আবির্ভাবে নয়নদ্বয়নিমীলন-পূর্ব্বক সহসা মস্তক অবনত করিলেন। কি আশ্চর্য্য! যে প্রহ্লাদের মনোহর মুখচন্দ্রমা তৃষিত নয়নে বারংবার নির্ভর পান করিয়াও, তাহার তৃপ্তি বোধ হইত না, আজি তাঁহাকে দর্শন করিয়া, মূর্ত্তিমান্ মৃত্যুবোধে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইবার আশঙ্কায় নয়নযুগল নিমীলিত করিলেন। অথবা, ঈশ্বরবিরোধরূপ দারুণ পাপের অনুষ্ঠান করিয়া, ধর্ম্ম ও সত্যের পথ রুদ্ধ করিলে, অমৃতও এই রূপে বিষবৎ বিষম যাতনার কারণ হইয়া থাকে। তখন সুখও অসুখের হেতু হইয়া, চরম দণ্ড বিধান করে। এইজন্য তত্ত্বদর্শী মহর্ষিরা বলিয়া থাকেন, সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, কিন্তু ঈশ্বর-বিরোধ-মহাপাপের কোনপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত নাই। ঈশ্বর-বিরোধী দুরাচার পুরুষ স্বর্গে অধিষ্ঠিত হইলেও, অপার-নরক-মগ্নবৎ বোধ করিয়া, নিরতিশয় ব্যাকুল ও সন্তপ্ত হইয়া থাকে। তাহার নিকট আলোকও অন্ধকারবৎ প্রতীত হয়, এবং সম্পদ্‌ও আপদের আকার স্বীকার করিয়া থাকে। তাহার অন্তরে অন্তরে যে ঘোর গভীর অন্ধকার বিচরণ করে, কোন কালেই তাহার পরিহার হয় না। সে যাব-জ্জীবন সেই অন্ধকারে অবস্থিতি করিয়া, চরমে সেই অন্ধ-কারেই লীন হয়। এই রূপে তাহার জীবন মরণ অন্ধকারেরই পরম্পরামাত্র; সুতরাং সে কোন কালেই শান্তিরূপ বিশুদ্ধ জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া, ক্ষণমাত্রও শোক তাপ পরিহার

করিতে সমর্থ হয় না। তাহার জন্ম জন্ম এইপ্রকার অপার শোক সন্তাপে জর্জ্জরিত হইয়া, অতিকষ্টে অতিবাহিত হয়। ইহারই নাম ঈশ্বর-বিরোধ-মহাপাপের চরম দণ্ড।

যাহা হউক, পরমভাগবত সিদ্ধদেব প্রহ্লাদ পিতৃদেবকে তদবস্থ দর্শন করিয়া, আত্মগতি ও আত্মপ্রভু ভগবানের জয় উপলব্ধি করত, অপার আনন্দভরে ঘনঘোর হুহুঙ্কারে উচ্ছলিত মনোবেগের আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে দিগ্‌বিদিক্ বিত্রাসিত, গগনরন্ধ্র বিদারিত, পাতালগহ্বর প্রতিধ্বনিত ও সমস্ত দৈত্যসমাজ হত-চকিত হইয়া উঠিল। অনন্তর তিনি কিয়ৎক্ষণমধ্যে আত্মাকে আয়ত্ত করিয়া, পুনরায় জলদ-গম্ভীর মধুর স্বরে পিতাকে কহিতে লাগিলেন, তাত! আমি সেই অপার, অপরিমেয় ও অগাধস্বরূপ আদিদেব অনন্তের সেবকানুসেবকেরও যোগ্য নহি। বিশেষতঃ, তদীয় মহাপ্রভাব পারিষদ্‌গণের তুলনায় অণুরও অণু বলিয়া আমার গণনা হইতে পারে না! আপনি যখন তাদৃশ ক্ষুদ্রপ্রাণ ক্ষুদ্রবল অতিসামান্য আমার অতীবসামান্য তেজ সহ্য করিতে পারিলেন না, তখন কোন্ সাহসে সেই সাক্ষাৎ তেজোরূপী ভগবানের স্পর্দ্ধী হইতে অভিলাষ করেন, বলিতে পারি না! নিশ্চয়ই আপনার আসন্নবিকার উপস্থিত হইয়াছে। আপনি যখন-তখন গর্ব্ব করিয়া থাকেন যে, বজ্রেরও দারুণ তেজ অনায়াসে সহ্য করিয়া, অমরনগরী অসহায়বৎ লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। তবে আজি কেন আমার ক্ষুদ্র তেজে মস্তক অবনত করিলেন? আপনি

ইহাও বলিয়া থাকেন, দম্ভোলির ভয়ানক বিস্ফূর্জ্জিতও আপনাকে অণুমাত্র চকিত করিতে পারে না। তবে আজি কেন আমার সামান্য হুঙ্কারে অভিভূত ও বধিরীকৃত হইলেন? অথবা, ভগবানের বিরোধী হইলে, সামান্য হেতু-তেও অসামান্য ভয়ের আবির্ভাব হয়। তখন তৃণও অজগরের ন্যায় দারুণ বিভীষিকা প্রদর্শন করে। ফলতঃ, তখন সমুদায় সংসারই যেন একমাত্র ভয় ও উদ্বেগের আধারবৎ প্রতীয়-মান হয়। অধুনা, ইহাই অবধারণ করিয়া, কায়মনে ও সর্ব্বান্তঃকরণে সেই পরমপিতা মহেশ্বরের পদানত হউন। তিনি অপরাধী অবোধ তনয় বলিয়া, অবশ্যই ক্ষমা করিবেন। পাপের ভার পূর্ণ হইলে, পঙ্কপতিত হস্তীর ন্যায় যখন এক কালে মগ্ন ও অবসন্ন হইবেন, তখন আর উদ্ধারের কোনরূপ সম্ভাবনা থাকিবে না। অতএব এই বেলা সাবধান হইয়া, আত্মার উদ্ধারমার্গ নিরর্গলিত করুন। চলুন, পিতাপুত্রে সেই জগৎপিতার দ্বারে সমাগত ও তদীয় পদপ্রান্তে পতিত হইয়া, অনুষ্ঠিত পাপের পরিহার জন্য সকরুণ চিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করি। ভক্তবৎসল ভক্তের বাসনা অবশ্যই পূর্ণ করিবেন।

তাত! তাঁহাকে পাইবার জন্য অধিক দূরে গমন বা অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না। তিনি হৃদয়ের ধন, হৃদয়েই সন্নিহিত আছেন। যাহারা তাঁহাকে দূর ভাবে, তিনি তাহাদেরই দূরবর্ত্তী হইয়া থাকেন। হৃদয়গ্রন্থিছেদন-পূর্ব্বক, বিরুদ্ধবুদ্ধিত্যাগপূর্ব্বক, অনাত্মজ্ঞানবিসর্জ্জনপূর্ব্বক, আমি আমার ইত্যাকার অভিমানপরিহারপূর্ব্বক, তিনিই

কর্ত্তা, তিনিই হর্ত্তা ও তিনিই পাতা, এইপ্রকার ভাবনা পূর্ব্বক, তিনিই সত্য ও তিনিই সৎ, ইত্যাকার কল্পনা পূর্ব্বক, এবং আমি কিছুই নহি, তিনিই আমার সর্ব্বেসর্ব্বা পরমপ্রভু, এইরূপ চিন্তা পূর্ব্বক, ভক্তিভরে, শ্রদ্ধাভরে ও প্রেমভরে ঐকান্তিক চিত্তে পাপী আমায়, অধম আমায়, পতিত আমায়, দুষ্কৃতী আমায়, হতভাগ্য আমায়, সন্তপ্ত আমায়, শোকে তাপে জর্জ্জরিত আমায়, মোহে বিষাদে অবসন্ন ও ক্ষুণ্ণ আমায়, সংসার-রূপ গভীর গহ্বরে অথবা ঘনঘোর নিবিড় অন্ধকূপে পতিত আমায়, পাপে অধর্ম্মে নিস্তেজ নিঃশক্তি ও নিরবলম্ব আমায়, বুদ্ধিদোষে ও কর্ম্মদোষে ক্লিষ্ট ও বিভ্রষ্ট আমায় উদ্ধার করুন বলিয়া, পরম পবিত্র ভাবে আহ্বান করিলে, তিনি ব্যাকুল ও বিব্রতের ন্যায় তৎক্ষণাৎ আবির্ভূত হইয়া, সমুচিত করুণা প্রদর্শন ও আশ্রয় প্রদান করিয়া থাকেন। আপনি এই অসার ঐশ্বর্য্যের অভিমান ত্যাগ করিয়া, ক্ষণবিনশ্বর আধিপত্য-গর্ব্ব বিসর্জ্জন করিয়া, সর্ব্বনাশ-করী অহংমন্যতা পরিহার করিয়া, অধঃপাতকর বিষয়ানুরাগ বিসর্জ্জন করিয়া এবং নরকবৎ অতিদূষিত প্রভুত্বলিপ্সায় জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া, সর্ব্বথা নির্ম্মল, নিঃসঙ্গ, নির্বিরুদ্ধ, নির্দ্বন্দ্ব, নিষ্কাম, নিরীহ, নির্ম্মায় ও নিষ্কপট হইয়া, ঐরূপ অকপট ভক্তিভরে অন্তরে অন্তরে সেই প্রেমময়, আত্মময়, জ্ঞানময়, চিন্তাময়, ইচ্ছাময়, মায়াময়, লীলাময়, আনন্দময়, বিজ্ঞানময়, অশোক, অপাপ-বিদ্ধঙ্গ, অনাদি, অনন্ত, অচিন্ত্য, অনির্ব্বাচ্য, নিরুপাধি, নিরঞ্জন, নির্ব্বিকার, নিরাময়, নিত্যানন্দ, নিরিন্দ্রিয়, নির্লিপ্ত,

সৎস্বরূপ, সনাতন, সচ্চিদানন্দ, সর্ব্বরূপ, সৎপতি, সত্ত্বময়, স্বয়ংপ্রভ, স্বপ্রকাশ, স্বস্বরূপ, সত্যরূপ, সর্ব্বোপাধি, সর্ব্বগতি, পরমপুরুষ, পরমাত্মা, পতিতপাবন, পরাৎপর, পরমানন্দ, পরমপূর্ণ, পরমগতি ভগবান্‌কে আহ্বান করুন, এই মুহূর্ত্তেই পাপ-তাপ বিগলিত, রোগ-শোক নিরাকৃত, বিষাদ-অবসাদ বিদলিত, ভয়-ক্ষয় পরাহত, আবেগ-উদ্বেগ দূরীভূত ও আধি-ব্যাধি পলায়িত হইয়া, আত্মা ও প্রাণ বিকসিত, অপার আনন্দ প্রাদুর্ভূত এবং দিব্য ভাব সমাগত হইবে। তখন আর প্রমাদকরী, উন্মাদকরী ও অবসাদকরী বাসনা-পিশাচীর বশীভূত হইয়া, অনুতাপকরী, পরিতাপকরী ও সন্তাপ-শতকরী আসক্তির বিধেয় হইয়া, ব্যামোহকরী, বিমোহকরী ও মহামোহকরী মমতার ক্রীতদাস হইয়া এবং সর্ব্বনাশকরী, আত্মনাশকরী ও জ্ঞাননাশকরী সংসার-স্পৃহার অনুসারী হইয়া, ধর্ম্মে, সত্যে, শান্তিতে ও তৎ-সমুদায়ের আধার পরমবিধাতা সনাতন ভগবানে অনর্থকরী, বিপর্য্যয়করী ও বিভ্রংশকরী বিদ্বেষবুদ্ধি স্থাপন পূর্ব্বক অনর্থক কল্পিত সুখ বোধে দারুণ-দুঃখভার-সংগ্রহ-কামনায় পরমপ্রিয়তম পুত্র কন্যা, প্রীতির অনন্ত উৎস প্রেমময়ী ভার্য্যা, প্রণয়ের আদিম সোপান পরমপ্রীতিময় বন্ধুতা এবং স্নেহের সাক্ষাৎ প্রতিমা একপ্রাণ সহোদর ইত্যাদিকে শত্রু ভাবিয়া, অকারণে ও অকাণ্ডে এরূপ ব্যাকুল, বিব্রত ও বিধুর হইতে হইবে না।

তাত! ঈশ্বর-বিদ্বেষের অনন্ত বিড়ম্বনা সাক্ষাৎ অব-লোকন করুন। আপনি সেই বিদ্বেষের পরতন্ত্রতাবশতঃ

সর্ব্বলোকস্পৃহণীয় অতুল বিষয় সম্পদেও অণুমাত্র সুখ অনুভব করিতে সমর্থ হইতেছেন না। ইহা অপেক্ষা বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে! লোকে বহুবিধ যত্ন ও আয়াস সহকারে প্রাণ-নির্ব্বিশেষে যে পুত্রের পরিপালন করে, আপনি সেই বিদ্বেষের বিধেয়তা প্রযুক্ত তাদৃশ স্নেহনিধি পুত্রকেও স্বহস্তে সংহার করিতে সংকুচিত নহেন। ইহা অপেক্ষা বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে! আপনার সহায় সম্পদ্ ও সাধন প্রভৃতি কিছুরই অভাব নাই। তথাপি যেন তৎসমুদায় বিবর্জ্জিতের ন্যায়, আপনি সর্ব্বদাই শঙ্কা ও উদ্বেগে কালযাপন করেন। ইহা অপেক্ষা বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে! ইন্দ্রাদি লোকপালগণও দৃক্‌পাতের যোগ্য বলিয়া আপনার মনেও ধারণা হয় না। কিন্তু ক্ষুদ্রপ্রাণ শিশু আমি আপনার নিরতিশয় অসুখ ও অস্বস্তির হেতু হইলাম! ইহা অপেক্ষা বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে! আপনার রোগ নাই, শোক নাই, সন্তাপ নাই। তথাপি আপনার মুখশোষ, দৃষ্টিশোষ ও শরীরশোষের সীমা নাই। ইহা অপেক্ষা বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে? শুনিয়াছি, আপনি আর পূর্ব্বের ন্যায় নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারেন না। বীণা বেণুর সুমধুর ঝঙ্কারও, ঘোর গভীর বজ্রবিস্ফূর্জ্জিতের ন্যায় আপনার কর্ণ ব্যথিত করিয়া থাকে! এ সকল ঈশ্বরবিরোধের সাক্ষাৎ-প্রসব দারুণ বিড়ম্বনা ভিন্ন আর কি হইতে পারে! অধুনা, ইহাই চিন্তা করিয়া, সমুদায় দুষ্প্রবৃত্তি পরিহার পূর্ব্বক শান্ত ও শুদ্ধ হইয়া, সরল চিত্তে ও অকপট ভাবে পরম পুরুষ ভগবানের পথে

প্রাণ-মন প্রেরণ করুন। সমুদায় বিড়ম্বনা এই মুহূর্ত্তে তিরোহিত ও সমুদায় আত্মগ্লানি এই মুহূর্ত্তেই পরাহত হইয়া, দুরন্ত সংসারভার পরিহৃত ও চরম নির্বৃতি সমাগত হইবে।

একাদশ অধ্যায়।

ঈশ্বরের অনন্ত মহিমা।

তাত! উদ্ধত হইলে যেরূপ আশু পতন হয়, এরূপ আর কিছুতেই নহে। আবার বিনয়ী হইলে যেরূপ আশু উন্নতি হয়, সেরূপও আর কিছুতেই নহে। যে বৃক্ষ যত উন্নত হয়, ঝটিকার আঘাতে তাহার পতন তত সম্ভবিত হইয়া থাকে। কিন্তু অতিবিনত লতাদির তদ্রূপ সম্ভাবনা নাই। ইহা প্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম। ভাবিয়া দেখুন, আপনি বিনয়গুণেই পিতামহকে সন্তুষ্ট করিয়া, অভিলষিত বর প্রাপ্ত হয়েন। উদ্ধত হইলে, কখনই কৃতকার্য্য হইতেন না। মহাপ্রভাব শুক্রাচার্য্য কহিয়াছেন, ভগবানের বিরোধি-পক্ষে অভ্যুত্থান অপেক্ষা ঔদ্ধত্য আর কিছুই নাই। লৌকিক-ঔদ্ধত্যের অনেক সময়ে পরিহার লক্ষিত হয়। কিন্তু পারলৌকিক ঔদ্ধত্যের কোন কালে কোন রূপে পরিহারপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। উহা লোকের অতর্কিত বিপৎ ও আকস্মিক অধঃপাত সমুদ্ভাবন করে। কিছুতেই সেই অধঃপাতের নিবারণ হয় না। অতএব আপনি আশু ভবিষ্যমাণ স্বকীয় অনিবার্য্য পতন অবধারণ করিয়া, সেই দেবাদিদেব পরমদেবের পাদমূল আশ্রয় করুন। নতুবা

আপনার নিস্তার নাই। বলিতে কি, আপনি যে ব্রহ্মবরে ইন্দ্রাদি লোকপালদিগকে খর্ব্বীকৃত করিয়া, সমুদায় সংসার অধিকৃত করিয়াছেন, ভগবানের সহিত বিরোধসময়ে সেই ব্রহ্মবরও পর্য্যাপ্ত হইবে না। কেননা, সেই ভূমাপুরুষ ভগবান্, ব্রহ্মাদিরও একমাত্র নিয়ন্তা। আমি স্বকীয়-মৃত্যুপরিহারের জন্য ছলনাপূর্ব্বক আপনাকে বিভীষিত করিতেছি না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যাহারা ঈশ্বরের পথে অভিমুখীন, তাহারা মৃত্যুকে ভয় করে না; প্রত্যুত, মৃত্যু তাহাদিগকে ভয় করিয়া থাকে। আপনার ন্যায় পরমার্থ-পরাঙ্মুখ ধর্ম্মদ্বেষী আত্মবিস্মৃত পুরুষগণের জন্যই মৃত্যুর সৃষ্টি হইয়াছে এবং যেখানে তাদৃশ কুপুরুষগণের বাস, সেইখানেই মৃত্যু স্বয়ং প্রভুত্ব ও অধিকার বিস্তার করিয়া থাকে। সংসারে ঐরূপ পুরুষগণের অভাব নাই, সুতরাং, মৃত্যুরও প্রভুত্ব-বিস্তারের সীমা নাই। আপনি বৃথা অহংকারে উদ্ধত হইয়া, অকৃতাপরাধে যত্র তত্র দুর্নিবার দণ্ড প্রয়োগ করেন এবং লোকে ক্ষুদ্রপ্রাণ বলিয়া তাহার প্রতিকারে সমর্থ নহে, এই সাহসে ভগবানেরও সহিত বিরোধ-কারিতায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু এই মুহূর্ত্তে সেই মহাপুরুষ মহেশ্বরের প্রেরিত মৃত্যু আক্রমণ করিলে, আপনি ও আপনার এই কল্পিত রাজদণ্ড এবং এই সুবিস্তৃত সহায়-সম্পদ ও অতুলিত বলবাহন কোথায় থাকিবে, তাহা একবারও চিন্তা করেন না! তাত! এইপ্রকার চিন্তা না করিলে, নরকেও স্থানপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। অধুনা, কেবল ইহাই ভাবিয়া, আমি আপনার জন্য নিরতি-

শয় ব্যাকুল হইয়াছি। পিতা আপনি জানিয়া শুনিয়াও অনন্ত নরকে পতিত হইবেন, ইহা অপেক্ষা পিতৃ-গত-প্রাণ পুত্রের দুর্ব্বিষহ দুঃখ আর কি হইতে পারে! অতএব আপনি অন্ততঃ পুত্র ভাবিয়া মদীয় বাক্যে কর্ণপাত করুন।

অথবা, এই সর্ব্বভুবন-প্রকাশক সর্ব্বসাক্ষী প্রভাকরকে জিজ্ঞাসা করুন, ভগবানের অপার মহিমা ও অনন্ত শক্তি অবগত হইবেন। কিংবা এই সর্ব্বভুবন-ভূষণ নক্ষত্রপতি চন্দ্রমাকে, এই সর্ব্বজীব-নিকায়-ভূত মাতৃরূপা পৃথিবীকে, এই সর্ব্বজীব-জীবন-স্বরূপ দেব পবনকে, এই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বাধার আকাশকে, এই সর্ব্বান্তর্গত তেজোরূপী অগ্নিকে, এই সর্ব্ব-শীতল অমৃতবাহী সলিলকে অথবা এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের এক একটী পরমাণুকে জিজ্ঞাসা করুন, সেই সর্ব্বস্বরূপ বিজ্ঞানপূর্ণ কেবলানন্দ কৈবল্য-নিয়ন্তা জ্ঞানদাতা বুদ্ধিপ্রেরয়িতা পরমসবিতা ভগবান্ অনন্তের অনন্ত বীর্য্য, অপার বিভব, অসীম ঐশ্বর্য্য ও অগাধ মহিমা জানিতে পারিবেন। অথবা, আপনি আপনাকেই জিজ্ঞাসা করুন, এ বিষয় সুস্পষ্ট অবগত হইবেন। আপনার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সন্নিবিষ্ট প্রত্যেক লোম, লোম সকলের অন্তর্নির্বিষ্ট প্রত্যেক কূপ, কূপসমূহের মধ্যগত প্রত্যেক শিরা, শিরা সকলে প্রবাহিত প্রত্যেক রক্তবিন্দু এবং রক্তবিন্দুতে অধিষ্ঠিত সমুদায় শরীরস্থিতি ইত্যাদিকে জিজ্ঞাসা করুন, তার স্বরে অন্তরে অন্তরে উত্তর পাইবেন যে, সেই আদি-চৈতন্য, আদি-ভূত, আদি-জ্ঞান, আদি-সর্ব্ব, আদি-ক্ষেত্র ও আদি-গতি আদি-দেবের মহিমার পার নাই,

শক্তির সীমা নাই, ঐশ্বর্য্যের ইয়ত্তা নাই, জ্ঞানের অন্ত নাই, করুণার শেষ নাই এবং ক্ষমার উপমা নাই। আচার্য্যগণ কহিয়া থাকেন, স্বয়ং বুঝিতে না পারিলে, অন্যের নিকট জিজ্ঞাসা করিবে। বিশেষতঃ, ঈশ্বরবিষয় অতিদুরূহ। জিজ্ঞাসা ভিন্ন কখনই বুঝিতে পারা যায় না। আবার, আপনা আপনি উহা জিজ্ঞাসা করিয়া, যেরূপ বুঝিতে পারা যায়, অন্যকে জিজ্ঞাসা করিলে, সেরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

পুনশ্চ, এই গিরিরাজ কাহার বলে ভূগর্ভ-বিদারণপূর্ব্বক আকাশে উচ্চ শির বিসারিত করিয়াছে? এই তরুবর কাহার বলে তাদৃশ অণুবৎ ক্ষুদ্র বীজের গর্ভ হইতে ঈদৃশ বিশাল দেহ আবিষ্কৃত করিয়াছে? এই পৃথিবী কাহার বলে গুরুতর ভারপরম্পরা বহন করিয়াও, রসাতলে গমন করিতেছে না? ঐ সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্ক সমুদায় কাহার বলে নিরবলম্ব আকাশে অবস্থিতি করিয়া, যথাকালে ও যথারূপে স্ব স্ব কর্ত্তব্য সাধন করিতেছে? এই বায়ু কাহার বলে সর্ব্বত্র গতিশীল হইয়া, লোকের প্রাণ রক্ষা করিতেছে? এই জড়পিণ্ডমাত্র স্থূল শরীর কাহার বলে বর্দ্ধিত হইয়া, যথা নিয়মে বাল্য, কৌমার ও যৌবনাদি দশা ভোগ করিয়া থাকে? চক্ষু, শ্রোত্র ও রসনাদি ইন্দ্রিয়গণ কাহার বলে স্বস্ব-বিষয়ভোগে সমর্থ হয়? আপনিই বা কাহার বলে অধিরাজ-পদবী প্রাপ্ত হইয়া, অখণ্ড মেদিনীর যাবতীয় ঐশ্বর্য্য আত্মসাৎ করিয়াছেন? আত্মাভিমান-পরিহার-পূর্ব্বক শুদ্ধ-বুদ্ধ-স্বস্থ হৃদয়ে এই সকল ভাবিয়া দেখুন, সেই

শুদ্ধ-চৈতন্য, স্থিতিনিতা, অনুভবস্বরূপ, জ্ঞানময়, গুণমাত্র-রূপ, কৈবল্য-বিধাতা, পরমবিধাতা, ভূমাপুরুষ, আদিদেব, পরমদৈবত, সচ্চিদানন্দ ভগবান্ অনন্তের অনন্ত বীর্য্য ও অপার মহিমা বুঝিতে পারিবেন।

ফলতঃ, সমস্ত সংসার এই রূপে অবিসংবাদে যাহাঁকে একমাত্র ঈশ্বর ও নিয়ন্তা ভাবিয়া, অথবা একমাত্র প্রভু ও পোষক ভাবিয়া, কিংবা একমাত্র পাতা ও বিধাতা ভাবিয়া, অথবা একমাত্র ভর্ত্তা ও পরিত্রাতা ভাবিয়া, কিংবা একমাত্র পাবয়িতা ও পালয়িতা ভাবিয়া, অথবা একমাত্র রক্ষিতা ও সবিতা ভাবিয়া, কিংবা একমাত্র ভাবয়িতা ও প্রকাশয়িতা ভাবিয়া, অথবা একমাত্র আদি ও অবধি ভাবিয়া, কিংবা একমাত্র প্রাণ ও আত্মা ভাবিয়া, অথবা একমাত্র সত্তা ও সৎস্বরূপ ভাবিয়া, কিংবা একমাত্র গুরু ও শাস্তা ভাবিয়া, অথবা একমাত্র পিতা ও জননী ভাবিয়া, কিংবা অদ্বিতীয় আত্মীয় ও পরম বান্ধব ভাবিয়া, অথবা সাক্ষাৎ আনন্দ ও চৈতন্য ভাবিয়া, কিংবা সাক্ষাৎ জ্ঞান ও জ্ঞাতব্য ভাবিয়া, প্রতিক্ষণে প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতিপদে যাঁহার অপার মহিমা ও অনন্ত ঐশ্বর্য্য ঘোষণা করে, আপনি কি সাহসে, কোন্ বুদ্ধিতে অথবা কাহার বলে সেই সত্য-চৈতন্য, শুদ্ধরূপ, কেবলানন্দ, তেজঃ-স্বরূপ, পরমশান্ত, অগাধ-বোধ, অনন্তজ্ঞান, সর্বশক্তি, সর্বজ্ঞ, সর্বমঙ্গল, সর্ব্বস্বরূপ, সর্ব্বস্ব-ভূত, পরমদেব ভগবানের বিপক্ষ পক্ষে অভ্যুত্থিত হইয়াছেন? নিশ্চয়ই আপনার বুদ্ধি-বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে। নিশ্চয়ই আপনার আত্মদেবতারা অপ্রসন্ন

হইয়াছেন। নিশ্চয়ই আপনার সদ্যোমৃত্যুর অভিলাষ হইয়াছে। অথবা নিশ্চয়ই আপনার উন্মাদরোগের আবির্ভাব হইয়াছে।

তাত! পুনরায় আমার পরমপ্রভু, পরমপতি, পরমপদ, পরমস্থান ও পরমশক্তি স্বরূপ সেই চরাচরবিধাতা, অজর, অশোক, অপাপ-বিদ্ধ, অভয়, অমর, অরূপ, অগেহ, অদেহ, অনাদি, পূর্ণাতি-পূর্ণ, পরমাতি-পরম, শুদ্ধাতি-শুদ্ধ ভগবান্ অনন্তের অনন্ত ঐশ্বর্য্য ও অসীম মহিমা শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে এই সংসার কিছুই ছিল না। কেবল নিরবচ্ছিন্ন গভীর অন্ধকারব্যাপক হইয়া ছিল। সেই ভূমা পুরুষ ইচ্ছা করিলেন, তৎক্ষণাৎ কতিপয় পরমাণু প্রাদুর্ভূত হইয়া, তদীয় আদেশে এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড রূপে প্রকাশিত হইল। পুনরায় তিনি ইচ্ছা করিলেন, ঐ জড় জগতে তৎক্ষণমাত্রে জীবন সঞ্চরিত হইল। তাহাতে বিবিধ বৃক্ষলতাদি আবির্ভূত হইল, নানাজাতীয় জীবনিচয় সমুদ্ভূত হইল, জগৎ-প্রাণ পবন সহসা প্রবাহিত হইয়া উঠিল, বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্যের আবিষ্কার হইল এবং চন্দ্র সূর্য্যাদির আবির্ভাব হইয়া, প্রগাঢ় অন্ধকার ভেদ পূর্ব্বক সহসা আলোক প্রসারিত হইল। ফলতঃ, তদীয় ইচ্ছামাত্রে নিদ্রিত জগৎ যেন সহসা জাগরিত হইয়া উঠিল! সমুদয় শূন্য পূর্ণ হইল, সমুদায় নিবিড়তা প্রসারিতা হইল, সমুদায় জড়তা সজীবতা হইল এবং সমুদায় অশক্তিতা সচেষ্টতা হইল। সঙ্গে সঙ্গে রীতি, নিয়ম, ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলা প্রভৃতির অপূর্ব্ব

বৈচিত্র্য উপস্থিত হইল; যাহার যা সীমা, তাহার বন্ধন হইল; যাহার যা মর্য্যাদা, তাহার স্থাপন হইল। পরস্পর সামঞ্জস্য ও সহকারিতার যতদূর প্রয়োজন, কোন অংশেই তাহার ত্রুটি রহিল না। যাহা কারণ, তাহাই কোন স্থলে কার্য্য হইয়া, আবার যাহা কার্য্য, তাহাই স্থলান্তরে কারণ হইয়া, পরস্পরের অবিঘাতে বিশ্বব্যাপারসমাধানে প্রবৃত্ত হইল। সেই আদিতে যে রূপে প্রবৃত্ত হইয়াছে, আজিও তাহার অন্যথা নাই। কোন কালে যে অন্যথা হইবে, তাহারও সম্ভাবনা নাই। দেখুন, সূর্য্য প্রতিদিন উদিত ও অস্তমিত হইতেছেন। কোন কালে তাঁহার উদয়াস্তের কোনরূপ ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় না। বায়ু আবহমান কাল সেই রূপেই প্রবাহিত হইতেছে। আকাশ আবহমান কাল সেই রূপেই প্রসারিত হইয়া আছে। পৃথিবী অবাহমান কাল সেই রূপেই ধারণ বা বহন করিতেছেন। তেজ আবহমান কাল সেই রূপেই উদ্দীপিত হইয়া আছে। জল আবাহমান কাল সেই রূপেই আপ্যায়ন বিধান করিতেছে। জন্ম মৃত্যু, হ্রাস বৃদ্ধি ও ক্ষয় উদয় ইত্যাদি আবহমান কাল সেই রূপেই প্রবর্ত্তিত হইতেছে।

এই রূপে সেই আদি-ভূত অধি-চৈতন্য জ্ঞানস্বরূপ বিজ্ঞানময় বোধাতীত অবাগ্‌বিষয় অগাধ-সত্ত্ব দুরভিভব-বিভব পরম-বিভু পরাত্পির ভূমাপুরুষ মহেশ্বরের ইচ্ছা-কৃত নিয়ম ও ব্যবস্থা সকলের কোন কালে কোন রূপে অন্যথা বা বিচালনা দেখিতে পাওয়া যায় না! কিন্তু লোকে আজি যাহা বিধান করে, কালি তাহার অন্যথা

করে এবং স্বয়ং অন্যথা না করিলেও, বিবিধ দুর্লক্ষ্য হেতুতে তাহার অনিবার্য্য বিপর্য্যয় সংঘটিত হইয়া থাকে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, কতকাল হইল, সূর্য্য চন্দ্রাদির সৃষ্টি হইয়াছে, তথাপি তাহারা পুরাণ হইল না। যুগের পর যুগ অতিবাহিত হইতেছে, প্রলয়ের পর প্রলয় প্রবাহিত হইতেছে, তথাপি লোকে সেইরূপ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও আদর সহকারে একান্ত অভিনবের ন্যায় ও অতিমাত্র অদৃষ্ট-পূর্ব্বের ন্যায়, সূর্য্য চন্দ্রাদির দর্শন করিয়া থাকে। আপনি সমাহিত ও শুদ্ধ চিত্তে এই সকল চিন্তা করিয়া, আত্মজ্ঞান সাধন পূর্ব্বক, ভক্তিযোগ অভ্যাস পূর্ব্বক, শ্রদ্ধা প্রেম অবলম্বন পূর্ব্বক, হৃদয়গ্রন্থি ছেদন পূর্ব্বক, মনোমালিন্য ক্ষালন পূর্ব্বক, সেই অনাদিনিধন পরমশাশ্বত অপারবিভূতি অপরিভাব্য অনির্দ্দেশ্যরূপ অচিন্ত্য-গতি অগাধভাব অনন্তপ্রভাব সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বস্বরূপ ভক্তবৎসল অকিঞ্চননিধি এক-বন্ধু ভগবানের অসীম মহিমা অবগত হউন।

তাত! বেদবাদী ঋষিগণও বলিয়া থাকেন, সেই অচিন্ত্য-পুরুষ শিবস্বরূপ ভগবানের মহিমার পার নাই। তিনি ক্ষণমধ্যেই এই বিশাল বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। অর্থাৎ আদিতে অধঃ ঊর্দ্ধ পার্শ্ব বিপার্শ্ব সমুদায় স্থানই শূন্য ছিল। কেবল একমাত্র তিনি ছিলেন। কালবশে তাঁহার বহু হইতে ইচ্ছা হইল; তৎক্ষণাৎ নক্ষত্রের পর নক্ষত্র, তারকার পর তারকা ও গ্রহের পর গ্রহ অগণিত সংখ্যায় সমুদ্ভূত হইয়া, ঊর্দ্ধপথে আকাশ-বিভাগে ধাবমান

হইল। আর, নদীর পর নদী, সমুদ্রের পর সমুদ্র, জীবের পর জীব, উদ্ভিদের পর উদ্ভিদ, পর্ব্বতের পর পর্ব্বত ও বনাদির পর বনাদি অসংখ্যেয় রূপে আবির্ভূত হইয়া, অধোদিকে পৃথিবীর কলেবর পূর্ণ করিল। তাহাতে দিগ্ বিদিক্ কোন স্থানই আর শূন্য রহিল না। পুনশ্চ, সৃষ্টির কোন রূপে ক্ষয় ও ক্লেশ উপস্থিত না হয়, তজ্জন্য তিনি জন্ম মৃত্যুর নিয়ম ব্যবস্থাপিত করিলেন। বুদ্ধিমান্ পুরুষ স্বতঃ পরতঃ এই সকল পরিকলন পূর্ব্বক সেই অনাদি ঈশ্বর ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া, দেহ মন সন্নিহিত করিয়া, ফলতঃ আপনার যথাসর্ব্বস্ব ন্যস্ত করিয়া, সর্ব্বথা অভয়, অশোক ও অমৃত প্রাপ্ত হয়েন। আপনিও তাঁহাদের অবলম্বিত পদবীর অনুসরণ করিয়া, আপনার আসন্নতর-বর্ত্তী, অবশ্যম্ভাবী ও অপ্রতিবিধেয় অধঃপাত অপাকৃত করুন। বালক আমার কথায় বিমতিতা-স্থাপনপূর্ব্বক অনর্থক অনন্ত নরকদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিবেন না।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ভক্তি ও সত্যের মাহাত্ম্য।

দেবর্ষি কহিলেন, দৈত্যপতি এই বাক্যে হাস্য করিলে, পরমভাগবত মতিমান্ প্রহ্লাদের অভিমান ও অমর্ষের পরিসীমা রহিল না। লৌকিক পক্ষপাত যখন লোককে একান্ত বিচলিত করে, তখন পারলৌকিক পক্ষ-পাতের কথা আর কি বলিব? তিনি পিতা মাতা ধন

জন বিষয় বিভব সমুদায় ত্যাগ বা তুচ্ছীকৃত করিয়া, এক-মাত্র ভগবানেই আসক্ত হইয়াছিলেন। এমন কি, সেই অনন্ত পুরুষ ভগবানই তাঁহার ক্রীড়া, ক্রীড়নক ও ক্রীড়ার সহচর হইয়াছিলেন। তিনি শয়নে, স্বপ্নে, আসনে, বসনে, উপবেশনে, আমোদে, উৎসবে, ফলতঃ সমুদায় সাংসারিক ব্যাপারেই ভগবান্‌কে দর্শন করিয়া, একমাত্র সেই দর্শনামোদেই মগ্ন হইয়া থাকিতেন। অথবা, প্রকৃত ভক্তিযোগের স্বভাবই এই, উহা সমুদায় বাহ্য ব্যাপার বিস্মৃত করাইয়া, একমাত্র সেই পরম পুরুষেই আবদ্ধ করিয়া রাখে। তাহাতে সংসারের সুখ অসুখ, হর্ষ বিষাদ, উৎসব অনুৎসব, প্রেম অপ্রণয়, কোন বিষয়ই আর প্রভাববিস্তারে সমর্থ হয় না। স্বয়ং মৃত্যু সাক্ষাৎ-কারে উপস্থিত হইয়া, দণ্ডহস্তে বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়াও, বিচলিত করিতে পারে না। অথবা, সাক্ষাৎ অমৃতের প্রলোভনও পশ্চাৎপদ করিতে সমর্থ হয় না। লোকের ক্রোধ হিংসা, আদর অনাদর এবং অবেক্ষা অনবেক্ষাও কিছুই করিতে পারে না। ভক্ত-পুরুষ এই রূপে সমুদায় তুচ্ছ করিয়া, উদ্দাম স্রোতস্বিনীর ন্যায়, একোদগ্র হইয়া, ঈশ্বরের পথে অনাহত ধাবমান বা প্রবৃত্ত হয়েন; কোন-রূপ বিঘ্ন বিঘাতে পদমাত্রও পরাহত হয়েন না। প্রত্যুত, নিরতিশয় অমর্ষভরে তাদৃশ বিঘ্ন বিঘাতের নিরাকরণ করিয়া, আপনার অভিলষিত সাধনে স্বতঃ পরতঃ যত্ন-বান্ হয়েন। এইপ্রকার ভক্তির ফল প্রত্যক্ষ। তত্তৎকালে যে অনির্বচনীয় আনন্দের উদয় হয়, কোনপ্রকার ঐহিক

আনন্দই তাহার সমান হইতে পারে না; ত্রিভুবনের একা-ধিপত্য প্রাপ্ত হইলেও, সেই আনন্দের বিনিময় করিতে অভিলাষ হয় না। পরমার্থপরায়ণ ঋষিগণ এ বিষয়ের নিদর্শন। সুতরাং, প্রহ্লাদ যে পিতার ঐশ্বর্য্য তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া, তদীয় হাস্যে অসহমান হইলেন, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি হইতে পারে?

তিনি ক্রোধভরে জলদ-গম্ভীর স্বরে দৈত্যপতিকে পুন-রায় সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন! নিশ্চয়ই বুঝি-লাম, আপনার আসন্নকাল উপস্থিত হইয়াছে। সেই জন্য উপদেশ-কথায় কর্ণপাত করিতেছেন না। ঐ দেখুন, দেবগণ আকাশে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক আপনার সদ্যোভাবী বিনিপাত প্রতীক্ষা করিতেছেন। ঐ দেখুন, আপনার গ্রহ-দেবতারা অপ্রসন্ন চিত্তে নিরন্তর কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, আপনার অবশ্যম্ভাবী অমঙ্গল আহ্বান করিতে-ছেন। ঐ দেখুন, স্বয়ং মৃত্যু দণ্ডহস্তে দণ্ডায়মান হইয়া, আপনার শিরে সদ্যঃ পতিত হইবার উদ্যোগ করিতেছে। যাহারা বিশ্বরূপী বিমলস্বরূপ পরমপুরুষ ভগবানে বিমতিতা স্থাপন করে, তাহাদের পতনকালে এইপ্রকার শোচনীয় ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে।

তাত! আপনি যাহা সংকল্প করিয়াছেন, কখনই তাহা সিদ্ধ হইবে না। কেননা, সত্যের প্রাণ কোন কালেই আহত ও বিনষ্ট হয় না। সমুদায় সংসার একত্র হইলেও, সত্যের প্রাণে অণুমাত্র আঘাত করিতে পারে না, একাকী আপনার কথা আর কি বলিব? আপনি ইতিপূর্ব্বে কতবার

চেষ্টা করিয়াছেন; আমাকে সংহার করিতে পারেন নাই। তথাপি, আপনার হৃৎপ্রতীতি হইল না! এইবার আপনাকে প্রত্যক্ষ প্রদর্শন করিব যে, যাহারা সত্য-পুরুষ আদি-সত্য ভগবানে আত্মা সমর্পণ করে, তাহাদের কোন কালে কোন রূপেই বিনাশ নাই। তাত! ঐ দেখুন, ক্ষুদ্রপ্রাণ চটক সুদূরবর্ত্তী আকাশ হইতে পৃথিবীতে পতিত হইল; উহার কোন অঙ্গে কিছুমাত্র আঘাত লাগে নাই। কে উহাকে ঐ রূপে প্রতিদিন রক্ষা করিয়া থাকে? আপনি কি ইহা একবারও চিন্তা করেন? আমার দৃঢ় প্রতীতি আছে, ঈশ্বর সহায় থাকিলে, চটকের ন্যায়, অনায়াসেই পতিত হইতে পারা যায়। আমি এই মুহূর্ত্তেই তাহা প্রদর্শন করিব। আমি এতদিন যত্নসহকারে যে ভক্তি ও প্রেম শিক্ষা করিয়াছি, অদ্য সর্ব্বলোক-সমক্ষে তাহার পরীক্ষা প্রদান করিব। আপনি স্থির হইয়া, অবলোকন করুন এবং অবলোকনপূর্ব্বক ইহাই অবধারণ করুন, যে, ঈশ্বরের পথে, সত্যের পথে, শান্তির পথে অথবা ধর্ম্মের পথে ঐকান্তিক অভিমুখীন ব্যক্তিগণের জলে, অনলে, হলাহলে, শস্ত্রে, বন্ধনে, অরণ্যে, রণে অথবা অন্য কুত্রাপি মৃত্যু নাই। যাহারা তাদৃশ বিধানে তাহাদিগকে মৃত্যুমুখে পাতিত করিতে সংকল্প করে, মৃত্যু স্বয়ং উদ্যত হইয়া, তাহাদেরই শিরে নিপতিত হয়। আপনিও দেখিতে পাইবেন, ভীষণ মৃত্যু অলক্ষ্যে আপনার শিরে বজ্রবৎ পতিত হইয়া, সামান্য সর্ষপবৎ তাহা চূর্ণ করিয়াছে।

আমার নিশ্চয় অবধারণা আছে. আমি যখন সমদায়

ত্যাগ করিয়া, সেই সত্য-পুরুষ ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তখন মৃত্যু স্বয়ং আমায় রক্ষা করিবে, তাহাতে সংশয় নাই। যাহারা ভক্তিরূপ সুদৃঢ় কবচে আবৃত, খরধার অসি তাহাদের অঙ্গ-স্পর্শ-মাত্র তৎক্ষণাৎ কুণ্ঠিত হইয়া থাকে। ফলতঃ, ভক্তি সাক্ষাৎ অমৃত স্বরূপ। পূর্ব্বাচার্য্যগণ কহিয়া থাকেন, এই ভক্তির উদয়মাত্র মৃত্যু দূরে পলায়িত, নরক সকল অতিমাত্র পরাহত, সমুদায় আধিব্যাধি তিরোহিত, দ্বন্দ্ব সকল নিরতিশয় কুণ্ঠিত, স্বর্গদ্বার স্বয়ং উন্মুক্ত, মোক্ষপদবী সাক্ষাৎকারে সমাগত এবং এইরূপ ও অন্যরূপ বহুরূপ অননুভাব্য অচিন্তিতপূর্ব্ব অসুলভ ও অনুপম সুখহেতু সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। ভক্তির আর এক আশ্চর্য্য গুণ এই, তদ্দ্বারা শরীর মানস উভয়বিধ শক্তির সর্ব্বলোকোত্তর আতিশর্য্য সম্পন্ন হয়। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখিতে অতি ক্ষুদ্র; কিন্তু কার্য্যে সেরূপ নহে। তদ্রূপ ভক্তিমান্ পুরুষ ক্ষুদ্রদৃশ্য হইলেও, অসামান্য তেজ ও পরাক্রম বিশিষ্ট হইয়া থাকেন। ভাবিয়া দেখুন, আপনার প্রধান সহায় মহাবল মহাবীর্য্য দৈত্যপতি অয়ঃশিরা একান্ত উদ্ধত হইয়া, ঋষি-গণের আশ্রম-পীড়ায় উদ্যত হইলে, ধমনী-সন্তত কৃশদেহ মহাভাগ বশিষ্ঠের দর্শনমাত্র তৎক্ষণাৎ পলায়ন পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিয়াছিল। তাত! মহর্ষি বশিষ্ঠের কথা কি, ভক্তি থাকিলে, যে সে ব্যক্তি এইপ্রকার সর্ব্বদমনী অকুণ্ঠিত শক্তির আধার হইয়া থাকে। সৌভাগ্যক্রমে আমি সেই বিশুদ্ধ ভগবদ্‌ভক্তিমার্গে প্রবৃত্ত হইয়াছি! আপনার

বা আপনার পুরুষগণের সাধ্য কি, আমারে কোনরূপে সংহার করে? আপনার এই সর্ব্বলোক-শাসন অপ্রতিহত রাজদণ্ডও মাদৃশ ভক্তগণের নিকট সামান্য তৃণদণ্ডের লঘুতা বহন করিয়া থাকে! বলিতে কি, ভয়াবহ অজগরও ভক্তির সমীপে রজ্জুর ন্যায় প্রতিভাত হয়। এই অতিক্ষুদ্র পর্ব্বতের কথা কি, আপনি ঐ অনুল্লক্ষিত আকাশের উচ্চশিরে উত্থাপিত করিয়া, বেগভরে নিপাতিত করুন, তাহাতেও আমি ভীত বা ব্যাকুল হইব না। ভগবৎ-পুরুষের আবার দূরাদূরত্ব কি? ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বত্র অধিষ্ঠিত, যে ব্যক্তি ইহা ঐকান্তিক ও অকপটে অবগত, সে পাতিত হইলেও, কুত্রাপি পতিত হয় না। ধর্ম্ম রক্ষিত হইলে, রক্ষা করেন; সত্য পালিত হইলে, পালন করেন; এবং ঈশ্বর আশ্রিত হইলে, আশ্রয় বিধান করেন, ইহা সিদ্ধগণের সিদ্ধবাক্য।

দেবর্ষি কহিলেন, ঋষিগণ! মতিমান্ মহাভাগ প্রহ্লাদ এইপ্রকার কহিয়া, স্থির গম্ভীর প্রেমপূর্ণ বিকসিত নেত্রে ও সুস্নিগ্ধ প্রতিভানবান্ অত্যাকুল প্রফুল্ল মুখে গগন-মণ্ডলে পুলকিত দৃষ্টি সঞ্চারণ পূর্ব্বক, ভগবান্কে যেন প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া, তার স্বরে বলিয়া উঠিলেন, ভগবন্ সত্য-পুরুষ পরম-বন্ধো অনাথ-শরণ লোক-গতে জগন্মঙ্গল-মহিমান্বিত পরমাত্মন্! তুমি আনন্দরূপে, প্রাণরূপে, আত্মারূপে ও চৈতন্যরূপে সর্ব্বদা সকল দেহে বিচরণ করিতেছ, এবং তোমার প্রেরিত করুণা ও অনুকম্পা ধর্ম্ম ও সত্যের সহিত সংমিলিত হইয়া, প্রতি-

নিয়ত সংসারস্থিতি বিধান করিতেছে। যে সকল পাপাত্মা সামান্য বিষয়মদে অন্ধ হইয়া এবিষয় অবগত নহে, তাহারাই আপনাকে সর্ব্বেসর্ব্বা প্রভু ও শাস্তা ভাবিয়া, অন্যের অপকার করিতে উদ্যত হয়। হে আত্মমোহন আনন্দস্বরূপ গোলক-পতে! পিতাও আমার তাদৃশ আত্মনাশকর দারুণ দুরভি-মানে অন্ধ ও আতুর হইয়া, মদীয় প্রতিকূলে অভ্যুত্থিত হইয়াছেন। অনুগ্রহ পূর্ব্বক ক্ষমা করিয়া, সত্য ও ধর্ম্মের আলোক বিতরণ ও তৎসহকারে দিব্য দৃষ্টি বিধান পূর্ব্বক ইহাঁরে জীবিত করুন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

আসক্তি ও তাহার অনর্থকারিতা।

দেবরাজ কহিলেন, ব্রহ্মন্! পরমভক্ত প্রহ্লাদের পরমপবিত্র বিচিত্র চরিত্র শ্রবণ করিয়া, মনোমালিন্য বিদূরিত ও পবিত্রতা সঞ্চরিত হইতেছে। অতএব আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক পুনরায় এই অপূর্ব্ব আখ্যান কীর্ত্তন করুন। শ্রবণ করিয়া, সমস্ত সংসার পবিত্র ও সমস্ত পাপতাপ বিদূরিত এবং নির্ব্বাণ শান্তি সমুদিত হউক।

বেদ কহিলেন, দেবরাজ! পুণ্যাত্মা পুরুষগণের কথা বলিলেও, পরম পুণ্যের সঞ্চার হয়। অতএব অবধান করুন, আমি পুনরায় প্রহ্লাদচরিত্র কীর্ত্তন করি। অয়ি শতক্রতু! মতিমান্ প্রহ্লাদ পরমপাপীয়ান্ পিতৃদেব হিরণ্যকশিপুকে প্রসঙ্গক্রমে মোক্ষোপায়বিষয়ক যে

সকল অনুপম ও অসুলভ উপদেশ প্রদান করেন, আমি লোকশিক্ষার্থ এই স্থলে তাহা বর্ণন করিব; ঐ সকল অমূল্য ও অতুল্য উপদেশের অনুযায়ী হইয়া, ব্যবহার-বত্মে প্রবৃত্ত হইলে, অচিরে মুক্তিলাভের অবশ্যম্ভাবিতা পক্ষে কোনরূপ সন্দেহ থাকে না। অতএব অবধানপূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

মহাভাগ প্রহ্লাদ পিতৃদেবকে পুনরায় পূর্ব্ববৎ প্রয়ত বাক্যে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দৈত্যনাথ! আসক্তিই সকল পাপের মূল ও সাক্ষাৎ নরক বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। আপনি এই আসক্তিবশেই বিবশ হইয়া, আত্মপুরুষ ভগবানে এইরূপ বিষম বিমতিতা-সহকৃত বিদ্বেষ-বুদ্ধি স্থাপন করিয়াছেন। আপনার অনিবার্য্য বা অপরিহার্য্য অধঃপতনের আর বিলম্ব নাই। অতএব আশু উদ্ধারপ্রাপ্তির অভিলাষ থাকিলে, এই আসক্তি ত্যাগ করুন। তাত! আমি আসক্তির অনন্ত দোষ কীর্ত্তন করি, একে একে শ্রবণ করুন।

সুখ দুঃখাদি বিকারময় পদার্থ সকলে ইন্দ্রজাল ও মায়ার অংশ আছে। ইন্দ্রজাল ও মায়ার দর্শনমাত্রে যেমন মোহের আবির্ভাব হয়, সুখ দুঃখাদির আসঙ্গমাত্রে তদ্রূপ প্রকৃতির বৈষম্য ঘটিয়া থাকে। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণের মতে এইরূপ প্রকৃতি-বৈষম্যই সাক্ষাৎ জীবনমৃত্যু। সংসারে প্রাণিমাত্রেই জীবন্মৃত। কেননা, সুখে ও দুঃখে অভিভূত ও অতিব্যাপ্ত হওয়াই মনুষ্যের স্বভাব। সে অভিমত বিষয়াদির সমাগমে যেরূপ আহ্লাদে ব্যাকুল হয়, তদ্রূপ

তাহার অপগমে বিষাদজাড্য ও অবসাদব্যাপ্তি অনুভব করিয়া থাকে। মহর্ষি জৈগীষব্য ইহারই নাম আত্মহানি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই, উন্নতির পর উন্নতি অথবা স্বর্গের পর স্বর্গপরম্পরা ভোগ করিবার জন্য মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু সে আপনার বুদ্ধিদোষে ও বিচারবৈগুণ্যে নরকের পর নরকপরম্পরা আহরণ পূর্ব্বক ভোগ করিয়া থাকে। সংসারী হইয়া সংসারে আসক্ত হওয়া দোষ নহে; কিন্তু সেই আসক্তির দোষে পরিণামে পরিতপ্ত বা অভিহত হওয়া অতিমাত্র দোষাবহ, সন্দেহ নাই। মদ্যাদি মাদক দ্রব্যের অধিকতর সেবা করিলে, যেমন সকলপ্রকার অভিভবের আবির্ভাব হয়, তদ্রূপ আসক্ত্যাদির অত্যাসঙ্গ আত্মশক্তি ছিন্ন করিয়া থাকে।

বৃহস্পতি বলিয়াছেন, মৃত্যুর ঔরসে অনির্ব্বৃতির গর্ভে আসক্তির জন্ম হইয়াছে। যে ব্যক্তি ইহা অবগত, তিনিই বৈরাগ্যের অনুসরণপূর্ব্বক চরমে নির্ব্বাণ পদ লাভ করিতে পারেন। লোকে যে আত্মাপরাধকে রোগ, শোক, বধ, বন্ধন, ভয়, পরিতাপ ও বাসনাদির হেতু বলিয়া, নির্দ্দেশ করে, সেই আত্মাপরাধ আসক্তির সাক্ষাৎ প্রসব। যিনি গৃহস্থাশ্রমে অবস্থানপূর্ব্বক সাক্ষাৎ মৃত্যুর ন্যায়, অনন্ত নরকের ন্যায়, এবং পুরুষার্থের মূর্ত্তিমান্ বিঘ্নের ন্যায়, এই আসক্তিকে আয়ত্ত করিয়া, আত্মোৎকর্ষের পথ পরিষ্কার করেন, তাঁহার পদ ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রসাদ ও অনুগ্রহ স্বরূপ পরম পুরুষার্থের মস্তকে, সন্দেহ নাই। তিনি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় নিষ্কলঙ্ক, সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল,

বায়ুর ন্যায় জগৎ-জীবন এবং জলের ন্যায় আপ্যায়ক হইয়া, ঈশ্বরের ন্যায় সকলেরই ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন।

ভগবান্ বৃহস্পতি কহিয়াছেন, উপবাসাদি দ্বারা কখন পাপের ধ্বংস হয় না, তৎপ্রভাবে কেবল মাংস-শোণিত-ক্লেদময় কলেবর শুষ্ক ও অবসন্ন হয় এবং মানসিক শক্তি সকল নিস্তেজ ও প্রতিভাশূন্য হইয়া থাকে। সেই রূপ, অজ্ঞাত কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা কেবল ক্লেশ-পরম্পরা বিস্তৃত হয়; পাপের অণুমাত্র ধ্বংস হয় না। যাহার চিত্তশুদ্ধি নাই, অগ্নি তাহার অশুভ কর্ম্ম সকল দগ্ধ করেন না; কিন্তু আসক্তি ত্যাগ করিলেই, তৎসমস্ত বিনষ্ট হয়। ফলতঃ অনশন, ফলমূলভক্ষণ, মৌন, মস্তকমুণ্ডন, জটাবল্কলধারণ, প্রবাসন, অগ্নিসেবন বা জলপ্রবেশন এই সকল উপায়ে কখন জরা, মরণ ও ব্যাধি বিনষ্ট এবং উত্তম-গতিপ্রাপ্তি হয় না; কেবল আসক্তিত্যাগপূর্ব্বক জ্ঞান বা কর্ম্ম সহায়ে তদ্বৎ সাধন হইয়া থাকে। অনাসক্তিই সাক্ষাৎ বেদ-মূলক তত্ত্ব, যে তত্ত্বে আত্মজ্ঞান ও আত্মপ্রাপ্তি ভ্রাতা ও ভগিনীভাবে সর্ব্বদা সন্নিবিষ্ট আছে। সত্য অব-লম্বন কর, সকলে অনুগত হইবে; সরলতা আশ্রয় কর, সকলে আত্মীয় হইবে; চিত্তশুদ্ধি সাধন কর, সকলে প্রসন্ন হইবে; অনুকম্পা অভ্যাস কর, সকলে আত্মদান করিবে; সেইরূপ আসক্তি ত্যাগ কর, সকলে অনুরাগ প্রদর্শন ও মুক্তি স্বয়ং আলিঙ্গন করিবে।

কেহ নিন্দা বা প্রশংসা করিলে, তাহাতে মন দিবে

না। সাধ্যানুসারে দান, তিতিক্ষা, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও সকলের যথাযোগ্য পূজা করিবে। ত্যাগশীল হইয়া, মিথ্যা পরিহার করিবে। অবহিত হইয়া লোকের উপকার করিবে। কাম, ক্রোধ বা দ্বেষের বশ হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে না। ইষ্টলাভে অতিমাত্র হৃষ্ট এবং অনিষ্টদর্শনে অতিমাত্র ক্ষুণ্ণ হইবে না। অর্থ-কষ্ট উপস্থিত হইলে, মুগ্ধ না হইয়া, ধৈর্য্য সহায়ে অপেক্ষা করিবে এবং কখন ধর্ম্ম ত্যাগ করিবে না। যদি কখন ভ্রমক্রমে বা অন্যরূপে কিঞ্চিৎ অন্যায় অনুষ্ঠান হয়, পুনরায় যাহাতে সেরূপ না ঘটে, তজ্জন্য সাবধান যত্ন করিবে। পাপই সাক্ষাৎ মৃত্যু ও পুণ্যই সাক্ষাৎ অমৃত, সর্ব্বদা এইরূপ পরিকলন পূর্ব্বক আত্মার উৎকর্ষ-বিধানে স্বতঃ পরতঃ চেষ্টাবান্ হইবে। পাপীর প্রতি পাপ প্রয়োগ না করিয়া, সাধুভাব প্রদর্শন করিবে। তাহাতে আত্মপর উভয়ের মহৎ ভয় নিবারণ ও মহোপকার সাধন করা হয়। সেই রূপ, আসক্তি ত্যাগ করিলে, আত্মার জীবন্মৃত্যু নিরাকৃত হইয়া থাকে।

ধর্ম্ম হইতে অমৃত উৎপন্ন হয়। এই অমৃত দেবতার জীবন এবং অমরত্ব-প্রাপ্তির মূল। সত্য-পুরুষ পরমেশ্বর মনুষ্যলোকেও সত্যরূপে, শান্তিরূপে, দয়ারূপে, মোক্ষরূপে, ন্যায়রূপে, এবং সাক্ষাৎ আসক্তিত্যাগরূপে এই অমৃতকে যত্র তত্র সন্নিহিত ও সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। মোহে আচ্ছন্ন হইলে, অজ্ঞানে অভিভূত হইলে, বিষয়ের দাসানুদাসত্ব করিলে, অন্ধ

ও অবশঙ্করণী পরিবারপ্রীতির সেবা করিলে, সংসারে বদ্ধ-বদ্ধ-ভাব প্রদর্শনপূর্ব্বক পরলোক-মর্য্যাদা পরিহার করিলে, ঈশ্বর সর্ব্বকাল সহায় থাকিতেও সর্ব্বদা কি হইবে, কি করিব ভাবিয়া আপনা আপনি অবসন্ন হইলে, আমি আমার এই প্রকার দুর্দান্ত জ্ঞান আবিষ্কার পূর্ব্বক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তৃণীকৃত করিয়া প্রকৃতির ব্যবস্থাপিত পরম মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিলে, এবং আসক্তি বশতঃ দুরাগ্রহ বশতঃ, অন্ধতা বা মত্ততা বশতঃ নিজ দেহমাত্রের পোষণ জন্য ভয়াবহ পাপ-পরম্পরার অনুষ্ঠান করিলে, কখন ঐ অমৃতলাভে সমর্থ হওয়া যায় না। কায়শুদ্ধি, বাক্‌শুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি বিধানপূর্ব্বক ঈশ্বরের দ্বার, ধর্ম্মের দ্বার, সত্যের দ্বার ও ন্যায়ের দ্বার সেবা করিলে; আত্মদর্শী, সমদর্শী ও তমঃপারপরিদর্শী হইয়া, অসৎ হইতে সতের শরণার্থী হইলে; ঈর্ষ্যা, অসূয়া, আত্মশ্লাঘা, পরনিন্দা, পরগ্লানি, আত্মাবেক্ষা ও আত্মপ্রশংসা রূপ পরম পাপ পরিহার পূর্ব্বক পুনরায় ঈদৃশ কর্ম্ম করিব না বলিয়া দৃঢ় সংকল্প বিধান করত কোনরূপ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, এবং আসক্তিই সমুদায় পাপ, তাপ ও অবসাদের মূল, নিশ্চয় করিয়া, যজ্ঞ, দান, তপস্যা, বেদ ও সত্য এই সকলের বশ-বর্ত্তী এবং কাম, ক্রোধ, দম্ভ, লোভ ও কপটতার অনাক্রান্ত হইলে, ঈশ্বরপ্রসাদ অমৃতের নিত্য অধিকার লাভ হইয়া থাকে। অন্যের অব্যাঘাতে আত্মার উৎকর্ষ বিধান করিবে, ঈশ্বরই একমাত্র প্রভু মনে করিয়া তদীয় সেবায় কায়মন সমর্পণ করিবে এবং সত্যই একমাত্র বন্ধু ও

পরম স্বার্থ নিশ্চয় করিয়া তাহার অনুসরণ করিবে। এই ত্রিবিধ ব্যবহারকে সৎপথ বলে। আর, অনসূয়া, ক্ষমা, শান্তি, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, কাম-ক্রোধ-পরিহার ও শিষ্টাচার এই সকলই ধর্ম্ম। যাহারা ইহলোক পরলোক, স্বার্থ পর-মার্থ, অথবা ভয় অভয় ইত্যাদির প্রভেদ পরিকলনপূর্ব্বক সর্ব্বথা সাবধান হইয়া, আসক্তিরূপ আত্মমল ত্যাগ করেন, তাঁহারা অনায়াসে এই সৎপথ ও এই ধর্ম্ম সাধন করিতে পারেন।

সকলপ্রকার উপায়ে ক্রোধ ও আসক্তি বশ করিলে, লোকের পবিত্রতা সম্পাদিত হয়। ক্রোধের প্রাদুর্ভাব হইলে তপস্যা হয় না; মাৎসর্য্যের আবির্ভাব হইলে, ধর্ম্মলাভ হয় না; অভিমান উপস্থিত হইলে, জ্ঞানশিক্ষা হয় না এবং আসক্তির উদয় হইলে, আত্মার সাক্ষাৎ-প্রাপ্তি হয় না। আনৃশংস্যই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, ক্ষমাই পরম বল, আত্মজ্ঞানই প্রধান জ্ঞান, সত্যই পরম পবিত্র ব্রত এবং অনাসক্তিই পরমার্থময় পরম পদ। যিনি আসক্তি-ত্যাগপূর্ব্বক বিশুদ্ধ হইয়া, কামনাশূন্য চিত্তে সকলপ্রকার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান্ ও উদাসীন। আসক্তির পরিহারসহকারে ভোগবাসনা নিরাকৃত ও চিত্তের ঔদাস্য জন্মিলে, ব্রহ্মপ্রীতি সমুদ্ভূত হয়। ইহারই নাম যোগ বা ব্রহ্ম-সংযোগ। সকলের সহিত মিত্রতা করিবে, কাহারও হিংসা বা দ্রোহে প্রবৃত্ত হইবে না, কাহারও সহিত বিবাদ করিবে না, আমি বা আমার ভাবিয়া অভিমানের বশ হইবে না। এবং অকিঞ্চনত্ব,

সন্তোষ, নিরাশিত্ব, অচাপল্য, আত্মজ্ঞান ও অনাসক্তি এই কয়টীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সিদ্ধিমার্গ। আসক্তির উদয় হইলে, আত্মা যেন বন্ধনগ্রস্ত হয়েন। তখন প্রাণ মন প্রভৃতি সমুদায় ইন্দ্রিয়ের সহিত সমুদায় জীবভাব বন্দি-দশা ভোগ করে। মরিলেও এই বন্দি-দশার শেষ হয় না। অনুতাপ, পরীতাপ, আত্মগ্লানি, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, মোহ, অজ্ঞান, বদ্ধবদ্ধতা, অপ্রসাদ, অনারতি, অনির্ব্বৃতি, অকার্য্যতা, অবসাদ, অপচিত্ততা, অব্যাকাশ, সঙ্কোচ, জুগুপ্সা, সন্দেহ, ভয়, ক্রোধ, উৎপতন, ব্যভিচারিতা, অতিক্রম, আত্মপাত ও বিগর্হণাপ্রভৃতি যে সমস্ত দোষ বা সংকট-সাক্ষাৎ সংসারের সাক্ষাৎ বিপত্তি বা উন্মূলন বলিয়া অভিহিত হয়, একমাত্র আসক্তি হইতেই সাক্ষাৎ ও পরম্পরায় তাহাদের জন্ম, প্রাদুর্ভাব ও অতিবিস্তার সংঘটিত হয়। যিনি ইহা অবগত, তিনিই রাক্ষসীর ন্যায় সর্ব্বগ্রাসিনী আসক্তিকে দূরে পরাহত করিয়া, সিদ্ধির চরমসীমাস্বরূপ ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন।

অনাসক্তির আবির্ভাব হইলে, অহংকার ক্ষীণ হয়, চিত্ত প্রসন্ন ও সরল হয়, মানাপমানজ্ঞান দূর হয়। সর্ব্ব সংশয় ছিন্ন হয়, ভয় ও চিন্তাজাড্য নিরাকৃত হয় এবং সমুদায় পক্ষপাত নষ্ট ও ঈশ্বর সাক্ষাৎকৃত হয়েন। তখন আর দুঃখ শোক ব্যাঘ্রের ন্যায় সম্মুখে তর্জ্জন পূর্ব্বক বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে পারে না; বিষাদ ও অবসাদ ভয়াবহ শত্রুর ন্যায় প্রহার করিতে পারে না; উদ্বেগ ও মনোহানি সাক্ষাৎ মৃত্যুর ন্যায় চৈতন্য হরণ করিতে পারে

না এবং আত্মগ্লানি ও পরিতাপ মূর্ত্তিমতী শান্তির ন্যায় আত্মশক্তির লয় করিতে পারে না। তখন বন উপবন, নগর প্রান্তর, সজন বিজন, শত্রু মিত্র, বিষ অমৃত, অনুগ্রহ নিগ্রহ, ইত্যাদি সমান বলিয়া প্রতীতি জন্মে এবং দুঃখের অতিমাত্র প্রাদুর্ভাবেও মনের বিকৃতি হয় না, আবার সুখের অতিমাত্র আবির্ভাবেও হর্ষজাড্য উপস্থিত হয় না। তখন সংযোগ বিপ্রযোগ, ইষ্ট-অনিষ্ট-এবং অভীপ্সিত অনভীপ্সিত ইত্যাদির প্রভেদ উপলক্ষিত হইয়া, মনুষ্যের স্বাধীনতা, প্রাণশক্তি, মানসিক তেজ, প্রতিভা, উদ্দীপিকা অথবা উত্তেজক বৃত্তির ক্ষয় বা আকর্ষণ করিতে পারে না। বিধাতা নরকে, অন্ধতামসে, অনর্থে, দুষ্কৃতে, পাপে, পরিতাপে, অবসাদে, আময়ে, নৈরাশ্যে, অপ্রীতে, অনাহ্লাদে, অপ্রত্যয়ে, সংশয়ে, অনভ্যুদয়ে, অনৌদার্য্যে, অনাত্মীয়তায়, পক্ষপাতে, কলঙ্কে, মলিনিমায়, জাড্যে, বিপ্রকাশে, বিপ্রলম্ভে, কপটে, কুহকসন্দোহে, বিপ্রলয়ে, বিকারে, পরিবেদনায় এবং তৎসদৃশ অন্য পদার্থে এই আসক্তির মূল, উপাদান, সংস্থান বা সন্নিবেশ স্থাপন, কল্পনা ও বিধান করিয়াছেন। যিনি ইহা অবগত, তিনি ঘনঘোর-সুদুষ্পার-তমঃপার-পরিদর্শন-পুরঃসর মুক্তির পরম বিচিত্র পবিত্র সোপানে অনায়াসে পদচালনা করিতে পারেন।

সংসারে দুঃখীর সংখ্যাই অধিক। যাহাদিগকে সুখী বলিয়া বোধ হয়, সবিশেষ সন্ধান করিলে, তাহাদের সুখ নামমাত্র, সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ঈর্ষ্যা ও অসূয়ার চক্ষু নাই। বিধাতা এই উভয়কেই জন্মান্ধ করিয়াছেন।

সেইজন্য লোকে অন্যের প্রকৃত দুঃখেও সুখ কল্পনা বা দর্শন পূর্ব্বক আপনার সুখেও সুখ বোধ করিতে পারে না। মেঘ যেমন চন্দ্র ও সূর্য্যকে আবরণ পূর্ব্বক অন্ধকারের সৃষ্টি করে, ঈর্ষ্যা ও অসূয়া তদ্রূপ সৎপ্রবৃত্তির রোধ করিয়া, তাহার প্রতিভা ছিন্ন করিয়া থাকে। এইজন্য সৎপথ বা পরমার্থ দৃষ্টিগোচর হয় না। সে যাহা হউক, আসক্তিই সাক্ষাৎ ও পরম্পরায় সমুদায় দুঃখ সমুৎপাদন করে। লোকে সুখের অন্বেষণে ইতস্ততঃ ব্যাকুল-ব্যাকুল ও মত্ত-মত্ত ধাবমান হইয়াও, যে সুখলেশ প্রাপ্ত হয় না; প্রত্যুত, অপার ক্লেশভার সংগ্রহ করিয়া, নিরবচ্ছিন্ন সংসারপথে চক্রবৎ পরিভ্রান্ত হয়, আসক্তিই তাহার কারণ। আসক্তি ত্যাগ করিলেই, আত্মশুদ্ধি লাভ হয়। আত্মশুদ্ধি লাভ হইলেই, তপস্যা ও যোগচর্চ্চায় অবশ্যম্ভাবিনী প্রবৃত্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। তখন আর শোক দুঃখ বা ভয় উদ্বেগ আক্রমণ করিতে পারে না। তখন পরলোক ইহ-লোকের ন্যায় সুগম, এবং ইহলোক পরলোকের ন্যায় সুখদৃশ্য হয়। ফলতঃ, আসক্তি পাপের ন্যায়, মুক্তির সাক্ষাৎ অন্তরায়। উহা ত্যাগ করিয়া, সদনুষ্ঠানে তৎপর হইবে। অনাসক্তি ও অনসূয়াতেই সুখ, ধর্ম্ম, অর্থ ও স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অনাসক্ত পুরুষের উভ লোকই সুখাবহ হয়। কাহাকে ক্লেশ না দিয়া, আপনার জীবিকা নির্ব্বাহ করা যেমন প্রকৃত সৎপথ, অনাসক্তি হইয়া, বিষয় ভোগ করাও তদ্রূপ উৎকৃষ্ট পন্থা বলিয়া পরিগণিত হয়। যিনি এই রূপে বিষয় ভোগ করেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞান-

বান্‌। সংসারের কিছুই স্থায়ী নহে! ক্ষণ, লব ও মুহূর্ত্তাদির পরীবর্ত্তে সকলেরই পরিবর্ত্ত সংঘটিত হয়। এইজন্য তিনি বীতরাগ হইয়া, সমুদায়ত্যাগপূর্ব্বক মোক্ষলাভের উপায় উদ্‌ভাবনে তৎপর হয়েন। যে ইন্দ্রিয়নিরোধ, সত্য ও শম দ্বারা পরমোৎকৃষ্ট-ব্রহ্মপদ-প্রাপ্তি হয়, অনাসক্তিই তাহার আদি কারণ।

আসক্তি হইতে যে সকল দোষ সমুৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে পাপচিন্তা ও পাপব্যবহার প্রধান। এই সকল বিচার পূর্ব্বক সুখ দুঃখ সকল অবস্থাতেই সাধু ব্যবহার করিলে, ধর্ম্মে অনুরাগসঞ্চার হইয়া থাকে। সুখ, সৌকর্য্য বা সৌভাগ্যের সময় ধর্ম্মানুষ্ঠান দুষ্কর নহে। যাহারা দারিদ্র্য, বা তদ্বিধ সংকটে পতিত হইয়াও, ধর্ম্মে বদ্ধরাগ হয়, তাহারাই যথার্থ পুরুষগুণসম্পন্ন। ঐরূপ পুরুষ সংসারে একান্ত দুর্লভ। আসক্তিই এইপ্রকার দৌর্লভ্যের হেতু। দারিদ্র্যে পতিত হইলে, ভোগ্য বিষয়ে লোকের আসক্তি যেন দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হয়। তজ্জন্য, দারিদ্র্যের ভয়াবহ যন্ত্রণা অধিকতর অনুভূত হইয়া থাকে। অথবা, মাদক দ্রব্যমাত্রেই অবসাদকগুণবিশিষ্ট। সুরা, মধু, বিষ ইত্যাদি দ্রব্য সকল এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত। বিধাতা রজোগুণে এই সুরাধর্ম্ম সন্নিহিত করিয়াছেন। আসক্তি রজোগুণের সাক্ষাৎ প্রসব। রজোগুণজন্য লোভের আবির্ভাববশতঃ লোকের যথার্থ ধর্ম্মবুদ্ধির তিরোভাব ও কপট ধর্ম্মপ্রবৃত্তির আবির্ভাব সংঘটিত হয়। তখন সে কুটিল ব্যবহার অথবা অন্যায় মার্গ দ্বারা বিষয় সঞ্চয়ে যত্নশীল হইয়া থাকে। বিষয়

সঞ্চিত হইলেই, তাহাতে আসক্ত-চিত্ত ও উত্তরোত্তর পাপ-পথে প্রবৃত্ত হয়। এই রূপে পুনঃ পুনঃ পাপ করিয়া, তাহার পাপবুদ্ধির কোন কালেই ক্ষয় হয় না। তাত! পাপের ভার ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইলে, পঙ্ক-পতিত বৃহদাকার হস্তীর ন্যায়, বাত-বেগবিতাড়িত জীর্ণ নৌকার ন্যায়, অসৎপথে প্রবর্ত্তিত পুরুষ-চেষ্টার ন্যায়, কপটধর্ম্মীর আরাধিত সিদ্ধির ন্যায়, অন্যায় পথে উপার্জ্জিত সম্পত্তির ন্যায়, অযথা-প্রবর্ত্তিত উদ্যোগের ন্যায়, অসতের অঙ্কগামিনী লক্ষ্মীর ন্যায়, জড়বৎ অলস অবশ কল্পনার ন্যায়, লোক-বিদ্রোহে প্রবৃত্ত পুরুষের কামনার ন্যায়, অধর্ম্মে সংমিলিত পুণ্যের ন্যায়, অবিশুদ্ধ-চিত্তের ঈশ্বরসেবার ন্যায়, এবং দুষ্কৃতী পুরুষের বিদ্যা ও জ্ঞানের ন্যায়, লোক সহসা বিপন্ন, অবসন্ন, মগ্ন ও ভগ্ন হইয়া যায়। অতএব রজোগুণের প্রসব পরিহারই পরম ধর্ম্ম। তদ্দ্বারা ইন্দ্রিয়জয় সমাহিত হয়। এই ইন্দ্রিয়জয়ই তপস্যা এবং তপস্যাই সাক্ষাৎ স্বর্গ। অনুতাপ, উদ্বেগ, চিন্তা, কলহ, আত্মবিগ্রহ, পরমার্থ-রোধ, মোক্ষ-বিরোধ, কালহানি, শোকবাহুল্য, দুঃখনিত্যতা, প্রমাদ, অসন্তোষ, দুরাকাঙ্ক্ষা, আকাশ-কল্পনা, বৈগুণ্য, বিমূঢ়তা, মনোভ্রংশ, বুদ্ধিহানি, অস্থিরতা, অপাটব, অবসন্নতা, গহন-ভাব, অগাম্ভীর্য্য, অনৌচিত্য, অকৃত-প্রজ্ঞতা, বিজ্ঞান-রাহিত্য, পরমাত্ম-পরোক্ষতা, শক্তিভ্রংশ, রজস্কতা, দুর্গ্রাহিত্ব, হৃদয়-রোধ, অনির্ব্বৃতি, আত্তবিভাব, কপটমতি, কুটিলতা, বাক্‌পারুষ্য, কর্ম্মপারুষ্য, জ্ঞানপারুষ্য, সংশয়, শঙ্কা, নির্ব্বেদ, নিস্তেজস্কতা, অনুৎসাহ, অভাবনা এবং পরবত্তা

প্রভৃতি বিষয়দোষ সকল পরিদর্শন ও পরিকলনপূর্ব্বক সাবধান ও কৃতবুদ্ধি হইয়া, আত্মহিতে বদ্ধচিত্ত পুরুষের রজোগুণে যে ঘৃণা ও জুগুপ্সা উপস্থিত হয়, তদ্দ্বারাই তাহার স্বর্গ ও অপবর্গ লাভ হইয়া থাকে।

যাহা দ্বারা অজ্ঞানপ্রাচুর্য্য, ইন্দ্রিয়প্রাবল্য, স্বপ্ন, বিবেকবিধুরতা, মোহাভিভাব, ক্রোধব্যাকুলতা ও আলস্য প্রাদুর্ভূত হয়, তাহার নাম তমোগুণ। আর যাহা দ্বারা বাসনার বেগ বর্দ্ধিত হয়, অভিমানের দ্বার প্রশস্ত হয়, তমোগুণের অবসর আপতিত হয়, মন্ত্রণা-প্রবৃত্তি প্রসারিত হয়, আত্মাতে মহত্ত্ব বোধ সংস্থাপিত হয়, ধৈর্য্য বা সহিষ্ণুতার বেগ খর্ব্বীভূত হয় এবং বুদ্ধিবৃত্তির প্রাখর্য্য অপেক্ষাকৃত আবৃত বা নিপীড়িত হয়, তাহাকে রজোগুণ বলে। সুতরাং রজঃপ্রসব আসক্তি আত্মার সাক্ষাৎ মল ও অক্ষয্য আবরণ। উহাতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-জনিত অনন্ত সুখসম্ভোগের ব্যাঘাত সমাহিত হয়। এবং আত্মপ্রসাদের অভাববশতঃ সর্ব্বদাই যেন গাঢ় অন্ধকারে, গভীর অন্ধকূপে অথবা তৎসদৃশ বা তদপেক্ষাও ভয়াবহ-সংকটময় অবস্থান্তরে অধিবাস হইয়া থাকে। তজ্জন্য, মন ক্রমে ক্রমে সংকুচিত, সংকীর্ণ, অপ্রশস্ত, অতিবদ্ধ, পাপবিদ্ধ, শোকময়, হর্ষশূন্য, কলুষিত এবং তৎসদৃশ বা ততোধিক দশান্তরবিশিষ্ট হইয়া থাকে। তখন সৎ প্রবৃত্তির দ্বার রুদ্ধ বা বদ্ধ হওয়াতে, সদনুষ্ঠানকল্পনা একবারেই তিরোহিত হয়, গুণ সকলের মলিনিমা বা প্রচ্ছন্নতা প্রাদুর্ভূত হইয়া, আত্মার বিপ্রকাশ সমাহিত করে এবং জ্ঞানরূপ দিব্য চক্ষুর অবরোধ ঘটিয়া,

মুক্তির দ্বার বা পরমার্থের দ্বার একবারেই দৃষ্টিবিষয় পরিহার করে। তখন মনুষ্যভাব দূরীভূত হইয়া, পশুভাব উপাগত হয়; গুণের পরিবর্ত্তে দোষ সকলের আবির্ভাব হইয়া, সাক্ষাৎ নরকের দ্বার আবিষ্কার করে এবং অনাত্মে আত্মজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হইয়া, অভয় ও অমৃতের অন্তরায় উপস্থিত করিয়া থাকে।

গৃহীর যতপ্রকার বন্ধন বা উপরোধ আছে, আসক্তি তৎসর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। স্নেহ, প্রীতি, অনুরাগ, মমতা, প্রেম, প্রণয়, ভাব, অনুভাব, ইত্যাদি আসক্তিগণ বলিয়া পরিগণিত হয়। যাহারা এই গণের অতিমাত্র বশীভূত, তাহারা কীটনিষ্কুশিত বৃক্ষের ন্যায়, এক বারেই অন্তঃ-সারশূন্য সন্দেহ নাই। কম্প, জ্বর, তাপ, উষ্মা, শ্বাস, ভয়, শঙ্কা, সম্মোহ, ঘূর্ণি, রোধ, মূর্চ্ছা, অবসাদ, প্রমাদ, হাহাকার, প্রলাপ, অজ্ঞান, মত্ততা ইত্যাদি মূর্ত্তিমান্ সান্নিপাতিক লক্ষণ সকল কোন কালেই তাহাদিগকে ত্যাগ করে না। সুতরাং, সুখ, স্বস্তি, প্রসাদ, আনন্দ, সত্বশুদ্ধি, প্রবিকাশ ইত্যাদি কস্মিন্ কালেও তাহাদের অধিকৃত হয় না। তাহারা যাহাকে সুখ বা স্বস্তি বলে, তাহা অসুখ ও ব্যারামের নামান্তর মাত্র। তাহাদের চিত্ত-বৃত্তি শিথিল ও জড়ভাবাপন্ন এবং নিস্তেজ, শুষ্ক, অপ্রদীপ্ত ও অনালোকিত। তাহারা ক্ষুদ্র জম্বূকের ন্যায় চিরকালই যেন গর্ত্তমধ্যে বাস করে। পরমার্থরূপ অসুলভ অমৃতরসের বিশ্ববিমোহন মধুরিমা দূরে পরি-হার করিয়া, ঐহিকার্থ রূপ বিষম বিষভার সংগ্রহ পূর্ব্বক

আত্মাকে দূষিত, কলঙ্কিত, তাপিত, জড়িত ও পাতিত করাই তাহাদের স্বভাব। তাহারা স্থকুমার কুমার কুমারীর স্বভাবসুন্দর বদনচন্দ্রমা বারংবার নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তাহাতে এরূপ মুগ্ধ ও অবসরশূন্য হয়, যে, যে সত্য-পুরুষ পরমেশ্বর তাদৃশ প্রীতি-স্থান নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাদিগকে অস্থলভ সৌভাগ্য স্বরূপ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাকেও চিন্তা করিতে তাহাদের সময় ও জ্ঞান হয় না! ইহা অপেক্ষা মানুষের বিপ্রলম্ভ ও বিড়ম্বনা কি হইতে পারে? যিনি প্রীতি দিয়াছেন, প্রণয় দিয়াছেন, শ্রদ্ধা দিয়াছেন, ভক্তি দিয়াছেন, স্নেহ দিয়াছেন, মমতা দিয়াছেন, আবার তত্তৎ বৃত্তির আধার বা সন্নিধান স্বরূপ পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী, পুত্র কন্যা এবং আত্মীয় বান্ধব ইত্যাদি সুখময় ও আনন্দময় পদার্থ সকল নির্ম্মাণ করিয়া, শত দিকে শত রূপে আহ্লাদের উৎস বিস্তার করিয়াছেন, পরমপরিতাপিনী অসার পার্থিব আসক্তির বিড়ম্বনাশতপূর্ণ দারুণ-বিপ্রলম্ভময় অনুরোধে সেই প্রীতি-শ্রদ্ধাভক্তিময় পরমপুরুষ পরমাত্মাকে বিস্মৃত হওয়া পশু ভিন্ন অন্যের সাধ্য নহে। কিন্তু হত দগ্ধ অন্ধ মানুষ যুক্তি, জ্ঞান ও বিচার সত্ত্বেও আপনার সেই পশুভাব বিধান করিয়াছে। পরমপিপাসিত ব্যাকুল চিত্তে অনবরত বিষয়ের সেবা করিয়া, পরমার্থচিন্তায় তাহার ক্ষণমাত্র অবসর সম্পন্ন হয় না। যদিও ভ্রমক্রমে বা দৈববশতঃ কোন সময়ে অবসর সংঘটিত হয়; কিন্তু সামান্য শিশুর ক্রন্দনও ঘোরগভীর বজ্র-বিস্ফূর্জ্জিতবৎ তৎক্ষণাৎ তাহার চিত্তকে

ব্যামোহিত ও সেই চিন্তা হইতে বলপূর্ব্বক বিচ্ছিন্ন করিয়া থাকে! তৎকালে মত্তের ন্যায়, উন্মত্তের ন্যায়, বিকারীর ন্যায়, গ্রহাবিষ্টের ন্যায়, অভীষ্ট-বিপ্রচ্যুতের ন্যায়, তাঁহার যে অনবস্থা ও মুগ্ধ-মুগ্ধতা আপতিত হয়, তাহা চিন্তা করিলেও, ঘোরঘৃণা আক্রমণ করিয়া থাকে। অনেকে যে এই দুরাগ্রহময়ী-মায়া-মোহ প্রমাদ-সহস্র-ময়ী ঘোর জুগুপ্সিত পাপ আসক্তির অন্ধ-মত্ত দাসত্ব বশতঃ স্বকীয় অতিদুল্লর্লিত বালক বালিকাকেও পরমাভীষ্ট দেবদেবী অপেক্ষাও পরম যত্নে পরিলালন করে, তাহা বলা বাহুল্য।

মনকে সহসা দ্রবীভূত করা আসক্তির প্রধান ধর্ম্ম। মন দ্রবীভূত হইলে, তদধিষ্ঠিত বৃত্তিসকল সহসা শিথিল হইয়া পড়ে। যে ব্যক্তি তৎকাল-সমুদ্ভূত অত্যুদ্দাম মনোবেগ ধারণ করিতে সক্ষম, তিনিই এই পাপতাপ পরিপূর্ণ অধঃপাতময় দারুণ সংসারে আত্মোৎকর্ষের মুখ দর্শন করিয়া থাকেন। যিনি নিরন্ন-জঠর স্বকীয় বালক বালিকা ক্ষুধাক্ষাম বিশুষ্কমুখী প্রিয়তমা কিংবা অনশনে অনশনে ভগ্নোদর ধমনী-সন্তত পিতামাতাকে দর্শন করিয়া, পাপ আসক্তির দুরন্ত তাড়নায় ব্যাকুল ও হতবুদ্ধি হইয়া, কোনপ্রকার জুগুপ্সিত অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত না হয়েন, তাঁহার আত্মা পৌর্ণমাসী-চন্দ্রের ন্যায়, প্রদীপ্ত প্রতিভা বিস্তার পূর্ব্বক তদীয় দেবভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় বিতরণ করে। যিনি আপনার অপেক্ষা অন্যের সুখ সমৃদ্ধির আতিশয্য অবলোকন করিয়া, দুরাগ্রহময়ী পাপিনী আসক্তির

দারুণ উত্তেজনায় অসহমান ও অধীর হইয়া, সাক্ষাৎ আত্মহর ঈর্ষ্যাবিষে জর্জরিত না হয়েন, তাঁহার মন নিত্য সন্তোষ ভোগ করে। যিনি পূর্ণ পাপ-সহস্রময়ী দুঃখ-নিত্যা আসক্তির পরিণামপরিতাপী দুরন্ত আহ্বানে কর্ণ-পাত না করিয়া, অব্যাকুল প্রসন্ন চিত্তে আপনার সম্পত্তি অন্যের সহিত বিভাগ পূর্ব্বক ভোগ করেন, তিনি ঈশ্বরের নিত্য আশীর্ব্বাদে উত্তরোত্তর উন্নত হইয়া থাকেন। যিনি এই অবসাদকরী হতমানকরী পাপিনী আসক্তির বুদ্ধি-ভ্রংশকর, ধর্ম্মভ্রংশকর ও আত্মভ্রংশকর প্রলোভনে আকৃষ্ট ও বদ্ধ-বদ্ধ হইয়া, জুগুপ্সিত-শত-বিস্তার পূর্ব্বক ব্যাকুল-ব্যাকুল প্রমত্ত হৃদয়ে বিষয়ের পর বিষয়রাশি সঞ্চয় করিয়া, আত্মাকে অবশ, অধীর ও অধঃপাতিত করিতে অভি-লাষী না হয়েন, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ-প্রসাদ-স্বরূপ তদীয় আত্মপ্রসাদের কোন কালেই অভাব হয় না। যিনি মায়া-মোহ-বিকার-বিস্তৃতিময়ী সর্ব্বনাশকরী হতাশা আস-ক্তির অন্ধ দাসত্বে বদ্ধ ও মোহিত হইয়া, কাক ও কুক্কু-রের ন্যায় কেবল আত্মোদরপোষণজন্য অন্যের গল-হস্তকেও পরম অনুগ্রহ বোধ না করেন, তাঁহার আত্মা কখন ক্ষুণ্ণ ও অপ্রতিভ হইয়া, ঘোর অন্ধকারে বিচরণ করে না। যিনি বিচারবিবেক-ধ্বংসকরী সর্ব্বনাশিনী আস-ক্তির প্রলয়ঙ্করী আকারণায় বিষদূষিতের ন্যায়, দৈববি-দ্বিষ্টের ন্যায়, বিকার-কীলিতের ন্যায়, অথবা অভিশপ্তের ন্যায়, হতচেতন ও হতশক্তি হইয়া, অভিনব কামিনী, বিচিত্র বিলাসমন্দির, সুরম্য উপবন, সুখবাহ্য যান বাহন,

সুরুচির কেলিভবন, সুগন্ধি স্রক্‌চন্দন, প্রমত্তভাষী বিদূষক, পরমবঞ্চক নট নটী, দিব্যমোহন বেশভূষণ, সদ্যঃপাতকর স্তববন্দনা, মায়ামোহময় বেশ্যাসঙ্গ, আত্মভ্রংশময় রঙ্গসেবা, সদ্যোবিনাশময় বিলাসচর্চ্চা, রোগতাপশতসহস্রময় আহার-বিস্তার ও প্রমাদময় আপানসঙ্গ, ইত্যাদি শোক তাপ ও আত্মবঞ্চনাময় বিষয় সকলের অন্বেষণে স্বতঃপরতঃ চেষ্টা করিতে অহোরহ ব্যাপৃত না হয়েন, তাঁহার আত্মা কখন অজিতচিত্তের ধারণার ন্যায়, অনুদ্যোগীর অদৃষ্টের ন্যায়, অনাবিষ্টের জ্ঞানশিক্ষার ন্যায়, পাপাত্মার আত্মপ্রসাদের ন্যায়, খলের লক্ষ্মীর ন্যায়, অজিত-ক্রোধের মর্য্যাদার ন্যায়, অকৃতসত্যের সমাদরের ন্যায়, বহুভাষিজনে শ্রদ্ধার ন্যায়, এবং দুরাত্মার সদভিসন্ধানের ন্যায় সহসা বিপন্ন বা অবসন্ন হয় না। ফলতঃ, যিনি সুখ-দুঃখ-বোধ-পরিশূন্য ও সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বথা অনাসক্ত হইয়া শুদ্ধ ধর্ম্মের জন্য, সত্যের জন্য, শান্তির জন্য ও ন্যায়ের জন্য আত্মজীবন পোষণ করেন; যিনি সকলের নিষ্কারণ বন্ধু হইয়া, অকপট আত্মীয় হইয়া ও অকৃত্রিম হিতৈষী হইয়া, পরমার্থ রূপ পরম পদের প্রাপ্তিকামনায় আপনার সকল চেষ্টা, সকল যত্ন ও সকল উদ্যোগ নিয়োগ করেন; যিনি অভয় পদের পরম পদ অশোকবিদ্ধ বৈরাগ্যের অনুসরণপূর্ব্বক অভিমান ও অহংকারের মস্তকে পদার্পণ করিয়া, পৃথিবীর ন্যায় সর্ব্বংসহতা, পিতা মাতার ন্যায় সহিষ্ণুতা ও ঈশ্বরের ন্যায় বিশ্বজনীনতা বহন করেন; অথবা যিনি ঈর্ষ্যা, দ্বেষ ও অসূয়া প্রভৃতি আত্মমল সকল সর্ব্বতোভাবে ক্ষালন

করিয়া, আপনার প্রতি, অন্যের প্রতি ও ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য সকলের যথাযথ অনুষ্ঠান করেন, সেই ধন্য ও কৃতার্থন্মন্য মহাপুরুষেরই স্বর্গদ্বার-কপাট-পাটনে পরমপটুতা লক্ষিত হয়। যে ব্যক্তি দেবগুরু বৃহস্পতির উপদিষ্ট ও মহর্ষি কশ্যপের পরিগৃহীত এই আসক্তিগীতা ভক্তি শ্রদ্ধা ও অবধান সহকারে শ্রবণ ও ধারণ করে, তাহার শোকতাপ বিদূরিত, পাপরোগ প্রশমিত, চরমনির্ব্বৃতি উপাগত, ভেদবুদ্ধি তিরোহিত, আত্মজ্ঞান সমাগত এবং ঈশ্বরসিদ্ধি সমাহিত হয়। তাহাকে আর ক্ষণবিনশ্বর অসার বিষয়ের জন্য, দুঃখের নামান্তর বা রূপান্তর স্বরূপ আত্মবিনাশী পার্থিব সুখের জন্য, আপাত-বন্ধু-পরিণামশত্রু পরিবারের জন্য, ধিক্কারময় ন্যক্কারজনক স্বার্থের জন্য, এবং এইরূপ ও অন্যরূপ মহাপাতক বা অতিদোষ সংগ্রহের জন্য, অতিমাত্র আত্মবিস্মৃতের ন্যায়, প্রণষ্টের ন্যায় বা বিভ্রষ্টের ন্যায়, দিবানিশ বিব্রত ও ব্যাকুল হইয়া, শূন্যে শূন্যে ইতস্ততঃ ঘূর্ণায়মান হইতে হয় না।

বাসনার পরিণাম কি? বন্ধন। আশার পরিণাম কি? বিপ্রলম্ভ। অধর্ম্মের পরিণাম কি? বিড়ম্বনা। অসত্যের পরিণাম কি? চতুর্ব্বর্গের ক্ষয়। অশান্তির পরিণাম কি? অত্যুদ্দাম মনস্তাপ। অন্যায়ের পরিণাম কি? আত্মার অনিবার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী অধঃপাত। অবিনয়ের পরিণাম কি? অতিমহতী লোকবিরাগসংঘটনা। দুঃশীলতার পরিণাম কি? অতিমাত্র সৌভাগ্যবিপর্য্যয়। পাপের পরিণাম কি? আত্মগ্লানির গুরুতর তাড়না। অসূয়ার পরিণাম

কি ? আত্মপ্রসাদের স্বহস্তে দূরীকরণ। সেই রূপ, আসক্তির পরিণাম কি ? এককালীন সর্ব্বনাশ। অহঙ্কার যেমন শত্রুতা প্রসব করে, আলস্য যেমন দুঃখের সদ্ভাব সংঘটন করে, দুরাচারিত্ব যেমন চিরকালানুবন্ধিনী বিপুল অলক্ষ্মীর সঞ্চার করে, অভিমান যেমন সর্ব্বব্যাপিনী অনাত্মীয়তার সমুৎপাদন করে, অবিদ্যা যেমন বিবাদ বিগ্রহের সৃষ্টি করে, অজ্ঞান যেমন অতিবিস্তৃত দোষপরম্পরা বহন করে, দাসত্ব যেমন তেজোহানি সম্পাদন করে, কাম যেমন আত্মমালিন্য বিধান করে, ক্রোধ যেমন নিত্য ভয় ও অনুতাপের দ্বার নিরর্গলিত করে, দারিদ্র্য যেমন সমুদায় গুণের আবরণ করে, চিন্তা যেমন বিষম সন্তাপ সমুদ্ভাবিত করে, শোক যেমন অসারতা প্রতিপাদন করে, আত্মশ্লাঘা যেমন ক্ষুদ্রচিত্ততার পরিচয় করে, পরাধীনতা যেমন সর্ব্বসংকোচ সমাধান করে, স্বার্থপরতা যেমন বন্ধুতার হানি করে, এবং কৃতঘ্নতা যেমন লঘুতার পরিচয় করে, আসক্তি সেইরূপ সমুদায় কুপ্রবৃত্তির সঞ্চার বিধান করিয়া, উভয়লৌকিক সর্ব্বনাশের দ্বার সর্ব্বথা উন্মুক্ত করিয়া থাকে।

পরমতত্ত্ববিৎ রাজর্ষি জনক কহিয়াছেন, যিনি উত্তমরূপে কৃতবিদ্য বা কৃতজ্ঞান হইয়াও, স্বকীয় বিদ্যার গৌরব না করেন, প্রত্যুত কিছুই জানি না বলিয়া, আপনা আপনি বালকবৎ জ্ঞান করেন, যিনি মহান্ হইলেও, ক্ষুদ্র বোধে স্পর্দ্ধা না করিয়া, সকলের যথাযোগ্য সম্মান রক্ষা করেন, যিনি ক্রুদ্ধ হইলেও, ক্ষমা অবলম্বন করিয়া, অপকারীর উপকারবিধানে তৎপর হয়েন, যিনি স্বার্থের অভিসন্ধানপরিহার

পূর্ব্বক সকলের হইয়া, পরার্থে পরম যত্ন নিয়োগ করেন, যিনি অন্যের অব্যাঘাতে নিত্য ন্যায়পথে পদচালনাপূর্ব্বক লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, যিনি আপনার ধনসম্পত্তি, বল, বিদ্যা ও বুদ্ধি প্রভৃতি সাধারণের নিঃস্বার্থ উপকারে নিয়োগপূর্ব্বক কিছুমাত্র অনুতপ্ত না হয়েন এবং যিনি আসক্তিকে সাক্ষাৎ মৃত্যু ও নরকের দ্বার কল্পনাপূর্ব্বক বিষবৎ দূরে বিসর্জ্জন করেন, ইহাঁরা সকলেই সর্ব্বলোকজয়ী হইয়া, ঈশ্বরের নিত্য আশীর্ব্বাদ ভোগ করিয়া থাকেন।

তাত! পাপ আসক্তির দারুণ বিপরিণাম প্রত্যক্ষ অবলোকন করুন। দুরাচার ব্যাধ মূর্ত্তিমান কৃতান্তের ন্যায়, সাক্ষাৎকালদণ্ডস্বরূপ বংশী হস্তে দ্রুতপদে অরণ্যমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তৎক্ষণে ঐ বংশীতে সাক্ষাৎ প্রাণহর স্বর সংযোগ করিয়া, ক্ষুদ্রপ্রাণ ক্ষুদ্রবোধ হরিণ হরিণীর প্রাণ সংহার করে। সংসারে গাঢ়তর আসক্তিই ব্যাধের এইরূপ দুষ্প্রবৃত্তির কারণ, এবং সঙ্গীতে গুরুতর আসক্তিই হরিণের অকালমৃত্যুর হেতু। মনুষ্য-সংসারে এইরূপ ভয়াবহ দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। কে না জানে, সামান্য বন্য শাকেও এই পাপ উদর পূর্ণ হইয়া থাকে। তথাপি আসক্তি বশতঃ সেই উদরের জন্য প্রতিদিন সহস্র সহস্র মহাপাপের অনুষ্ঠান হয়! সত্য বটে, অনেকে স্বয়ং ঐরূপ পাপপথে প্রবৃত্ত না হইয়া, সামান্য শাকাদি দ্বারা উদর পোষণ করে; কিন্তু শিশু পুত্র ক্ষুধায় অধীর হইয়া, ক্ষণমাত্র ক্রন্দন করিলে, আসক্তির দুরন্ত তাড়নায় সমুদায় বিস্মৃত হইয়া যায়। আশ্চর্য্যের বিষয়, যে শিশু সামান্য স্তন্যমাত্রেই পরম তৃপ্তি

বোধ করে, দুরাচার জনকজননী আসক্তির দাস হইয়া, তাহাকে অন্যায়পথে উপার্জ্জিত বিবিধ আহার্য্য ভোগ্য প্রদান করিয়াও পরিতৃপ্ত হয় না! অনেকে তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া, হতভাগ্য ও বৃথাজন্মা বোধে দিবানিশ যে মলিন-মলিন অবস্থিতি করে, তাহা দর্শন করিলে, মনুষ্যের অসারতা ও আসক্তির মারাত্মকতা সুস্পষ্ট অনুভূত হয়। আসক্তির অতিমাত্র উপাসক দুরাচার মানুষের সকল বিষয়েই এই রূপ। সে যে সুখে সুখ ও আমোদেও আমোদ পায় না; কোনপ্রকার অভাব না থাকিলেও, আপনা আপনি দরিদ্র ভাবিয়া, সময়বিশেষে তাহার যে ঘোর ব্যামোহ উপস্থিত হয়; অথবা কোনপ্রকার অসুখ ও উদ্বেগের কারণ না থাকিলেও, তাহার মন যে অসন্তুষ্ট ও ব্যাকুল হইয়া উঠে, আসক্তির এইরূপ অতিসেবাই তাহার কারণ। অথবা, মাদক দ্রব্যমাত্রেরই স্বভাব এই, যতই সেবা করা যায়, ততই তাহাদের মাত্রা, বেগ ও পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়া, মানুষের অসারতা, অস্থিরতা, অনবস্থতা ও অধঃপতিততা আবিষ্কৃত করে। মানুষ যে সহসা অবসন্ন হয়, ঐরূপ মাত্রাবৃদ্ধিই তাহার হেতু।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

আসক্তির পরিণাম এককালীন সর্ব্বনাশ।

বেদ কহিলেন, দেবরাজ! প্রহ্লাদ পূর্ব্ববৎ নির্ভীক, নির্ম্মম ও নিরুপম উদার বাক্যে স্বীয় পিতৃদেব দৈত্যদেব

হিরণ্যকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, তাত! আসক্তি-জনিত-সর্ব্বনাশ-বিষয়ক যে দৃষ্টান্তকথা লোকপরম্পরায় প্রচলিত আছে, এস্থলে তাহা বলিতেছি, অবধান করুন।

এই তাপসারণ্যের যোজনার্দ্ধ অন্তরালে কিয়দ্দূর ব্যাপিয়া, ঐ যে ধূমাচ্ছন্নবৎ বৃহৎ স্তূপ লক্ষিত হইতেছে, প্রথিত আছে, উহা সুপ্রসিদ্ধ মালতীনগরীর ধ্বংসাবশেষ। বহুকাল হইল, ঐ নগরী, অনন্তশক্তি কালের করাল কবলে পতিত হইয়াছে, কিন্তু আজিও উহার পূর্ব্বতন গৌরবের চিহ্ন সকল বিলুপ্ত হয় নাই। বোধ হয়, বিধাতা জীবন্ত দৃষ্টান্তের অভিনয় দ্বারা লোকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য ঐ সকল চিহ্ন বর্ত্তমান রাখিয়াছেন। ঐ ভগ্নাবশেষের সান্নিধ্যে যে স্বচ্ছসলিলা বেগবতী স্রোতস্বতী সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে, উহা, তত্রত্য অধিবাসিগণের বিপুল অধ্যবসায় ও অসীম উদ্যোগশীলতা সহকৃত পরিশ্রমের জাজ্বল্যমান নিদর্শন। শুনিয়াছি, অধিবাসীরা কৃষি ও বাণিজ্যাদির সৌকর্য্যসাধনকামনায় সমবেত যত্ন ও উদ্যোগে ঐ স্রোত-স্বতী নিখাত এবং বহুসংখ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ সেতু সহায়ে উহার সুগমতা বিধান করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন, তাহারা কাম-দেবের উপাসনার্থ পাদার্দ্ধ-ক্রোশ-সমুচ্ছ্রিত যে বৃহৎ মন্দির প্রতিষ্ঠিত করে, বহুদূরবর্ত্তী পর্ব্বত হইতে উপলখণ্ড সকল সংকলনপূর্ব্বক তাহার নির্ম্মাণ হইয়াছিল। তাহাদের সুস্পষ্ট প্রতীতি ছিল, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় প্রকৃতিজয়ের প্রধান সাধন। পরমপুরুষ বিধাতা শিক্ষা ও সৌভাগ্য সঞ্চয়ের জন্য সংসারের সর্ব্বত্র জাজ্বল্যমান রূপে ইহার

নিদর্শন সন্নিহিত করিয়াছেন। বিন্দুবিন্দু জলপাত দ্বারা বৃহৎ ঘট পূর্ণ হয়; অননুভাব্য-কলেবর এক একটী পরমাণু একত্র হইয়া, এই অতিবৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করে; অতিক্ষুদ্র বীজ হইতে ক্রমে ক্রমে সুবিস্তৃত শাখাপল্লবাদি-বিশিষ্ট অতিবৃহৎ বৃক্ষের উদ্ভব হয়; বাল্য কৌমারাদির অনুক্রমে বহুদর্শন ও বহুজ্ঞানসম্পন্ন বার্দ্ধক্যের আবির্ভাব হইয়া থাকে; বল্মীকাদি অতিক্ষুদ্র কীট সকল ক্রমে ক্রমে অত্যুচ্চ স্তম্ভ সকল নির্ম্মাণ করে এবং এক হইতে নয় সংখ্যার ক্রমযোগে পরার্দ্ধাদি অসংখ্য রাশির রচনা হয়। এইরূপ ও অন্যরূপ প্রত্যক্ষ ফলময় ও অব্যর্থ-ব্যবহারময় দৃষ্টান্ত সকল পরিকলন পূর্ব্বক মালতীর অধিবাসীরা একমাত্র ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের অনুসারী হইয়া, অতিদুঃসাধ্য সকলও অনায়াসে সাধন করিত। চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। দেখ, অতিক্ষুদ্র পিপীলিকারাও অত্যুচ্চ শিক্যাদিতে আরোহণপূর্ব্বক অতিগভীর ভাণ্ডমধ্য হইতে অনায়াসে স্বকীয় আহার আহরণ করে। দৈবাৎ পতিত হইলে, পুনরায় উত্থিত হয়। এইরূপ, পুনঃ পুনঃ উত্থানরূপ চেষ্টা দ্বারা অবশেষে অভিপ্রেত সাধনে কৃতকার্য্য হইয়া থাকে। মধুমক্ষিকারা যে, পুষ্পে পুষ্পে বিচরণ করিয়া, মধু আহরণপূর্ব্বক অপূর্ব্ব আবাস নির্ম্মাণ করে, তাহাও চেষ্টার দেদীপ্যমান নিদর্শন। এই রূপে, সংসারের নগণ্য ও নকিঞ্চিৎ কীটাদিও যখন পৌনঃপুনিক চেষ্টার সহায়ে পরম বিস্ময় অভিনীত করে, তখন যুক্তিজ্ঞানাদি অনন্য-সুলভ-সাধনসম্পন্ন মনুষ্যেরা যে তদ্বিষয়ে অক্ষম হইবে, ইহা কখন বিধাতার অভিপ্রেত নহে।

মালতীর অধিবাসীরা এই সুনিপুণ বিজ্ঞানে সবিশেষ পারদর্শী ও অনুরাগী ছিল। এইজন্য দৈবাৎ কোন বিষয় ব্যর্থ হইলে, তাহারা পুনঃপুনঃ উদ্যোগ, অধ্যবসায় ও উৎসাহ নিয়োগ পূর্ব্বক তাহা সম্পন্ন করিত। যাহা দ্বারা কার্য্যের চরমসিদ্ধি সম্পন্ন ও তজ্জন্য আত্মা পরম পরিতৃপ্ত হয়; তাহারই নাম প্রকৃত পুরুষকার। আলস্য করিলে, দুঃখের অভাব হয় না। নিদ্রিত সিংহের সিংহভাব বিদূরিত হয়; তখন অতিক্ষুদ্র জম্বুকাদিও তাহাকে পরিহার বা লংঘন করিয়া থাকে। ক্রমে ক্রমে তন্তুপরম্পরা বিস্তার করিয়া, সামান্য লতাও অত্যুচ্চ বৃক্ষশিরে আরোহণ করে; সেই রূপ মনুষ্যের সামান্য কার্য্যশক্তিও পুনঃপুনঃ চেষ্টা দ্বারা দুরূহ ব্যাপার সকল সম্পাদন করিতে পারে। কোনরূপ ছিদ্র পাইলে, বদ্ধ জলরাশি তদ্দ্বারা অনাহত বেগে বহির্গত হয়; চেষ্টা শূন্য হইলে, ছিদ্র-বহুলতার প্রাচুর্য্যবশতঃ পুরুষের তেজঃ, প্রতিভা ও উৎসাহাদিও তদ্রূপ নিষ্কাশিত হইয়া থাকে। এই সকল চিন্তা ও পরিদর্শন করিয়া মালতীর অধিবাসীরা অনবরত চেষ্টা করিত। ক্ষণমাত্রও আলস্যে বা বৃথা কার্য্যে যাপন করা পুরুষত্বের সাক্ষাৎ ক্ষয় ও আত্মার দুরপনেয় মালিন্য বলিয়া, তাহাদের প্রতীতি হইত। নদী যেমন বেগ দ্বারা বর্দ্ধিত হয়, চেষ্টা দ্বারা তদ্রূপ সৌভাগ্য-সমৃদ্ধি ও আয়ুর্ব্বৃদ্ধি সংঘটিত হয়। এইপ্রকার যুক্তির অনুসরণ করিয়া, তৎকালীন পৃথিবীর যাবতীয় সুখ সম্পত্তি তাহাদের হস্তগত হইয়াছিল এবং এই সকল কারণে মালতী পৃথিবীর মালতী হইয়াছিল। অনবরত বসিয়া থাকিলে, কলহ ও দ্যূত

প্রভৃতি বিবিধ অকার্য্যের অনুষ্ঠান হয়। কর্ম্মনিত্যা মালতীতে সেরূপ অকার্য্যের কোন কালেই সদ্‌ভাবসংঘটনা হইত না। অধিবাসীরা নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকাকে দুরন্ত অবমান বা জীবন্ত গ্লানি মনে করিত। পিতামাতারা বাল্যকাল হইতে স্ব স্ব সন্তানকে কর্ম্মনিত্যতার উপদেশ করিতেন। সুতরাং, মালতীর বাল্যক্রীড়া সকলও প্রকৃত পুরুষক্রীড়ার পরিচয় করিত।

তথায় অকাল-পরিণয়, অকাল-সংসর্গ বা অন্যবিধ উচ্ছৃঙ্খলতার লেশ ছিল না। সুতরাং, সুস্থ, সবল, সতেজ, প্রফুল্লচিত্ত ও দীর্ঘজীবী লোক সকল প্রাদুর্ভূত হইত। সবিশেষ বিদ্যা ও জ্ঞানবত্তাই লোকদ্বারে ও রাজদ্বারে, ফলতঃ, সর্ব্বত্রই গৌরব বা বহুমান প্রাপ্তির দ্বার ছিল। বহুদর্শী বা কৃতকর্ম্মা না হইলে, কেহই বিষয়-ব্যবহারে উচ্চপদ প্রাপ্ত হইত না। উপরোধ, অনুরোধ ও উৎকোচাদির কিছুমাত্র প্রাদুর্ভাব ছিল না। উচ্চ নীচ বা উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট ভাবিয়া, রাজব্যবহারের কোনরূপ তরতম ভাব লক্ষিত হইত না। বিদ্যা, বয়স ও গুণ ইত্যাদি দ্বারা প্রাধান্য বা আধিক্য হইলে, লোকাচারে বা স্বভাবতঃ যেরূপ মর্য্যাদা ব্যবস্থাপিত হয়, তথায় কোন অংশেই তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইত না। ক্রোধ, লোভ, ভয়, হিংসা বা অন্য কোন হেতুর বশবর্ত্তিতায় কোন বিষয়ে কখন কোনরূপ অব্যবস্থা বা অত্যাচার ঘটিত না। স্বদেশানুরাগের ও স্বজাতিনিষ্ঠার আতিশয্য বশতঃ পরস্পর অকৃত্রিম অনুকম্পা সহকৃত বিশুদ্ধ ভ্রাতৃভাবের অতিমাত্র প্রাদুর্ভাব ছিল। তাহারা জানিত, ঐরূপ ভ্রাতৃভাব স্বভাবসিদ্ধ। এইজন্য সরলচিত্তে বিদেশীয়ের প্রতিও তাহা

প্রদর্শন করিত। এই সকল উদার ও পবিত্র কারণে সমুদায় পৃথিবী মালতীকে আপনার ভাবিয়া, অকৃত্রিম প্রীতি প্রদর্শন ও তাহার সমৃদ্ধিকল্পে দৃঢ়তর সংকল্প নিয়োগ করিত। ফলতঃ, মালতী যে সমুদায় পৃথিবীর অনুকৃতি ও আদর্শ হইয়াছিল, ইহাই তাহার কারণ। দিব্যবিচিত্র বহুসংখ্য উপবন, সুবিস্তৃত ও সুবিভক্ত প্রশস্ত রাজপথ, সুধাধবল মনোহর সৌধমালা, অপূর্ব্ব-পণ্যপরিপূর্ণ আপণশ্রেণী ও বিমলজল বিচিত্র জলাশয়সমূহ, ইত্যাদিতে মালতীর বাহ্য শোভার যেরূপ প্রাচুর্য্য হইয়াছিল, বিবিধ বিদ্যার আলোচনাসম্পন্ন সুচারু বিদ্যাগৃহ, বিশ্বজনীন-ব্যবস্থাসম্পন্ন মনোহর বিচারগৃহ, জ্ঞানবিজ্ঞানাদি বিবিধ বিষয়ের শিক্ষাসম্পন্ন সভাগৃহ, শিক্ষিত জ্ঞানবিজ্ঞানাদির প্রদর্শনসম্পন্ন পরীক্ষাগৃহ, রাজকীয় বিধিশাস্ত্রের সর্ব্বসংবাদি-প্রণয়নসম্পন্ন অত্যুৎকৃষ্ট ব্যবস্থাপকগৃহ, বিবিধ বিদ্যার বিশুদ্ধ-গ্রন্থসম্পন্ন মনোহর পাঠগৃহ, এবং সর্ব্বরোগের নিরাকরণসম্পন্ন সুচারু চিকিৎসাগৃহ, ইত্যাদিতে তাহার আভ্যন্তরিক শোভারও তদ্রূপ একশেষ হইয়াছিল। ভিক্ষু, দরিদ্র, রুগ্ন, ভ্রষ্ট, বৃথা পর্য্যটক, অলস, অকর্ম্মণ্য ইত্যাদি লোক তথায় প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হইত না। সকলেই স্বাধীন, স্বাবলম্বী, স্বচিত্ত, অর্থোদগ্র, প্রযোজক বা ব্যবহারসংমত এবং সৎপথ-সুসেবিত; তজ্জন্য কাহারই চিন্তা, ভয়, উদ্বেগ, শঙ্কা ও ব্যাকুলতার লেশমাত্র ছিল না। জ্ঞানবিজ্ঞানাদির সহিত কৃষি ও বাণিজ্যাদির সমান গণনা ও আলোচনা থাকাতে, আর্থিক পারমার্থিক সকলপ্রকার উন্নতি পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

আত্মার ও পরাত্মার অব্যাঘাতে সুখস্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার অভিলাষ থাকিলে, লৌকিক পারলৌকিক উভয় বিষয়েই সমীচীন জ্ঞান সহকৃত বহুদর্শিতার প্রয়োজন হয়। শুদ্ধ জ্ঞান ও বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা পাণ্ডিত্যপ্রতিপত্তি প্রাপ্ত হইলেই, সকল স্থলে সাংসারিক উন্নতি সুলভ হয় না। তজ্জন্য আনুষঙ্গিক বৈষয়িক জ্ঞান-শিক্ষার সবিশেষ আবশ্যকতা হইয়া থাকে। এরূপ অনেক কৃতবিদ্য ও কৃতজ্ঞান পণ্ডিত আছেন, যাঁহারা অন্যের অতি দুর্ব্বোধ্য দুরূহ গ্রন্থাদির অনায়াসে নানা প্রকার ব্যাখ্যা, উৎকট-কোটিক অতিকূট বাদ-বিবাদের সমীচীন মীমাংসা, অতি-বিস্তৃত-সংবাদ-সম্পন্ন বিজ্ঞানগভীর মনোহর বক্তৃতা অথবা বিপুল-বিদ্যাবত্তাময় পরলোকাদি দুরূহ বিষয়ক উপদেশ দ্বারা শ্রোতৃমাত্রের মনোহরণ করিতে পারেন। কিন্তু সামান্য বুদ্ধির প্রতিপাদ্য সামান্য বৈষয়িক সম্বন্ধে তাঁহারা বালকের ন্যায় যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন, তাহা চিন্তা করিলেও শোকের আবির্ভাব হয়। ঐরূপ পণ্ডিত-দিগকে সামান্য উদরান্নের জন্যও প্রায়ই লালায়িত দেখিতে পাওয়া যায়। বৈষয়িক জ্ঞানের তাদৃশ অভাবই ঈদৃশী দুর-বস্থার কারণ। ফলতঃ শুদ্ধ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দ্বারা সাংসারিক সুখজীবিকা লব্ধ হয় না। তজ্জন্য, সাবধান ও সমাহিত হইয়া, লৌকিক শিক্ষার আবশ্যকতা হইয়া থাকে। এ বিষয়ে মালতীর অধিবাসিগণের বিশিষ্টরূপ জ্ঞান ছিল। তজ্জন্য তাহারা উভয়বিধ জ্ঞান অভ্যাস করিত এবং তজ্জন্য তাহাদের উভয়বিধ উন্নতির কোন কালে অভাব ছিল না।

মালতী নগরের অধিপতির নাম চন্দ্রকেতু। চন্দ্রের ন্যায় সকলের প্রীতি সম্পাদন এবং কেতুর ন্যায় চিত্তোন্নতি বশতঃ লোকে তাঁহার ঐরূপ অভিধা প্রথিত হইয়াছিল। মনীষিগণ কহিয়াছেন, নরপতিগণ লোকপালবর্গের অংশ-সম্ভূত। চন্দ্রকেতুতে এবিষয়ের যাথার্থ লক্ষিত হইত। কুবেরের ন্যায় অসীম ধন সম্পত্তি, ইন্দ্রের ন্যায় সর্ব্বাধিপত্য ও যমের ন্যায় অপ্রতিহত-দণ্ডত্ব ইত্যাদিতে তাঁহার অভাব ছিল না। স্মিতপূর্ব্ব বাক্য, বিনয়পূর্ব্ব দান, ফলপূর্ব্ব আরম্ভ, পরিণামপূর্ব্ব ভাবনা. ঈশ্বরপূর্ব্ব সাধনা, পরলোকপূর্ব্ব প্রবৃত্তি, অভীষ্টপূর্ব্ব নিষ্ঠা, ধর্ম্মপূর্ব্ব কামনা, সত্যপূর্ব্ব লোকযাত্রা, ন্যায়পূর্ব্ব বিচার, ক্ষমাপূর্ব্ব ক্রোধ, অদম্ভপূর্ব্ব ধর্ম্মানুষ্ঠান, অলোভপূর্ব্ব বিষয়সেবা, আত্মীয়তাপূর্ব্ব ব্যবহার, আদরপূর্ব্ব সম্ভাষণ, মার্দ্দবপূর্ব্ব প্রভুত্ব, ধৈর্য্যপূর্ব্ব ফলাভিসন্ধান, বিবেক-পূর্ব্ব অনুষ্ঠান, অক্রোধপূর্ব্ব দণ্ডবিধান, অপক্ষপাতপূর্ব্ব বিচার-মীমাংসা, অনত্যাচারপূর্ব্ব শুল্কসংগ্রহ, পিতার ন্যায় প্রীতি ও স্নেহপূর্ব্ব প্রজাপালন, এবং গুরুর ন্যায় শিক্ষাপূর্ব্ব শাসন, ইত্যাদি তাঁহার চরিত্রের প্রধান লক্ষণ ছিল। তিনি কাহাকে তেজ দ্বারা, কাহাকে বিনয়ে, কাহাকে শিক্ষায়, কাহাকে প্রণয়ে, কাহাকে বদান্যতায়, কাহাকে সদাশয়তায়, কাহাকে মিত্রতায়, কাহাকে সৌম্যভাবে, কাহাকে সুশীলতায় এবং সকলকে অকৃত্রিম ও অকপট উদারতায় বশীভূত ও পরমাত্মীয়ভাবে বদ্ধ করিয়া, নিঃসপত্ন ও নিষ্কণ্টক রাজ্যসুখ ভোগ করিতেন। তাঁহার আন্তর বাহ্য কোনপ্রকার শত্রুর নামগন্ধ ছিল না। সুতরাং তিনি যখন তখন নির্ভয় ও নিরুদ্বিগ্ন

হইয়া, একাকী যে সে অবস্থায় প্রজাগণের কার্য্য, চেষ্টা ও সুখসমৃদ্ধি স্বচক্ষে পরিদর্শনপূর্ব্বক বিচরণ করিতেন। এই রূপে তিনি বহির্গত হইলে, কেহ তাঁহারে পরমপ্রণয়ভাজন মিত্রের ন্যায়, কেহ অকৃত্রিম-ভক্তিভাজন পিতার ন্যায়, কেহ নিষ্কপট-স্নেহভাজন ভ্রাতার ন্যায়, কেহ পরমপ্রীতি-ভাজন আত্মীয়ের ন্যায় এবং সকলেই অপার-শ্রদ্ধাভাজন সাক্ষাৎ ঈশ্বরের ন্যায়, দর্শন ও কল্পনা করিয়া, যার পর নাই আপ্যায়িত ও কৃতার্থম্মন্য বোধ করিত। তিনি কোথাও সাক্ষাৎ শান্তির ন্যায়, কোথাও মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মের ন্যায়, কোথাও বিগ্রহবতী ক্ষমার ন্যায়, এবং সর্ব্বত্র ঈশ্বরের ন্যায়, সকলের পরম অভীষ্ট ও বশীকরণ রূপে রাজকীয়গৌরবপ্রদর্শন পূর্ব্বক সমগ্র পৃথিবী স্বকীয় শান্ত, দান্ত ও পরমানুগত পরিবারের ন্যায়, অনায়াসে পালন করিতেন। কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প ইত্যাদি যে যে বিষয়ের আলোচনায় সাংসারিক উন্নতি ও সৌভাগ্যের সঞ্চার হয়, তিনি তাহার অতিশয় পক্ষপাতী ও অনুরক্ত ছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা সাধারণ বিজ্ঞানের উপর তাঁহার সাতিশয় শ্রদ্ধা, যত্ন ও অনুরাগ ছিল। এইজন্য প্রজাসাধারণ্যে তাহার সম্যক প্রচার ও প্রচলন করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য এরূপ নিয়ম ব্যবস্থাপিত করেন, যে, প্রজামাত্রকেই বিজ্ঞানের কোন না কোন শাখা অধ্যয়ন করিতে হইত। এই রূপে মালতীর সুখসম্পত্তি, বলবিক্রম, তেজ প্রতাপ, সভ্য ভব্যতা, জ্ঞান ধর্ম্ম ইত্যাদি সকল বিষয়েই উন্নতির পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল।

কিন্তু দুর্নীতি যেমন সহসা সৌভাগ্য বিনষ্ট করে, [illegible]

যেমন আত্মার স্বাধীনতা ভ্রংশ করে, পাপ যেমন পরলোক নষ্ট করে, দুর্ব্বাক্য যেমন লোকানুরাগ হরণ করে, ভান-কারিতা যেমন আত্মগৌরব ধ্বংস করে, দৌহৃদ্য যেমন বন্ধুতার নাশ করে, যাচ্ঞা যেমন অভিমান পরাহত করে, অসন্তোষ যেমন সুখ ব্যাহত করে এবং লোভ যেমন সন্তোষের হানি করে, তদ্রূপ একমাত্র আসক্তি তাদৃশ লোকোত্তর-পদগৌরব-সম্পন্ন মালতীর অধঃপাত সাধন করিয়াছিল। অনেকানেক বহুদর্শী বিচক্ষণ পণ্ডিতের মতে বিলাসিতাই বিজ্ঞানের চরম সীমা। বিজ্ঞানপ্রসূত এই বিলাসিতাতে অতিমাত্র আসক্তিবশতঃ মালতীর অধিবাসিগণ কালসহকারে স্ত্রী, দ্যূত, মৃগয়া, মদ্য এই সর্ব্বনাশকর ব্যসনচতুষ্টয়ের একান্ত পরতন্ত্র হইয়া উঠে। তজ্জন্য যে বহুবর্ষব্যাপী তুমুল আত্মবিগ্রহ উপস্থিত হয়, তাহাই নিরিন্ধন অগ্নির ন্যায়, প্রবল প্রজ্বলিত হইয়া, মালতীকে ভস্মসাৎ ও নাম-মাত্রে পর্য্যবসিত করে। পণ্ডিতগণ আসক্তিকে ব্যসন বলিয়াছেন। ব্যসনী হইলে স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা মৃত্যু বিধান করেন। সূত! তুমি বিশ্ববিখ্যাত যদুবংশের ধ্বংসকথা শ্রবণ করিয়াছ। দেখ, স্বয়ং ঈশ্বর ঐ বংশের নেতা ও অধ্যক্ষ ছিলেন। কে জানিত, পাপদোষে আসক্তি বশতঃ তাদৃশ পূজনীয় বংশেরও আপনা আপনি সহসা বিনাশ হইবে! মহাবীর রাবণ বিশ্বসংসার জয় করিয়া, স্ত্রীতে আসক্তি বশতঃ সামান্য বানরহস্তে সবংশে বিনষ্ট হইয়াছিল। আসক্তির দাস হইলে, এইরূপ অপমৃত্যুই সংঘটিত হয়! যুধিষ্ঠিরের ন্যায় ধার্ম্মিক ও নলের ন্যায় পুণ্যশ্লোক দ্বিতীয়

লক্ষিত হয় না। দ্যূতে আসক্তি বশতঃ উভয়েরই অমুলভ্য রাজলক্ষ্মী বিনষ্ট ও নিতান্ত নীচের ন্যায় দারুণ বনবাসাদি ক্লেশ সংঘটিত হয়। রাজকুল-বিভূষণ মহারাজ পাণ্ডুর বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞানের কিছুমাত্র অভাব ছিল না। তথাপি তিনি ইতর-প্রকৃতির ন্যায় মৃগয়ায় আসক্তি বশতঃ ঋষিশাপে যে রূপে অবসন্ন হন, তাহা ভাবিলেও, শোকের আবির্ভাব হইয়া থাকে!

পঞ্চদশ অধ্যায়।

নীতিরত্ন-বৈরাগ্যসূত্র।

সংসারে এইরূপ ঘৃণাশোক ও ভয়বিস্ময়বিমিশ্রিত দারুণ দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। যে শিশু জাতমাত্রেই প্রাণ ত্যাগ করে, পিতামাতা তাহার নিমিত্ত কিজন্য ব্যাকুল ও অধীর হয়? জন্মিলেই মরিতে হয়; তবে কেন মরিলে, লোকে শোক ও দুঃখ করিয়া থাকে? সম্পদ থাকিলেই, বিপদের দ্বার চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়। তবে কেন তাহার বিনাশে দুঃখ ও অর্জ্জনে উদ্যোগ নিয়োজিত হয়? যেখানে সংযোগ, সেইখানেই বিয়োগ, ইহাই প্রকৃতিসিদ্ধ নিত্য পন্থা। তবে কেন বিয়োগে বিধুরতা ও ব্যামোহ উপস্থিত হয়? সংসারে প্রবেশ করিলেই, কাল, কর্ম্ম, দৈব ও অদৃষ্টের দুর্ভর দাসত্ব বহন ও তজ্জন্য পদে পদেই বিড়ম্বনা ও বিপ্রলম্ভ সহ্য করিতে হয়। তবে কেন সেই সংসারবন্ধনে গাঢ় [illegible]

অর্থসংগ্রহ দুর্ঘট। তবে কেন লোকে অর্থের জন্য লালায়িত হয় এবং তাহা প্রাপ্ত না হইলে, আপনাকে হত-ভাগ্য মনে করে ? সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ, এই রূপ নিয়মে বিবিধ দশান্তর বা ভাবান্তর অনাহত বেগে নিয়ত ধাবমান হইতেছে। তবে কেন লোকে সুখভ্রষ্ট বা দারিদ্র্যগ্রস্ত হইলে, ব্যাকুল ও অবসন্ন হয় ? এই পৃথিবী শুদ্ধ এক জনের ভোগ করিবার জন্য হয় নাই। তবে কেন লোকে তাহা সাকল্যে আত্ম-সাৎ করিবার জন্য বিব্রত হয় ? তৃষ্ণার পার নাই, আশার অন্ত নাই এবং বিষয়ের পরিণাম নাই। যে ব্যক্তি সেই তৃষ্ণার ও আশার দাস হইয়া, তাদৃশ বিষয়ের অভিসন্ধানে ধাবমান হয়, সে পরিণামে পরিতপ্ত ও প্রতারিত হইয়া থাকে। ইহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াও, লোকে কিজন্য সেই বিষয়-বিষ-সংগ্রহে আগ্রহপর ও ঐকান্তিক-যত্নবান্ হয় ? কল্পনা কখন অনুরূপ সুখ বিতরণ করিতে পারে না এবং যাহা মনে করা যায়, তাহাও কখন অনুরূপে সিদ্ধ হয় না; বরং সময়বিশেষে তাহার বিরুদ্ধ ভাব আপতিত হয়। তবে কেন লোকে অবাস্তব কল্পনায় অস্থায়ী সুখের জন্য ইতস্ততঃ, ধাবমান হয় ? এবং তবে কেন ভাবনার অনুরূপ সিদ্ধি সমাগত না হইলে, বিষাদ ও অবসাদব্যাপ্তি উপস্থিত হইয়া থাকে ? বিপদ বিপদের ও সম্পদ সম্পদের প্রায়ই অনুগমন করে এবং হর্ষে বিষাদসংঘটনাও সংসারের সনাতন ব্যবস্থা। ইচ্ছা করিলে, এই নিয়মের লঙ্ঘন করা সাধ্য হয় না। এই সকল প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াও, লোকে কিজন্য ব্যাকুল বা

মুগ্ধ হয়? উত্থান ও পতন, বৃদ্ধি ও ক্ষয়, আরম্ভ ও অবসান ইত্যাদি নিয়মে বিশ্বসংসার অপ্রতিহত ও অনিবার্য্য রূপে বদ্ধ হইয়া, অতীত ও অনাগত বিবিধ দশান্তর ভোগ করিয়া, অনবরত পরিচালিত হইতেছে। তবে কেন পতন, ক্ষয় বা অবসান দেখিয়া, সুবিষম বিষাদবেগ আপতিত ও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে? নিরুদ্বেগ বা নির্ব্বিঘ্ন সুখ সংসারীর ভাগ্যে দুর্ঘট। তবে কেন বিচ্ছিন্ন সুখ নিরতিশয় ক্লেশ সমুদ্ভাবন করে? উদয় হইলে অস্ত হয়, আবার অস্ত হইলে উদয় হয়। ইহা দেখিয়াও লোকে কিজন্য আপনার জীবনে নিত্য উদয় অভিলাষ করে এবং সেই অভিলাষসিদ্ধি না হইলে, কিজন্য ব্যাকুল ও ব্যামোহিত হয়? যেখানে বিষয়সংগ্রহ, সেইখানেই নিত্য শঙ্কা ও নিত্য উদ্বেগের আবির্ভাব। স্বয়ং ইহা অশেষ বিশেষে পুনঃপুনঃ গাঢ়তর ভোগ করিয়াও, লোকে কিজন্য পুনরায় বিষয়সংগ্রহে লোলুপ ও আবদ্ধ হয়? যেখানে অত্যাচার, সেইখানেই দুশ্চিন্তা ও আত্ম-গ্লানির ভয়ানক তাড়না প্রাদুর্ভূত হয়। ইহা জানিয়াও, কিজন্য শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার সকলে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে? যেখানে স্নেহ, প্রীতি, মমতা, সেইখানেই অকাণ্ডে বা আকস্মিক অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া, অভাবিতপূর্ব্ব চঞ্চলতা ও অবসাদসজ্ঘটনা হয়। তবে কেন লোকে শত সহস্র রূপে স্নেহপ্রীতি ও মমতার আবিষ্কার করিতে উদ্যত হয়? মেঘ যেমন সূর্য্যের প্রভা আবরিত করে, দিবার আলোক যেমন প্রদীপের প্রতিভা সঙ্কুচিত করে, পাপ যেমন সদ্গতির

দুশ্চেষ্টা যেমন সিদ্ধির পথ তিরস্কৃত করে, অবিবেক যেমন দুর্গতির পন্থা মুক্ত করে, দুঃসাহস যেমন দুঃখের শতদ্বার বিস্তৃত করে, অসৌভাগ্য যেমন প্রতিভা হরণ করে এবং রোগ যেমন উৎসাহগুণের ও কার্য্যশক্তির লোপ করে, দাসত্ব ও পরাধীনতা তদ্রূপ প্রকৃত পৌরুষ হরণ করিয়া, আত্মাকে তেজোহীন, প্রতিভাহীন, মলিন ও সঙ্কুচিত করিয়া থাকে। তবে কেন লোকে অতিসামান্যের জন্যও তাদৃশ বিষম-গ্লানিকর, অবমানকর ও পরলোকভ্রংশকর পাপ দাসত্বের কামনা ও পরিসেবা করে ? যে ভোগ বিবিধ রোগের আধার, বহু আয়াসে ও বহুল ক্লেশে যাহা সঞ্চিত হয় এবং পদে পদে যাহার বিনাশ ও ক্ষয় হইয়া থাকে, লোকে কিজন্য তাহার উপার্জ্জনে প্রাণ পর্য্যন্ত নিয়োগ করে ? পাপ-তাপ-সহস্রময়ী হতাশা আসক্তিই এই সকলের কারণ।

মনীষিগণ কহিয়াছেন, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদই প্রকৃত আশীর্ব্বাদ। সর্ব্বশক্তি ও সর্ব্বনাশী কালেরও ভ্রূভঙ্গে ঐ আশীর্ব্বাদের ক্ষয় নাই। অমৃত ও অভয় ঐ আশীর্ব্বাদের পরিণাম এবং নিত্যসুখ ও অবিনাশী সন্তোষ উহার এক-মাত্র প্রসব। তবে কেন হতভাগ্য অন্ধ মানুষ ঐ আশীর্ব্বাদ ত্যাগ পূর্ব্বক সামান্য পার্থিব আশীর্ব্বাদের অভিলাষী হয়—যাহার পরিণাম শোক, ভয়, অসুখ ও অসন্তোষপরম্পরা বিস্তার করে। দেখ, লোকে যে খ্যাতি প্রতিপত্তি বা প্রশংসাগৌরব প্রদান করে, তাহা অপবাদের সামান্য আসঙ্গ-মাত্রেই অনায়াসে বিনষ্ট হইয়া যায়। ঈর্ষ্যা, দ্বেষ ও অভিমান, মূর্ত্তিমান্ উৎপাতের ন্যায় ও সাক্ষাৎ উপদ্রবের

ন্যায় মনুষ্য সংসার বিদ্রাবিত করিয়া, সর্ব্বগ্রাসী ভয়ানক বেশে সর্ব্বদা বিচরণ করিতেছে এবং মহত্ত্ব ও প্রভুত্ব লাভের ইচ্ছা ব্যক্তিমাত্রেরই অন্তঃকরণ সামান্য ও বিশেষ আকারে আলোড়িত করিয়া থাকে। ফলতঃ, আপন অপেক্ষা অন্যের প্রাধান্য দেখিলে, পাপ অভিমান তাহা কোন মতেই সহ্য করিতে পারে না। এইপ্রকার অসহ্যতাই ঈর্ষ্যা ও অসূয়ার প্রসব করে। তাহার বেগ ধারণ করা সহজ নহে। সংসারে যাহারা মহান্ ও উচ্চ বলিয়া পরিগণিত, অতি ইতর অপেক্ষাও তাহাদের মন অভিমান ও অসূয়ার বশীভূত। তাহারা সচরাচর বিড়ালতপস্বী বা বকধার্ম্মিকের ন্যায়, আত্মদোষ-প্রচ্ছাদন ও লোকপ্রদর্শনার্থ নানাপ্রকার কপটকূট সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। এই জন্য সহজ বুদ্ধিতে বা সামান্য দৃষ্টিতে তাহাদের প্রকৃত পরিচয়-জ্ঞান দুর্ঘট হইয়া থাকে। এইরূপে প্রভুতপ্রতিপত্তিময় উচ্চ পদাদির পরিণাম কখন নির্ব্বিঘ্ন বা নিরাপদ হইতে পারে না। তবে কেন লোকে অন্ধ হইয়া, হতজ্ঞান হইয়া, তাদৃশ ক্ষণভঙ্গুর বিপদবহুল বৃথা পদগৌরব সঞ্চয়ের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ ও পরমার্থ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করে? পরিবর্ত্তই প্রকৃতির নিয়ম। বলপূর্ব্বক, কৌশলপূর্ব্বক বা অন্য রূপে তাহার প্রতিঘাত করা সহজ নহে। যে ব্যক্তি সেই প্রতিঘাতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারই দারুণ প্রতিঘাত উপস্থিত হইয়া থাকে। মস্তকের আঘাতে পর্ব্বত প্রচালিত করা সহজ নহে। প্রত্যুত, তদ্দ্বারা মস্তকই চূর্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু

করে। যে বিধাতা আলোকের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই অন্ধকারের প্রেরণ করিয়াছেন। আলোক ও অন্ধকারই সংসারের প্রকৃতি। কুত্রাপি এই প্রকৃতির বিনাকারযোগ দেখিতে পাওয়া যায় না। যে ব্যক্তি ব্যাকুল হইয়া, নিরবচ্ছিন্ন আলোক দর্শনের অভিলাষ করে, তাহাকে অন্ধ ও অবোধ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়, এবিষয়ে কৃতজ্ঞান ও কৃতমতি পণ্ডিতগণেরও পরিহার দেখিতে পাওয়া যায় না। সামান্য লোকের কথা আর কি বলিব।

তাত! এই যে হরিণ হরিণী বিচরণ করিতেছে; ইহারা কেমন হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ, সরল, প্রফুল্ল, পরিচিত এবং আয়াস ও উদ্বেগ শূন্য, অবলোকন করুন। পাপ মনুষ্যলোকে ইহাদের দৃষ্টান্ত সুলভ নহে। বৃক্ষের সামান্য গলিত পত্র অথবা অতি সামান্য দূর্ব্বা ইহাদের আহার। তাহাতেই ইহাদের চরম তৃপ্তি সমুৎপন্ন হয়। অধিকন্তু, নিদ্রার সমাগমেই ইহারা সুখে যথাকালে নিদ্রিত হয় এবং পুনরায় যথাকালে গাত্রোত্থান করিয়া, স্বস্ব অতি ক্ষুদ্র পশুজীবনের প্রকৃতিপ্রদত্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য অতীব উচ্চজন্মা মনুষ্য অপেক্ষাও যথাযথ ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু মানুষ আজি যাহা ভক্ষণ করে, আগামী কল্য তাহাতে আর তৃপ্তি বোধ করে না। প্রতিদিন নূতন নূতন খাদ্যের অন্বেষণে ধাবমান হয় এবং একবারে রাশীকৃত ভক্ষণ করিয়া, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি ও বিবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। এই রূপ, তাহার নিদ্রাও যথাকালে ও যথা সুখে সম্পন্ন হয় না। সে আপনার

জন্য, পরিবারের জন্য নানাপ্রকার অসুলভ ও অসম্ভব সুখ-কামনায় অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া, যথা সময়ে নিদ্রা যাইবার অবসর পায় না। ইহার উপর আবার বিবিধ দুশ্চিন্তা, দুঃস্বপ্ন, অনুতাপ, পরিতাপ ও অসম্ভব মনোরথকল্পনা ইত্যাদিতে তাহার নিদ্রাবিচ্ছেদ উপস্থিত হয়। এ বিষয়ে উচ্চ, নীচ বা ধনী, দরিদ্রের প্রভেদ নাই। এই রূপে পাপিনী আসক্তি মনুষ্য সংসারে যে অনন্ত যাতনা আবিষ্কার ও অনন্ত নরক বিস্তার করিয়াছে, প্রতিদিন প্রতিস্থলে তাহার ভয়াবহ দৃষ্টান্ত লক্ষিত হইয়া থাকে। লোকে যত্ন ও আয়াস পূর্ব্বক বাহ্য আড়ম্বরপরম্পরা প্রদর্শন করিয়া, ঐ সকল যাতনা প্রচ্ছাদনের চেষ্টা করিয়া থাকে। এই জন্য সকল স্থলে সকল সময়ে তৎসমস্ত প্রত্যক্ষ করিবার যদিও সম্ভাবনা নাই, কিন্তু যাহার যে যাতনা, সে তাহা বিলক্ষণ অবগত আছে। অগ্নিগর্ভ শমীর ন্যায় তদীয় দুরপনেয় অন্তর্দ্দাহের দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণাই এবিষয়ের প্রমাণ। আশ্চর্য্যের বিষয়, হতভাগ্য পাপীয়ান্ মানব তথাপি হতাশা আসক্তির প্রলোভন বা অনুরোধ পরিহার করিতে যত্নবান্ হয় না।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়।

বিবিধবিষয়িণী তত্ত্বকথা।

প্রহ্লাদ কহিলেন, তাত! ধন জন, বিভব, ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি বিষয়মাত্রেই বিষম বিষ স্বরূপ। উহার সেবা করিলে, স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তারও মতিবিপর্য্যয় ও জ্ঞানভ্রংশ উপস্থিত হইয়া থাকে, অপরের কথা আর কি বলিব?

আপনি সর্ব্বদা এই বিষয়-বিষের কীট হইয়া আছেন; সেইজন্য আপনার মতি-গতি ভ্রষ্ট ও উৎপথে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং সেইজন্য আপনি পরমার্থ পরিহারপূর্ব্বক সর্ব্বদা স্বার্থেরই অন্বেষণ করিয়া, আত্মার দুরপনেয় অধঃপাত উপস্থিত করিয়াছেন। অতএব যাহাতে আপনার তত্ত্বজ্ঞান আবির্ভূত ও তৎসহকারে মুক্তিমার্গ আবিষ্কৃত হয়, তজ্জন্য পুনরায় উপদেশ করিতেছি, অবধান করুন।

তাত! ঐ দেখুন, জরা, রাক্ষসীর ন্যায় সমস্ত জীবলোক অভিভূত করিয়া, সাক্ষাৎ ব্যাঘ্রীর ন্যায়, মৃত্যুর সহিত গৃহে গৃহে বিচরণ ও লোকদিগকে অহরহ আক্রমণ পূর্ব্বক, ক্ষুদ্রপ্রাণ মেষের ন্যায়, কোথায় লইয়া যাইতেছে, বলিবার নহে। ঐ দেখুন, কালরাত্রি সকল পর্য্যায়ক্রমে যাতায়াত করিয়া, অলক্ষ্যে ও অজ্ঞাতসারে লোকের আয়ুক্ষয় করিতেছে। কাহার সাধ্য, তাহাদের গতিরোধ করে? আপনার ন্যায় কত শত শূর-বীর তাহার করাল কবলে, পাবকপতিত পতঙ্গবৎ, প্রাণসমর্পণপূর্ব্বক পরিহার প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে। আপনি সাবধান হউন। কোন্ দিন কোন্ মুহূর্ত্তে অভেদ্য অশনির ন্যায়, একান্ত অপরিহার্য্য দুরন্ত মৃত্যু আপনার মস্তকে পতিত হইয়া, উহা সর্ষপবৎ চূর্ণ করিবে, তাহা কে বলিতে পারে? আপনার ন্যায়, অথবা আপনার অপেক্ষাও বলবান্ শত শত রাজা, মহারাজ ও অধিরাজ এই রূপে চূর্ণমস্তক হইয়াছেন, আপনি ইহা অবগত হইয়া, বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া, সেই প্রেমময়ের প্রেমরাজ্যে বিচরণ করুন।

তাত! সেই শান্তির রাজ্যে শোক নাই, সন্তাপ নাই, রোগ নাই, ভোগ নাই, মোহ নাই, ব্যামোহ নাই। যাহারা লোকের শোণিতশোষণপূর্ব্বক আপনার ন্যায় বা ব্যাঘ্রের ন্যায়, আত্মজীবন পোষণ করে এবং স্বার্থই পরমার্থ ভাবিয়া, কায়মনে অভীষ্ট দেবের ন্যায় একমাত্র তাহারই সেবা করে, তাদৃশ নষ্টমতি ভ্রষ্টজ্ঞান পুরুষগণ কখনও সেই শান্তির রাজ্যে বিচরণ করিতে পারে না। অতএব আপনি অহংমমতাপরিহারপূর্ব্বক, অহঙ্কারাভিমান-বিসর্জ্জনপূর্ব্বক এবং আগ্রহপরিগ্রহত্যাগপূর্ব্বক সেই শান্তির রাজ্যে বিচরণ করিবার জন্য প্রস্তুত হউন।

ঐ দেখুন, রাত্রি সকল আয়ু ক্ষয় করিয়া, সর্ব্বদাই জগতে সঞ্চরণ করিতেছে এবং মৃত্যু ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। বিবিধ আধিব্যাধি নিতান্ত প্রবল ও একান্ত উদ্দাম হইয়া, তাহাদের সাহায্য করিতেছে। আপনি ইহা জানিয়া শুনিয়াও, কি রূপে অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া, বৃথা কালাতিপাত করিতেছেন? তাত! এক এক রাত্রি গমন করিতেছে, আর তৎসঙ্গে মনুষ্যের পরমায়ুর ক্ষয় হইতেছে। সুতরাং লোকের জীবন কিছুই নহে, একমাত্র মরণই সত্য। মৃত্যু উপস্থিত হইলে, ব্যাঘ্রতাড়িত ক্ষুদ্র হরিণের ন্যায়, লোকের সুখ যেন এক কালেই হরিয়া যায়! তখন সুবিপুল রাজ্য ঐশ্বর্য্য, অপার বিষয় বিভব এবং অতুলিত সহায়সম্পদ কিছুই ভাল লাগে না। তাত! কালবশে আপনারও এইরূপ ঘটিবে—অবশ্য ঘটিবে। কিছুতেই ইহার ব্যভিচার হইবে না। আপনি এই বসিয়া আছেন,

হয় ত, এই মুহূর্ত্তেই সেই সর্ব্বসংহর দুরন্ত মৃত্যু, তস্করের ন্যায় উপস্থিত হইয়া, ভাস্করের অন্ধকার-হরণের ন্যায়, আপনার প্রাণবায়ু সহসা হরণ করিতে পারে। আপনি কিছুই করিতে পারিবেন না। তাত! আপনার ন্যায়, কত শত লোকের এইপ্রকার ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে ও ঘটিবে, বলিবার নহে। অতএব আপনি সাবধান হউন।

হায়, মৃত্যুর কালাকালজ্ঞান নাই এবং বালবৃদ্ধবোধও নাই! লোকে যাহা মনে করে, তাহা সুসম্পন্ন না হইতেই, মৃত্যু তাহাকে আক্রমণ পূর্ব্বক ব্যাঘ্রীর ন্যায় লইয়া যায়। কাহারও নিষেধ, প্রতিষেধ, অনুনয়, বিনয়, ক্রোধ, অমর্ষ গ্রাহ্য করে না। আপনারও অবশ্য এইরূপ ঘটিবে। আপনি যাহা মনে করিয়াছেন, তাহা সিদ্ধ না হইতেই, মৃত্যু আপনাকে অসহায় মেষবৎ আক্রমণ ও স্বীয় সুতীক্ষ্ণ দন্তে চর্ব্বণ পূর্ব্বক উদরসাৎ করিবে। হায়, তখন আপনার কি হইবে! অতএব এই বেলা সাবধান হউন। বৃথা রোষ অমর্ষ ও হিংসা দ্বেষ পরিহার পূর্ব্বক পরমার্থপথের পথিক হউন। মৃত্যু আপনাকে আর আক্রমণ করিতে পারিবে না।

পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ ও উপদেশ করেন, মৃত্যুর গৃহ নরকে, নিবাস শোক সন্তাপে এবং মৃত্যুর আশ্রয় বিবিধ আধিব্যাধিতে। আপনি এই সকল অবগত হইয়া, মৃত্যু পরিহারে স্বতঃ পরতঃ চেষ্টা করুন। বিফল বিষয়ে আসক্ত হইলে, নরকের পর নরক, শোকের পর শোক ও সন্তাপের পর সন্তাপ সংঘটন ও তৎসহকারে আত্মার অনিবার্য্য

অধঃপতন সম্পন্ন হয়; ইহা সিদ্ধ বাক্য। আপনার যেন তাহা না ঘটে। তজ্জন্য সাবধান হইয়া, বিষয় হইতে সতত দূরে অবস্থান করুন এবং যাহা শ্রেয়স্কর, সতত তাহারই অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন। ইহাই প্রকৃতিসিদ্ধ বিশিষ্ট পন্থা।

তাত! ঐ দেখুন, রোগের পর রোগ, শোকের পর শোক, মোহের পর মোহ ও বিনাশের পর বিনাশ সংসারে অনাহত ধাবমান হইতেছে এবং রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, দুর্ব্বল সবল, সকলকেই সমভাবে আক্রমণ ও গ্রহণ করিতেছে। এ সকল কাহার ঘটনা, কাহার প্রেরণা ও কাহার রচনা? আপনি কি তাহা ভাবিয়া থাকেন? অথবা, ভাবিয়া থাকিলে, কখনই বিষয়ের পর বিষয় ও বিভবের পর বিভব সংগ্রহ ও বর্দ্ধন করিয়া, এরূপ বদ্ধ-বদ্ধ ও জড়ীভূত হইতেন না।

সংসারের দুরবস্থা দেখুন। লোকে এক শোক ভুগিতে ভুগিতে আর এক শোকে পতিত হয়; এক রোগ ভোগ করিতে করিতে আর এক রোগে আক্রান্ত হয়; এই পুত্র, এই কন্যা, এই গৃহিণী, এই আত্মীয়, এই বান্ধব, এই স্বজন, এই প্রতিবেশী, এই রূপে একের পর আর মরিতেছে এবং তজ্জন্য শোকের পর শোক সংঘটিত হইতেছে। তথাপি কাহারও চৈতন্য নাই, জ্ঞান নাই এবং উদ্বোধন বা জাগরণ নাই। আপনারও তদনুরূপ ঘটিয়াছে। আজিও আপনি ভ্রাতৃশোক বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তথাপি, আপনার চৈতন্য নাই। আপনি মনে করিতেছেন, মরিবেন না। কিন্তু তাহা ভ্রান্তিমাত্র। আপনার ন্যায় কতশত

ব্যক্তি মরিয়াছেন, মরিতেছেন ও মরিবেন, তাহা বলিবার নহে! ইন্দ্রের বজ্রেরও যখন পতন আছে, তখন আপনার ন্যায় সামান্য ব্যক্তির কথা আর কি বলিব?

ঐ দেখুন, বিধবার পর বিধবা, অনাথের পর অনাথ, নিরাশ্রয়ের পর নিরাশ্রয়, অসহায়ের পর অসহায়, দরিদ্রের পর দরিদ্র, দীনের পর দীন, আতুরের পর আতুর, অশক্তের পর অশক্ত, অকৃতির পর অকৃতি, অক্ষমের পর অক্ষম লোকের আবির্ভাব ও প্রাদুর্ভাব প্রযুক্ত পৃথিবী অতিমাত্র শোকস্থান হইয়াছে! সুখের বার্ত্তালোপ হইয়াছে, সন্তোষের কথা তিরোহিত হইয়াছে, আহ্লাদের সংবাদ অপগত হইয়াছে, আনন্দের কথা বিরহিত হইয়াছে! এ সকল ঘটনার কারণ কি? আপনি কি ইহা চিন্তা করেন? কখনই না। কেননা, চিন্তা করিলে, কখনই পরমার্থপরাঙ্মুখ হইতেন না।

গুরুদেব শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন, স্বার্থ অপেক্ষা মহাপাপ আর নাই। উহা মানুষকে অন্ধ করে, অবশ করে, অচেতন করে, অজ্ঞান করে, অধীর করে, অবসন্ন করে এবং অধঃপাতিত করে। ইহার দৃষ্টান্ত পাপসংসারে বিরল নহে! দেখুন, এই স্বার্থের জন্যই সবল দুর্বলের উপর অত্যাচার করে, প্রভু ভৃত্যকে গুরুভারে নিপীড়িত করে, রাজা প্রজাকে গুরুতর শাসন করে এবং উত্তমর্ণ (১) অধমর্ণকে (২) পীড়ন করিয়া থাকে। আবার, এই স্বার্থের জন্যই পিতা পুত্রে, পতিপত্নীতে, ভ্রাতা ভগ্নীতে, বন্ধু বন্ধুতে,

(১) মহাজন। (২) খাতক।

এবং পরস্পর স্নেহ, প্রীতি ও প্রণয়ের বিনিময় বিহিত হয়। যেখানে স্বার্থসম্বন্ধ নাই, সেখানে এই সকলের সম্পর্ক নাই এবং তজ্জন্য কোনরূপ জ্বালাযন্ত্রণাও নাই।

ঐ দেখুন, দরিদ্র গৃহী কত কষ্টে পাপ জীবন ধারণ করিতেছে! হয় ত কোন দিন অনশনে, নয় ত কোন দিন অর্দ্ধাশনে, হয় ত কোন দিন দগ্ধাশনে, নয় ত কোন দিন ভিক্ষাশনে তাহার অতিবাহিত হইয়া থাকে। তথাপি, তাহার দুর্গ্রহে দুরাগ্রহের সীমা নাই। ঐ দেখুন, অনবরত উপবাস করিয়া, ইহার দেহ কঙ্কালমাত্রে পরিণত ও যষ্টিমাত্রে নির্ভর হইয়াছে। আর উঠিবার বা চলিবার শক্তি নাই। তথাপি, ইহার জীবিতাশার শেষ নাই। ইহার কারণ কি? আপনি কি তাহা ভাবিয়া থাকেন? কখনই না। যদি ভাবিতেন, তাহা হইলে, কখনই পরমার্থ-পরাঙ্মুখ হইয়া, আত্মাকে ভ্রষ্ট, নষ্ট, বিনষ্ট বা কষ্টময় করিতেন না।

হায়, স্বার্থের কি অন্ধঙ্করণী, অবশঙ্করণী অসীম শক্তি! দেখুন, লোকে এই স্বার্থবশে বুদ্ধিদোষে আক্রান্ত হইয়া, অনায়াসেই পরমার্থ বিস্মৃত ও অধঃপতিত হইয়া থাকে। কেহ উপদেশ করিলেও, বুঝিতে পারে না এবং নিষেধ বা প্রতিষেধ করিলেও, গ্রাহ্য করিয়া, প্রতিনিবৃত্ত হয় না। আপনারও তদনুরূপ অবস্থা সংঘটিত হইয়াছে। আপনি কেবল বিষয় বুঝিয়াছেন, বিভব বুঝিয়াছেন, বিলাস বুঝিয়াছেন এবং অর্জ্জন, উপার্জ্জন ও সঞ্চয় বুঝিয়াছেন। আর, আপনা আপনি রাজা বা প্রভু হইয়াছেন, বুঝিয়াছেন।

এই রূপে যে সকলের সার নাই, পরিণাম নাই, উপকারিতা নাই, স্থিরতা নাই, স্থায়িতা নাই, আপনি কেবল তাদৃশ অনর্থকর, ভ্রংশকর, সর্ব্বনাশকর, আত্মনাশকর, পরলোক-ধ্বংসকর, অসার, অস্থায়ী, অস্থির ও অনর্থক বিষয় সকলই বুঝিয়াছেন।

তাত! যাহারা এই রূপে একমাত্র অস্থায়ী ও অসার বিষয় বুঝিয়া থাকে, তাহাদের অধঃপতন, দিবসের ন্যায় অবশ্যম্ভাবী, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ঐ দেখুন, সংসারে কতলোক বিষয় বিষয় করিয়া, অন্ধ হইয়াছে, মত্ত হইয়াছে, পতিত ও অধঃপতিত হইয়াছে ও হইতেছে। আপনি কি এ সকল ভাবিয়া থাকেন? কখনই না। কেননা, ভাবিয়া থাকিলে, কখনই বিষয় বিষয় করিয়া, আপনিও এরূপ মত্ত, প্রমত্ত ও উন্মত্ত এবং তন্নিবন্ধন অধঃপতিত ও পুত্রহত্যারূপ আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হইতেন না।

তথাহি, কোন্ ব্যক্তি পুত্রহত্যায় প্রবৃত্ত হয়? যে ব্যক্তি বিষয়ের দাস। কোন্ ব্যক্তি আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হয়? যে ব্যক্তি বিষয়ের দাস। কোন্ ব্যক্তি পরলোকহত্যায় প্রবৃত্ত হয়?-যে ব্যক্তি বিষয়ের দাস। কোন্ ব্যক্তি ইহলোক-হত্যায় প্রবৃত্ত হয়? যে ব্যক্তি বিষয়ের দাস। এই রূপে বিষয়ের দাসত্ব লোকের সর্ব্বনাশ বিধান করে, ইহা তত্ত্ববিদ্-মাত্রেরই উপদেশ। আপনিও বিষয়ের বশীভূত হইয়া, স্বহস্তে আপনার সর্ব্বনাশ করিলেন। আপনার কুলগুরু ভগবান উশনা বলিয়াছেন, পরমার্থপরিহারপূর্ব্বক স্বার্থের সন্ধান করিয়া, একমাত্র বিষয়ের সেবা করাই সাক্ষাৎ

সর্ব্বনাশ। ফলতঃ লোকের ধন, জন, বিষয়, বিভব, সমস্তই যাউক, তাহাকে সর্ব্বনাশ বলে না। স্থূলদর্শী ও স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিরাই ঐরূপ সর্ব্বস্ববিনাশকে সর্ব্বনাশ বলে; কিন্তু তত্ত্বদর্শীরা তাহাকেই পরম লাভ বলিয়া থাকেন। ইহার যুক্তি সুস্পষ্ট। অর্থাৎ, যে বিষয় মিথ্যা, তাহার আবার বিনাশ কি? তাহা ত বিনষ্ট হইয়াই আছে। ধন জন ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ই মিথ্যা ও কল্পনামাত্র, অথবা মনের ভ্রম মাত্র। সুতরাং তাহাদের আবার বিনাশ কি এবং সেই বিনাশেই বা আবার সর্ব্বনাশ কি?

সপ্তদশ অধ্যায়।

স্বার্থ, তত্ত্ব ও পরমার্থ।

ইন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! আপনি পুনরায় এই প্রহ্লাদ-চরিত্র উপলক্ষে স্বার্থ, তত্ত্ব ও পরমার্থের লক্ষণ ও স্বভাবাদি কীর্ত্তন করিয়া, আমাকে পরিতৃপ্ত করুন। দেখুন, সংসার যেরূপ বিষম স্থান, লোকে যেরূপ বিষমমতি, শাস্ত্র সকল যেরূপ বিষমবন্ধ এবং আচার্য্য সকল যেরূপ বিষমপ্রকৃতি, তাহাতে, প্রকৃত তত্ত্বের আলোচনাপূর্ব্বক পরমার্থপরি-কলন ভিন্ন মুক্তিলাভের অন্য উপায় আর কি আছে? মানুষ স্বভাবতই ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল ও অসহায় এবং মোক্ষলাভও স্বভাবতঃ অতিদুরূহ ও দুঃসাধ্য বিষয়। এরূপ অবস্থায় তত্ত্বজ্ঞানই তাহার সাক্ষাৎ মুক্তি।

বেদ কহিলেন, দেবরাজ! আপনি স্বকীয় মহিমা ও

মর্য্যাদার অনুরূপ উৎকৃষ্ট প্রশ্ন করিলেন। শিষ্য গুরুকে এইরূপই জিজ্ঞাসা করিবে এবং গুরু তাঁহাকে ঐরূপই উপদেশ করিবেন। কেননা, এইপ্রকার প্রশ্নে ঐহিক আমুষ্মিক দ্বিবিধ সিদ্ধিই প্রতিষ্ঠিত আছে। অতএব অবধান করুন; সত্যদেব প্রহ্লাদ পিতৃদেব হিরণ্যকে এ বিষয়ে যে উপদেশ করেন, তাহাই এস্থলে যথাযথ কীর্ত্তন করিয়া, আপনার কথার উত্তর করিব।

প্রহ্লাদ কহিলেন, তাত! স্বার্থত্যাগ করুন, তত্ত্ব আলোচনা করুন এবং পরমার্থ আশ্রয় করুন। যদি সিদ্ধিলাভের বাসনা থাকে এবং যদি মুক্ত হইতে অভিলাষ করেন, তাহা হইলে, সত্বর আমার বাক্যানুরূপ কার্য্য করুন। অন্যথা আপনার নিস্তার নাই এবং আপনার সহবাসী, প্রতিবেশী ও অন্তেবাসী এই সকল দৈত্য, দানব ও অসুরগণেরও নিস্তার নাই।

রাজন্! অবধান করুন, আমি আপনার জ্ঞানবৃদ্ধি ও আত্মসিদ্ধি এবং নিস্তারপদবী পরিষ্করণ জন্য অমূল্য উপদেশ রত্নমালা সম্প্রদান করিব। আপনি মহাধনী হইলেও, মহাদরিদ্র। কেননা, জ্ঞানই প্রকৃত ধন। যাহার জ্ঞানধন নাই, সেই ব্যক্তিই যথার্থ দরিদ্র ও নিস্ব। ফলতঃ, ধন থাকিলেই ধনী বলে না, জ্ঞান থাকিলেই ধনী বলে। এই জন্য আমি আপনাকে গুরুদত্ত জ্ঞানরত্ন বিতরণ করিব। আপনি উহা গ্রহণ করিয়া, প্রকৃত ধনী হউন। পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করেন, জ্ঞানরূপ ধন ভিন্ন মোক্ষরূপ মহাদ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া কোন মতেই কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। বিধাতা

একমাত্র জ্ঞানরূপ ধনের সহিত মোক্ষরূপ মহাদ্রব্যের বিনিময়বিধি ব্যবস্থিত করিয়াছেন। বিশ্বজননী প্রকৃতি এই জ্ঞানধনের বিতরণকর্ত্রী। লোকে যাহাকে ধন বলে, তাহা ত্যাগ করিয়া, কায়মনে দেবী প্রকৃতির সেবা না করিলে, এই জ্ঞানধন লাভ করা যায় না। অতএব আপনি সর্ব্বত্যাগী যোগী হইয়া, সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী হইয়া, প্রকৃতিরূপ পরম দেবতার সেবা করুন; জ্ঞানধন অধিকার করিয়া, অনায়াসেই মোক্ষমার্গে বিচরণ করিবেন, সন্দেহ নাই।

তাত! আমি এই গুরুদত্ত জ্ঞানবলে যাহা জানিয়াছি, শ্রবণ করুন। আমি জানিয়াছি, সর্ব্বথা স্বার্থ ত্যাগ করিবে এবং পরমার্থরূপ প্রশস্ত পথের পথিক হইবে। ইহাই আত্মসিদ্ধির প্রকৃত পন্থা। পুনশ্চ, আমি জানিয়াছি, লোকে যাহার বশে বা যাহার প্রভাবে, চক্ষু থাকিতেও অন্ধ হয়, কর্ণ থাকিতেও বধির হয়, হস্তপদ থাকিতেও পঙ্গু হয়, বিদ্যা থাকিতেও অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হয়, জ্ঞান থাকিতেও ভ্রষ্ট হয়, বুদ্ধি থাকিতেও নষ্ট হয়, বিচার ও বিবেচনা থাকিতেও পূর্ব্বাপরপর্য্যালোচনাপরিবর্জ্জিত হয়, এবং তেজ প্রতাপ থাকিতেও, তৃণ অপেক্ষা লঘু হয়, তাহার নাম স্বার্থ। অথবা, যাহার প্রভাবে স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ হয়, নরকের দ্বার বর্দ্ধিত হয়, অধর্ম্মের দ্বার বিস্তৃত হয়, অন্যায়ের দ্বার প্রশস্ত হয়, মিথ্যার দ্বার উদ্ঘাটিত হয়, অত্যাচারস্রোত প্রাদুর্ভূত হয়, অনাচারস্রোত সমুদ্ভূত হয়, অবিচারস্রোত আবির্ভূত হয় ও অপচারস্রোত আবিষ্কৃত হয়, তাহার নাম

স্বার্থ। অথবা, যাহা দ্বারা পরমার্থ ভ্রষ্ট হয়, পরার্থ নষ্ট হয়, অশেষ কষ্ট উপস্থিত হয়, বিবিধ বিভ্রষ্ট দশার আবির্ভাব হয়, নানাবিধ পাপ তাপ সৃষ্ট হয় এবং মন ও বুদ্ধি অপকৃষ্টভাববিশিষ্ট হয়, তাহার নাম স্বার্থ। অথবা, যাহা দ্বারা ক্রিয়ালোপ, ধর্ম্মলোপ, জ্ঞানলোপ ও বিবেকলোপ প্রভৃতি বিবিধ উৎপাত প্রাদুর্ভূত হয়, তাহার নাম স্বার্থ। অথবা, যাহার প্রভাবে ভয়, সন্দেহ, মোহ, ব্যামোহ, দুরাগ্রহ, নিগ্রহ, বিগ্রহ, কলহ, লোভ, ক্ষোভ, ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, দৈন্য, মদ, মাৎসর্য্য, অহংকার ও অভিমানাদি দোষ সকলের শতগুণ বৃদ্ধি হয়, তাহার নাম স্বার্থ।

যেখানে এই স্বার্থের প্রবলতা, তাহারই নাম নরক। পৃথিবী একমাত্র স্বার্থেরই আয়ত্ত। এইজন্য ইহা দ্বিতীয় নরক। নরকের ন্যায়, ইহাতে বিবিধ যাতনার কোনপ্রকার অভাব নাই। পার্থিব জীবমাত্রেরই হৃদয়ে কোন না কোন রূপ গ্লানি আছেই আছে। সকলে কিছু মনের কথা খুলিয়া বলে না; নিজের মন দিয়া, পরের মন বুঝিতে হয়। যাহারা তাহা না বুঝে, তাহারা ঈর্ষ্যালু। ঈর্ষ্যার স্বভাবই এই, উহা লোককে অন্ধ করে ও মূঢ় করে। এইজন্য ঈর্ষ্যাবান্ ব্যক্তি অন্যের দুঃখ দেখিতে পায় না। সে দুঃখীকেও সুখী মনে করিয়া, আপনা আপনি অধীর হইয়া থাকে। এ সমুদায়ই একমাত্র সর্ব্বনাশী স্বার্থের লীলা, সন্দেহ নাই! নিজের অবস্থা ভাবিয়া দেখুন; আমার কথা বুঝিতে পারিবেন।

কাহারই সুখৈশ্বর্য্য ও প্রভুত্ব কাহারই প্রাণে সহ্য হয়

না। এমন কি, পিতা পুত্রেও বিদ্বেষ ভাব লক্ষিত হয়। আপনিই এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত। হায়, কি অন্ধতা! যে আপনি আমাকে এরূপ স্নেহ করিতেন, যে, নিজের ক্রোড়ে রাখিয়াও, নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না, সেই আপনি সেই আমাকে এক্ষণে প্রজ্বলিত পাবকে তৃণবৎ নিক্ষেপ করিতেও, অণুমাত্র ক্লেশ বোধ করিলেন না! ধিক্ সাংসারিক প্রীতি-মমতা! ধিক্ সাংসারিক পিতা মাতা। ধিক্ সাংসারিক পুত্র কন্যা! বুঝিলাম, কিছুই কিছু নহে। একমাত্র ঈশ্বর-প্রেম ও ঈশ্বরপ্রীতিই সত্য ও সার পদার্থ। কেননা, উহাতে কৃত্রিমতা নাই। যেখানে স্নেহ প্রীতির কৃত্রিমতা, সেই-খানেই এইপ্রকার সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইয়া থাকে। স্বার্থসম্বন্ধই ঐপ্রকার কৃত্রিমতার হেতু। তত্ত্বজ্ঞান না হইলে, স্বার্থের ভয়াবহ দোষ সমস্ত বুঝিতে পারিয়া, তাহার এককালীন পরিহারে সমর্থ হওয়া যায় না। এই কারণে তত্ত্বের স্বরূপ ও লক্ষণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

যাহাতে তুমি আমি ভেদ নাই, এবং তজ্জন্য কোন-প্রকার বিপদ নাই, তাদৃশ বিশুদ্ধ জ্ঞানকেই তত্ত্বশব্দে উল্লেখ করা যায়। কেহ কেহ একমাত্র ঈশ্বরকেই তত্ত্ব বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ যথার্থ অবস্থার নাম তত্ত্ব নির্দ্দেশ করেন। অর্থাৎ যাহার প্রভাবে আত্মানাত্ম জ্ঞান সম্পন্ন ও তৎসহায়ে নির্ব্বাণশান্তিলাভ হয়, তাহারই নাম তত্ত্ব।

এই তত্ত্ব সূক্ষ্ম ও স্থূল ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে যাহা দ্বারা অখণ্ডস্বরূপ ব্রহ্মলাভ হয়, তাহার নাম সূক্ষ্ম তত্ত্ব এবং

তদিতর তত্ত্ব স্থূল তত্ত্ব বলিয়া বিনির্দ্দিষ্ট হয়। অর্থাৎ যে তত্ত্ব সহায়ে শুদ্ধ সংসারের অসারতার প্রতীতি হইয়া, পরমার্থপথ পরিষ্করণের মূলমাত্রের সূত্রপাত হয়, সেই তত্ত্বের নাম স্থূল তত্ত্ব। স্থূল তত্ত্ব সূক্ষ্ম তত্ত্বের আদিম অবস্থা। লোকে এই আদিম অবস্থায় উপস্থিত হইলেই, বুঝিতে পারা যায়, তাহার ঈশ্বরপ্রাপ্তির আর বিলম্ব নাই। তাত! ঈশ্বরপ্রাপ্তি যে সে বিষয় নহে, যে, মনে করিলেই যে সে ব্যক্তি প্রাপ্ত হইবে।

তাত! তত্ত্বের প্রধান লক্ষণ এই, উহা দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার রূপ পরম অভীষ্টপ্রাপ্তি সংঘটিত হয় এবং তৎসহকারে সকল দুঃখ দূর হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয়, সকল শোকনিবৃত্তি হয়, সকল মোহ তিরোহিত হয়, সকল অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, দৃশ্যদোষ মার্জ্জিত হয়, আমি তুমি ইত্যাদি কেহই কিছুই নহে এইপ্রকার বোধ সম্পাদিত হয়, আত্মা সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত ও প্রসন্ন হয় এবং পরম শান্তি সমুদিত ও ব্রহ্মানন্দ অনুভূত হইয়া, সকল ক্লেশ নিরাকৃত হয়। যাঁহারা তত্ত্ববিচার করেন, তাঁহারা স্পষ্টই বুঝিতে পারেন, এই দেহ অশেষ দোষের আকর এবং একমাত্র ব্যাধিরই মন্দির। সর্প যেমন জীর্ণত্বক্ ত্যাগ করে, তদ্রূপ নির্ম্মম ও নিঃশঙ্ক হইয়া, এই কলেবর ত্যাগ করা বিধেয়।

পুনশ্চ, এই দেহ মলমূত্রের আধারমাত্র এবং পূয শোণিতের আগার মাত্র। ইহাতে আবার মমতা কি ও আগ্রহ কি? একদিন অবশ্যই ইহা শৃগাল কুকুরের ভক্ষ্য হইবে; একদিন অবশ্যই ইহা কৃমি কীটে পরিণত হইবে;

একদিন অবশ্যই ইহা শ্মশানানলে দগ্ধ হইবে; একদিন অবশ্যই ইহা ধূলিভস্মে লুণ্ঠিত হইবে; একদিন অবশ্যই ইহা পিতা মাতা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গের পরিত্যক্ত হইবে; একদিন অবশ্যই ইহা মৃত্তিকাদিতে পর্য্যবসিত হইবে; একদিন অবশ্যই ইহা গৃধ্রগোমায়ুর বিবাদবিষয়ীভূত হইবে; এবং একদিন অবশ্যই ইহা এই বিচিত্র শয্যা ত্যাগ করিয়া, অনাবৃত ধরাশয্যায় শয়ান হইবে। এই রূপে এই দেহের পরিণাম কি ভয়াবহ ও শোচনীয় দেখুন! তবে আর ইহাতে যত্ন কি, শ্রদ্ধা কি, মমতা কি? তত্ত্বজ্ঞান ইহাই শিক্ষা দেয় ও উপদেশ করে।

পুনশ্চ, যুবা যাহাই ভাবুক, বৃদ্ধ যাহাই বলুক আর বালক যাহাই করুক; এই দেহ কাহারই নহে। বালকের দেহ যেমন, যুবার দেহ তেমন ও বৃদ্ধেরও দেহ তেমন লয় পাইবে; কাহারই থাকিবে না। বালকই যুবা হয়, যুবাই বৃদ্ধ হয় এবং বৃদ্ধ হইলেই, মৃত্যু হইয়া থাকে। আবার, অনেক বালক যুবা না হইতেই, মরিয়া যায় এবং যুবাও বৃদ্ধ না হইতেই, পরলোক প্রাপ্ত হয়। এই রূপে কেহই থাকে না; সকলেই মৃত্যুর কবলসাৎ হয়। সুতরাং এই দেহ তোমার বা আমার বা আপনার, কাহারই নহে।

হায় কি নির্বুদ্ধিতা! হায় কি অন্ধতা! যুবা যুবতির সঙ্গ পাইলে, মনে করে, যেন সে অমর হইল। আর তাহাকে যেন মরিতে হইবে না। সে যেন স্বর্গের দেবতা হইল। কিন্তু এ সমস্তই ভ্রান্তির লীলা ও কল্পনার খেলা মাত্র। মৃত্যু বালকের যেমন ও বৃদ্ধের যেমন, যুবারও তেমন

অনুবর্ত্তী। কোন্ দিন অসহায় বৃকের ন্যায়, গ্রহণ করিবে, কে বলিতে পারে। ইহা স্থির নিশ্চয়, সে অবশ্যই গ্রহণ করিবে। কোন মতেই ক্ষমা করিবে না ও পরিহার দিবে না। অতএব যুবক! তুমি সাবধান হও। বৃথা স্ত্রীর অনুসারী হইয়া, স্বহস্তে মৃত্যুর পথ পরিষ্কার করিও না। ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া, অতীব সংক্ষিপ্ত জীবনকে অনর্থক আরও ক্ষীণ করিও না। অসার প্রণয়ের পরবশ হইয়া, আপনা আপনি কালের দ্বার বিস্তৃত করিও না। অতীব ঘৃণ্য ও জঘন্য কামের আয়ত্ত হইয়া, পরলোকের দ্বার রুদ্ধ করিও না। ইহাই তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ ও শিক্ষা। অর্থাৎ, তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে, লোকে আপনা হইতেই জানিতে পারে, যে, ধন জনাদি বিষয় সকল অধঃপতনের দ্বার ও সর্ব্বনাশের হেতু। তাত! আপনি কেবল বুদ্ধিদোষে তাহা জানিলেন না। আপনি ত্রিভুবনের রাজা, কোটি কোটি জীবের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা এবং আপনার বিচারগুণে লোকের ধন, প্রাণ ও সুখসাচ্ছন্দ নির্ভর করে। কি আশ্চর্য্য! তথাপি আপনার জ্ঞান নাই! আপনি নিতান্ত অজ্ঞের ন্যায়, মূঢ়ের ন্যায় ও একান্ত অনভিজ্ঞের ন্যায় বিষয়ের মোহকরী, প্রমাদকরী, অবসাদকরী ও সর্ব্বনাশকরী শক্তি বুঝিতে পারেন না। হায়, লোকেরও কি বিড়ম্বনা ও লাঞ্ছনা দেখুন। তাহারা আপনার ন্যায়, ঐরূপ অনভিজ্ঞ রাজার বশ হইয়া, কালযাপন করিতেছে! ধিক্ তাহাদের জীবনে!

রাজন্! পুনরায় অবধারণ ও অবধান করুন; তত্ত্ব

জ্ঞানের মাহাত্ম্য ও শিক্ষা কীর্ত্তন করিতেছি। জীবের যৌবনকাল অতি বিষম কাল। এই সময়ে রিপু সকলের উদ্দাম গতি আবির্ভূত হইয়া, লোকের হৃদয়কে বায়ুবিক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায়, একান্ত উদ্বেল করে, পবন পরিতাড়িত মেঘমালার ন্যায়, নিতান্ত ছিন্নভিন্ন করে এবং অতীবভীষণ সংকুল সংগ্রামের ন্যায়, অতিমাত্র ভয় ও শঙ্কায় আচ্ছন্ন করে। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান সহায় হইলে, এ সকলের কিছুই হয় না। প্রত্যুত, একমাত্র শান্তির উদয়ে, পূর্ণচন্দ্রবিরাজিত বিচিত্র আকাশের ন্যায়, তাহার নিরতিশয় শোভার ও অতিমাত্র সুখাবহতার আবিষ্কার হয়। তখন সে জানিতে পারে, যে, যাহাকে বহিশ্চর প্রাণ বা দ্বিতীয় আত্মা ভাবিয়া, প্রাণাধিক যত্ন করা যায়, সেই স্ত্রী সাক্ষাৎ রাক্ষসী, সাক্ষাৎ নরকবিস্তৃতি এবং সাক্ষাৎ পতন স্বরূপ। তাহার সহবাসে বাস করা আর নরকে অবস্থিতি করা, একই কথা। যাহারা যুবতী স্ত্রীকে স্বর্গ ভাবে; যাহারা তাহার পীনোন্নত পয়োধরকে রাজা মদনের জয়ঢক্কা মনে করে; যাহারা তাহার মুখমণ্ডলকে পৌর্ণমাসী চন্দ্রমণ্ডল জ্ঞান করে; যাহারা তাহার সুশীতল হৃদয়কে প্রণয়ের বিচিত্র বিহারবেদী মনে করে; যাহারা তাহার নয়নযুগলকে কামসরোবরের লীলাসরোজ বোধ করে; যাহারা তাহার সুকোমল কপালপালীকে সৌভাগ্যের ও সুখের অধিষ্ঠান জ্ঞান করে; যাহারা তাহার মৃদু মধুর হাস্যকে অমৃতবৃষ্টি মনে করে; যাহারা তাহার সবিলাস কটাক্ষদৃষ্টিকেই বিধাতার মাধুর্য্যসৃষ্টির প্রথম অবতার বোধ করে, এবং যাহারা তাহার

সুকোমল দেহযষ্টিকে রাজা মদনের ভুবনবিজয় বিচিত্র রথ মনে করে, তাহারা সকলেই অন্ধ, মত্ত, পশু এবং উন্মাদ-গ্রস্ত, সন্দেহ নাই। স্ত্রীশরীরে কি আছে? মাংস আছে, মেদ আছে, মজ্জা আছে, পূয আছে, শ্লেষ্মা আছে, বিষ্ঠা আছে, মূত্র আছে, ক্লেদ আছে এবং ভেদ আছে। ফলতঃ, যাহাদের কিছুই সার নাই, তাদৃশ পদার্থ সকলই আছে। তদ্ভিন্ন, আর কিছুই নাই। সুতরাং, তাহার আবার প্রশংসা কি? যৌবনে কুক্কুরীও সুন্দরী হয়, স্ত্রীর কথা কি বলিব? এ সকল কেবল দৃষ্টির ভ্রম ও চক্ষুর মারকতা। তত্ত্বজ্ঞান ইহাই শিক্ষা দেয়।

অতএব স্বার্থত্যাগ করিয়া, তত্ত্বপথের পথিক হও এবং তৎপ্রভাবে, কিছুই কিছু নহে, ভাবিয়া, একমাত্র মুক্তির উপায়চেষ্টায় প্রবৃত্ত হও। এই অগণিত হয় হস্তী, এই অসংখ্যাত দাস দাসী, এই অতুলিত বিষয়বিস্তার, এই অপরিমিত প্রভাব পৌরুষ, এই অপারিত শক্তি সামর্থ্য, এই লোকাতীত ধন সমৃদ্ধি, এই পরম-স্নেহ-লালিত প্রাণ-সম পুত্র কন্যা, এই নিরতি-প্রীতি-সমন্বিত বন্ধুবান্ধব, এই বহু-যত্ন সঞ্চিত কোষ ভাণ্ডার, এই বহ্বায়াস-বিনির্ম্মিত বিচিত্র গৃহ প্রাসাদ, এই বহু-কাল-সঞ্চিত খ্যাতি প্রতিপত্তি, এই বহু-চেষ্টা-সমুপার্জ্জিত লোকানুরাগ, এই বহু-সাধনা-সমাহিত বিবিধ লৌকিক সুখ-সমৃদ্ধি, এই বহু ক্লেশে ও বহু আয়াসে পরিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত বহুমত অভিমত দেহ, এই সংসার-সার-সর্ব্বস্ব-ভূত পরমপ্রণয়িনী প্রিয়তমা ভার্য্যা, এই সুস্নিগ্ধ ও সুবিশ্বস্ত আত্মীয় স্বজন অথবা এই তুমি আমি

লইয়া সমস্ত সংসার, কোথায় যাইবে! হায়, সেই ভয়ঙ্কর দিনে আলোকের পর ঘন গভীর ঘোর অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হইয়া, তোমাকে, আমাকে, আপনাকে, ফলতঃ সকলকে কোথায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে; ভাবিলেও, কান্দিলেও, সাধিলেও, এবং যাচিলেও, কোন মতেই দেখিতে পাইবে না! তখন এই সুবিশাল দিগ্‌দিগন্ত, এই সুবিস্তৃত আকাশ পৃথিবী, এই সুপরিদৃশ্যমান গ্রহ তারা, অথবা এই সুন্দরতর দৃশ্যজাল, কোন্ দেশে, কোন্ বেশে ও কোন্ ভাবে অদৃশ্য হইবে! অতএব সেই ভয়ঙ্কর দিনের চিন্তা কর এবং চিন্তা করিয়া, যাহা কর্ত্তব্য ও শ্রেয়ঃকল্প, অদ্যই তাহার অনুষ্ঠান কর। কে বলিল বা কে বলিবে, যে, তুমি কল্যও বাঁচিয়া থাকিবে?

তাত! আপনিও, যাহা শ্রেয়স্কর, অদ্যই তাহার অনুষ্ঠান করিয়া লউন। আগামী কল্যর কথা দূরে থাক, আপনি পরমুহূর্ত্তেও বাঁচিবেন কি না, সন্দেহ। আপনি এই বসিয়া আছেন, এখনই হয় ত আপনার মৃত্যু হইতে পারে। অতএব দুষ্প্রবৃত্তি ও দুর্বৃত্তি পরিহার পূর্ব্বক পরমার্থপথের পথিক হইয়া, আত্মার উদ্ধারের চেষ্টা করুন। যখন জন্মিয়াছেন, তখন মৃত্যু হইয়াছে, স্থির নিশ্চয় করিয়া, সত্যের পথে, শান্তির পথে ও ধর্ম্মের পথে বিচরণ করুন। যতক্ষণ বাঁচিয়া আছেন, ততক্ষণ তাহার সার্থক্য করিয়া লউন। মৃত্যুসময়ে যেন এইরূপ অনুতাপ করিতে না হয়, হায়, আমি জীবন বৃথা নষ্ট করিয়াছি! হায়, আমি এমন অনেক কার্য্য করিয়াছি, যাহাতে ক্ষীণ ও অসার জীবন আরও

ক্ষীণ ও অসার হইয়াছে! হায়, আমার কি হইল! হায়, আমি যে সকল কার্য্য করিয়াছি, তাহাতে আমার নিশ্চয়ই নরকের পর নরক লাভ হইবে, সন্দেহ নাই!

তাত! যাহারা জীবনে পাপ করে, তাহাদিগকে মরণে এইরূপ ও অন্যরূপ অনুতাপ করিতে হয়। অনুতাপ সাক্ষাৎ নরকযন্ত্রণা। উহা দ্বারা আত্মা, দাবদগ্ধ হরিণের ন্যায়, দহ্যমান হইয়া থাকে। আপনার যেন সেই রূপ না ঘটে! আপনি জীবনে অনেক পাপ করিয়াছেন। অতঃপর সাবধান হউন এবং পুনরায় বলিতেছি, যাহা শ্রেয়স্কর, অদ্যই তাহার অনুষ্ঠান করুন। যেহেতু, জীবনের স্থিরতা নাই। সুতরাং, কালপ্রতীক্ষা করিয়া, সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করা উচিত নহে। মৃত্যু, হরিণের অনুগামী ব্যাঘ্রের ন্যায়, সর্ব্বদাই পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে। ধরিতে পারিলে, কোন মতেই ছাড়িবে না। তখন কার্য্য অনুষ্ঠিত হউক বা না হউক, সে তাহার প্রতীক্ষা না করিয়া, তোমাকে অবশ্যই আকর্ষণ করিবে। ইন্দ্র, চন্দ্র, কুবের ও বরুণাদি আসিলেও, রক্ষা করিতে পারিবেন না। সুতরাং, যাহা পরদিনে করিতে হইবে, আজিই তাহা করিয়া লউন। কল্য করিব বলিয়া রাখিয়া দিবেন না। যাহা রাখিয়া দিবেন, তাহা আর হয় ত সম্পন্ন করিতে পারিবেন না।

পক্ষান্তরে, মৃত্যু যখন নিশ্চয় ও অনির্দ্ধারিত, তখন পরাহ্নের কার্য্য পূর্ব্বাহ্নেই সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে কালপ্রতীক্ষা করা উচিত নহে। কেননা, মৃত্যু কখনও তোমার প্রতীক্ষা করিবে না। তুমি সেই মৃত্যুরই অধীন, জীবনের নহ।

অতএব কি ভাবিয়া ও কি আশয়ে বসিয়া আছ এবং বিফল বিষয়ামোদে বিফল কাল যাপন করিতেছ? ইহাই তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ।

পিতঃ! তত্ত্বজ্ঞান ইহাও শিক্ষা দেয় যে, সর্ব্বদাই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। ধর্ম্মই একমাত্র সহায়। যাহারা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা উভয় লোকেই সুখে থাকে। মানুষ নিতান্ত মোহাচ্ছন্ন। তজ্জন্যই কার্য্যাকার্য্যবিচারপরিশূন্য হইয়া, একমাত্র স্ত্রীপুত্রাদির পরিপালনে যত্নসম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য! ঐরূপ পালন করিতে করিতেই, মৃত্যু তাহাকে কোথায় লইয়া যায়! আর তাহার কাহারই সহিত দেখা হয় না! আর সে প্রিয়তম পুত্র কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া, কোন কালেই শীতল বা সুখী হইতে পারে না! আর সে পরমপ্রণয়িনী প্রাণসমা ভার্য্যাকে আলিঙ্গন করিয়া, আত্মার তৃপ্তি সাধন করিতে পারে না! আর সে সাক্ষাৎ-দেবতা-স্বরূপ-অকৃত্রিম ভক্তিভাজন পিতা মাতাকেও সেরূপ ভক্তি ও পূজাদি করিয়া, সন্তুষ্ট ও হৃষ্ট হইতে পারে না! এই রূপ, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতিরাও আর ইহলোকে তাহাকে দর্শন, স্পর্শন বা আলিঙ্গনাদি করিয়া, সুখী হইতে পারে না! তাত! পাপ মনুষ্যের পাপ পরিণামে এই রূপই শোচনীয় দশা সংঘটিত হইয়া থাকে! তথাপি কাহারই চৈতন্য নাই! ধিক্ মনুষ্য! ধিক্ সংসার! ধিক্ জন্ম! ধিক্ বিধাতা!

অষ্টাদশ অধ্যায়।

মৃত্যু।

প্রহ্লাদ কহিলেন, তাত! অনবরত পাপপথে বিচরণ, পাপ সঙ্গে নিবসন ও পাপ সকলের অনুশীলন করিয়া, লোকের মতি গতি যেরূপ বিকৃত ও বিচ্ছিন্ন এবং তজ্জন্য তাঁহার আত্মভাব যেরূপ প্রচ্ছন্ন বা অবসন্ন হয়, আপনার তাহার কিছুমাত্র অবশেষ নাই। অতএব এখনও নিবৃত্ত হউন এবং যাবৎ জীবিত সৎপথে বিচরণ ও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। বলিতে কি, পাপ হইতেই মৃত্যুর সৃষ্টি হইয়াছে। মৃত্যু ঈশ্বরের কল্পনা নহে। কেননা, যে হস্ত অমৃতের সৃষ্টি করিয়াছে, সে হস্ত কখনও মৃত্যুর সৃষ্টি করিতে পারে না। এই যুক্তিতেই পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করেন, যে, পাপ হইতেই মৃত্যুর সৃষ্টি হইয়াছে। দেখুন, স্বর্গে মৃত্যু নাই। কেননা, সেখানে পাপ নাই। পৃথিবী পাপে পরিপূর্ণ। সেই জন্য, সেখানেই মৃত্যুর বাস। মর্ত্ত্যলোকে স্ত্রী, মদ্য, মদ, মাৎসর্য্য, অহঙ্কার, অভিমান, ঈর্ষ্যা, ক্রোধ, কাম, লোভ, মোহ ও সন্দেহ, প্রধানতঃ এই কতিপয় পদার্থে মৃত্যুর সাক্ষাৎ অংশ বা অধিষ্ঠান লক্ষিত হয়। কেহ কেহ বলেন, এই সকলের সমবায়েই মৃত্যুর সৃষ্টি হইয়াছে। মৃত্যু স্বয়ং কাহাকেও গ্রহণ করে না। সময় উপস্থিত বা কাল পূর্ণ হইলেই, লোকে আপনা আপনি তাহার উদরসাৎ হইয়া থাকে। এ বিষয়ে বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য ইত্যাদি কোন-রূপ অবস্থাবিচার বা ধনী, দরিদ্র, গৃহস্থ ইত্যাদি কোনরূপ ব্যক্তিবিচারও নাই। পাপের ভার পূর্ণ হইলেই, মৃত্যুর

অধিকার বিস্তৃত হইয়া থাকে। সুতরাং, যে ব্যক্তি পাপ করে, তাহাকে অবশ্যই মৃত্যুর আয়ত্ত হইতে হয়। তোমার, আমার ও আপনার ন্যায়, কত শত দুর্ব্বল সবল, প্রবল অপ্রবল, বিদ্বান্ মূর্খ, পুরুষ কাপুরুষ এই মৃত্যুর কবলসাৎ হইয়াছে ও হইতেছে, বলিবার নহে! প্রতিদিন প্রতিক্ষণে ও প্রতিমুহূর্ত্তেই চক্ষুর সমক্ষে এইপ্রকার ঘটিতেছে। সুতরাং ইহা অনুমান বা গল্পকথা নহে এবং কল্পনা বা সুবুদ্ধির রচনাও নহে।

আপনার কত হয় হস্তী মরিয়া গিয়াছে ও মরিতেছে, কত যান বাহন ক্ষয় পাইয়াছে ও পাইতেছে, কত ধন জন বিনষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে, কত সহায় সাধন নিধন পাইয়াছে ও পাইতেছে, ভাবিয়া দেখুন, মৃত্যুর স্বভাব বুঝিতে পারিবেন। হায়, কি কষ্ট! হায়, কি দুঃখ! হায়, কি আশ্চর্য্য! হায়, কি অন্ধতা! মৃত্যু যখন এই রূপে সকল সংসারকে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে, তখন কি ভাবিয়া ও কি সাহসে লোকে সুস্থ ও নিশ্চিন্ত হইয়া, অবস্থিতি করে এবং আপনিই বা কি প্রকারে নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন! জীব জন্মিবামাত্র মৃত্যু অগ্রে তাহারে ক্রোড়ে করে; পশ্চাৎ জননী অঙ্কে ধারণ করিয়া থাকেন। আমি, তুমি ও আপনি, সকলেরই এই দশা।

জরা মৃত্যুর ভগিনী। পাপের ঔরসে অবিদ্যার গর্ব্ভে ইহাদের জন্ম হইয়াছে। ভ্রাতা অপেক্ষা ভগিনীর তেজ ও শক্তি অধিক বলিয়া বোধ হয়। কেননা, ভগিনী আক্রমণ করিয়া, জর্জ্জরিত ও শক্তিহীন না করিলে, ভ্রাতা কখনও

আক্রমণ করিয়া, বিনাশ করিতে পারে না। তাত! এই ভ্রাতা ও ভগিনী উভয়ে সমস্ত সংসার আক্রমণ ও অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে। দেখুন, চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ্, বস্তু-মাত্রেরই জরা আছে ও মৃত্যু আছে। লোকে জরায় আক্রান্ত হইলেই, বৃদ্ধ বলিয়া অভিহিত হয় এবং বৃদ্ধ হইলেই, মৃত্যু নিশ্চয়, বলিয়া বুঝিয়া লইতে হয়, তাহার সন্দেহ নাই।

স্ত্রী, সুরা, হিংসা, ঈর্ষ্যা, ইত্যাদিতে জরার অংশ আছে। কেননা, এই সকল পদার্থ অতিরিক্ত সেবা করিলে, শরীর জর্জ্জরিত হইয়া থাকে। ধীমান্ পুরুষ এই কারণে ঐ সকলের সেবা করেন না। নিতান্ত অপারগ হইলে, যাবৎ প্রয়োজন স্ত্রীসেবা করিতে পারে। কিন্তু সুরা প্রভৃতির পরিহার এক বারেই কর্ত্তব্য। সুরা মানুষকে অকাল-জরায় পাতিত করে এবং সুরাসেবীর অকাল-মৃত্যুও কাদাচিৎক নহে। আপনি এই সকল বিবেচনা করিয়া, সৎপথ অবলম্বন পূর্ব্বক মৃত্যুপরিহারের চেষ্টা করুন।

সত্য বটে, অদ্য বা শত বৎসর পরেও মৃত্যু অবশ্য হইবে; সত্য বটে, গৃহে, কুটীরে, প্রাসাদে, জলে, অনলে, গহনে, গহ্বরে, প্রান্তরে, পারাবারপারে অথবা তৎসদৃশ অন্যবিধ স্থলে অবস্থিতি করিলেও, মৃত্যু অবশ্যই আক্রমণ করিবে; সত্য বটে, শিশু পুত্রের পালনে, বৃদ্ধ পিতা মাতার লালনে, অসহায় পরিবারের পোষণে অথবা দরিদ্রাদির ভরণে, কিম্বা শত্রুদমনে, রাজ্যশাসনে, রণে বা তৎসদৃশ অন্যবিধ অনুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিলেও, মৃত্যু কোন মতেই

পরিহার করিবে না; সত্য বটে, অনাথ, অসহায়, অক্ষম, অশক্ত, আতুর, অন্ধ, পঙ্গু, বিকল, বিধুর, শোকার্ত্ত ইত্যাদি নিতান্ত করুণ বা কৃপণ অবস্থায় অবস্থিত হইলেও, মৃত্যু আক্রমণ করিতে কোন ক্রমেই পরাঙ্মুখ হইবে না; সত্য বটে, মৃত্যু এই রূপে অবশ্যম্ভাবী, অপরিহার্য্য, অপ্রতিবিধেয়, অপ্রতিকার্য্য ও অনভিভাব্য; কিন্তু মৃত্যুনিবারণের অমোঘ ও অব্যর্থ উপায় ও ঔষধও আছে। সেই ঔষধ ও উপায় ব্যক্তিমাত্রেরই হস্তগত ও সাধ্যগত। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, যে, মৃত্যু ঈশ্বরের সৃষ্টি নহে। একমাত্র পাপই ইহার জন্মদাতা। সুতরাং, পাপপরিহার করিলেই, মৃত্যু-পরিহার হইয়া থাকে, সন্দেহ কি? ঋষিগণ ইহার দৃষ্টান্ত এবং অমরগণ ইহার প্রমাণ। ফলতঃ, সৎপথে থাকিয়া, একমাত্র পরমার্থপরিচর্য্যাই মৃত্যু-রোগ-নিবারণের অব্যর্থ মহৌষধ।

গুরুদেব শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন, মানুষ মরিবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। সে নিজের দোষেই মরিয়া থাকে। অজর ও অমর ঈশ্বর হইতে কখনও জরা মরণ আসিতে পারে না। গুরুদেব আরও বলেন, যতদিন পাপ করিবে, ততদিন অবশ্যই মরিবে। পাপ করিয়া, জপ, যজ্ঞ ও তপোদানাদির অনুষ্ঠান করিলে, কখনই তাহার ক্ষয় ও তজ্জন্য স্বর্গলাভ হয় না। তাত! মৃত্যুগীতা নামে যে এক উৎকৃষ্ট উপাখ্যান প্রাচীনপরম্পরায় প্রচলিত আছে, এস্থলে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আপনার বোধবৃদ্ধির জন্য বলিতেছি, অবধান করিতে আজ্ঞা হউক।

পূর্ব্বে চোল রাজ্যে ধারা নামে এক নগরী ছিল। যেরূপ কার্য্যের মধ্যে সৎকার্য্য, চিন্তার মধ্যে ঈশ্বরচিন্তা এবং সেবার মধ্যে সাধুর সেবা শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ অন্যান্য নগরীর মধ্যে ধারানগরীর প্রাধান্য লক্ষিত হইত। স্রোতস্বতী চম্পা সাধুগণের মতির ন্যায়, ধীরপদে তথায় প্রবাহিত হইয়া ভূরি ফল প্রসব করিত। ঐ চম্পাই তথাকার একমাত্র জলাশয়। সুতরাং উহাই ঋষিগণের ভাগীরথী, কৃষিগণের ক্ষেত্রকুল্যা (১) পশুগণের নিপান (২) গৃহিগণের পুষ্করিণী, কামিনীগণের লীলাসরিৎ, পথিকজনের আপান (২) কূপ—এবং বণিকগণের পোতাশ্রয় (৩) স্বরূপ পরিগণিত হইত। এই রূপে যাহা দ্বারা সকলের মহোপকার সম্পন্ন হয়, সাধারণ্যে তাহার আদর ও অবেক্ষার সীমা নাই। ইহার নিদর্শন স্বরূপ নগরবাসী ব্যক্তিমাত্রেই চম্পার অতিশয় গৌরব ও সম্মান করিত। ভাবিত, যে দেশে চম্পা নাই, সে দেশের অধিবাসীগণ কি হতভাগ্য ও বিড়ম্বিত! মহারাজ আপনার গৌরব ও বহুমানের চিহ্নস্বরূপ চম্পার তীরদেশ বিশুদ্ধ শ্বেত প্রস্তরে বদ্ধ করিয়া, বিবিধ কুসুমবৃক্ষ, ছায়াবৃক্ষ ও ফলবৃক্ষে সুশোভিত এবং মধ্যে মধ্যে সুরম্য তীর্থগৃহে (৪) অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। দূর হইতে উহার শোভা কি মনোহর! দর্শনমাত্র পথিকগণ, বিহঙ্গমগণ ও গোপ্রভৃতি পশুগণ একান্ত মোহিত হইয়া, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন না থাকিলেও, বলপূর্ব্বক আহূতের

(১) ক্ষেত্রে জল দিবার খাল। (২) পান করিবার জলাশয়।
(৩) জাহাজাদি রাখিবার আড্ডা। (৪) চাঁদনী।

ন্যায়, তৎক্ষণাৎ তথায় আগমন এবং কেহবা পবিত্র কুসুম-গন্ধের আঘ্রাণ, কেহবা সুশীতল ছায়ায় উপবেশন, কেহবা সুস্বাদ ফলভক্ষণ, কেহবা মনোহর তীর্থগৃহে বিচরণ, কেহবা তরঙ্গশীকরসংপৃক্ত (১) শীতল বায়ু সেবন, কেহবা বিচিত্র বীচিলীলা সন্দর্শন, কেহবা কাচস্বচ্ছ স্নিগ্ধ নির্ম্মল সুরম্য সলিলে বারংবার অবগাহন, এবং কেহবা তত্তৎ মনোহরতর দিব্য প্রদেশে বিহার করিয়া, নিরতিশয় আপ্যায়িত বোধ করিত। সৎপথনিষেবিত সাধুর যেরূপ স্বভাব, চরিত্র, হৃদয় প্রভৃতি সমুদায়ই প্রশস্ত, সরিদ্বরা চম্পারও সেইরূপ প্রবাহ, তরঙ্গ ও গতি প্রভৃতি অতীব মনোহর। সর্ব্বাপেক্ষা উহার উপকূল ভাগ অতিশয় প্রীতিময়। উহা স্বর্গের ন্যায় পরম অভীষ্ট, নিজ গৃহের ন্যায় সর্ব্বকাল-সেবনীয়, তপোবনের ন্যায় শান্তিময়, সাধু-হৃদয়ের ন্যায় নিরুপদ্রব, সরলতার ন্যায় নিঃশঙ্ক, উদারতার ন্যায় সর্ব্বলোকসুখাবহ, শিষ্টাচারের ন্যায় অভীপ্সিত, বিনয়-গুণের ন্যায় আপনা-আপনি অলঙ্কৃত, পথ্যসেবার ন্যায় স্বাস্থ্যময়, সাধুসেবার ন্যায় নিত্য-সন্তোষ-সহকৃত, এবং দৈবানুগ্রহের ন্যায় অপূর্ব্ব সুখের সমুৎপাদক। যেরূপ বিনয়গুণে অন্যান্য সদ্গুণের মিলন হইলে, হৃদয়ের অপূর্ব্ব শ্রী সমাগত হয়, যেরূপ উদারতা ও বৈরাগ্য একত্র হইলে, আত্মার অভিনব রাগ প্রাদুর্ভূত হয়, যেরূপ তপস্তেজে শান্তির সংযোগ হইলে, অভূতপূর্ব্ব দিব্য শোভা সমুদ্ভূত হয়, অথবা যেমন স্নেহবৃত্তিতে অনাসক্তির যোগ হইলে, যৌবনের অপূর্ব্ব মাধুরী সমুদ্ভাবিত

হয়; তদ্রূপ চন্দ্রের উদয়ে ঐ তীরভূমির অপূর্ব্ব সুষমা (১) আবির্ভূত হইত। ঈশ্বরচিন্তার সর্ব্বকালীন আবির্ভাব বশতঃ যাহার হৃদয়ে শান্তির বিচিত্র লীলা প্রতিনিয়ত লীলায়িত (২) হয়, সে যেমন তাপত্রয়ের বার্ত্তামাত্র কখন অবগত নহে; তদ্রূপ প্রচণ্ড গ্রীষ্মসময়ে সেই তীরদেশে বিচরণ করিলে, সন্তাপের লেশমাত্র সমাগত হইত না। যেরূপ হিংসাদ্বেষ-পরিহারপূর্ব্বক আত্মশুদ্ধি বিধান করিলে, সুখের কখন অভাব হয় না, তদ্রূপ যখন তখন সেই তীরদেশে বিচরণ করিলেও, মনে অভিনব প্রীতির উদ্রেক হইত। আহা, পৌর্ণমাসী নিশীথিনীর সুখময় সমাগমে পূর্ণ কৌমুদীর দিব্য বিচিত্র বিমল প্রতিভায় সর্ব্বাবয়বে পরিপূর্ণ হইয়া, সরিদ্বরা চম্পা যখন মৃদুমন্দ-তরঙ্গলীলা-বিস্তার-পূর্ব্বক ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয়, তখন তাহার শোভা কি মনোহর! তৎকালে বিষয়ীগণের হৃদয়ে ইহাই প্রতীতি হইত, যেন কোন স্বভাব-সুন্দরী ললনার বিচিত্র যৌবনশ্রী স্বামী-সমাগমে সমধিক উল্লসিত হইয়া, লোকলোচনের বিপুল প্রীতিসম্পাদনপূর্ব্বক সাক্ষাৎ হাস্য করিতেছে। আবার, পরমার্থরসিক পুরুষগণ ইহাই চিন্তা করিতেন, ঈশ্বরের জ্যোতির্ম্ময়ী ছায়া যেন প্রবাহের আকারে পৃথিবীহৃদয়ে পতিত হইয়া, ধাবমান হইতেছে। তত্রত্য বায়ুর অতিশয় মার্দ্দব (৩) সত্ত্বেও, সেবন করিলে, অবসাদ উপস্থিত হইত না। কোকিলগণ মত্ত হইয়া বৃক্ষ

---

(১) শোভা। (২) বিরাজমান। (৩) মৃদুতা।

হইতে বৃক্ষান্তরে উপবেশনপূর্ব্বক তথায় নিত্য মধুর স্বরে গান করিত; ভ্রমরগণ মত্ত হইয়া, পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে মধু আহরণ পূর্ব্বক নিত্য বিচরণ করিত; সারসগণ মত্ত হইয়া, কূল হইতে কূলান্তরে উড্ডয়নপূর্ব্বক নিত্য বিহার করিত; এবং কলহংস প্রভৃতি অন্যান্য জলবিহঙ্গমগণ মত্ত হইয়া, প্রবাহ হইতে প্রবাহান্তরে সন্তরণপূর্ব্বক মৃদু মন্দ তরঙ্গভরে যেন নৃত্য করিত। তদ্দর্শনে মুক্ত, মুমুক্ষু ও বিষয়ী সকলেরই সমান প্রীতি প্রাদুর্ভূত হইত। ফলতঃ, চম্পা লোকনদী হইলেও, দেবনদীর ন্যায়, সর্ব্বদাই আনন্দময়ী, প্রীতিময়ী, উল্লাসময়ী ও পুলকময়ী।

ধারানগরীর অধিপতির নাম বর্ম্মসিংহ। প্রজারক্ষায় সুনিপুণ বলিয়া, লোকে আদরপূর্ব্বক তাঁহারে এই আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। তাঁহার শরীর-সৌন্দর্য্যের যদিও প্রচুর অভাব ছিল; কিন্তু যে সকল গুণ থাকিলে, বিনা সৌন্দর্য্যেও সৌন্দর্য্যের আবির্ভাব হয়, বিধাতা তাঁহাতে তাহার কিছুমাত্র অবশেষ করেন নাই। স্ত্রীলোকেরা এবং স্ত্রীজাতির ন্যায় স্থূলদর্শী পুরুষেরাই বাহ্যশোভার গৌরব করে। কেননা, বাহ্যশোভা তৃণের ন্যায় ও বিকশিত কুসুমের ন্যায়, কালবশে শুষ্ক ও সৌরভশূন্য হয়। কিন্তু আন্তরিক শোভা, এই উপলস্তূপের ন্যায়, কোন কালেই জীর্ণ হয় না। মনীষিগণ কহিয়াছেন, গুণহীন সৌন্দর্য্য, গন্ধহীন পুষ্পের ন্যায় ও কৃমিকুলসঙ্কুল অমৃতের ন্যায়, একান্ত ঘৃণাবহ। চন্দ্রের কলঙ্ক আছে; মৃণালে কণ্টক আছে, এবং তপস্বীরও জরা আছে; কিন্তু কাহার দৃষ্টি অগ্রে তাহাতে

পতিত হয়? আকরোত্থিত অসংস্কৃত (১) মণি ও ভস্মাচ্ছাদিত নির্ব্বাণ বহ্নি কাহার না সম্ভ্রম সমুৎপাদন করে? বিধাতা এই রূপে সংকেতে সৌন্দর্য্য অপেক্ষা গুণের মাহাত্ম্য প্রদর্শন করেন। স্ত্রী যদি সতী না হয়, তাহার রূপলাবণ্যবিচিত্রতাও, অতিবিকসিত পুরীষগন্ধি (২) কুসুমের ন্যায়, অতিমাত্র হেয় হইয়া থাকে। সেইরূপ, পুরুষ গুণহীন হইলে, নষ্ট চন্দ্রের ন্যায়, তাহার সমুদায় গৌরব বিনষ্ট হয়। সর্প মণিভূষিত হইলেও, কাহার ভয় সমুৎপাদন না করে? যাহাতে গুণ নাই, ঘুণনিষ্কুশিত বংশের ন্যায়, তাহাতে গৌরবের সম্পর্ক নাই। শালি সামান্য তৃণ হইলেও, গর্ব্ভাধানসময়ে পরম প্রীতি আহরণ (৩) করে। অতএব গুণই গৌরব; সৌন্দর্য্যাদি গৌরব নহে। বিধাতা বর্ম্মসিংহের শরীরে তাদৃশ অভিমত গুণরাশির সমাবেশ করিয়াছিলেন। পিতার ন্যায় পালন, গুরুর ন্যায় শাসন, জননীর ন্যায় ক্রোড়ীকরণ, আত্মীয়ের ন্যায় পরিদর্শন এবং বন্ধুর ন্যায় প্রীতিবিতরণ ইত্যাদি রাজগুণ বলিয়া পরিগণিত হয়। তাঁহাতে তাহার অভাব ছিল না। সূর্য্যে তেজ আছে, অমৃত নাই; আবার চন্দ্রে অমৃত আছে, তেজ নাই। এইজন্য সূর্য্য ও চন্দ্র সকলেরই সমান অভীপ্সিত নহে। কিন্তু তেজঃ ও শান্তির যুগপৎ আধার বশতঃ রাজা ব্যক্তিমাত্রেরই সমান প্রীতি আকর্ষণ করিতেন। পূর্ণিমায় চন্দ্রের বৃদ্ধি হয়, মধ্যাহ্নে সূর্য্যের বৃদ্ধি হয় এবং পর্ব্বসময়ে সমুদ্রের বৃদ্ধি হয়।

---

(১) অমার্জ্জিত। (২) বিষ্ঠার গন্ধযুক্ত।
(৩) সমুৎপাদন।

এই রূপে বিধাতা সংসারে যে সাময়িক বৃদ্ধির নিয়ম করিয়াছেন, বর্ম্মসিংহ তাহার অন্যথা করিয়াছিলেন অর্থাৎ বর্ম্মসিংহ নিত্যবৃদ্ধি ভোগ করিতেন। আবার, চন্দ্র সূর্য্যাদির তত্তৎ বৃদ্ধিতে অনেক সময়ে অনেকের অপকার হইয়া থাকে ; কিন্তু বর্ম্মসিংহের বৃদ্ধিতে নিরবচ্ছিন্ন মঙ্গল-পরম্পরা প্রাদুর্ভূত হইত। অধিকন্তু, সূর্য্যাদির বৃদ্ধি যেরূপ তাহাদের ভাবী ক্ষয়ের কারণ অর্থাৎ চন্দ্র ষোলকলায় পূর্ণ হইলে, যেরূপ তাহার কলাক্ষয় অবশ্যম্ভাবী, বর্ম্মসিংহের সেরূপ কখন লক্ষিত হয় নাই। তিনি যাবজ্জীবন পূর্ণ সমৃদ্ধির অধিপতি ছিলেন। প্রায় লোকের স্বভাবই এই, লোক জানাইয়া কার্য্য করে, সেই কার্য্যের প্রতিদান (১) আকাঙ্ক্ষা করে এবং কার্য্য সম্পন্ন হইলে, আপনিই তাহা সর্ব্বসমক্ষে ব্যক্ত করিয়া থাকে ; কিন্তু বর্ম্মসিংহের স্বভাব অন্যরূপ। লোকে প্রতিদান করুক বা না করুক ; তিনি তাহার প্রত্যাশামাত্রপরিহারপূর্ব্বক বায়ুর ন্যায় নিঃশব্দে সকলের উপকার করিতেন এবং উপকার করিয়া, কখন তাহা নিজ মুখে ব্যক্ত বা গৌরব করিতেন না। কুসুমের সৌরভ আছে, কুসুম স্বয়ং তাহা প্রকাশ করে না, বায়ু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহা বহন পূর্ব্বক সর্ব্বলোকে ঘোষণা করে। সেই রূপ, সৎকার্য্যের প্রতিভা, প্রজ্বলিত বহ্নিশিখার ন্যায়, কদাচ প্রচ্ছন্ন থাকে না। আপনা হইতেই সর্ব্বত্র প্রচারিত হয় ; ইহা তাঁহার বিলক্ষণ প্রতীত ছিল। তিনি ভাবিতেন, ঈশ্বর যাহাকে যে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করিয়া-

(১) প্রতিশোধ।

ছেন, তাহা তাঁহার রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সূর্য্যচন্দ্রাদি বৃহৎ মহৎ পদার্থ সকল ইহার দৃষ্টান্ত। ইহারা যে লোকোত্তর (১) তেজঃ ও শান্তি প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে, কোন কালেই তাহার বিপরীত পথে প্রবৃত্ত হয় না। পৃথিবী আপনার উৎপাদিকা শক্তিও কখন গোপন করে না। তিনি এইপ্রকার পরিকলন (২) পূর্ব্বক, আপনার স্বভাবদত্ত গুণোন্নতি রক্ষা ও প্রচার করিতে সর্ব্বদাই তৎপর হইতেন। ইহাও তাঁহার সংস্কার ছিল, ব্যবহার না করিলে, মার্জ্জনাবিরহে সুবর্ণাদি কান্ত (২) পদার্থের মলিনিমা আপতিত হয়। গুণ প্রভৃতি, ঐরূপ কান্ত পদার্থের অন্তর্নিবিষ্ট। অতএব, প্রয়োগ না করিলে, তাহাদেরও প্রতিভার হানি হইতে পারে। এই ভাবিয়া তিনি সর্ব্বথা সাবধান হইয়া, স্বকীয় গুণপরম্পরার যথাযথ প্রয়োগ করিতেন। তাহাতে পূর্ণবৃদ্ধ চন্দ্র, সূর্য্য ও পর্ব্বতাদির ন্যায় তদীয় তেজঃ, শান্তি ও উন্নতি প্রভৃতির কোন কালেই অভাব হইত না। তিনি দেখিতেন, পৃথিবী ভূরি পরিমাণে শস্যাদি প্রসব করে এবং মেঘ অজস্র সলিল বর্ষণ করিয়া থাকে। তাহাতে তাহাদের নিজের ইষ্টাপত্তি কি? তাহারা শুদ্ধ লোকের উপকারার্থ ঐরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। অতএব বিধাতা আমারেও কখন নিজের ভোগের জন্য ঈদৃশ বিপুল রাজলক্ষ্মী প্রদান করেন নাই। দেখ, সংসারে একজনের সুখসচ্ছন্দে জীবনযাত্রানির্ব্বাহের জন্য যাহা

(১) লোকাতীত। (২) পর্য্যালোচনা।
(৩) স্বভাবতঃ জ্যোতির্ম্ময় ও প্রীতিময়।

প্রয়োজন, তাহার পরিমাণ অল্প। চাতক বিন্দুমাত্র বারি-পানেই ক্ষুধানিবৃত্তি ও পরম তৃপ্তি বোধ করে; সাগর-সদৃশ সলিলরাশিতে তাহার লক্ষ্য কি? সেই রূপ, আমার ন্যায় লোকের মুষ্টিমাত্র অন্নপানই পর্য্যাপ্ত; অথচ মেদিনীর সমগ্র সমৃদ্ধিতে সঞ্চয়লালসার প্রতিসন্ধান (১) কি? আরও দেখ, মেঘ যে যাবৎ বৎসর স্বীয় গর্ভে সলিল সঞ্চয় করে, তাহা সেই বৎসরান্তে বিতরণ করিবার জন্য। অধি-কন্তু, বিতরণ করিলে, কখন আত্মার বৃদ্ধি ভিন্ন ক্ষয় হয় না। মেঘ অজস্র বিতরণ করিয়া, পুনরায় বর্ষাসময়ে যখন সমুদিত হয়, তখন তাহার শোভা সমৃদ্ধি ও পূর্ণভাব সকলেরই প্রীতি সমুৎপাদন করে। অধিকন্তু, যাহারা অনবরত দান করিয়া রিক্ত (২) হয়, তাহাদের সেই রিক্ততাও শোভার কারণ হইয়া থাকে। শরৎকালীন শূন্যগর্ভ সুদৃশ্য মেঘ ইহার নিদর্শন। মহারাজ বর্ম্মসিংহ সমাহিত হৃদয়ে এই সকল চিন্তা করিয়া, অনবরত দান ও সঞ্চয় করিতেন।

হৃদয়ে গুণের আবির্ভাব হইলে, যেরূপ তাহার রাগ বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ গুণময় বস্তুর সহবাসেও প্রতিভা (৩) সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। সূর্য্য অতীব গুণশালী পদার্থ; তাহার সংসর্গমাত্রেই সমস্ত সংসার আলোকিত হইয়া উঠে। ইহা দেখিয়া রাজা আপনার সঞ্চিত গুণ সকলের যেরূপ রক্ষা ও বর্দ্ধন করিতেন, তদ্রূপ গুণবান্ ব্যক্তির সহবাসে সর্ব্বদা বাস করিতে অভিলাষী হইতেন এবং কাহারে

(১) প্রয়োগ। কোন বিষয়ে চালনা করা।
(২) শূন্য। (৩) অনন্যসুলভ শোভা।

গুণবান্ অবলোকন করিলে, যত্নপূর্ব্বক আপনার সান্নিধ্যে আনয়ন করিয়া, যথা বিধানে পালন করিতেন। তাহাতে তাঁহার রাজ্যে গুণবান্ লোকের অভাব ছিল না। যৌবন, ধনসম্পত্তি ও প্রভুত্ব এই তিনের একত্র সমবায় (১), ত্রিস্রোতঃ সঙ্গমের ন্যায়, অতিশয় ভয়াবহ। কিন্তু, বর্ম্ম-সিংহে এই ভাবত্রয়, গুরু-শুক্র-চন্দ্র-যোগের ন্যায়, অমৃত-মাত্র প্রসব করিত। তাঁহার যৌবন অনাসক্ত হইয়া, বিষয়সেবা ও সমাহিত হইয়া গুণসংগ্রহের জন্য, ধনসম্পত্তি পাত্রে বিতরণজন্য এবং প্রভুত্ব লোকের রক্ষাজন্য কল্পিত হইয়াছিল। তিনি কখন অন্ধ হইয়া, অসৎপথে তাহাদের প্রেরণা করিতেন না। সিংহ ব্যাঘ্রাদি পশুগণই স্বীয় প্রাণতৃপ্তির জন্য অন্যদীয় প্রাণ হরণ করে। যাহারা মনুষ্য হইয়া, তদ্রূপ আচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহারাও পশু। ইহা তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। এই জন্য সকল বিষয়েই আত্মাকে একান্ত সংযত করিয়াছিলেন। তিনি ধনবান্ ছিলেন, আবার দরিদ্র (২) ছিলেন; বিষয়ী ছিলেন, আবার বিরাগী (৩) ছিলেন; গৃহস্থ ছিলেন, আবার উদাসীন ছিলেন; সংসারী ছিলেন, আবার তপস্বী ছিলেন; ইন্দ্রিয়শক্তিসম্পন্ন ছিলেন, আবার নিরিন্দ্রিয় (৪) ছিলেন, যবীয়ান্ ছিলেন, আবার বৃদ্ধ ছিলেন; এবং অগ্নি (৫) ছিলেন,

---

(১) সংমিলন। (২) অর্থাৎ ধনমদে মত্ত না হইয়া, যেন কিছুই নাই, এইরূপ ব্যবহার করিতেন। (৩) অর্থাৎ বিষয়ে আসক্ত ছিলেন না। (৪) অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দাস ছিলেন না। (৫) অর্থাৎ তাঁহার তেজ ছিল, আবার বিনয়ও ছিল।

আবার জলও ছিলেন। একাধারে এরূপ বিরুদ্ধ গুণের সমবায় কুত্রাপি সম্ভব হয় না।

মনীষিগণ কহিয়াছেন, যাহার গুণ আছে, তাহার বাহ্য আড়ম্বরে প্রয়োজন নাই। মালতীপুষ্প অতি ক্ষুদ্র হইলেও, তাহার সৌরভে ভুবন আমোদিত হয়। মহারাজ বর্ম্মসিংহ এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ নিদর্শন। তাঁহার যান, বাহন, সেনা, পরিচ্ছদ ও সিংহাসন প্রভৃতির কিছুমাত্র গৌরব ও আড়ম্বর ছিল না। বলিতে কি, এক জন করদ উপরাজ অপেক্ষাও তিনি এ বিষয়ে হীন ছিলেন। তথাপি, কেমন একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন! লোকোত্তর গুণপরম্পরাই তাঁহার ঐরূপ একাধিপত্যের হেতুভূত। সচরাচর নরপতিগণ লোকমাত্রের শরীরের প্রভু হয়েন, মনের প্রভু হইতে পারেন না। কিন্তু তিনি সকলের দেহ মন উভয়েরই প্রভুত্ব করিতেন। এই প্রভুত্ব বলপূর্ব্বক, ভয়পূর্ব্বক বা দৈবপূর্ব্বক নহে। লোকে যে কারণে সাক্ষাৎ ঈশ্বরে দেহ-মন অর্পণ করে, তিনি সেই কারণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিলক্ষণ প্রতীতি ছিল, মনুষ্য ঈশ্বরের প্রতিমায় (১) বিনির্ম্মিত হইয়াছে। অতএব সে আত্মানুবিদ্ধ (২) ঐশী গুণ-সমৃদ্ধির সাধন করিলেই, দেহ মনের প্রভু হইবে, আশ্চর্য্য কি?

সত্য ও সমদর্শিতা সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা বশীকরণ। সকল কালে সকল ব্যক্তিই ইহার অভ্যাস করিতে পারে। তিনি এই সনাতন সিদ্ধান্তের অনুসারী হইয়া, তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। এইজন্য শত্রু-

মিত্র সকল পক্ষই তাঁহার সমান আদর করিত। তাঁহার অহঙ্কার ও অভিমানের লেশ ছিল না। এইজন্য ভ্রম-ক্রমেও আপনাকে রাজ্যেশ্বর প্রভু বলিয়া মনে করিতেন না; প্রত্যুত, ইহাই চিন্তা করিতেন, ঈশ্বর আমাকে পৃথিবীর দাসত্বে নিয়োগ করিয়াছেন। অতএব আমি যে পরিমাণে পৃথিবীর কার্য্য করিব, সেই পরিমাণে তাহার ও আনুষঙ্গিক ঈশ্বরের প্রীতি ও আশীর্ব্বাদ ভাজন হইব। তাঁহার আকার অতিশয় উন্নত ও মহীয়ান্ এবং ঐন্দ্রজালিক-শক্তি-সম্পন্ন, দেখিলেই যুগপৎ ভয়, সম্ভ্রম, ভক্তি ও বিস্ময় সমুদ্ভূত হইত। তাঁহার বদনমণ্ডল নির্ম্মুক্ত (১) ও সর্ব্বকালপ্রিয়দর্শন, লোচনযুগল প্রশস্ত, উজ্জ্বল ও উদারতাময়। দৃষ্টি সরলতা, শান্তি ও বিস্রম্ভের (২) আধার। ললাটফলক শুভ্র, উন্নত ও বিচিত্র-দৃশ্য; দেখিলেই বোধ হইত, বিধাতা উহাতে যেন স্পষ্টাক্ষরে আসমুদ্র পৃথিবীর আধিপত্য, অক্ষয় যশ ও দিগ্‌ব্যাপিনী কীর্ত্তিপরম্পরা লিখিয়া রাখিয়াছেন। তথাহি, ঘনতর শ্যাম বর্ণ অবলোকন করিলে, যেরূপ মেঘের পূর্ণ-গর্ভতা অনুমিত হয়, যেরূপ গ্রীষ্মের আতিশয্যে বৃষ্টির আসন্নতরতা বুঝিতে পারা যায়, যেরূপ মুখশ্রী ম্লান দেখিলেই আন্তরিক তাপের অনুমান হয়, অথবা যেরূপ আকার প্রকারে ক্রূরতা ও তিগ্মতা দর্শন করিলে, দুরাত্মার পরিচয় হইয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহার কার্য্যে ও ব্যবহারে

(১) অর্থাৎ মেঘাবরণমুক্ত চন্দ্রাদির ন্যায়, অপূর্ব্ব শোভাদিযুক্ত এবং যেখানে যেরূপ গঠন হওয়া উচিত তদ্‌ভাববিশিষ্ট।

(২) বিশ্বাসের।

সর্ব্বলোকোত্তর উদারতা ও বিনয়াদি গুণপরম্পরা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইত।

তিনি প্রজালোকের রীতি চরিত্র ও অবস্থাদি পরিদর্শন জন্য যখন তখন একাকী ছদ্মবেশে বিচরণ করিতেন। কাহারে অসৎপথে প্রবৃত্ত অথবা দুরবস্থায় পতিত দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহার সমুচিত প্রতিকার করিতেন। গুরু যে-রূপে শিষ্যের এবং পিতা যেরূপে দুর্বৃত্ত পুত্রের শাসন ও চরিত্র শোধন করেন, তিনিও সেই রূপে দুরাচারগণের দমন ও শোধন করিতেন। তাঁহার দণ্ডের এরূপ আশ্চর্য্য প্রভাব যে, তদ্দারা অপরাধীগণের মনে ঈদৃশ লজ্জা ও আত্মজুগুপ্সা উপস্থিত হইত যে, তাহারা পুনরায় পাপ পথে প্রবৃত্ত হইত না। সূর্য্যের উদয়ে যেরূপ সমুদায় প্রকা-শিত হয়, তদ্রূপ তাঁহার সান্নিধ্যমাত্রেই সত্য মিথ্যা সমুদায় প্রকাশ হইয়া পড়িত। কোন ব্যক্তিই তাহা গোপন করিতে সক্ষম হইত না। এইজন্য তদীয় রাজ্য অপরাধের এক বারেই নাস্তি ভাব প্রাপ্ত হয়। তাঁহার নিজের দৃষ্টান্তও এ বিষয়ের অন্যতর কারণ। তিনি লোকের শিক্ষার্থে অতি-মাত্র শত্রুকেও অতিমাত্র ক্ষমা করিতেন; ক্রোধের শতশঃ কারণ সত্ত্বেও তাহা সংবরণ করিতেন; যাহাতে শরীর মনের কিয়দংশেও শান্তিসঞ্চয় না হয়, এরূপ ক্রীড়া কৌতুক পরিহার করিতেন; আত্মার কিঞ্চিন্মাত্র উন্নতি না বুঝিলে, অন্য রূপে ভূরিশঃ লাভময় কার্য্যও বিসর্জ্জন করিতেন; মিথ্যার প্রসঙ্গমাত্র বিষবৎ দর্শন ও বর্জ্জন করিতেন; সত্যের লেশমাত্রও যত্নাতিশয়সহকারে সংগ্রহ

করিতেন এবং অতুল বিভব ও ক্ষমতা সত্ত্বেও কোনপ্রকার বিলাসের দিঙ্মাত্রেও পদার্পণ করিতেন না। যাহাতে বাল্যকাল হইতেই প্রজালোকের হৃদয়ক্ষেত্রে ইত্যাদি সদ্‌বিষয়ের অঙ্কুর প্ররোহিত (১) ও উত্তর কালে ফলে পরিণত হয়, তজ্জন্য স্বতঃ পরতঃ চেষ্টা করিতেন। তাঁহার এই চেষ্টাও সর্ব্বাংশে ফলবতী হইয়াছিল। বাক্‌-শক্তির পরিস্ফোটনমাত্রেই পিতামাতারা তদীয় আদেশ ও উপদেশ অনুসারে যতদূর সাধ্য স্ব স্ব সন্তানদিগকে বিবিধ সদ্‌বিষয়ের মৌখিক শিক্ষা প্রদান করিত। তাহাতে তদীয় রাজ্যে কেহই প্রায় মূর্খ ছিল না। এইরূপ প্রথিতি আছে, তদীয় অধিকারে দ্যূত ভিন্ন অন্যত্র প্রতারণা, প্রহেলিকা (২) ভিন্ন অন্যত্র মিথ্যা কথা, মহোৎসব ভিন্ন অন্যত্র মত্ততা, কৌতুক ভিন্ন অন্যত্র কূটভাষণ, কলি (৩) ভিন্ন অন্যত্র কলহ, রতি ভিন্ন অন্যত্র কাকূক্তি, অভিমান ভিন্ন অন্যত্র চাটুবাদ, প্রণয় ভিন্ন অন্যত্র ঈর্ষ্যা, যৌবন ভিন্ন অন্যত্র মদরাগ, বাল্য ভিন্ন অন্যত্র চপলতা, বার্দ্ধক্য ভিন্ন অন্যত্র নিস্তেজস্কতা, ব্যায়াম ভিন্ন অন্যত্র কেশাকেশি, উল্লম্ফন ভিন্ন অন্যত্র অধঃপতন, কেশ ভিন্ন অন্যত্র বন্ধন, বিদ্যা ভিন্ন অন্যত্র ব্যসন (৪) গ্রীষ্ম ভিন্ন অন্যত্র পরিতাপ, এবং গুণ ভিন্ন অন্যত্র উচ্ছ্বাস (৫) লক্ষিত হইত না। নিষ্ফল উদ্যোগ, অনর্থক অধ্যবসায়, দুরুদর্ক (৬) সিদ্ধি, দুঃসাধ্য মনোরথ, অসম্ভব কল্পনা, অতিশক্তি (৭) সাধনা, এবং গুণহীন গৌরব এ সকলের ছন্দাংশেও কেহ পদার্পণ করিত না।

---

(১) উত্থিত (২) হেঁয়ালি। (৩) বাল্যক্রীড়া। (৪) আসক্তি। (৫) অতিবাড়। (৬) যাহার পরিণাম ভাল নহে। (৭) শক্তির অতীত।

তাত"! সংসারে অখণ্ড সুখ কাহারই ভাগ্যে সম্ভব নহে। বিধাতা, চন্দ্রে কলঙ্ক, সমুদ্রে লবণতা, মৃণালে কণ্টক, পণ্ডিতে নির্ধনত্ব ও কেশজালে পক্কতা ইত্যাদি প্রদান করিয়া, সংকেতে উহাই প্রকাশ করিয়াছেন। কোন মতেই এই নিয়মের ব্যভিচার হয় না। যেখানে ধন-সমৃদ্ধি ও বিভব-বিস্তার, সেইখানেই যেন ইহার আধিক্য। মহারাজ বর্ম্মসিংহ ইহার দৃষ্টান্ত। তিনি ধনে, মানে, কুলে, শীলে সর্ব্বাংশেই উত্তম। কিন্তু তাঁহার পুত্র নাই, তজ্জন্য তাঁহার অসুখের সীমা নাই। শত শত গ্রহ তারাদি জ্যোতিঃ পদার্থ সত্ত্বেও একমাত্র সূর্য্যের অনুদয়ে যেমন সকলই অন্ধকার হয়, অথবা সত্য ও ধর্ম্মাদি শত শত সদ্‌গুণ সত্ত্বেও একমাত্র বিনয় বা শিষ্টতার অভাবে যেমন সমস্ত গৌরব বিনষ্ট হয়, অথবা শত শত উপায় বা সাধন সত্ত্বেও একমাত্র বিধি-প্রতিকূলতায় সকলই বিফল হইয়া থাকে, অথবা যেমন শত শত রত্ন সত্ত্বেও একমাত্র চক্ষুরত্ন ব্যতিরেকে সমস্তই পণ্ড হইয়া যায়, তদ্রূপ রাজার শত দিকে শত সুখ বিদ্যমান থাকিলেও, একমাত্র পুত্রমুখদর্শনসুখ না হওয়াতে, তাঁহার সকলই অসার ও অনর্থক হইয়াছিল।

মনুষ্য-সংসারের বিড়ম্বনা দেখুন। যাহাতেই অসুখ, তাহাতেই তাহাদের বিপুল সুখ বোধ হয় এবং যাহা অহিত ও অপকারী, তাহাই তাহাদের হিত বা উপকারী প্রতীত হইয়া থাকে। ধন, স্ত্রী ও পুত্রাদি অসার ও অনর্থক বিষয় সমস্ত এবিষয়ের প্রমাণ। পণ্ডিতেরা বলেন, ধনের অর্জ্জনে, রক্ষণে, সঞ্চয়ে ও ব্যয়ে, ফলতঃ সর্ব্বাংশে ও

সকল অবস্থাতেই দুঃখ। এই রূপ, পুত্রের গর্ভধারণে দুঃখ, প্রসবে দুঃখ, লালনে বা পালনে দুঃখ, বর্দ্ধনে দুঃখ, এবং মরণে দুঃখ। এই রূপে, পুত্রের কিছুতেই সুখ নাই। সুতরাং, ধন ও পুত্র অপেক্ষা লোকের সহজ শত্রু ও সাক্ষাৎ অসুখ কেহই নাই। আশ্চর্য্য, তথাপি মানুষের চৈতন্য নাই! সে ধন ও পুত্রাদিতেই অধিক আসক্ত হইয়া থাকে এবং বিলম্বে বা শীঘ্র নিজ কর্ম্মফল ভোগ করে। তথাপি, তাহাতে নিবৃত্ত হয় না।

তাত! ইহারই নাম তামসী সংস্থিতি। মনুষ্যমাত্রেই অবিদ্যাবশে, মায়াবশে, মোহবশে ও সংসর্গদোষে অল্প বা অধিক পরিমাণে এইপ্রকার তামসী গতির বশীভূত। এবিষয়ে কাহারই পরিহার নাই। সুতরাং, মহারাজ বর্ম্মসিংহ পুত্রের জন্য সর্ব্বদাই বিষণ্ণ, অবসন্ন ও সংশয়াপন্নবৎ কালযাপন করেন, এবং তজ্জন্য যে যাহা বলে, তাহাই করিয়া থাকেন। কালসহকারে অতিকষ্টে শেষ বয়সে তাঁহার একমাত্র পুত্ররত্ন উৎপন্ন হইল। তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি এতদিন যেন মৃত ছিলেন। অধুনা জীবিতের ন্যায়, বোধ করিয়া, প্রাণাধিক প্রীতি সহকারে পুত্রের প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। পুত্রের কল্যাণ জন্য তিনি প্রতিনিয়ত দান, ধ্যান, জপ, যজ্ঞ ও উপাসনাদি করেন এবং তদীয় আয়ুর বৃদ্ধির জন্য আরও কত কি করিয়া থাকেন।

কিন্তু সর্ব্বসংহর কাল তাহা শুনিবে কেন? এবং সর্ব্বগ্রাসিনী অপরিহার্য্য নিয়তিই বা তাহা মানিবে কেন?

তুমি ধনী হও, মানী হও, গুণী হও, আর নাই হও, মৃত্যু সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া, আপনার কার্য্য অবশ্যই করিবে। তোমার ধন, মান, গুণ প্রভৃতি কিছুই মানিবে বা গণিবে না। তোমার পুত্র থাকে, স্ত্রী থাকে, তোমারই আছে। মৃত্যুর তাহাতে কি? বলিতে কি, লোকের স্ত্রী, পুত্র ও প্রাণাদি হরণ করিবার জন্যই এই মৃত্যুর সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব সময় পাইলে ও অবসর বুঝিলে, সে এই সকল গ্রহণ ও উদরসাৎ করিতে নিবৃত্ত হইবে কেন? যাহার যে কার্য্য, সে তাহা অবশ্যই করিবে ও করিয়াও থাকে। ইহাই সৃষ্টির নিয়ম। মৃত্যু এই নিয়মের বাধ্য হইয়া, সংসারে চিরদিন ভ্রমণ করিতেছে। কাহার সাধ্য, ইহার গতি-রোধ করে ও কার্য্যে বাধা প্রদান করে? এপর্য্যন্ত কত নগর, কত রাজ্য, কত দেশ, কত দ্বীপ, কত বীর, কত শূর, কত স্ত্রী, কত বালক, কত অনাথ, কত সনাথ, এই রূপে মৃত্যুর উদরসাৎ হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তাহা বলিবার নহে। পুনশ্চ, মৃত্যু অমৃতকেও যেমন, বিষকেও তেমন, এবং জলকে যেমন, অগ্নিকেও তেমন, এবং প্রস্তরকে যেমন, কর্দ্দমকেও তেমন, এবং হস্তীকে যেমন, পিপীলিকাকেও তেমন অনায়াসে গ্রাস করিয়া থাকে। ইহার শিশু বলিয়া দয়া নাই, বৃদ্ধ বলিয়া সম্ভ্রম নাই, বীর বলিয়া ভয় নাই এবং অনাথ, অসহায় ও দুর্ব্বল বলিয়াও মমতা নাই।

পুনশ্চ, মৃত্যু অনাথা জননীর অনাথ ক্রোড় হইতে অনাথ শিশুকে যেমন বলপূর্ব্বক হরণ করে, শত শত শূর বীরের মধ্য হইতে তেমন [illegible]

অনায়াসে ও নির্ভয়ে হরণ করিয়া থাকে। আবার, পতিব্রতার আলিঙ্গনরূপ অতিকোমল পাশ, মৃণালতন্তুর ন্যায়, ছিন্ন করিতে মৃত্যুর যেমন কোন ক্লেশ ও মমতাই হয় না; তদ্রূপ বরুণের দুর্ভেদ্য পাশ ছিন্ন করিতেও ইহার কোনরূপ আয়াস বা সম্ভ্রম হয় না। এই মৃত্যু অতীব-মৃদুল শিরীষপুষ্পকে যেমন, অতীবকঠিন বজ্রকেও তেমন, বিনা ক্লেশে ছিন্ন ভিন্ন ও বিশীর্ণ করিয়া থাকে। ফলতঃ, সংসারে এমন কিছুই নাই, যাহা মৃত্যুর বশীভূত বা আয়ত্ত নহে। বিনাশ, নাশ, সর্ব্বনাশ, ক্ষয়, লয়, প্রলয়, বিলয়, ধ্বংস, অপচয়, অত্যয়, সংস্থিতি, হত্যা, হিংসা, ঘাত, ইত্যাদিকে পণ্ডিতেরা মৃত্যুর পরিবার বলিয়াছেন।

তাত! রাহু যেমন নিয়তিবশে দুর্নিবার ও প্রবল হইয়া, পূর্ণিমার চন্দ্রকে গ্রাস করিয়া, সংসার অন্ধকার করে, এই মৃত্যু তদ্রূপ নিয়তিবশে দুর্নিবার ও বলবান্ হইয়া, মহারাজ বর্ম্মসিংহের সেই একমাত্র পুত্রকে হরণ করিয়া, সেই সুবিপুল রাজসংসার চিরদিনের জন্য গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও অপার শোকপারাপারে এক বারে মগ্ন করিল। অধর্ম্মের সঞ্চারে লক্ষ্মী যেমন দূরে পলায়ন করেন, অহংকারের সঞ্চারে বন্ধুতা যেমন অন্তর্হিত হয়; অবিনয়ের সঞ্চারে লোকানুরাগ যেমন অদৃশ্য ভাব ধারণ করে, এবং মহাপাপের সঞ্চারে আত্মার উৎকর্ষ যেমন এক বারেই সুদূর-পরাহত হয়, পুত্র-রত্নের মৃত্যুতে রাজার সুখ, সন্তোষ, আহ্লাদ, আমোদ, আনন্দ, প্রীতি, হর্ষ ও স্ফূর্ত্তি প্রভৃতিও তদ্রূপ অন্তর্হিত হইল। আর তাঁহার রাজ্যে, রাজপদে, দেহে,

গেহে, ঐশ্বর্য্যে, ফলতঃ, সংসারের কিছুতেই শ্রদ্ধা রহিল না, প্রীতি রহিল না, মমতা রহিল না এবং আসক্তি বা অনুরাগ রহিল না। যে রাজ্য-সুখ-সমৃদ্ধি তাঁহার অমৃতবৎ পরম অভীষ্ট ও নিরতি প্রীতির আস্পদ ছিল, আজি তাহা বিষবৎ বিষম বিদূষিত ও ভারবহ মনে হইতে লাগিল। অথবা, অসার বিষয়ের পরিণাম এই রূপই পরিতাপের হেতু হইয়া থাকে এবং যেখানে বিষয়, সেইখানেই প্রমাদ, উন্মাদ ও মদ ইত্যাদি মোহগণ বিরাজমান এবং ধ্বংস, ক্ষয় ও অপচয় ইত্যাদি মৃত্যুগণও বলবান্।

মহারাজ বর্ম্মসিংহ শোকে আচ্ছন্ন হইয়া, কিছুতেই ধৈর্য্য লাভ করিতে না পারিয়া, মৃত পুত্রের অনুসরণক্রমে শ্মশানে গমন করিলেন। ক্রমে রজনী উপস্থিত হইল। পাপাত্মার হৃদয়ের ন্যায়, সন্ধ্যার সমাগমে সমস্ত সংসার অন্ধকারে পূর্ণ হইল। দুর্জ্জনের শ্রী যেমন নষ্ট হয়, সূর্য্য তদ্রূপ শ্রীভ্রষ্ট হইয়া, গগনের একপার্শ্বে লুক্কায়িত হইলেন। স্থানভ্রষ্ট হইলে, কাহারই আর শ্রী থাকে না, এবং গৌরব থাকে না। স্বস্থান-চ্যুত হওয়াতে, দিবাকরের সমুদায় গৌরব বিনষ্ট হইল। যাহার যেমন উন্নতি, তাহার তেমনি পতন। দিবাকর যেমন উন্নত হইয়াছিলেন; তেমন তাঁহার পতনও হইল। সময় মন্দ হইলে, সকলই মন্দ হয় এবং সংসারে সম্পদের বন্ধু সকলে, বিপদের বন্ধু কেহই নহে। সূর্য্যদেব যখন পূর্ণ মাত্রায় উদয়-সমৃদ্ধি-সম্পন্ন, তখন তাঁহার সেই সমৃদ্ধিতে সমস্ত জগৎ প্রকাশচ্ছলে কতই উল্লসিত হইয়াছিল এবং সামান্য পদ্মপুষ্প পর্য্যন্ত বিকসিত

হইয়াছিল। এখন সূর্য্যদেব অস্তগত এবং যারপর নাই, দুঃসময় ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত। এখন আর সে পদ্ম নাই, সে জগতের প্রকাশ নাই। অথবা নীচপ্রকৃতির লক্ষণই এই, তাহারা লোকের সম্পদের বন্ধু হয়, বিপদের নহে। মহাত্মাদের স্বভাব এরূপ নহে। তাঁহারা সম্পদ অপেক্ষা বিপদেই বন্ধুতা করেন। পদ্ম প্রভৃতি অতিক্ষুদ্র পদার্থ। সেইজন্যই তাহাদের ঐরূপ প্রকৃতি। অথবা, যাহাদের নিজের কোনরূপ ক্ষমতা বা সাধ্য নাই, তাহারা পরের মরণে মরিয়া থাকে এবং পরের জীবনে জীবিত হয়। পদ্মেরও নিজের কোনরূপ ক্ষমতা নাই। সেইজন্য সূর্য্যের উদয়ে তাহার উদয় বা প্রকাশ এবং সূর্য্যের অনুদয়ে তাহার অনুদয় বা অপ্রকাশ হইয়া থাকে। অথবা, পদ্ম অতি কোমল পদার্থ। সেইজন্য, পরের দুঃখে অল্পই কাতর ও পরের সুখে সহজেই প্রফুল্ল হইয়া থাকে। ইহাই কোমলতার লক্ষণ।

সে যাহা হউক, অকৃতাপরাধে কাহারও অনিষ্ট করিলে, হৃদয়ে অনুতাপের বেগ যেমন বর্দ্ধিত হয় অথবা শূন্য হৃদয়ে চিন্তা যেমন বৃদ্ধিশালিনী হয়, সেই নিশীথিনী তদ্রূপ ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া, মূর্ত্তিমতী কালরাত্রির ন্যায়, সাক্ষাৎ মোহের ন্যায় অথবা মূর্চ্ছার ন্যায়, নিবিড় তিমিরপটলে জগন্মণ্ডল আবরিত করিলে, মহারাজ বর্ম্মসিংহ চিন্তাবশে গাত্রোত্থান করিয়া, বলি-প্রদীপের (১) আলোকযোগে অবলোকন

(১) শ্মশানস্থ দেবগণের উদ্দেশে যে প্রদীপ দেওয়া যায়।

করিলেন, সেই সুবিস্তৃত শ্মশানের কোন দিকে ভূতগণ সহর্ষে বিচরণ করিতেছে; কোন দিকে প্রেতগণ সানন্দে চীৎকার করিতেছে; কোন দিকে পিশাচগণ সাটোপে উল্লম্ফন করিতেছে; কোন দিকে বেতালগণ বিকট নিনাদে ক্রীড়া করিতেছে; কোন দিকে ভৈরবগণ ভৈরব রবে বিহার করিতেছে; কোন দিকে যক্ষগণ যমবৎ উৎকট বেশে অট্টহাসে সঞ্চরণ করিতেছে; কোন দিকে শঙ্খগণ শঙ্খবৎ শব্দে দশদিক প্রপূরিত করিতেছে; কোন দিকে যোগিনীগণ এক যোগে ক্রীড়া করিতেছে; কোন দিকে শিবা সকল শবশরীরে প্রবেশ ও নির্গম করিতেছে; কোন দিকে ভূত ও প্রেত সকল একমাত্র মৃতমুণ্ড লইয়া, পরস্পর আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করিতেছে; কোন দিকে শিবাশিশু ও প্রেতশিশু উভয়ে শবের শিরোমাংস জন্য পরস্পর বিবাদ করিতেছে; কোন দিকে শঙ্খ সকল মৃতমুণ্ডের কন্দুক (ভেটা) করিয়া, সবেগে ও সোল্লাসে ক্রীড়া করিতেছে; কোন দিকে ভৈরব ও পিশাচগণ ভয়াবহ ব্যায়ামকেলিপ্রসঙ্গে বসুমতী কম্পিত করিতেছে; কোন দিকে শঙ্খিনী সকল সুকোমল শিশুদেহ স্বয়ং চর্ব্বণ করিয়া, স্ব স্ব অজাতদন্ত বালক বালিকাকে ভক্ষণার্থ সস্নেহে ও সাগ্রহে প্রদান করিতেছে; কোন দিকে প্রেতিনী সকল পরম পরিতৃপ্তি সহকারে শবশির সকল পরস্পর ভাগ করিয়া, সশব্দে আহার করিতেছে; কোন দিকে ক্ষুদ্র দুর্ব্বল শিবা সকল সভয়ে উপবেশন করিয়া, সৃক্কণি (২)

---

(২) অধরপ্রান্ত. চলিত কস।

লেহন করত সোৎসুক হৃদয়ে তাহাদের সেই আহারামোদ দর্শন করিতেছে; কোন দিকে প্রেতগণ তাড়ণা করাতে, ক্ষুদ্রপ্রাণ জম্বুকী আপনার ক্ষুদ্রপ্রাণ শিশুর সহিত অর্দ্ধ-কবলিত শব-হস্ত তৎক্ষণে পরিহার করিয়া, সেই শবের উদর-গহ্বরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে; কোন দিকে ভৈরবগণ আপনা আপনি বিবাদ করিতেছে; কোন দিকে যক্ষিণী সকল রাশি রাশি চিতাভস্ম উড্ডীন করিয়া, কৌতুকরস অনুভব করিতেছে ; কোন দিকে ভৈরবী সকল ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া, আপনার মাংস আপনি ভক্ষণ করিতেছে এবং কেহ কেহ পরস্পর দংশন, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করিয়া, পরস্পরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উদরস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছে। কোন দিক্ রাশি রাশি রুধিরে, কোন দিক্ রাশি রাশি ভস্মে, কোন দিক্ রাশি রাশি ধূমে, কোন দিক্ রাশি রাশি পূযে, কোন্ দিক্ রাশি রাশি পূরীষে, কোন দিক্ রাশি রাশি মেদে, কোন দিক্ রাশি রাশি মজ্জায়, কোন দিক্ রাশি রাশি মাংসে, কোন দিক্ রাশি রাশি কর্দ্দমে, কোন দিক্ রাশি রাশি অস্থিতে, কোন দিক্ রাশি রাশি ভগ্ন ভাণ্ডে, কোন্ দিক্ রাশি রাশি ছিন্ন বস্ত্রে, কোন দিক্ রাশি রাশি অর্দ্ধদগ্ধ জীর্ণ কম্বলে, কোন দিক্ রাশি রাশি অঙ্গারে, কোন দিক্ রাশি রাশি কাষ্ঠে, কোন দিক্ রাশি রাশি কলসে, কোন দিক্ রাশি রাশি ছিন্ন ভিন্ন জীর্ণ শীর্ণ দগ্ধ বিদগ্ধ হস্তে ও পদে, কোন দিক্ রাশি রাশি কেশে ও মুণ্ডে এবং কোন দিক্ রাশি রাশি বংশে ও শবযানে, পরিপূর্ণ, সংকীর্ণ ও সমাকীর্ণ। কোন দিক্ ফুৎকারে, কোন দিক্

ধূৎকারে, কোন দিক্ চীৎকারে, কোন দিক্ হাহাকারে, কোন দিক্ হুঙ্কারে, কোন দিক্ ভাঙ্কারে, কোন দিক্ ঝঙ্কারে, কোন দিক্ ঘুৎকারে, কোন দিক্ শীৎকারে, কোন দিক্ ঝনৎকারে এবং কোন দিক্ আস্ফোটনে, কোন দিক্ বিস্ফোটনে, কোন দিক্ আস্ফালনে, কোন দিক্ টঙ্করণে, কোন দিক্ তাড়নে, কোন দিক্ তর্জ্জনে, কোন দিক্ গর্জ্জনে, কোন দিক্ ক্ষ্বেড়নে ও কোন দিক্ রণৎকরণে প্রতিধ্বনিত, কম্পিত, বিভীষিত, চকিত, স্তম্ভিত ও বিব্রত ভাবে পরিণত। কোন দিকে শঙ্কা, কোন দিকে ভয়, কোন দিকে সন্দেহ, কোন দিকে মোহ, কোন দিকে ব্যামোহ, কোন দিকে নিগ্রহ, কোন দিকে সংশয়, কোন দিকে ক্ষয়, কোন দিকে লয়, কোন দিকে বিলয়, কোন দিকে পরাজয়, ইত্যাদি উৎপাত ও উপদ্রব সকল জীবকুল নির্ম্মূল করিবার জন্য যেন সাক্ষাৎকারে হাহাকারে ক্ষুধাভরে বিচরণ করিতেছে এবং কোন দিকে মহাক্ষুধা, মহাতন্দ্রা, মহানিদ্রা ইত্যাদি প্রলয়ের পরিবার সকল যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া, ইতস্ততঃ সবেগে কুর্দন করিতেছে।

স্বয়ং শ্মশানও যেন মহাক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া, পড়িয়া রহিয়াছে। প্রবল-প্রজ্বলিত চিতানল-শিখাচ্ছলে ইহার জিহ্বা যেন লক্ লক্ করিয়া, বারংবার বাহির হইতেছে। কিছুতেই এই সর্ব্বনাশী ও সর্ব্বগ্রাসী শ্মশানের ক্ষুধার নিবৃত্তি নাই! কত অশ্ব, কত গজ, কত মনুষ্য ভক্ষণ করিয়াছে! গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর, পত্তনের পর পত্তন ও পল্লীর পর পল্লী কতই ইহার উদরস্থ হইয়াছে!

শিশুর পর শিশু, বালকের পর বালক, যুবার পর যুবা, বৃদ্ধের পর বৃদ্ধ, স্ত্রীর পর স্ত্রী, কতই ইহার ভীষণ দন্তে চর্ব্বিত হইয়াছে! হায়, ইহার জন্য কত পরিবার অনাথ হইয়াছে! কত সতী পতিহীন হইয়াছে। কত জননীর কত ক্রোড় শূন্য হইয়াছে! কত গৃহের স্নেহপ্রদীপ নির্ব্বাণ হইয়াছে! কত হৃদয়ের মহারত্ন বলপূর্ব্বক ছিন্ন হইয়াছে! কত কণ্ঠের মণিহার চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছে! কত অন্ধের কত যষ্টি আচ্ছিন্ন হইয়াছে! কত হৃদয়-ভাণ্ডারের মণি-প্রদীপ অপহৃত হইয়াছে! সংসার রূপ আকাশের একমাত্র আলোক-হেতু কত ধ্রুবতারার পতন হইয়াছে! কত নগর বন হইয়াছে! কতগ্রাম মরু হইয়াছে! কত অট্টালিকা কুটীর হইয়াছে! কত ধনী দরিদ্র হইয়াছে! কত বিদ্বান্ মূর্খ হইয়াছে! কত প্রকৃতি বিকৃতি হইয়াছে! কত চেতন জড় হইয়াছে! কত জীবিত মৃত হইয়াছে! কত পুরুষ কাপুরুষ হইয়াছে! কত অগ্নি জল হইয়াছে! কত জল অগ্নি হইয়াছে! এবং কত পূর্ণ শূন্য হইয়াছে! তথাপি এই কালরূপী শ্মশানের ক্ষুন্নিবৃত্তি নাই।

হায়, পৃথিবীর কত ঐশ্বর্য্য, কত ধন, কত বিষয়, কত বিভব, কত সম্পদ, কত আমোদ, কত সুখ, কত সন্তোষ, কত উৎসব, কত মহোৎসব, কত আহ্লাদ, কত আনন্দ, কত প্রীতি ও কত সমৃদ্ধি নষ্ট হইয়াছে! তথাপি এই পাপ শ্মশানের নিবৃত্তি নাই! হায়, রাজ্যের পর রাজ্য, দেশের পর দেশ, জনপদের পর জনপদ, কতই কোথায় গিয়াছে! তথাপি এই শ্মশান কোথাও যায় না! অনন্তরূপী

কালের সর্ব্বগ্রাসিনী মূর্ত্তি রূপে, অনন্ত কাল পৃথিবীতে পতিত রহিয়াছে। হায়, কত মিত্র, কত বন্ধু, কত সুহৃৎ, কত সাধু, কত ঋষি, কত বিদ্বান্, কত দাতা, কত বদান্য, কত দয়ালু, কত উপকারী, কত সহায়, কত পালক, কত আশ্রয়, কত অভিভাবক, কত প্রিয়, কত আত্মীয়, কত মহাশয় ও কত মহাত্মা এই দুরন্ত শ্মশানে দগ্ধ হইয়াছে, ভস্ম হইয়াছে, কৃমি হইয়াছে, কীট হইয়াছে এবং শৃগাল ও কুক্কুরের বিষ্ঠা হইয়াছে! ধিক্ সংসার! ধিক্ মনুষ্য! ধিক্ অসারতা! ধিক্ বীর্য্য! ধিক্ ঐশ্বর্য্য! ধিক্ বিষয়! ধিক্ জন্ম! ধিক্ বীরত্ব! ধিক্ রাজত্ব! ধিক্ প্রভুত্ব!

হায়, কি কষ্ট! হায়, কি কষ্ট! ঈদৃশ ভয়ঙ্কর শ্মশানে গৃধ্র, গোমায়ু ও কুক্কুরগণের মধ্যে ঈদৃশ প্রাণাধিক-প্রীতি-স্নেহ-মমতা-ভাজন, ঈদৃশ দেহাধিক-যত্ন-প্রযত্ন-চেষ্টার পাত্র, ঈদৃশ আত্মাধিক-প্রিয়-লালিত, ঈদৃশ সংসারাধিক আগ্রহ-ভাজন, ঈদৃশ মৃণাল-কোমল, শিরীষ-মৃদু, নবনীত-সুকুমার কুমারকে একাকী নিক্ষেপ করিতে হইবে! কোন্ প্রাণে ও কোন্ সাহসে নিক্ষেপ করিব! ভাবিয়া, নরপতি বর্ম্মসিংহের প্রাণ উড়িয়া গেল; হৃদয়ের শোণিত শুকাইয়া গেল; নয়নের জ্যোতি নিবিয়া গেল; বুদ্ধি শুদ্ধি হরিয়া গেল; জ্ঞান বিজ্ঞান লোপ পাইয়া গেল; শরীর কাঁপিয়া উঠিল; হৃদয় চমকিয়া উঠিল; আত্মা শিহরিয়া উঠিল; প্রাণ কান্দিয়া উঠিল; মর্ম্মে মর্ম্মে গুরুতর আঘাত লাগিল; শিরে শিরে দারুণ বেদনা সঞ্চরিত হইল;

অস্থিতে অস্থিতে দুর্নিবার ব্যথা উপস্থিত হইল; পঞ্জরে পঞ্জরে মহাশূল বিদ্ধ হইল; মজ্জায় মজ্জায় উষ্ণ শোণিত প্রবাহিত হইল; আকাশ যেন পাতালে ও পাতাল যেন আকাশে উঠিল; সমুদায় পৃথিবী যেন ঘুরিতে লাগিল; সমস্ত দিকৃচক্র যেন উলটিয়া পড়িল। তিনি আর দাঁড়াইতে না পারিয়া, স্তম্ভিত ও চকিত হইয়া, বসিয়া পড়িলেন; বসিতে আর না পারিয়া, অবসন্নের ন্যায় শয়ন করিলেন এবং শয়ন করিয়া, বিষবিদ্ধের ন্যায়, অস্থির ও অশক্ত হইয়া, অতিকষ্টে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে অন্ধকারের আবির্ভাব হইল; শ্রুতিতে বধিরতার সঞ্চার হইল; জিহ্বায় জড়তার আবেশ হইল; ত্বকে স্পর্শজ্ঞানের অভাব হইল; হস্তপদে অবশতার উদয় হইল; ক্ষণে মোহ ও ক্ষণে মূর্চ্ছা উপস্থিত হইতে লাগিল; মন এক বারেই বিহ্বল হইয়া গেল এবং মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই, এইপ্রকার অবস্থা উপস্থিত হইল।

তাত! সংসারে—মনুষ্যসংসারে মোহের লীলা দেখুন; প্রমাদের ক্রীড়া দেখুন; বিষয়-পিপাসার বিড়ম্বনা দেখুন; আসক্তির, অনুরাগের ও দুরাগ্রহের ভয়াবহতা ও শোচনীয়তা দেখুন! যিনি অখণ্ড পৃথিবীর অদ্বিতীয় রাজা; সূর্য্যাগ্নি জয় করিয়া, কুবের বরুণ পরাস্ত করিয়া, যাহাঁর তেজের, প্রতাপের, প্রভাবের ও সমৃদ্ধির সীমা ও ইয়ত্তা নাই, সেই সর্ব্বলোকসিংহ বর্ম্মসিংহ সামান্য শোকের আঘাতে এক বারেই ক্ষুদ্র জম্বুকের ন্যায়, অসার হইয়া পড়িলেন! যিনি শত শত শত্রুর সংহার করিয়াছেন,

শত শত বীরের ধ্বংস করিয়াছেন, শত শত পুরুষের পৌরুষ হানি করিয়াছেন, শত শত নগরের উচ্ছেদ করিয়াছেন, শত শত মহাসংগ্রাম জয় করিয়াছেন, সেই সর্ব্বদিগ্‌বিজয়ী বীরসিংহ বর্ম্মসিংহের, সামান্য গ্রাম্যসিংহের ন্যায়, দুর্দশার শেষ দশা অবলোকন করুন! হায়, কি কষ্ট! হায়, কি কষ্ট! যিনি অট্টালিকার উপর অট্টালিকা, তাহার উপর অট্টালিকা না হইলে, শয়ন করিতেন না; যিনি প্রাসাদের উপর প্রাসাদ, তাহার উপর প্রাসাদ না হইলে, বিহার করিতেন না; যিনি আসনের উপর আসন, তাহার উপর আসন না হইলে, উপবেশন করিতেন না; যিনি শয্যার উপর শয্যা, তাহার উপর শয্যা না হইলে, নিদ্রা যাইতেন না; যিনি খাদ্যের উপর খাদ্য, তাহার উপর খাদ্য না হইলে, আহার করিতেন না, আজি তাঁহার দুর্দশার শেষদশা অবলোকন কর! দাসীর পর দাসী, তাহার উপর দাসী না হইলে, যাঁহার পরিচর্য্যা হইত না; দাসের পর দাস, তাহার উপর দাস না হইলে, যাঁহার সেবা হইত না; যানের পর যান, তাহার উপর যান না হইলে, যাঁহার যাতায়াত হইত না; বাহনের পর বাহন, তাহার উপর বাহন না হইলে, যাঁহার ভ্রমণ হইত না; উদ্যানের পর উদ্যান, তাহার উপর উদ্যান না হইলে, যাঁহার বিহার হইত না; আজি তাঁহার দুর্দশার শেষ দশা দর্শন কর! হায়, কি কষ্ট! হায়, কি কষ্ট! যিনি পৃথিবীর দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তা, আজি তাঁহার দণ্ড মুণ্ড ধূলায় লুণ্ঠিত! অথবা, মানুষ মাত্রেরই এই দশা। তাহার যে দিন যায়, সেই

দিনই যায়, এবং সেই দিনই ভাল। কেননা, কাহারও দিন সমান যায় না। ধন জন বা বিষয় বিভব যদি সুখ হইত, তাহা হইলে, আর ভাবনা থাকিত না। মনুষ্যের স্বভাবই এই, তাহার যাহা না থাকে, তাহাকেই সে সুখ বলিয়া মনে করে এবং তাহা পাইবার জন্য কত কি চেষ্টা করিয়া থাকে। এই কারণে বর্ত্তমান অবস্থা প্রায়ই কাহারও ভাল লাগে না এবং এই কারণে কাহারই আশার পার নাই। অর্থাৎ যাহার এক আছে, বা কিছুই নাই, সে দশ প্রার্থনা করে। দশ প্রাপ্ত হইলে, পুনরায় শত প্রার্থনা করে। এই রূপে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনাপূর্ব্বক সমগ্র সংসার অধিকার করিয়াও, তাহার আশার নিবৃত্তি হয় না। তখন সে মনুষ্য হইয়াও, দেবতা হইতে ইচ্ছা করে এবং দেবতা হইয়া, পুনরায় হয় ত ব্রহ্মা হইতে অভিলাষী হয়।

এই রূপেই সংসারে দারুণ বিষয়পিপাসা বা দুরাকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হইয়াছে। যে অবধি দুরাশার সৃষ্টি হইয়াছে, সেই কাল হইতেই পৃথিবীর প্রকৃত সুখের পথ রুদ্ধ হইয়াছে। লোকে যে বলিয়া থাকে, পৃথিবীতে সুখ নাই, তাহা অসঙ্গত ও অলীক কথা। কেননা, ঈশ্বর সুখময়। তাঁহার সৃষ্টি কখনও অসুখের হইতে পারে না। মানুষ আপনার দোষেই সুখের পথ নিজ হস্তে বন্ধ করিয়াছে। তাহার সুখের শত্রু বা ব্যাঘাত শত দিকে। এই সকল ব্যাঘাত তাহারই নিজের সৃষ্টি। তাহার মনে সন্তোষ নাই; থাকিলেও, তাহা প্রকৃত সন্তোষ নহে। এক জনের অপেক্ষা আর এক জনের দুঃখের ভাগ যে অধিক, দেখিতে পাওয়া

যায়, তাহার কারণ কি? দুঃখ যদি ঈশ্বরের সৃষ্টি হইত, তাহা হইলে, সকলেই দুঃখী হইত। ইহাই বিবেচনা করিয়া, জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিশারদ পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, দুঃখ কখনও ঈশ্বরের সৃষ্টি হইতে পারে না। আমরা যখন দেখিতে পাই, যে, একজন অতিদীন বা অতি দরিদ্রও আপনার পুত্রকে কোন অংশেও ক্লেশ বা দুঃখ দিতে অভিলাষী হয় না; আপনি শত দিকে শত ক্লেশ সহ্য করে, সেও ভাল; তজ্জন্য যদি তাহার প্রাণ যায়, সেও ভাল; তথাপি সে পুত্রকে ক্লেশ দিতে কোন অংশেই সম্মত নহে। এরূপ অবস্থায়, যিনি সকলের পিতা এবং যাঁহার অনন্ত সংসারে কিছুরই কোন দিকে কোনরূপ অভাব নাই; পুনশ্চ, যিনি সুখের একমাত্র বিধাতা ও দুঃখের একমাত্র বিনাশকর্ত্তা, সেই পিতার পিতা ও মাতার মাতা মহাদেব কি রূপে পুত্র আমাদের সুখ নাশ ও দুঃখ সংঘটন করিবেন? মনেও এরূপ ধারণা বা কল্পনা করা উচিত নহে। যাহাদের কিছুমাত্র জ্ঞান আছে, তাহারাও কখন স্বপ্নে এপ্রকার কল্পনা করে না।

এই কারণেই, প্রকৃত ধার্ম্মিক বা ভক্তিরসিক ভাবুক পুরুষ কোন কারণে দুঃখের দশায় পতিত হইলে, ইহাই বলিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করেন, ভগবন্ সত্য পুরুষ! সংসার পরীক্ষার স্থান। সেই জন্য, স্বভাবতই সাতিশয় পিচ্ছিল। চলিবার দোষে পদ স্খলিত হওয়াতে, আমি পতিত ও তন্নিবন্ধন যারপর নাই দুঃখগ্রস্ত ও বিপন্ন হইয়াছি আমার এখন সাধ্য নাই যে, এই দুঃখ স্বয়ং বিনাশ করি।

অতএব তুমি আমারে সুখদান কর। নাথ! আর যেন কখনও আমারে এরূপ পতনক্লেশ সহ্য করিতে না হয়!

কেহ কেহ বলেন, সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ ইত্যাদি সমস্তই বিকার মাত্র। নির্বিকার ঈশ্বর হইতে কি রূপে বিকারের সৃষ্টি হইতে পারে? সুতরাং, ঈশ্বর হইতে সুখও আইসে নাই, দুঃখও আইসে নাই। তথাহি, যে বস্তু যাহা, তাহা হইতে তাহাই আইসে বা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেমন, মেঘ হইতে জল, জল হইতে শৈত্য আসিয়া থাকে। কেহ কখন মেঘ হইতে অগ্নি বা অগ্নি হইতে মেঘ অথবা জল হইতে উত্তাপ বা উত্তাপ হইতে শৈত্য আসিতে দেখে নাই। আমি যদি আঘাত করি; তাহা হইলে, প্রতিঘাত জন্য অবশ্যই ক্লেশ পাইব। যদি আঘাত না করি, তাহা হইলে, কখনই আমার প্রতিঘাত জন্য ক্লেশ হইবে না। সুতরাং, প্রতিঘাত জন্য এই দুঃখের প্রতি ঈশ্বর কখনই কারণ হইতে পারেন না, আমি স্বয়ংই ইঁহার কারণ। আমি যখন কাহারও উপকার করি, তখন আমার অন্তঃকরণে যেন অতিমাত্র আহ্লাদ উদিত হয় আর যদি উপকার না করিয়া, অপকার করি, তাহা হইলে, সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখের সঞ্চার হইয়া থাকে। আমি যদি উপকার বা অপকার কিছুই না করি, তাহা হইলে, আমার সুখ বা দুঃখ কিছুই হইবে না। সুতরাং, ঈশ্বর আমার তত্তৎ সুখ দুঃখেরই কারণ কি রূপে? আমি যদি আলস্য করি, আমার দুঃখের অভাব হয় না এবং যদি আলস্য না করি, সুখেরও অভাব হয় না। আমি এই কর্ম্ম করিতেছি, যদি না করি, না

হইবে; যদি করি, ত, সমাপ্ত হইবে। তবে, ঈশ্বর ইহার প্রতি কারণ কি রূপে? ফলতঃ, এক বস্তু কখনও দুই হইতে পারে না। যাহা জল, তাহা জল এবং যাহা অগ্নি, তাহা অগ্নি। জল কখন একই সময়ে জল ও অগ্নি হইতে পারে না। এই রূপ, অগ্নিও কখন একই সময়ে অগ্নি ও জল হইতে পারে না। সুতরাং, ঈশ্বরও কখন সুখ-স্বরূপ ও দুঃখ-স্বরূপ হইতে পারেন না। তবে বস্তুর তরতম হইতে পারে। যেমন, ইহা শীতল, অতিশীতল এবং অত্যন্ত শীতল ইত্যাদি।

কেহ কেহ বলেন, যাহা কিছুই নহে, তাহায় আবার সৃষ্টি কি? যেমন আকাশকুসুম, শশকের শৃঙ্গ ও বালুকার রস বা রৌদ্রের কঠিনতা ইত্যাদি এই সকল পদার্থ কল্পনা মাত্র। সুতরাং, ঈশ্বর আবার ইহাদের সৃষ্টিকর্ত্তা কি রূপে, সেইরূপ, সুখদুঃখও আকাশকুসুমের অন্যতর। অর্থাৎ, সুখও নাই, দুঃখনামেও কোন পদার্থ নাই; উভয়ই কল্পনামাত্র বা ভ্রান্তিমাত্র। সুতরাং ঈশ্বর ইহাদের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন। যাহা আছে, ঈশ্বর তাহাদেরই সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহা নাই, তাহাদের সৃষ্টি করেন নাই। সুখও নাই, দুঃখও নাই। সুতরাং তিনি তাহাদের সৃষ্টি করেন নাই। এতদ্বিধায় ঈশ্বরকে সুখ দুঃখের প্রেরক বা প্রয়োজক বলা নিতান্ত অজ্ঞানের কার্য্য, সন্দেহ নাই।

বাস্তবিক, সুখনামে যদি কোন পদার্থ থাকিত, তাহা হইলে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে কখন ভিন্ন ভিন্ন রূপে সুখের অনুভব হইত না। ক্ষুধা আছে, আহার করিলেই তৃপ্তি

হয়। সকলেরই ক্ষুধা হয় এবং আহার করিলে, তৃপ্তি হইয়া থাকে। এই ক্ষুধা ও তৃপ্তি সকল ব্যক্তিতেই একরূপ অর্থাৎ আহার না করিলে, সকলেরই ক্ষুধা হয়, কাহারও হয়, কাহারও না হয়, এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। নিদ্রা হয়, সকলেরই হয়, কাহার হয়, কাহার হয় না, এরূপ ব্যবস্থা নাই। কিন্তু সুখ দুঃখ এপ্রকার স্বাভাবিক নহে। কোন দেশে দেবদেবীর উদ্দেশে নরহত্যা করিয়া, লোকে সুখী বোধ করে; কোন দেশে হত্যার নাম করিলেও, লোকের মহা অসুখ বোধ হইয়া থাকে। একজন অট্টালিকায় বাস করিয়া যেমন সুখী হয়, আর একজন কুটীরবাসে তদনুরূপ সুখ অনুভব করে। একজন যানবাহন আরোহণ করিয়া, যেমন সুখী হয়, আর একজন পদব্রজে গমন করিয়া, তদ্রূপ সুখ অনুভব করে। ঋষিগণ সাংসারিক কোন সুখেরই প্রত্যাশা করেন না। কিন্তু ক্ষুদ্রবুদ্ধি ক্ষুদ্রজীব আমরা সুখ সুখ করিয়া, চিরকালই ব্যস্ত ও বিব্রত।

ঈশ্বর সত্যস্বরূপ। সত্যস্বরূপ হইতে যাহা আইসে, তৎসমস্তই সত্য। যাহা সত্য, তাহার কোন কালে কোন দেশে কোন ব্যক্তিতেই লয় হয় না। যেমন, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও নিদ্রা ইত্যাদি। অর্থাৎ ক্ষুধা ও তৃষ্ণাদি যেমন চির-কালই আছে, এবং তজ্জন্য সকলেরই সমান ভাবে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা হইয়া থাকে; সুখ দুঃখ কখনও সেরূপ নহে। তথাহি, পাপাত্মারও ক্ষুধা হয় ও ধার্ম্মিকেরও ক্ষুধা হয়! যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা না বলিয়া, জল গ্রহণ করে না, তাহারও যেমন ক্ষুধা হয়, যে ব্যক্তি সত্য ভিন্ন একপদও

চলে না, তাহারও তেমনি ক্ষুধা হইয়া থাকে। কিন্তু সুখ সম্বন্ধে সেরূপ নহে। কোন স্থলে পাপাত্মার সুখ, কোন স্থলে ধর্ম্মাত্মার দুঃখ; কোন স্থলে ধর্ম্মাত্মার সুখ এবং কোন স্থলে পাপাত্মার দুঃখ লক্ষিত হইয়া থাকে। একজন গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা করিয়া দিব্য সুখে থাকে, দেখিতে পাওয়া যায়; আর একজন তাহা না করিয়াও তাহার অপেক্ষা সুখভোগে সমর্থ হয় না; বরং অনেক স্থলে তাহার ক্লেশের সীমা থাকে না। এইজন্য পণ্ডিতেরা বলেন, সুখ নামে কোন পদার্থ নাই। যদি থাকে, তাহা হইলে, মনুষ্য যাহাকে সুখ বলে, তাহার প্রকৃত অর্থ সুখ নহে। কেননা, এরূপও দেখিতে পাওয়া যায়, এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তির স্ত্রীপুত্রাদিকে বঞ্চনা বা পীড়ন করিয়া, আপনার স্ত্রীপুত্রাদির পোষণ করিতে পারিলে, পরম সুখী বোধ করে। ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া, পণ্ডিতেরা সুখে হর্ষিত ও তাহার অভাবে ব্যাকুলিত হন না।

বাস্তবিক, যখন দেখিতে পাই, অনেক সময় অসুখও সুখ ও সুখও অসুখ হইয়া থাকে, তখন সুখ দুঃখ একই পদার্থ এবং তজ্জন্য সর্ব্বথা কল্পনামাত্র, স্পষ্টই প্রতীতি হয়। এক জনের পুত্রের মৃত্যু হইল। ইহা অপেক্ষা তাহার অসুখের ঘটনা আর কি হইতে পারে? কিন্তু এই অসুখও তাহার সুখরূপে পরিণত হইয়া থাকে। অর্থাৎ সে এই ঘটনায় অন্তরের সহিত সংসারের অসারতা বুঝিতে পারে, মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতা জানিতে পারে; পুত্রাদি প্রিয়বর্গ যে কোন মতেই সুখের নহে, প্রত্যুত শোকের কারণ, ইহা বিলক্ষণ

প্রতীতি করিতে পারে; এবং আপনাকেও একদিন অবশ্য মরিতে হইবে, জানিতে পারে। পুনশ্চ, ইত্যাদি সত্য সকল অবগত হইয়া, তাহার বৈরাগ্যের আবির্ভাব হইতে পারে এবং তৎসহকারে সে সংসারের প্রতি প্রীতিমমতাও ত্যাগ করিতে পারে। এইরূপে তাহার মুক্তিলাভ সহজ হইয়া থাকে।

পুনশ্চ, আমি বহু কষ্টে ও বহু আয়াসে ধন উপার্জ্জন করিলাম, এবং যেমন অস্ত্রে দন্তে তাহা না দিয়া, অর্জ্জন করিলাম, তেমন অস্ত্রে দন্তে না দিয়া, তাহার রক্ষাও করিলাম। কিন্তু আমার সর্ব্বস্ব চোরে লইল; কিংবা আয়ের পথ রুদ্ধ হওয়াতে, অনবরত ব্যয় করিয়া, তাহার ক্ষয় হইয়া গেল। এই ঘটনায় আমি জানিতে পারিলাম, ধনের অর্জ্জনে দুঃখ, রক্ষণে দুঃখ, ব্যয়ে দুঃখ ও ক্ষয়ে দুঃখ; ফলতঃ ধনের সকলই দুঃখ, কিছুই সুখ নাই। আমি যদি বিশেষ করিয়া ভাবি, তাহা হইলে, ধনের অসারতা ও দুঃখস্বরূপতা অবগত হইয়া, পুনরায় তাহাতে আর আমার প্রবৃত্তি হয় না।

কিন্তু হতভাগ্য অন্ধ মানুষের তাহা হইবার নহে! তাহার শত দিকে শত প্রলোভন। এইজন্য ক্রমশই পাপের ভারবৃদ্ধি হওয়াতে, তাহার দুঃখের ভারও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। কোন দিকে কোন রূপে তাহার নিস্তার বা পরিহার নাই। তাহার এক দুঃখ অতীত হইতে না হইতে, আর এক দুঃখ উপস্থিত হয়; এক শোক যাইতে না যাইতে, আর এক শোক আপতিত হয়; এক বিপদ গত হইতে না হইতে, আর এক বিপদ

সমাগত হয় এবং তাহার এক বিষাদ তিরোহিত হইতে না হইতে, আর এক বিষাদ সংঘটিত হইয়া থাকে। ইহারই নাম ছিদ্র-সমাগমে অনর্থের বহুলতা। তথাপি, আত্ম-বিস্মৃত দুরাচার মানবের চৈতন্য হয় না। সে শোকের পর শোক ও দুঃখের পর দুঃখ ভোগ করিবার জন্যই যেন স্বতঃপরতঃ চেষ্টা করে। তাহার প্রাণসম পুত্রের মৃত্যু হইল। শেলসম হৃদয়ে আঘাত লাগিল। সেই আঘাতের কোনরূপে উপশম না হইতেই, পুনরায় অপর পুত্রের জন্য চেষ্টাবান্ হইয়া, সে পুনরায় তাহার মৃত্যুতে তদনুরূপ বা ততোধিক আঘাত প্রাপ্ত হয়; তথাপি তাহার নিবৃত্তি নাই। তাহার এইরূপ সর্ব্বত্র! তাহার ধন সম্পত্তি সমস্ত বিনষ্ট হইল। কষ্টের এক শেষ ঘটিল। তাহার নিবৃত্তি না হইতেই, সে পুনরায় অর্থসমৃদ্ধির সন্ধান করে এবং পুনরায় তাহার বিনাশে তদ্বৎ বা ততোধিক আহত হইয়া থাকে। তথাপি তাহার নিবৃত্তি নাই! হায়, কি কষ্ট! হায়, কি কষ্ট।

তাত! ঐ দেখুন, গৃহীর শত দিকে শত বিপদ্! সে বিনাকারায় বদ্ধ হইয়া আছে, বিনা বন্ধনে হস্ত-পদ-গল দেশে সংযত হইয়া আছে, বিনা অনলে অহরহ দগ্ধ হইতেছে, বিনা জ্বরে নিরন্তর সন্তপ্ত হইতেছে, বিনা দাহে সর্বকাল দহ্যমান হইতেছে, বিনা বিকারে অবিরত বিহ্বল হইয়া আছে এবং বিনা রোগেও চিরদিন যেন ভগ্ন ও মগ্ন হইয়া আছে! তাহার কোন দিনই সমান যায় না! তাহার প্রাতে এক ভাব, মধ্যাহ্নে এক ভাব, সায়াহ্নে এক

ভাব ও রাত্রিতে আর এক ভাব। সে প্রাতে হয় ত কোন দিন প্রাতঃকুসুমের ন্যায় বিকসিত হয়, মধ্যাহ্নে শুষ্কভাবাপন্ন হয় এবং সায়াহ্নে হয় ত এক বারেই মুকুলিত বা মুদিত হইয়া থাকে। কাহারও বা ইহার বিপরীত হয়। পুনশ্চ, তাহার বাল্যে এক ভাব, যৌবনে এক ভাব ও বার্দ্ধক্যে আর এক ভাব। তাহার জীবনে উদয় অস্ত উভয়ই আছে। অনেক সময় সন্ধ্যা না হইতেই, তাহার অস্ত হইয়া থাকে। অনেক সময় তাহার জীবনকুসুম বিকসিত না হইতেই, শুকাইয়া যায়। অনেক সময় তাহা বিকসিত হইয়াই, মুদিত হয়। অনেক সময় কীটে নিষ্কুশিত হইয়া, জর্জরিত দশায় শুষ্ক হয়। অনেক সময় সৌরভে দশ দিক আমোদিত করিতে করিতেই, জন্মের মত মুকুলিত হইয়া থাকে। অনেক সময় ফলোন্মুখ হইয়া অকালে স্খলিত ও পতিত হয় এবং অনেক সময় ফলিত হইয়াই, তৎক্ষণাৎ গলিত হইয়া থাকে।

ইন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! আপনার কথা সকল অমৃতের ন্যায় মৃতদেহেও প্রাণ সঞ্চারিত করে; আলোকের ন্যায় হৃদয়ের অন্ধকার নিরাকৃত করে; পরমার্থ তত্ত্ববিৎ সদ্গুরুর ন্যায় জ্ঞান বিতরিত করে; দিব্য ঔষধের ন্যায় মহামোহব্যাধি উপশমিত করে এবং রসায়নসলিলের ন্যায় আত্মা শীতল করে। অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক পুনরায় কীর্ত্তন করুন, মহারাজ বর্ম্মসিংহের পরিণাম কি হইল? তিনি তদবস্থায় কতক্ষণ সেই নির্জ্জন শ্মশানে পতিত রহিলেন?

বেদ কহিলেন, দেবরাজ! শ্রবণ করুন। পরমভক্ত প্রহ্লাদ এবিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, আমি অবিকল তাহাই বলিব। তিনি সভাসমক্ষে পিতৃদেব হিরণ্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তাত! আমার বাক্যে বোধ হয়, সংসারের অসারতা অনেকাংশে আপনার হৃদয়ঙ্গম হইল। আপনার এই অত্যুচ্চ রাজপদের ও রাজগৌরবেরও অসারতা বুঝিতে পারিলেন। আপনি ও আপনার এই সকল পরিকর, কেহই যে কিছুই নহেন, তাহাও, বোধ হয়, বুঝিতে পারিলেন। ঈশ্বর ব্যতিরেকে আর কেহই প্রভু নাই, তাহাও, বোধ হয়, বুঝিতে পারিলেন। আপনি যে মনে মনে আপনাকে প্রভু ভাবিয়া গৌরব করেন, সেই গৌরব কতদূর সঙ্গত বা যুক্তিসহ, তাহাও, বোধ হয়, বুঝিতে পারিলেন। ভগবানের অনন্ত সৃষ্টিতে আমি, তুমি, আপনি, সকলেই সমান, তাহাও, বোধ হয়, বুঝিতে পারিলেন। আপনি যে বৃথা অভিমানে অন্ধ বা অনর্থক অহংকারে মত্ত হইয়া, আমাকে মিছামিছি পীড়ন করিতেছেন এবং এই পীড়নের পরিণাম যে ভয়াবহ ও শোচনীয় হইবে, তাহাও, বোধ হয়, বুঝিতে পারিলেন। আমি আপনার পুত্র নহি, আপনিও আমার পিতা নহেন, সেই পরম পিতাই সকলের পিতা, আমাদের পিতাপুত্রসম্বন্ধে ভ্রমমাত্র বা নামমাত্র এবং তজ্জন্য আমার উপর আপনার যে অণুমাত্র প্রভুতা নাই, আপনিই কেবল অন্ধ অভিমান বশে ঐরূপ প্রভুতা কল্পনা করিতেছেন, ইহাও, বোধ হয়, বুঝিতে পারিলেন। মৃত্যুর পর আমাদের আর এই পিতাপুত্রসম্পর্ক

থাকিবে না। তখন আপনি কোথা, আমি কোথা, আপনার এই সকল দাস দাসী ও যান বাহনই কোথা, কিছুরই কোনরূপ স্থিরতা রহিবে না। অতএব আমার উপর আপনার ঈদৃশী বিষদৃশী প্রভুতা ভ্রান্তিমাত্র। ইহাও, বোধ হয়, বুঝিতে পারিলেন। যদি আমার উপর পুত্র বলিয়া প্রকৃত প্রভুতা করিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে, আমাকে সৎশিক্ষা প্রদান করুন। ভগবানের পথে প্রেরণ করাই প্রকৃত সৎশিক্ষা। যে পিতা পুত্রকে ঐরূপ সৎশিক্ষা প্রদান জন্য শাসন করেন, তাঁহারই যথার্থ প্রভুতা করা হয়। ঐরূপ প্রভুতা জন্য পুত্রের প্রাণদণ্ড করিলেও, পিতার কোনরূপ পাতকস্পর্শ সম্ভব নহে। ইহাও, বোধ হয়, বুঝিতে পারিলেন। তবে অনর্থক কেন বসিয়া আছেন?—সত্বর উত্থান করুন, আমারে ভগবানের পথে প্রেরণ করুন এবং আপনিও স্বয়ং তাহাতে প্রবৃত্ত হউন। আর কেন অনর্থক বিলম্ব করিতেছেন? যে সময় যায়, তাহা আর পাওয়া যায় না। এই কারণেই পণ্ডিতেরা উপদেশ করেন, এক মুহূর্ত্ত বৃথা ক্ষেপণ করা কর্ত্তব্য নহে। যাহা যাইলে, ধন দিয়া, প্রাণ দিয়াও পাওয়া যায় না, সময় তাদৃশ পদার্থ। সকল পদার্থেরই মূল্য আছে। সময়ের মূল্য নাই। সময় কখনও কাহারই নিজস্ব বা অধীন নহে। আমরাই তাহার অধীন ও অতিমাত্র আয়ত্ত। তদ্বিষয়ে রাজা প্রজা বিশেষ নাই।

বেদ কহিলেন, দেবরাজ! দৈত্যপতি বালক পুত্রের এইপ্রকার অব্যর্থ পরিরম্ভিত তদীয় বাক্য আকর্ষণ পূর্ব্বক

াকান্ত আবিষ্টের ন্যায়, স্থির ভাবে স্থাণুর ন্যায় বসিয়া
াহিলেন। তাঁহার সভাসদ্‌বর্গও সকলেই বাক্‌স্ফূর্ত্তিরহিত
ইলেন। তদ্দর্শনে মতিমান্ মহাভাগ প্রহ্লাদ ঈষৎ উত্তে-
জতের ন্যায়, সোৎসাহপূর্ণচিত্তে বলিতে লাগিলেন, তাত!
হারাজ বর্ম্মসিংহের পরিণামঘটনা শ্রবণ করুন; মৃত্যুর
বশ্যম্ভাবিতা, আপনার অস্থায়িতা, সংসারের অসারতা,
বষয়ের বিষবৎ ভয়াবহতা, আশার অনর্থকারিতা, বাসনার
রক-দ্বার-কপাট-পাটনপটুতা ও তৃষ্ণার শত-সহস্র শোক-
ঃখ-ব্যামোহ-দায়িতা বুঝিতে পারিবেন।

মহারাজ বর্ম্মসিংহ সেই রূপে অনাথের ন্যায়, অশরণের
ন্যায়, অসহায়ের ন্যায়, অনভিভাবকের ন্যায়, অনাবৃত
ভূমিপৃষ্ঠে পড়িয়া আছেন;—পক্ষী যেমন দাবানলে দহ্যমান
কুলায়কোটর পরিহার পুরঃসর পলায়নের চেষ্টা করে,
তদ্বৎ তাঁহার প্রাণও সেই সুভীষণ শোকানলে পরিপূর্ণ
অতিজর্জ্জর দেহ-পিঞ্জর ত্যাগ করিয়া, পলায়নের উপক্রম
করিতেছে;—পাপ করিলে, দুরাত্মার হৃদয় যেরূপ মলিন
হয়, অন্তর্দাহের দুরন্ত ও দুর্নিবার তাড়নায় তাঁহার সেই
শারদী-কৌমুদী-শোভমান অপূর্ব্ব মুখশ্রীরও অতিমাত্র মলি-
নিমা উপস্থিত হইয়াছে;—অনবরত কুকায করিলে, মন
যেরূপ নিঃশক্তি হয়, তদ্রূপ শক্তিশূন্য হওয়াতে, তাঁহার হস্ত-
পদাদিও অবশ হইয়া পড়িয়াছে;—তাঁহার যখন এইরূপ
দুর্দ্দশার শেষ দশা উপস্থিত, সেই সময়ে সর্ব্বসংহর ভৈরব-
মূর্ত্তি কাল সহসা তাঁহার সম্মুখে সপরিবারে ও সপরিকরে
আবির্ভূত হইলেন। জ্বর, মহাজ্বর, বিকার, মহাবিকার,

কুষ্ঠ, অতিসার, বিস্থূচিকা ইত্যাদি রোগ সকল তাঁহা
বেষ্টন করিয়া আছে। মোহ, ব্যামোহ, বিমোহ, ভ
শঙ্কা, সংশয়, ক্ষয়, ধ্বংস, বিনাশ ইত্যাদি পরিবারবগে
সহিত মহামৃত্যু তাঁহার পশ্চাতে বিরাজ করিতেছে
সকলের রূপ-গুণ-শক্তি-নাশিনী সর্ব্বগ্রাসিনী কালরূপি
জরা তাঁহার পার্শ্বে পার্শ্বে ধাবমান হইতেছে। মহাক্ষুধ
মহাতন্দ্রা ও মহানিদ্রা ইত্যাদি স্বগণ সহিত মহাপ্রলয় তাঁহা
ভ্রূভঙ্গিতে বাস করিতেছে। তাঁহার দৃষ্টিতে মহাশ্মশা
বিরাজমান হইতেছে। তাঁহার দেহ ঘনঘোর ঘনঘটা
ন্যায়, উৎকট বর্ণছটা বিস্তার করত, আকাশ পাতাল ব্যা
করিয়া, যেন সর্ব্বলোক গ্রাস করিতে উদ্যত হইতেছে।

রাজা তদবস্থ কালকে দর্শন করিয়া, তৎক্ষণাৎ ভীত
চকিত ও বিস্মিতের ন্যায়, গাত্রোত্থান করিলেন এবং সভ
ও সসম্ভ্রমে কহিলেন, আপনি কে, কি উদ্দেশে এখা
আসিয়াছেন ?

কাল ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, রাজন্! যিনি সৃষ্টি
নাশ করেন, আমিই সেই বিধাতার সাক্ষাৎ সংহারিণী শক্তি
আমার নাম কাল। এই সর্ব্বলোকভয়াবহ সুবিশাল শ্মশা
অবলোকন করিলেই, আমার কার্য্য ও ক্ষমতা অনায়াসে
বুঝিতে পারিবে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কে!
কিজন্য ঈদৃশ বেশে এই বিষম প্রদেশে একাকী অবস্থিতি
করিতেছ ? এখানে জীবিতের অধিকার নাই। তুমি
জানিয়া শুনিয়াও, কিজন্য বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ?
তোমার চক্ষু আছে, তথাপি তুমি সৎপথ দেখিতে পাইতেছ

না? তোমার হস্ত আছে, পদ আছে, তথাপি তুমি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান ও সৎপথে গমন করিতেছ না? আমি কাল। আমাকে প্রতারিত বা পরাহত করিয়া, কেহ কোন কার্য্য করিতে পারে না। বিশেষতঃ, যে ব্যক্তি বিরুদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, আমি বিশিষ্টরূপে তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়া থাকি। অতএব মঙ্গললাভের বাসনা থাকিলে, সত্বরে এস্থান হইতে প্রস্থান কর।

প্রহ্লাদ কহিলেন, পিতঃ! যে সকল কারণে লোকের বুদ্ধি বিচলিত ও আত্মা বিনষ্ট হয়, তন্মধ্যে শোক ও লোভ প্রধান। দুর্নিবার পুত্রশোকে রাজার বুদ্ধি এক বারেই বিচলিত হইয়াছিল। তিনি সাগর সদৃশ গম্ভীর ছিলেন। শোকরূপ বড়বানেলর বিস্ফারণে তাঁহার দারুণ বিক্ষোভ সংঘটিত হইয়াছিল। যাহার বুদ্ধি বিক্ষোভিত হয়, তাহার হিতাহিতজ্ঞান থাকে না। তাহার পক্ষে শ্মশানও যেমন, গৃহও তেমন। সে যাহা হউক, নরপতি বর্ম্মসিংহ স্বয়ং কালকে দর্শন ও তদীয় বাক্য আকর্ণন পূর্ব্বক কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। প্রত্যুত, অনুগৃহীতের ন্যায়, বোধ করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে সানুনয় বচনে কহিতে লাগিলেন। ভগবন্! অদ্য আমি কৃতার্থ হইলাম। অদ্য আমি সিদ্ধ-মনোরথ হইলাম। যেহেতু, মৃত্যু না হইলে, যাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, আমি জীবিত শরীরেই তাঁহারে দর্শন করিলাম। ইহা অপেক্ষা আমার সৌভাগ্য কি আছে? বলিতে কি, আমি আপনাকে দেখিবার জন্যই এখানে আসিয়াছি। ভগবন্! আমার পুত্র,—আমার একমাত্র

পুত্র,—আমার সংসার-সার-সর্ব্ব-স্বভূত প্রাণাধিক প্রীতিময় পুত্র !—

প্রহ্লাদ কহিলেন, এই কথা বলিতে বলিতেই অর্দ্ধপথে রাজার বাক্‌স্ফূর্ত্তি রহিত হইয়া গেল। তিনি দারুণ মোহবশে ও অজ্ঞানবশে অতিমাত্র বিহ্বল ও বিবশ হইয়া, ছিন্নমূল শালতরুর ন্যায়, তৎক্ষণে কালের পদতলে পতিত হইলেন। তাঁহার হৃদয় যেন দ্রবীভূত হইয়া, নেত্রপথে শতধারে বহির্গত হইতে লাগিল এবং অন্তর্বর্ত্তী শোকানলের দুরন্ত উষ্মা নিশ্বাস-পথে ধাবমান হইল। আর তাঁহার শক্তি রহিল না, সামর্থ্য রহিল না, জ্ঞান রহিল না, চৈতন্য রহিল না। তিনি যেন নির্জীব, নিঃসত্ত্ব ও নিষ্প্রাণ হইলেন।

কাল তদবস্থ রাজাকে দর্শন ও স্পর্শন পূর্ব্বক সজীব ও সচেতন করিয়া, গম্ভীর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাজন্! তুমি কি জান না, পরিবর্ত্তই সংসার? বসন্তের পর গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মের পর বর্ষা, উদয়ের পর অস্ত ও অস্তের পর উদয়, সেইরূপ জীবনের পর মৃত্যু ও মৃত্যুর পর জীবন, এইপ্রকার বিধানে অবিনাশী অখণ্ড কাল সংসারে বিচরণ করিতেছে। কিছুতেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম বা ভঙ্গ হয় না। তোমার ন্যায়, কত শত লোকের একমাত্র বা শত শত পুত্র হইয়াছে, আবার মরিয়াছে, এবং শত শত লোকের পুত্র হইবে ও মরিবে। মহাভাগ বিশ্বামিত্রের এক শত পুত্র। সকলেই প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। ফলতঃ, আমার এই তীক্ষ্ণ দন্ত বজ্র অপেক্ষাও দৃঢ়; আমার এই জিহ্বা খরধার হেতি

অপেক্ষাও সুশাণিত। সংসারে এমন কিছুই নাই, যাহা এই দন্তে চর্ব্বিত ও খণ্ডিত না হয়। আমি জল ও অগ্নি সমান ভাবেই শোষণ করিতে পারি; বজ্র ও তৃণ সমান ভাবেই খণ্ডন করিতে পারি; পর্ব্বত ও কর্দ্দম সমান ভাবেই বিদলিত করিতে পারি। এই রূপে কত অগ্নি ও কত জল শোষণ করিয়াছি, কত বজ্র ও কত তৃণ খণ্ডন করিয়াছি এবং কত পর্ব্বত ও কত কর্দ্দম বিদলিত করিয়াছি! আমি সাগরকেও নগর ও নগরকেও সাগর করিয়া থাকি; বনকেও উপবন ও উপবনকেও বন করিয়া থাকি; এবং মরুকেও জনপদ ও জনপদকেও মরু করিয়া থাকি। এই রূপে, সজনকে বিজন ও বিজনকে সজন, এবং গহনকে নিগহন ও নিগহনকে গহন করা আমার অণুমাত্র অসাধ্য বা আয়াস-সাধ্য নহে; প্রত্যুত, একান্ত সাধ্যের মধ্যেই পরিগণিত।

আমার ফূৎকারে পর্ব্বত, ধূলির ন্যায়, উড়িয়া যায়, মহাসাগর, ক্ষুদ্র শিশিরবিন্দুর ন্যায়, শুকাইয়া যায় এবং প্রলয়পাবকও, ক্ষুদ্র দীপের ন্যায়, নির্ব্বাণ হইয়া যায়। আমি মনে করিলে, প্রাসাদ কুটীর হয় ও কুটীর অট্টালিকা হয়, ধনী দরিদ্র হয় ও দরিদ্র ধনী হয়, দুর্ব্বল সবল হয় ও সবল দুর্ব্বল হয় এবং ক্ষুদ্র মহান্ হয় ও মহান্ ক্ষুদ্র হয়।

তোমার পিতা ছিলেন, মাতা ছিলেন এবং তাঁহাদেরও পিতা ছিলেন ও মাতা ছিলেন; তাঁহারা কোথায় গেলেন? আবার, তাঁহাদেরও পিতা মাতাও ছিলেন। তাঁহারা বা কোথায় গিয়াছেন? তোমার ঐ প্রতিবেশীর, তোমার ঐ জ্ঞাতিবর্গের, তোমার ঐ বান্ধবগণের, তোমার ঐ মিত্র-

সমূহের, তোমার ঐ সহচরগণের, তোমার ঐ স্বজাতিবর্গের, তোমার ঐ আত্মীয়গণের, অথবা তোমার ঐ দাসদাসী-সমূহের পিতা মাতা এবং তাঁহাদের পিতা মাতাও অবশ্য ছিলেন। তাঁহারাই বা কোথায় গেলেন? এই সকল ভাবিয়া দেখ, পুত্রের জন্য আর শোক করিতে হইবে না।

ঐ দেখ, এই শ্মশানের কোন স্থানে পিতা পুত্রে, কোন স্থানে পতি পত্নীতে, কোন স্থানে ভ্রাতা ভগ্নীতে, কোন স্থানে বন্ধু বন্ধুতে, কোন স্থানে শত্রু শত্রুতে, কোন স্থানে সর্পে নকুলে এবং কোন স্থানে শৃগালে ব্যাঘ্রে দগ্ধ হইয়াছে ও হইতেছে এবং কোন স্থানে বিধবা, কোন স্থানে সধবা, কোন স্থানে শিশু, কোন স্থানে যুবা, কোন স্থানে প্রৌঢ়, কোন স্থানে বৃদ্ধ, কোন স্থানে অনাথ, কোন স্থানে সনাথ, কোন স্থানে ধনী, কোন স্থানে দরিদ্র, কোন স্থানে সাধু ও কোন স্থানে বা অসাধু প্রবল চিতানলে প্রজ্বলিত হইতেছে। ঐ দেখ, কোন স্থানে তোমার ন্যায় পুত্রহীন পিতা দগ্ধ হইতেছে, কোন স্থানে পিতৃহীন পুত্র অর্দ্ধদগ্ধ পতিত রহিয়াছে, কোন স্থানে স্বয়ং পিতা প্রাণাধিক পুত্রের সুকোমল কলেবর স্বহস্তে জ্বলন্ত অগ্নিমুখে নিক্ষেপ করিতেছে, ঐ দেখ, ঐ হতভাগ্য তোমারই ন্যায়, দুরন্ত শোকে একান্ত অসহমান হইয়া, বারংবার দুর্নিবার মোহাবেশে পতিত ও নিপতিত হইতেছে। ঐ দেখ, কোন স্থানে পিতৃপ্রাণ পুত্র সাক্ষাৎ-দেবতা-স্বরূপ পরমভক্তি-ভাজন পিতা মাতার অস্থিস্তূপ সঞ্চয়ন করিতেছে। হতভাগ্যের আর সংসারে আপনার বলিতে অথবা আহা

করিতে কেহ নাই! ঐ দেখ, ঐ ব্যক্তি পুত্রকে জ্বলন্ত চিতামুখে অর্পণ করিয়া, গৃহে যাইতে না যাইতেই, আপনিও পথিমধ্যে হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ঐ দেখ, শৃগাল ও কুক্কুর সকল ইহাকে লইয়া, পরস্পর ঘোর বিবাদ করিতেছে।

ঐ দেখ, অনাথা জননী সাশ্রু লোচনে ও ম্লান-বদনে একাকিনী উপবেশন পূর্ব্বক গদ্‌গদ বচনে ও ব্যাকুল মনে বিলাপ করিতেছে, আর, উহার পুত্তলিসম মধুরমূর্ত্তি প্রিয় শিশু প্রবল অনলে ধীরে ধীরে ভস্মীভূত হইতেছে। ঐ দেখ, এদিকে চাহিয়া দেখ, হতভাগিনী জননী প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তাহার উপায়হীন শিশু পুত্র সামান্য কুক্কুরাদি পশুশাবকের ন্যায়, পথে পথে বিচরণ করিতেছে। ঐ দেখ, কোন স্থানে পতিহীনা অবলাগণের, শিশুহীনা জননী-গণের, আত্মীয়হীনা ললনাগণের এবং অভিভাবকহীনা স্ত্রীগণের হৃদয়ভেদী, মর্ম্মভেদী, আকাশভেদী ও অন্তরচ্ছেদী ক্রন্দন-কোলাহল দিক্ বিদিক্ ব্যথিত ও বিদারিত করিয়া, সমুত্থিত হইতেছে! এই সকল আমারই রচনা। তুমি বুদ্ধিমান্ ও জ্ঞানবান্ এবংবিধ দৃষ্টান্ত সকল দর্শন ও পর্য্যা-লোচন করিয়া, সবিশেষ বিচার করিয়া দেখ; পুত্রের জন্য আর শোক করিতে হইবে না।

ঐ দেখ, এই ব্যক্তি তোমারই ন্যায়, রাজাধিরাজ মহারাজ ছিল। ইহার দন্তে বসুমতী কম্পিত হইয়া-ছিল, ইহার সংরম্ভে দিগ্-বলয় সশঙ্কিত হইয়াছিল এবং ইহার আরম্ভে সকল লোক পর্য্যুদস্ত হইয়াছিল। সাক্ষাৎ

শমনও শঙ্কাবশতঃ ইহার সমীপে যাইতে পারিতেন না। কিন্তু ইদানীং শৃগাল ও কুক্কুরগণ নির্ভয়ে ইহার সেই যমসম ভীষণ বিষম কলেবর আকর্ষণ করিতেছে! ইহার সেই তেজঃ, বীর্য্য, প্রতাপ কোথায় গেল! সেই সুবিপুল সহায় সম্পদ কোথায় গেল! সেই অপার বিষয় বিভব এবং সেই অতুলিত যানবাহনই বা কোথায় গেল! এই সকল ভাবিয়া দেখ, পুত্রের জন্য আর শোক করিতে হইবে না।

ঐ দেখ, এই গগনস্পর্শী বিশাল বৃক্ষ ধরাসাৎ হইয়াছে। ইহার পত্র, পুষ্প ও ফলাদিতে কত জীবের জীবধারণ হইয়াছে এবং ইহার সুশীতল ছায়ায় ও তলদেশে কত লোকের আতপতাপ নিবারিত ও বিশ্রান্তিলাভ হইয়াছে কিন্তু আর ইহার সে সৌভাগ্য নাই! ইহার সে সুখের দিন ও সমৃদ্ধির সময় অতীত হইয়াছে। কিয়দ্দিন মধ্যেই মৃত্তিকায় পরিণত হইলে, ইহার নামমাত্র শেষ হইবে; কেহই আর ইহাকে দেখিতে পাইবে না। আবার, কাল-সহকারে ইহার নাম পর্য্যন্তও লোপ পাইবে। বলিতে কি, যাহারা ইহাকে দেখিয়াছে, তাহাদিগকেও আর কিয়দ্দিন পরে দেখিতে পাওয়া যাইবে না! অথবা, যাহারা ইহাকে শুনিয়াছে, তাহাদিগকেও আর কিয়দ্দিন পরে শুনিতে পাওয়া যাইবে না! এই রূপে সকলেরই লয় হইবে। এই সকল ভাবিয়া দেখ, তোমায় পুত্রের জন্য আর শোক করিতে হইবে না।

ঐ দেখ, এদিকে চাহিয়া দেখ, ঐ অভ্রভেদী মন্দির—

এই বহু কালের, বহু যত্নের ও বহু ব্যয়ের বহুমত মন্দির ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। ইহা আমারই অনুষ্ঠিত। ঐ দেখ, ঐ অতিক্ষুদ্র পিপীলিকার সহিত এই অতিমহান্ রাজহস্তী মৃত পতিত রহিয়াছে। ইহার শুণ্ডাদণ্ডের প্রচণ্ড আঘাতে প্রকাণ্ড পর্ব্বতচূড়াও খণ্ড খণ্ড পতিত ও ধরাতলে লুণ্ঠিত হইত। কিন্তু অধুনা আমার প্রেরিত মৃত্যুর আক্রমণে পিপীলিকার সহিত ইহার সমান দশা ভোগ হইতেছে! এই রূপে তোমার পুত্র বলিয়া নহে; সকলেরই এই দশা হইয়া থাকে। অতএব তুমি কিজন্য শোক করিতেছ? বিশেষতঃ, মৃত্যু যখন এই রূপে সকলকেই গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে, তখন কাহারই জন্য কাহারও শোক করা বৃথা। শোক করিলে, মৃত্যু কখনও পরিহার প্রদান করিবে না। এপর্য্যন্ত কাহাকেও পরিহার করিয়াছে, বোধ হয় না। তুমিই ভাবিয়া দেখ, তোমার এই দেহ কি ছিল, কি হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেই বা কি হইবে? জরায় অবসন্ন ও জীর্ণ শীর্ণ হইয়া, মৃত্যুর উদরসাৎ হইবে;—যাহা সকলেরই হইয়া থাকে, তোমারও তাহাই হইবে। কিছুতেই ইহার পরিহার হইবে না। তুমি বালক ছিলে, যুবা হইয়াছ; যুবা ছিলে, প্রৌঢ় হইয়াছ। অতঃপর তোমায় অবশ্যই বৃদ্ধ হইতে হইবে। বৃদ্ধ হইলেই, মৃত্যু তোমায় অবশ্যই আক্রমণ করিবে। তখন তোমার কি হইবে? পুত্রশোক কোথায় যাইবে? অতএব শোক ত্যাগ করিয়া, গৃহে গমন কর, এবং মৃত্যুই অবশ্যম্ভাবী, জানিয়া, তজ্জন্য স্বতঃ পরতঃ প্রস্তুত হও। আর, যদি একান্তই শোক করিবার ইচ্ছা

থাকে, তাহা হইলে, আপনারই জন্য শোক কর। কেননা, মৃত্যু যখন সমস্ত সংসারকে গ্রাস করে, তখন তোমাকেও গ্রাস করিবে। অতএব তুমি নিজের জন্য শোক না করিয়া, পরের জন্য শোক করিতেছ কেন? এই শ্মশান অবশ্যই তোমাকেও একদিন গ্রহণ করিবে। তখন তোমার কি হইবে? অতএব, যাহাতে শ্মশানে আসিয়া, ভস্মসাৎ বা বিষ্ঠাসাৎ হইতে না হয়, তাহারই চেষ্টা কর। মৃত্যু যখন অবধারিত, তখন মৃত্যু হইয়াছে, ভাবিয়াই, আত্মার উদ্ধার-পথ পরিষ্কৃত করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ফলতঃ, জরা ও মৃত্যু আমার দক্ষিণ ও বাম হস্ত। কাহার সাধ্য, তাহাদের গতিরোধ করে? অতএব তুমি প্রস্থান কর।

মৃত্যুপতি কাল এই বলিয়া, সেই স্থানেই তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। তখন বর্ম্মসিংহের চৈতন্য সঞ্চরিত ও জ্ঞানমার্গ বিকসিত হইয়া উঠিল। হৃদয়াকাশে পূর্ণ-চন্দ্রের ন্যায়, প্রবোধ সমুদিত হইলে, তিনি শোক ত্যাগ করিয়া, ধীরে ধীরে শ্মশানপ্রান্তরের বহির্গত হইলেন এবং গৃহে প্রত্যাগত হইয়া, যথাবিধি পুত্রের ঔর্দ্ধদেহিক বিধি সমাহিত করিলেন।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

ঈশ্বর-স্বরূপ-বিনির্ণয়।

বেদ কহিলেন, দেবরাজ! মহামতি মহাভাগ মহাত্মা প্রহ্লাদ এইরূপ সদুপদেশপূর্ণ, সদ্‌যুক্তিসমন্বিত, সদ্‌ভাবশত-সম্পন্ন, সদভিপ্রায়সংযুক্ত, শোক-নাশন, সন্তাপ-বিনাশন,

সুদীর্ঘ উপাখ্যান সমাপ্ত করিয়া, পূর্ব্ববৎ পূর্ণোদার প্রকৃষ্ট বাক্যে পিতৃদেবকে সম্বোধন করিয়া, কহিতে লাগিলেন; তাত! আপনি এখন সেই জগৎপতি জনার্দ্দনের মহিমা ও সংসারের অসারতা বুঝিতে পারিলেন এবং তৎসহকারে বোধ হয়, আপনার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে। বোধ হয়, আপনার পাপপ্রবৃত্তির পরিহার হইয়াছে। বোধ হয়, আপনার আত্মশুদ্ধি হইয়াছে। বোধ হয়, আপনার প্রবোধ-প্রতিভারও সঞ্চার হইয়াছে। যদি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে, আপনার বোধবৃদ্ধির জন্য পুনরায় সেই আত্মপতি ভগবানের স্বরূপ বর্ণন করিব। আপনি নিস্তারপদবীর পরিষ্করণ জন্য, আত্মগতির আবিষ্করণ জন্য, সবিশেষ মনোনিবেশ সহকারে আপনার এই পরমপাপীয়ান্ ও পরম-দুরাচারবান্ পরিকর ও পরিজনবর্গ সমভিব্যাহারে ভক্তিভরে ঐকান্তিক অন্তরে শ্রবণ করুন।

যিনি সর্ব্বশক্তিময় অব্যক্ত আত্মারূপে সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট (১) হইয়া আছেন, বলিয়া লোকে দর্শন, জ্ঞান ও কার্য্য সাধন করিয়া থাকে; এইজন্য, যিনি জ্ঞাতা জ্ঞান জ্ঞেয়, দ্রষ্টা, দর্শন দৃশ্য এবং কর্ত্তা করণ কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়েন; তিনিই ঈশ্বর। তিনি স্বভাবতঃ আনন্দময়। তাঁহার আনন্দকণায় পরিব্যাপ্ত হইয়া, সমুদায় বিশ্বব্যাপার যথা-বিধানে সম্পাদিত হইতেছে। যদি তিনি আকাশে আনন্দ-রূপে না থাকিতেন, তাহা হইলে, কেই বা জীবনধারণে সমর্থ হইত? তিনি স্বপ্রকাশ, স্বয়ংভূ ও স্বয়ংজ্যোতিঃ। তিনি

---

(১) অর্থাৎ বস্ত্রাদিতে সূত্রাদির ন্যায়, ব্যাপিয়া আছেন।

সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বস্বরূপ ও সর্ব্বসংহর কাল। তিনি বাক্যের অগোচর, মনের অগোচর, কালের অপরিচ্ছেদ্য ও ভাবনার দুরাসাদ্য। একমাত্র জ্ঞানযোগ দ্বারাই তাঁহারে জানিতে পারা যায়। মনুষ্য তাঁহাকে জানিলেই, সমুদায় জানিতে পারে, তাঁহাকে দেখিলেই, সমুদায় দেখিতে পারে এবং তাঁহার কার্য্য করিলেই, সমুদায় করিতে পারে। নিশ্চয় জানিও, এই সংসার কিছুই নহে। তুমি যতক্ষণ স্বয়ং জীবিত বা বিদ্যমান, ততক্ষণই ইহার সত্তা বা বিদ্যমানতা, ততক্ষণই ইহার সহিত তোমার সম্বন্ধ বা সম্পর্ক। তুমি যাহাকে পিতা বলিয়া ভক্তি করিতেছ, মাতা বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেছ, ভ্রাতা বলিয়া স্নেহ করিতেছ এবং বন্ধু বলিয়া প্রীতি করিতেছ, তাহারা কি বাস্তবিক তোমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও বন্ধু? কখনই নহে। মনুষ্য স্বভাবতঃ ভ্রমময়; এই সংসারও ভ্রমসঙ্কুল। এখানে পদার্পণ করিলে, দারুণ মোহ আসিয়া আলিঙ্গন করে। সেই মোহের এরূপ অসীম শক্তি যে, নির্ব্বোধ জীব তৎপ্রভাবে অন্ধ হইয়া, ইতস্ততঃ সহায়হীন আশ্রয়হীন পরিক্রমণ করে এবং অন্ধ যেরূপ অবলম্বন জন্য যষ্টি গ্রহণ করিয়া থাকে, সেইরূপ সেও যষ্টি স্বরূপ পিতা মাতা, ভ্রাতা ও বন্ধু কল্পনা করে। অনন্তর ক্রমে ক্রমে তাহাতে এরূপ আসক্ত হয় যে, যাহার জন্ম আছে, তাহার ক্ষয় আছে, ইহা স্বপ্নেও কল্পনা করে না। এইজন্যই, মনীষিগণ বলিয়াছেন, যাহারা মূর্খ ও পরিণামজ্ঞানশূন্য, অসার পুত্র দারাদিই তাহাদের সংসার; কিন্তু যাহারা বিদ্বান্ ও আত্মবোধ-

বিশিষ্ট, পরম-পুরুষ পরমেশ্বরই তাঁহাদের পিতা মাতা প্রভৃতি পরিজন পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ সংসার রূপে একমাত্র আশ্রয় ও অবলম্বন হইয়া থাকেন।

সাংখ্যবাদিরা সেই পরমাত্মাকে পুরুষ, বেদান্তবাদিরা ব্রহ্ম, বিজ্ঞানাত্মবাদিরা বিশুদ্ধ চিৎ এবং শূন্যবাদিরা শূন্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তিনি সূর্য্যের তেজঃ ও চন্দ্রের জ্যোতি প্রকাশিত করিয়াছেন, নক্ষত্রদিগকে প্রতিভা প্রদান করিয়াছেন এবং আকাশের এরূপ বিমল বর্ণ বিধান করিয়াছেন। তিনি বক্তা, অনুমন্তা, ভোক্তা, দ্রষ্টা, স্মর্ত্তা ও কর্ত্তা এবং আত্মা ও সত্তা রূপে প্রতিভাত হইতেছেন। তিনি নিত্য হইলেও, অনিত্য জগতে অধিষ্ঠান ও দেহস্থ হইলেও, দূরে অবস্থান করেন। চিৎ, প্রভাকরের প্রভার ন্যায়, তাঁহা হইতেই প্রকাশিত এবং বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ তাঁহা হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছেন। তিনি আপনাকে ও সমুদায় পদার্থকে প্রকাশিত করিতেছেন। যেরূপ সলিল হইতে বুদ্‌বুদ্ সমুত্থিত হয়, এবং তাহাতেই অবস্থিতি ও অন্তর্দ্ধান করে, সেইরূপ সমুদায় সংসার তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাঁহাতেই লীন হইয়া থাকে। তিনি জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে, আকাশে, পাতালে, প্রস্তরে ও পর্ব্বতে সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেছেন। ইন্দ্রিয় ও প্রাণ সমুদায় এবং অবিদ্যা ও কাম প্রভৃতি তাঁহারই প্রভাবে স্ব স্ব ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এইজন্য তিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, প্রাণের প্রাণ ও মনের মন বলিয়া পরিগণিত হয়েন।

তিনিই শিলা সকলকে অচল, আকাশকে শূন্য, [illegible] কঠিন, জলকে তরল, বায়ুকে প্রবহনশীল ও [illegible] তেজস্বী করিয়াছেন, এবং দীপে ও সূর্য্যে আলোক দিয়াছেন। যেরূপ অমৃতপূর্ণ জলধর হইতে সুশীতল সলিলধারা বিনিঃসৃত হয়, সেইরূপ তাঁহার পবিত্র দৃষ্টি এই সংসারের প্রতি অনবরত প্রবাহ রূপে পতিত রহিয়াছে। এইজন্যই ইহার স্থিতি, এইজন্যই ইহার চেষ্টা এবং এইজন্যই ইহার সত্তা ও চৈতন্য। তিনি যদি চৈতন্য ও প্রাণ রূপে না থাকিতেন, তাহা হইলে, এই বিশ্ব কোথায় থাকিত? ইহার আনন্দ ও ব্যাপার সমস্তও লয় প্রাপ্ত হইত।

জননী তাঁহারই আদেশে সন্তানকে গর্ভে ধারণ ও স্তন্যদান দ্বারা পোষণ করিতেছেন; পিতা তাঁহারই আদেশে পুত্রকে পরিপালন করিতেছেন; বায়ু তাঁহারই আদেশে অহরহ প্রবাহিত হইয়া, সমস্ত সংসার রক্ষা করিতেছে; পৃথিবী তাঁহারই আদেশে শস্য প্রসব করিতেছে; চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহারই আদেশে আলোক বিকিরণ করিতেছে; দিন যামিনী তাঁহারই আদেশে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতেছে; শিশির বসন্ত তাঁহারই আদেশে পরিবর্ত্তিত হইতেছে; অগ্নি তাঁহারই আদেশে প্রজ্বলিত হইতেছে; নদ ও নদী সকল তাঁহারই আদেশে প্রবাহিত হইতেছে; নক্ষত্র ও তারকা সকল তাঁহারই আদেশে গগনমণ্ডলে প্রকাশিত হইতেছে; জলধর সকল তাঁহারই আদেশে যথাকালে বারিবর্ষণ করিতেছে; পর্ব্বত সকল তাঁহারই আদেশে পৃথিবী ধারণ করিতেছে; জন্ম ও মৃত্যু তাঁহারই

আদেশে সংসারক্ষেত্রে পর্য্যায়ক্রমে নৃত্য করিতেছে এবং যৌবন ও জরা তাঁহারই আদেশে জীবদেহে আবির্ভূত হইয়াছে। ফলতঃ সমস্ত সংসার তাঁহারই আদেশে পরিচালিত ও পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

নাস্তিকগণ যাঁহাকে ধারণ করিতে গিয়া, পদে পদেই ব্যর্থমনোরথ হয় এবং মনের সহিত বাক্য যাঁহারে না পাইয়া, প্রত্যাবৃত্ত হয়, তিনিই ঈশ্বর।

বালক যেরূপ কর্দ্দম লইয়া, তাহাতে স্বীয় কল্পনা অনুসারে নানাপ্রকার অবাস্তব, অপ্রাকৃত, অব্যবস্থ ও অসিদ্ধ-পূর্ব্ব আকার নির্ম্মাণ করে, সেইরূপ অজ্ঞানিগণ মোহদুর্ভর মন্থর হৃদয়ে তত্তৎ রূপে চিন্তা করিয়া, যাঁহারে তত্তৎ নামে কল্পনা করে, তিনিই ঈশ্বর।

পিতা যেরূপ ঔষধপান-পরাঙ্মুখ দুর্ললিত বালকের প্রবৃত্তিসমাধাননিমিত্ত খণ্ড-লড্ডুকাদির প্রলোভন প্রদর্শন করেন, তদ্রূপ, যাঁহার প্রাপ্তিপ্রত্যাশায় বৈদিক প্রভৃতি বিবিধ প্রবৃত্তিমার্গ অবতারিত হইয়াছে; তিনিই ঈশ্বর।

যোগ-বিশুদ্ধ শান্তচিত্ত মনীষিগণ যাঁহারে ভাবনাময়, ধ্যানময়, আনন্দময়, সাধনাময়, সিদ্ধিময়, কারণময়, কার্য্যময়, প্রপঞ্চময় বা প্রপঞ্চের অতীত রূপে চিন্তা করেন এবং সকলের আদি ও অনাদি, ঈশ্বর ও অনীশ্বর, অথবা যোনি ও অযোনি নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তিনিই ঈশ্বর।

যিনি পরমাণুময় হইলেও পরমমহান্, একদেশব্যাপী হইলেও সর্ব্বদেশময়, বিশ্বময় হইলেও চিন্তাময়, সর্ব্বস্থান ব্যাপী হইলেও অদৃশ্য, অন্তর্যামী হইলেও অননুভাব্য,

বিশ্বরূপ হইলেও নিঃস্বরূপ, নিত্যসিদ্ধ হইলেও অপ্রমেয় জ্যোতির্ম্ময় হইলেও দৃষ্টির বহির্ভূত এবং প্রকাশময় হইলেও অপ্রকাশিত, তিনিই ঈশ্বর।

যিনি একান্ত সত্য হইলেও, আকাশ-কুসুমের ন্যায়, ধারণার একান্ত বহির্ভূত; জ্ঞানময় হইলেও, জ্ঞানের সুদূর-পরাহত; চিন্তাময় হইলেও, অচিন্ত্য, এবং কার্য্যময় হইলেও, অকার্য্য, তিনিই ঈশ্বর।

যিনি কর্ত্তা, কারক, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, সম্বন্ধ ও অধিকরণ; যিনি তেজও নহেন, অন্ধকারও নহেন; স্থূলও নহেন; সূক্ষ্মও নহেন; ব্যস্তও নহেন, সমস্তও নহেন; দৃশ্যও নহেন; অদৃশ্যও নহেন; বস্তুও নহেন; অবস্তুও নহেন; স্থিতও নহেন; অস্থিতও নহেন; শূন্যও নহেন; অশূন্যও নহেন; অথচ যিনি সর্ব্বময়; তিনিই ঈশ্বর।

যাঁহার অবস্থিতি আছে, বিস্তৃতি নাই; সত্তা আছে, অবয়ব নাই; গৌরব আছে, পরিমাণ নাই; স্থিতি আছে, সীমা নাই; শ্রুতি আছে, সাক্ষাৎ নাই; পরিচয় আছে, আলাপ নাই; রূপ আছে, নাম নাই; তিনিই ঈশ্বর।

যিনি পিতা হইলেও জননী, আত্মীয় হইলেও পর, সকলের হইলেও আপনার, বান্ধব হইলেও নিঃসঙ্গ, এবং সাধ্য হইলেও সাধন, তিনিই ঈশ্বর।

যুষ্মদ্, অস্মদ্, যদ্, তদ্ ইত্যাদি সর্ব্বনাম এবং সেই সর্ব্বনামের প্রতিরূপ বা প্রতিযোগী অথবা সংসৃষ্ট সমুদায় শব্দ যাঁহাতে অবচ্ছিন্ন; যিনি সকল কালে সকল দেশে সকল অবস্থায় একরূপ; যিনি কাল, কর্ম্ম, দৈব, অদৃষ্ট

...স্বরূপ; যাঁহার কাল, কর্ম্ম, দৈব, অদৃষ্ট বা ... পরিচ্ছিন্ন নহেন; যাঁহারে অবগত হইলে, ... প্রাপ্ত হইলে, সমুদায় প্রাপ্ত, চিন্তা করিলে ... এবং যাঁহারে সাধনা করিলে, সমুদায়ই সুসিদ্ধ তিনিই ঈশ্বর।

যিনি বর্ত্তমানে, যিনি অতীতে, যিনি ভবিষ্যতে; অথবা, যিনি আদিতে, যিনি মধ্যে, যিনি চরমে; যিনি পরমমহান্, পরমকারণ ও পরমপুরুষ; যিনি বস্তু সকলের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের নিদান; যিনি সকল নিষ্কল, সরূপ নিরূপ ও সগুণ নির্গুণ ইত্যাদি সমুদায় বিরোধের আধার; যিনি বিশেষ্য ও বিশেষণ, সাক্ষাৎ ও পরম্পরিত এবং অন্বিত ও ব্যতিরিক্ত; যিনি মহাকাশ, মহাভূত, মহাপ্রাণ ও মহাদেব; যিনি চরম স্থান, চরম গতি ও চরম নিলয়; যিনি চক্ষুর দৃষ্টি, কর্ণের শ্রুতি, ত্বকের স্পর্শ, নাসিকার ঘ্রাণ ও রসনার রসনা; যিনি প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত, আবার নিবৃত্ত ও প্রবৃত্ত; যিনি সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বগুণ, সর্ব্বহেতু ও সর্ব্বসত্ত্ব; যিনি পূর্ণ, পরমপূর্ণ ও পূর্ণপূর্ণ; যিনি নিষ্ক্রিয় ও ক্রিয়াশীল, নিরিন্দ্রিয় ও সর্ব্বেন্দ্রিয়, নিস্পৃহ ও ইচ্ছাময়; যিনি পরম তেজ, পরম জ্যোতি, পরম তপঃ ও পরম শান্তি; যিনি ভাবনার অতীত ও ভাবনাময়, বাক্যের অতীত ও বাঙ্ময়, জ্ঞানের অতীত ও জ্ঞানময়, এবং চিত্তের অতীত ও চিন্ময়; যিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য, জাত ও অজাত, চিন্ত্য ও অচিন্ত্য এবং অতীত ও অনাগত প্রপঞ্চমাত্রের বিধাতা ও পরিজ্ঞাতা; যিনি নিরবধি, নিরবচ্ছিন্ন, সতত ও সন্তত; যিনি যত্র, তত্র, অত্র, কুত্র, অমুত্র অথবা সর্ব্বত্র; তিনিই ঈশ্বর।

যিনি অচক্ষু হইলেও সর্ব্বদর্শী, অপদ হইলেও সর্ব্বগতি, অচিন্ত হইলেও সর্ব্বকল্প এবং অহস্ত হইলেও সর্ব্বকর্ত্তা; যিনি এক, অদ্বিতীয় ও অনবাস্তর; যিনি সজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত এই ত্রিবিধ ভেদ পরিশূন্য; যিনি বিবর্ত্তী, পরিণামী ও আরম্ভক এই ত্রিবিধ উপাদান; যিনি সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিবিধ কারণ; যিনি স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতাল এই ত্রিবিধ লোক; যিনি ভূত, ইন্দ্রিয় ও দেবতা এই ত্রিবিধ সৃষ্টি; যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিবিধ কাল; যিনি আদি, মধ্য ও চরম এই ত্রিবিধ অবস্থা, এবং যিনি উত্তম, মধ্যম ও অনুত্তম এই ত্রিবিধ স্বভাব, তিনিই ঈশ্বর।

যিনি প্রিয়, প্রিয়তম অথবা প্রিয়তম হইতেও প্রিয়তম, আপনার হইতেও আপনার, পর হইতেও পর, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ, অভীষ্ট হইতেও অভীষ্ট, পূজ্য হইতেও পূজ্য; যিনি ধরিত্রী রূপে সকলের ধারণ, সবিতা রূপে প্রসব, অন্ন রূপে পুষ্টি বিধান, প্রাণ রূপে চৈতন্য সমাধান, বিজ্ঞান রূপে পরোক্ষ বিষয়ের বোধ সম্পাদন, জ্ঞান রূপে দৃশ্য বস্তুর স্ফুটীকরণ, বুদ্ধি রূপে হিতাহিত সমুদ্ভাবন, আত্মা রূপে শরীরযন্ত্রের পরিচালন, প্রতিভা রূপে প্রকাশ, স্মৃতি রূপে অনুভাবন, মন রূপে লোকযাত্রা সংবিধান, ক্ষমা রূপে সংসারস্থিতি সমাধান এবং মনীষা রূপে সকল বিষয়ে সকলের নিয়মনশক্তি বিস্তার করেন; যিনি মূর্ত্তিমতী দয়া, শরীরিণী শান্তি, সাক্ষাৎ ন্যায় ও বিগ্রহবান্ সত্য; যাঁহার চিন্তা বা ভাবনা করিলে সমুদায় ভাবনা দূরীভূত, সমুদায় শোক তিরোহিত, বিষাদ সন্তাপ বিগলিত, দুঃখবেগ বিদলিত,

শা।রোগ পরাহত, আত্মা পবিত্র, আশয় বিকসিত, জ্ঞান বিস্তৃত, বিজ্ঞান বিজৃম্ভিত, চিত্ত প্রশস্ত, হৃদয় প্রসারিত, মন সমুচ্ছ্রিত, এবং সত্য, ধর্ম্ম, ন্যায় ও শান্তি প্রভৃতি অন্যান্য বৃত্তি বা প্রবৃত্তি সমুদায় মার্জ্জিত, বর্দ্ধিত, প্রকাশিত ও সমুদ্ধত হয়; অধিক কি, যাঁহারে চিন্তা করিলে, দুঃখ সুখে, শোক শান্তিতে, বিষাদ হর্ষে, অন্ধকার আলোকে, মলিনতা প্রসত্তিতে, বিজন সজনে, বন উপবনে, দুর্গ গৃহে, বিপদ সম্পদে, প্রান্তর নগরে, দুর্যোগ সুযোগে, দুর্ভাগ্য সৌভাগ্যে, নিগ্রহ অনুগ্রহে, রোগ আরোগ্যে, মৃত্যু অমৃতে, ভয় অভয়ে, শাপ বরে, সংকট প্রকটে, কুটীর প্রসাদে, বন্ধ মোক্ষে, শত্রুতা বন্ধুভাবে, সংসার আত্মীয়তায়, এবং অপরাগ অনুরাগে পরিণত হয়, তিনিই ঈশ্বর।

যিনি অপার, অসীম, অনন্ত ও অনতিক্রমণীয় শক্তি সম্পন্ন; যিনি সর্ব্বচক্ষু, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশ্রুতি, সর্ব্বস্পৃক্, সর্ব্বরস, সর্ব্ববোধ, সর্ব্বসত্ত্ব ও সর্ব্বাত্মা; যিনি যাদৃক্ তাদৃক্ ঈদৃক্ কীদৃক্ ও অমূদৃক্ ভাব পরিশূন্য; যিনি বোধরূপ, বিজ্ঞানঘন, সৎস্বরূপ ও চিদানন্দ; যিনি আলোকের আলোক ও প্রতিভার প্রতিভা; যিনি আলোকে প্রকাশরূপে, অন্ধকারে নিদ্রারূপে, বিপদে বন্ধুরূপে ও দুঃখে করুণারূপে বিরাজ করেন; যিনি অসহায়ের সহায়, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অনাথের নাথ ও অকিঞ্চনের সর্ব্বস্ব; তিনিই ঈশ্বর।

বিংশ অধ্যায়।

ঈশ্বর বিষয়ক বিবিধ তত্ত্বকথা।

পূর্ব্বে কোন সময়ে দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইলে, দারুণ অন্নকৃচ্ছে নিপতিত ও দুর্ব্বিষহ জঠরানলে দহ্যমান হইয়া, লোকমাত্রেরই ঈশ্বরজ্ঞান পরাহত ও সদসৎপরিবেদনা পরিহৃত হইলে, পিতা পুত্র এবং স্বামী ও স্ত্রী স্নেহ, ভক্তি, প্রণয় ও মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া, পরস্পর ভক্ষণ অথবা বিক্রয়ে প্রবৃত্ত হইলে, চতুর্দ্দিক হাহা ভূত ও শোকতিমিরে অন্ধীভূত হইলে, লোকের দ্বারে দ্বারে ভয়ঙ্কর মহাশ্মশান প্রাদুর্ভূত ও গৃহে প্রাঙ্গনে পথে ঘাটে মৃত পতিত অসংস্কৃত শবদেহের পূতিগন্ধিতে সমাহূত হইয়া গৃধ্র গোমায়ু বায়স ও কুক্কুর সকল তার স্বরে চীৎকার পূর্ব্বক ইতস্ততঃ অনবরত ধাবমান হইলে, ভূত পিশাচ ও প্রেতগণ লোকালয়েও দিবাভাগে আবির্ভূত হইয়া, হতাব-শিষ্ট মানবগণের শোণিতশোষণপূর্ব্বক নৃত্য-গীতে প্রবৃত্ত হইলে, রোগ, শোক, মহামৃত্যু, মহাভয় ও মহাহত্যা মূর্ত্তিমান্ হইয়া, ইতস্ততঃ দিবারাত্র ক্রীড়মাণ হইলে, জননী ভয়ব্যাকুলতায় অভিহত হইয়া, পরমপ্রীতিভাজন শিশু-সন্তানকেও মাংসশোণিতলোভে অনুধাবনপ্রবৃত্ত গৃধ্র-গোমায়ু-কুকুরমুখে অনায়াসেই নিক্ষেপপূর্ব্বক ভূতাবিষ্টার ন্যায়, গ্রহপীড়িতার ন্যায় অথবা উন্মত্তার ন্যায়, সহসা পলায়মান হইলে, গৃহচত্বর গোষ্ঠ বাট রথ্যা ও বিপণি প্রভৃতি সমুদায় স্থল লোকসমাগমপরিশূন্য হইলে, সুদূরবিসারী

আকাশরন্ধ্র শবাহারিগণের আনন্দকোলাহলে পরিপূর্ণ ও জীর্ণ প্রায় হইলে, ধনী দরিদ্র, গৃহী উদাসীন, দাতা যাচক, সাধু অসাধু, রক্ষক ভক্ষক, নগর বন, ক্ষেত্র মরু ও শোকালয় প্রান্তর রূপে পরিণত হইলে, এবং তৎসহকারে সন্নতরবর্ত্তী পরমশান্তরসাস্পদ আশ্রমপদ উপদ্রুত হইলে, মহর্ষি লম্বকর্ণ তপোবিঘ্নসম্ভাবনায় সাতিশয় শঙ্কমান ও স্বভাবসুলভ করুণা বশতঃ প্রতিবেশবাসী তত্তৎ জনস্থানের তাদৃশশোচনীয়দশাদর্শনে একান্ত অসহমান হইয়া, তৎক্ষণাৎ তাহার পরিহরণমানসে স্থানান্তরগমনে কৃতসংকল্প হইলেন এবং শিষ্য ও নবপরিণীতা প্রিয়তমা পত্নী সমভিব্যাহারে অন্ধকারময়ী অমারজনীর নিস্তব্ধ নিশীথসময়ে অন্যের অজ্ঞাতসারে ধীরপদসঞ্চারে অভিমত প্রদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। জনস্থানের সন্নিধান বা মধ্য দিয়া গমন করিলে, তত্তৎ লোমহর্ষণ ব্যাপার সমস্ত দৃষ্টিপথে পতিত বা শ্রুতি-বিষয়ে প্রবিষ্ট হইতে পারে। এই ভয়ে তিনি লোকসম্পর্ক-পরিশূন্য অরণ্যপ্রান্তরসহযোগে নিঃশব্দে গমন করিতে লাগিলেন।

তিনি চিরকালসেবিত তপোলক্ষ্মীর প্রসাদস্বরূপ যে বিশ্বতোমুখ দিব্য চক্ষু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা, প্রলয়েরও অন্ধকারে আচ্ছন্ন, বজ্রেরও উৎকট শিখায় প্রতিহত, ত্রিদোষজ সন্নিপাতেও রুদ্ধ, মায়াজীবির দুর্ভেদ্য ইন্দ্রজালেও ভ্রান্ত, বিড়ম্বনাময়ী মরীচিকাতেও প্রতারিত, অথবা লোকের দুরতিক্রম্য মায়াশক্তিতেও বদ্ধ হইবার নহে। যেখানে বায়ুরও গতি নাই, সূর্য্যেরও কিরণ প্রবেশ করিতে অসমর্থ

এবং বুদ্ধিমানেরও বুদ্ধি গমন করিতে অক্ষম, ঐ দিব্য চক্ষু তাদৃশ দুরধিগম্য দুঃসাধ্য প্রদেশেও অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে। অধিক কি, ঐ দিব্য চক্ষু বিজ্ঞানের মূল, অতীত ও অনাগত দৃষ্টির কারণ, এবং দূরদর্শন, অনুদর্শন, দিগ্‌দর্শন ও অলক্ষ্যসাধন প্রভৃতি যন্ত্রসমূহের আদর্শ এবং অচক্ষুর চক্ষু; মূকের জিহ্বা, বধিরের শ্রুতি, খঞ্জের পাদ ও অসাধ্যের সাধন। উহার প্রভাবে দূরও নিকট হয়, অণুও মহৎ হয়, গুরুও লঘু হয়, অসম্ভবও সম্ভব হয় এবং সমুদায় বিশ্ব হস্তামলক ভাবে পরিণত হইয়া থাকে। কেহ কেহ ইহাকে যোগবল, কেহ কেহ অতিবিজ্ঞান, কেহ কেহ অতীন্দ্রিয় শক্তি এবং কেহ কেহ ব্রহ্মভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। উহা অতলস্পর্শ সমুদ্রগর্ভে অথবা দ্বাদশ আদিত্যমণ্ডলীর মধ্যভাগে সম ভাবে প্রবেশ করিতে পারে। বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া, মার্জ্জিত ও পবিত্র হৃদয়ে আত্মাতে আত্মভাব স্থাপন পূর্ব্বক ঐকান্তিক চিত্তে পরব্রহ্মের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলে, ঐ দিব্য চক্ষু লব্ধ হয়। এবিষয়ে ধনী দরিদ্র, গৃহী উদাসীন কাহার বিশেষ নাই। মনুষ্য আপনার দোষেই আপনি উহাতে বঞ্চিত হইয়াছে। নতুবা, ঈশ্বর তাহারে শুদ্ধ দুঃখভোগের নিমিত্ত সৃষ্টি করেন নাই। তিনি যে তদীয় আত্মাতে আপনার শান্তিসুখসমৃদ্ধিময়ী বিশুদ্ধ ছায়া প্রতিফলিত ও সন্নিধাপিত করিয়া, তাহারে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাই এ বিষয়ের প্রমাণ। ধর্ম্ম, সত্য, ন্যায়, শান্তি, তিতিক্ষা, জ্ঞান, যুক্তি বিবেক, সদ্ভাব, বুদ্ধি ও অন্যান্য বৃত্তি ও প্রবৃত্তি সমুদায় পর্য্যালোচনা করিলে, সুস্পষ্ট

প্রতীতি, তিনি মনুষ্যকে উল্লিখিত দিব্য চক্ষু লাভের উপযোগী উপকরণ প্রদান পূর্ব্বক, সর্ব্বথা তৎসাধনদক্ষতা সহকারে সৃষ্টি করিয়াছেন।

যাহা হউক, মহর্ষি লম্বকর্ণ এই দিব্য দৃষ্টি প্রভাবে পরম পরিচিতের ন্যায় অথবা চিরাভ্যস্তের ন্যায়, বিশ্বজগতের অন্তর্বাহ্য সমুদায় বিষয় বা সমুদায় প্রদেশ সবিশেষ অবগত ছিলেন। এইজন্য তাদৃশ গভীর নিশীথসময়ে তাদৃশ গহন অরণ্যানী মধ্যে অস্খলিত ও অভ্রান্ত পদবিক্ষেপে অনায়াসেই গমন করিতে লাগিলেন। কুত্রাপি তাঁহার গতিশক্তি বিচ্ছিন্ন বা প্রতিহত হইল না। তিনি চিরকাল বিষয়সেবাপরিহারপূর্ব্বক ফলমূল মাত্র ভক্ষণ করিয়া, যে ঈশ্বরের সেবা করিয়াছিলেন, তিনি যেন চিরপরিচিত বিশ্বস্ত বন্ধুর ন্যায়, তৎকালে সম্মুখীন হইয়া, পথ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহারে যেন পুরোভাগে অবলোকন করিয়া, তদীয় হৃদয়কন্দর নব নব প্রমোদরসে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল; নিদারুণ পথশ্রম একবারেই দূরীভূত হইল এবং সেই বহুদূরব্যাপিনী অরণ্যানীও যেন কতিপয়-পদমাত্রবিসারিণী সরণী রূপে পরিণত হইল।

ঐ সময়ে তিনি অরণ্যের কোন স্থানে অবলোকন করিলেন, অনশনক্লিষ্ট কতিপয় দস্যু একত্র আসীন হইয়া, ক্ষীণ কর্কশ স্খলিত স্বরে পরস্পর নানাপ্রকার আলাপ করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে নরমাংসজীবী গৃধ্রের ন্যায়, উদ্গ্রীব হইয়া, ইতস্ততঃ তির্য্যগ্বিসারী কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। তাহাদের শরীর কঙ্কালমাত্রে অবশিষ্ট ও বর্ণ

অতিকৃষ্ণ। দেখিলে বোধ হয়, যেন জরা, মহাহত্যা ও দস্যুতা গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়া, একত্র আসীন রহিয়াছে; অথবা পাপ ও লোকদ্রোহ মূর্ত্তিমান হইয়া, সর্ব্বগ্রাসের উপায় উদ্ভাবন কল্পনা করিতেছে। ঈশ্বরভ্রষ্ট অথবা ঈশ্বরের স্বরূপভূত ধর্ম্ম ও সত্য হইতে নিষ্কাশিত হইলে, যে সকল দুর্দশা ও সর্ব্বলোকভয়াবহ দুলক্ষণ প্রাদুর্ভূত হয়, তাহাদের শরীরে তৎসমস্ত কিছুমাত্র অসদ্ভূত নাই। তাহাদের দৃষ্টি সরল হইলেও, অতিমাত্র কুটিল ও বিষমিশ্রিতের ন্যায় সাতিশয় ভয়াবহ। দেখিলেই বোধ হয়, যেন দারুণ দুষ্প্রবৃত্তি উহার উপাদান রূপে কল্পিত হইয়াছে।

মহর্ষি শাতাতপ কহিয়াছেন, যাহারা সর্ব্বদা পাপ করিয়া, পাপ জীবন অতিবাহিত করে, তাহাদের কৃত্রিম সরল দৃষ্টিতে বিশ্বাস করিও না। কেননা, তিগ্ম ও ক্রূর বস্তুর সরলতা সহজ কুটিলতা অপেক্ষাও সাতিশয় ভয়ানক। তেজোময় সূর্য্যকিরণ সরল ভাবে পতিত হইলে, পৃথিবীর সাতিশয় সন্তাপ প্রাদুর্ভূত হয় এবং শর যত সরল হয়, ততই তাহার শরীরপ্রবেশদক্ষতা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তিনি আরও কহিয়াছেন, ঈশ্বর নিশাচর ও বনচর শ্বাপদ প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়া, সুস্পষ্ট উপদেশ করিয়াছেন, যে যাহারা লোকালয়পরিহারপূর্ব্বক গহন প্রান্তরে বা তাদৃশ অন্ধ প্রদেশে অবস্থিতি করে, তাহাদিগকে সহসা বিশ্বাস করিও না। স্থান সন্নিবেশ, ভাব ভঙ্গি, চলন চালন, কথাবার্ত্তা ইত্যাদি মনুষ্যস্বভাবের পরিচায়ক। অরণ্য আশ্রয় পূর্ব্বক ফলমূল ভক্ষণ করিলেই, তপস্বী হয় না, অথবা

মস্তক মুণ্ডন বা জটাজূট বন্ধন পূর্ব্বক নগ্ন বা বল্কলী (১) হইলেই, পরমহংসাদি পদের বাচ্য হইতে পারে না। যদি সেরূপ ঘটিত, তাহা হইলে, মণ্ডিতমুণ্ড বা জটাচীরধর অথবা নগ্ন-সর্ব্বাঙ্গ ফলমূলাশী চণ্ডাল ও পুক্কশাদি বনচরগণও তত্তৎ-পদে পরিগণিত হইত। ফলতঃ, গৃহে থাকিয়া, পঞ্চ ইন্দ্রিয়-বৃত্তির নিগ্রহ করিলেই, তাহাকে তপস্যা বলা যায়। আবার, তপোবনে থাকিয়া, তাহার বিরুদ্ধাচারী হইলে, তপস্বী হইবার সম্ভাবনা নাই। ঐরূপ কপটতপস্বী মণি-ভূষিত সর্প অপেক্ষাও ভয়ানক। অগ্নি স্বভাবতঃ পবিত্র হইলেও, শ্মশান-বহ্নি কাহারও সেবনীয় নহে এবং রাহু-কবলনিপতিত শশাঙ্কদেবের দর্শন হইলে, চণ্ডালস্পর্শের পাতক সাধিত হইয়া থাকে।

একবিংশ অধ্যায়।

প্রকৃত সংসারীর লক্ষণ।

যে বিষ গলাধঃকরণমাত্রেই প্রাণনাশক হয়, বিকারাদি রোগে তাহারও জীবনী শক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই সকল পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক সংসারপথে পদবিক্ষেপ করেন, তিনি কদাচ অবসন্ন, বিপন্ন, নির্ব্বিণ্ণ অথবা বিড়ম্বিত হয়েন না। এই রূপ, যে ব্যক্তি নক্ষত্র দেখিয়া, দিকনির্ণয়ের ন্যায়, অন্যের আচরিত অবলোকন পূর্ব্বক আপনার উত্তরফল পরিকলন করেন, তিনিই সংসারবাসের যোগ্য পাত্র। অথবা

(১) অর্থাৎ বল্কলধারী।

যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে আপনার একমাত্র সহায় ভাবিয়া, তাঁহার প্রদত্ত যুক্তি, জ্ঞান ও বিবেক বলে মহীয়ান্ হইতে যত্ন করেন, তিনি পৃথিবীতে থাকিয়াই, অমৃত ভোগ করিতে সক্ষম হয়েন। সূর্য্য প্রতিদিন উদিত ও অস্তমিত হইতেছে। যে ব্যক্তি সামান্য ভাবে স্থূল দৃষ্টিতে তাহা দর্শন করে, তাহার দর্শন কখন পারমার্থিক বা সার্থক নহে। কিন্তু যে ব্যক্তি তদ্দ্বারা আপনার আয়ুর অহরহ ক্ষয়দশা অনুভব করেন, তিনিই প্রকৃত চক্ষুষ্মান্ এবং সংসারবাসের যথার্থ যোগ্যপাত্র। অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে, কিন্তু শুদ্ধ উদরপূরণের উপযোগী অন্নমাত্রের পরিপাকক্রিয়ায় ঐ বিশ্বজনীন(১) শক্তির পর্য্যবসান পরিকল্পিত হইতে পারে না। যে ব্যক্তি এইপ্রকার চিন্তা করিয়া, পাকক্রিয়ার অনুরূপে অন্যান্য বিষয়েও তাহার প্রয়োগবিজ্ঞান পরীক্ষা ও তদ্দ্বারা লোকযাত্রাবিধানের সুগমতা সাধন করেন, তিনিই সংসারবাসের যোগ্য পাত্র।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

দৈবাদি কিছুই নহে।

ফলতঃ, ঈশ্বর অনন্ত গুণ ও অনন্ত শক্তি বিশিষ্ট। তিনি আপনার সেই অনন্ত গুণে সংক্রমিত(২) করিয়া, বস্তুমাত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। আত্মার হিতকাম ব্যক্তিমাত্রেরই

(১) অর্থাৎ জগতের হিতকর।

(২) অর্থাৎ সংযুক্ত।

তদ্বিষয়ে পরিচিত হওয়া একান্ত বিধেয়। যেহেতু, ঐরূপ পরিচয়ই সর্বসমৃদ্ধির সাধন। স্থলবিশেষে দেশবিশেষে ব্যক্তিবিশেষের যে সহসা লোকোত্তর অভ্যুদয় লক্ষিত বা শ্রুত হইয়া থাকে, তাহা প্রোক্তপূর্ব্ব-পরিচয়-মূলক সন্দেহ নাই। যাহাদের ঈশ্বরজ্ঞান সংকুচিত অথবা তদীয় শক্তি বোধের প্রাখর্য্য নাই, তাহারাই ঐরূপ অভ্যুদয়কে কাল, কর্ম্ম, দৈব বা অদৃষ্ট প্রেরিত নির্দ্দেশ করে, এবং কায়মনে সেই দৈব বা অদৃষ্টাদি প্রসাদনের (১) নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিয়া, অনবরত তাহারই পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হয়। ঐরূপ পরিচর্য্যাকেই জড়োপাসনা বলে। সুতরাং অন্ধ যেরূপ অন্ধকে পথ প্রদর্শন করিতে পারে না, তদ্রূপ, সেই জড়-চর্য্যায় তাহাদের মনোরথসিদ্ধির ব্যাঘাত হইয়া থাকে। অধিকন্তু, দৈব ও অদৃষ্টাদির এইরূপ প্রভুত্বকল্পনায় যে অনিষ্ট আপতিত হয়, তাহা, ছায়ার ন্যায়, সর্ব্বদাই তাহাদের অনুসরণ করে; কোন কালেই পরিহার করে না। ঐরূপ দৈবাদিবাদী ব্যক্তিমাত্রেই সংসারের সকল বিষয়েই সন্দিগ্ধ ও শঙ্কমান হইয়া থাকে, এবং ইচ্ছা করিয়া, অলীকদুঃখ আহ্বানপূর্ব্বক, আত্মসুখে জলাঞ্জলি প্রদান করে। রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্তিতে রজতভ্রম, মরীচিকায় জলভ্রম এবং সুবর্ণে অগ্নিভ্রম ইত্যাদি নানাপ্রকার অবাস্তব ভ্রম ঐরূপ ঈশ্বরভ্রষ্ট দৈবাদি-বাদের বিষয়ীভূত। তাহারা আপনার ছায়া দেখিলেও, চকিত ও শঙ্কিত হইয়া থাকে এবং প্রদীপ নির্ব্বাণ হইলেই, অন্ধকারদর্শনে ভূত প্রেতা-

(১) অর্থাৎ অদৃষ্টাদিকে সন্তুষ্ট করিবার।

দির কল্পনা করিয়া, অনর্থক ভয়ে অভিভূত হয়। এক বারও চিন্তা করে না, ঈশ্বর সুখসুপ্তি ও বিশ্রামাদির সংযোগ-সৌকর্য্য-সমাধানার্থ অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব তিনি যেমন আলোকে, সেইরূপ অন্ধকারেও রক্ষা করিয়া থাকেন। আমরা কোন কালে কোন অবস্থায় কোন দেশে ক্ষণমাত্র তাঁহার পরিত্যক্ত বা তাঁহার সর্বতোমুখ উন্মুখ দৃষ্টির বহির্ভূত নহি। তিনি আমাদের প্রিয়তম আত্মা, প্রীতিময় পিতা, স্নেহময়ী জননী ও পরম-প্রণয়ভাজন সহজ মিত্র। অতিদূরবিসারী সুদুর্লক্ষ্য গগনগর্ভে সামান্য পরমাণুবৎ অতিক্ষুদ্র খদ্যোতিকা গভীর অন্ধকার-সাগরে সন্তরণপূর্ব্বক আহ্লাদ ও প্রমোদ ভরে যে বিচরণ করে, তাহাও, তাঁহার সর্বসাবধান (১) তীক্ষ্ণ দৃষ্টির বহির্ভূত নহে। শত শত লোকে যে অসহায় শিশুকালে অরণ্যে, প্রান্তরে, নদীগর্ভে অথবা সিংহব্যাঘ্রাদিমুখে নিপতিত হইয়াও, জীবিত শরীরে পুনরায় সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন এবং অন্যের ন্যায় আত্মার ও সংসারের উৎকর্ষ বিধান করে, তাহাই এ বিষয়ে প্রমাণ। পাণ্ডুমহিষী মহাভাগা কুন্তী যখন সামান্য লোকলজ্জাভয়ে অধীর হইয়া, প্রিয়তম শিশু তনয় কর্ণকে মঞ্জুষামধ্যে নিহিত ও সলিলে নিক্ষিপ্ত করেন, তখন কে জানিত যে, এই কর্ণ জীবিত ও বর্দ্ধিত হইয়া, কুরুপাণ্ডবমহাসমরে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণেরও বিস্ময় সমুৎপাদন করিবে?

(১) অর্থাৎ সকল কালে, সকল দেশে ও সকল ব্যক্তিতেই সর্ব্বতো-ভাবে সতর্ক।

যাহারা এই সকল জানিয়া শুনিয়াও, স্বতন্ত্র দৈবাদির কল্পনা করে, তাহাদের ভয়, শঙ্কা, চিন্তা, উদ্বেগ অথবা শোক মোহাদি সংসারপ্রতি-বন্ধ-সাধন আত্ম-ব্যাঘাত-কর অন্যান্য উৎপাতের কোন কালেই অভাব হয় না। মেঘ হইলেই বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাত হয়, ঝটিকা হইলেই গৃহ ও বৃক্ষাদি উন্মূলিত ও উৎপাটিত হয়, মহামারী হইলেই মহামৃত্যু সংঘটিত হয় এবং জলোচ্ছ্বাস হইলেই দেশ প্লাবিত হয়। যাহারা এই সকল প্রাকৃতিক ঘটনায় অদৃষ্ট ও দৈবাদির প্রভুতা কল্পনা করে, তাহারা ঈশ্বর হইতে দূরে প্রতিষ্ঠিত ও তজ্জন্য নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া থাকে, এবং স্বল্পমাত্র সাবধান হইয়া, স্বীয় যুক্তি জ্ঞানের চালনা করিলে, যে সকল আপদ বিপদ অনায়াসেই প্রতিহত হয়, তাহারা দৈবাদির ঐরূপ একপরতায়(১) তাহাতেও কৃতকার্য্য হইতে পারে না। ফলতঃ, ঈশ্বরব্যতিরেকে স্বতন্ত্র দৈব বা অদৃষ্টাদি নাই। যদি মন নিতান্ত চঞ্চল হইয়া, তত্তৎ-কল্পনায় প্রবৃত্ত হয়, তৎকালে ইহাই চিন্তা করিবে, তিনিই দৈব ও তিনিই অদৃষ্ট। এইপ্রকার চিন্তা করিলে, বিপদের দুর্ভেদ্য বাগুরামধ্যেও তাঁহার প্রফুল্ল জ্যোতিঃ প্রস্ফুরিত অবলোকন করিয়া, শান্তির উৎস বিসারিত হইবে এবং শোক দুঃখাদিও সুখ হর্ষাদি রূপে পরিণত হইবে।

মহর্ষি কশ্যপ একদা ফল-কুসুম-সমিধ-কুশ-সমাহরণার্থ অরণ্যের গভীর প্রদেশে অবগাহন করিলে, সহসা দাবানল প্রাদুর্ভূত হইয়া, মূর্ত্তিমান্ সংহার রূপে

(১) অর্থাৎ নিতান্ত বাধ্যতা বশতঃ।

তদীয় চতুর্দ্দিক্ আবরণ করিয়াছিল। তিনি তাহাতে কিছু-মাত্র ব্যাকুল না হইয়া, তার স্বরে চীৎকারপূর্ব্বক সমন্তাৎ বিস্ফারিত করিয়া, এইমাত্র বলিয়াছিলেন, যে দেবতা দাবানল রূপে আমার সম্মুখীন হইয়াছেন, তাঁহারে কায় মনে প্রীতিভরে নমস্কার করি। অথবা, যে দেবতা অমৃতের ন্যায় মৃত্যুরও সৃষ্টি করেন, তাঁহার মহিমা নিতান্ত দুরব-গাহ। আমি তাঁহারে নমস্কার করি। তিনিই আমারে রক্ষা করুন। এই বাক্য মুখ হইতে বিনির্গত হইবা-মাত্র, তদীয় হৃদয়কন্দর শান্তিরসে পূর্ণ ও দিগ্‌বিদিক্ যেন উৎসবময় রূপে প্রতীয়মান হইয়া উঠিল, এবং তদীয় শরীরে যেন নব জীবন ও নূতন ভাব আবির্ভূত হইল। অনতিকালমধ্যেই আপতিত বিপদের ভয়াবহতা যেন দূরীভূত এবং তজ্জন্য ভয় ও উদ্বেগভারও খর্বীকৃত হইয়া গেল। তখন তিনি অপেক্ষাকৃত প্রশান্ত চিত্তে আত্মরক্ষার উপায়বিধানে প্রবৃত্ত ও তৎক্ষণাৎ তাহাতে সিদ্ধমনোরথও হইলেন। তিনি যদি তৎকালে ঈশ্বরজ্ঞানবিবর্জ্জিত হইয়া, হায়, আমার কি দুর্দৈব! কি দুরদৃষ্ট! এইপ্রকার কহিয়া, উন্মত্তের ন্যায়, ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেন, কখনই আত্ম-রক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

ঈশ্বরচিন্তা ও ঈশ্বরসহবাসের ফল।

ইহাতে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, বিপদে ঈশ্বরস্মরণ হইলে, ধৈর্য্য বর্দ্ধিত, শান্তি বিসারিত ও তৎসহকারে আত্মরক্ষার

উপায় স্বরূপ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। লোকে প্রসিদ্ধি আছে, যে ব্যক্তি যাহার চিন্তা বা সহবাস করে, সে তাহার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। এবিষয়ে পেশষ্কার(১) কীট তাহার প্রমাণ। অতএব যাহারা ঈশ্বরের চিন্তা ও সহবাস করে, তাহারাও যে ঐশ্বরিক ভাব প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আমি ঈশ্বর হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, পুনরায় ঈশ্বরেই লীন হইব। তিনি সর্বদাই ছায়ার ন্যায় আমার অনুগমন ও প্রিয়তম বন্ধুর ন্যায় সন্নিধান রক্ষা করেন। আমি এক ক্ষণ বা এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার পরিত্যক্ত বা অন্তরালে অধিষ্ঠিত নহি। তিনি আমার অন্তরে বাহিরে সর্বত্র। ইত্যাকার কল্পনাকে ঈশ্বরের সহবাস বলে। মুক্ত ও মুমুক্ষুগণ সর্বদা এইরূপ ঈশ্বরের সহবাস ও চিন্তা করিয়া থাকেন। এইজন্য তাঁহারা মহাকারায় নিক্ষিপ্ত, অন্ধকূপে নিহিত বা গভীর অরণ্যপ্রান্তরে অথবা তৎসদৃশ সংকটস্থলে নিপতিত হইলেও, ভগ্ন বা অবসন্ন হয়েন না। অধিকন্তু, তাঁহারা সর্ব্বদাই চিন্তা করেন, ঈশ্বর শক্তি, ন্যায়, জ্যোতি, সত্য, আনন্দ, জ্ঞান ও অপার করুণাময় এবং তিনি আমাদিগকে স্বকীয় বিশুদ্ধ স্বরূপে সম্যক শোধিত করিয়া, সৃষ্টি করিয়াছেন। এইজন্য, তাঁহাদের বৃত্তি ও প্রবৃত্তি সকল উন্নত ও উৎকর্ষগুণে লোকোত্তর অলঙ্কৃত। দুরাত্মাদিগের মুখজ্যোতি যে স্বভাবতঃ মলিন ও দৃষ্টি বর্ষাকালীন নদীসলিল বা মদ্যাদি

(১) অর্থাৎ তেলাপোকা বা আরস্থলা কাঁচপোকার সহবাসে কাঁচপোকা হইয়া থাকে।

দোষস্পৃষ্টের ন্যায় যে নিসর্গতঃ কলুষিত হয়, সর্বদা দুষ্কৃতি-চিন্তাই তাহার কারণ। বিষয়ীর মুখশ্রী উজ্জ্বল হইলেও, মেঘাবরণমধ্যগত শশিকলার ন্যায়, তাদৃশী মনোহারী নহে। কিন্তু যাঁহারা ফলমূলাশী তপস্বী, তাঁহাদের মুখকান্তি ও দৃষ্টি-রেখা এরূপ বিস্রস্ত ও আত্মীয়ভাবে পূর্ণ, যে, দেখিলেই, আত্মসমর্পণের অভিলাষ প্রবর্ত্তিত হয়, এবং কেহ বলিয়া না দিলেও, অথবা কোনরূপ প্রাপ্তিপ্রত্যাশা না থাকিলেও, যেন চিরপরিচিত অকৃত্রিম মিত্রের ন্যায়, সর্বদা সহবাসলাভে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। বনের পশুগণও যে মহর্ষিগণের বশীভূত হয়, ইহাই তাহার প্রমাণ। সুতরাং, বশীকরণ নামে তাঁহাদের স্বতন্ত্র দৈবী ও মায়াশক্তি নাই। তপস্বীগণের দৃষ্টিরেখা বা মুখজ্যোতিই কেবল ঐরূপ বিস্রব্ধ, পরিচিত বা সর্বলোকমোহন আত্মীয় ভাবে পূর্ণ নহে। তাঁহাদের শরীরে বসন্তকালীন পদ্মকুমুদ বা পৌর্ণমাসী শশিকলার ন্যায় যে সৌম্য ও সুকুমার ভাব লক্ষিত হয়, তাহারও উপমা নাই। তাঁহাদের কথা বার্ত্তায় অমৃতের ন্যায় যে মার্দ্দব ও ইন্দ্রজালের ন্যায় যে মোহকরিতা অনুভূত হয়, তাহারও সাদৃশ্য নাই। তাঁহাদের আচার ব্যবহারে নির্মেঘ আকাশের ন্যায় যে স্বচ্ছতা অথবা দর্পণের ন্যায় যে মসৃণতা প্রতীত হয়, তাহারও তুলনা নাই। তাঁহাদের ভাবভঙ্গিতে ঈশ্বরের ন্যায় যে মহীয়ান গৌরব অথবা সমুদ্রের ন্যায় যে অপারতা লক্ষিত হয়, তাহারও ইয়ত্তা নাই। এই সকল ঈশ্বরচিন্তা ও ঈশ্বর-সহবাসের ফল।

পূর্ব্বে লোকোত্তর-রূপলাবণ্য-শালিনী বভ্রুরাজনন্দিনী

সুজনা অভিমতপতিলাভবাসনায় স্বয়ংবরসভায় উপনীত হইলে, তদীয় সহজনি প্রগল্‌ভবাদিনী চিন্তা একে একে সমাগত সমুদায় রাজমণ্ডলীর রূপ, গুণ ও চরিত্রাদি সবিশেষ বর্ণনা করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি স্বয়ং সর্বতোভাবে পর্য্যবেক্ষণ পূর্বক কাহারেও আপনার অভিমত পতি দেখিতে পাইলেন না। ঐ সময়ে সশিষ্য মহর্ষি জাবালি কৌতুকদর্শন-প্রসঙ্গে অথবা অঘটন-ঘটনা-পটু প্রজাপতির প্রেরণায় তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পরিধান ছিন্ন বল্কল, গাত্র মলভারে পূর্ণ, হস্তে ভগ্ন দণ্ড ও শতচ্ছিদ্র কমণ্ডলু, বেশবিন্যাস অতিদরিদ্র ও তপস্বিভাবে পূর্ণ এবং তাঁহার বয়স অতিবর্দ্ধিত। একজন ইতর মনুষ্য তাদৃশ বেশে উপনীত হইলে, মূর্ত্তিমতী জরা, সাক্ষাৎ দরিদ্রতা অথবা বিগ্রহবান্ উন্মাদ বলিয়া প্রতীত হইত। কিন্তু ঈশ্বরচিন্তা ও ঈশ্বর-সহবাসের ঈদৃশী মহীয়সী শক্তি, যে, আকরোত্থিত অসংস্কৃতমণি অথবা ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায়, তিনি সভাগত ব্যক্তিমাত্রেরই দৃষ্টি স্বীয় নৈসর্গিকী শোভা ও তেজো-গৌরবে মুগ্ধ ও প্রতিহত করিতে লাগিলেন। সকলেই তাঁহারে ছদ্মবেশী দেবতা ভাবিয়া প্রণাম, চিরপরিচিত বন্ধু ভাবিয়া আলিঙ্গন, অভীষ্ট দেব ভাবিয়া ভক্তিদান, আপনার ভাবিয়া আত্মসমর্পণ, সদৃশ ভাবিয়া কথোপকথন, সহায় ভাবিয়া সান্নিধ্যে গমন, প্রতিবেশী ভাবিয়া সাদর সম্ভাবণ, মহারাজ অথবা তাহা অপেক্ষাও গুরুতর ভাবিয়া প্রত্যুত্থান, নিতান্ত বিস্রব্ধ আত্মীয় ভাবিয়া নিকটে আহ্বান, সুখ বা প্রীতির সাক্ষাৎ সাধন ভাবিয়া নিজস্বীকরণ, স্বর্গ বা অপবর্গ ভাবিয়া

স্ব স্ব সত্বাস্পদীভাবন, মূর্ত্তিমান্ সাযুজ্য ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ আশ্রয় এবং শরীরধর ঈশ্বরপ্রসাদ বা অভীষ্ট বর ভাবিয়া মস্তকে গ্রহণ পূর্ব্বক কৃতার্থ হইতে উদ্যত হইল। শিষ্যগণও গুরুদেবের সদৃশ ভাবে অলঙ্কৃত। বোধ হইল, যেন শান্তির পরিবার অথবা তপস্যার অঙ্গ সকল কিংবা ঈশ্বরের পার্শ্বচরগণ সভামধ্যে সমাগত হইয়াছেন। তৎকালে তাঁহাদের সান্নিধ্য-যোগে সেই নরলোকসভা দেবসভার সাদৃশ্য ধারণ করিল, পৃথিবীতে যেন স্বর্গের ভাব আনীত হইল, মৃত্যুতে যেন অমৃতসংযোগ হইল, অন্ধকারে যেন আলোক প্রাদুর্ভূত হইল এবং বিপদে যেন সহসা সম্পদের সঞ্চার হইল! সকলেই যেন আত্মাকে সাক্ষাৎ দেবদর্শন জন্য কৃতকৃতার্থ এবং পৃথিবীতে থাকিয়াই যেন দিব্য লোকে উপনীতের ন্যায়, মনে করিতে লাগিল। ফলতঃ, সেই ঈশ্বরলালিত ঋষিসম্প্রদায় আবির্ভাব-মাত্রেই মায়ার ন্যায়, ইন্দ্রজালের ন্যায়, মূর্চ্ছার ন্যায়, বিকারের ন্যায়, সকলেরই মন, প্রাণ, বাক্য ও দৃষ্টি হরণ করিলেন। যাঁহারা চিরকাল তপশ্চরণপূর্ব্বক একান্ত হৃদয়ে ঈশ্বরের স্মরণ, মনন, সহবাস, উপাসনা ও কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের সহিত ইতর মনুষ্যের কতি অন্তর, তৎকালে সকলেই তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিল। ঋষিগণের স্পৃহা নাই, কিন্তু অভিলষিত সামগ্রীরও অভাব নাই; ধন নাই; কিন্তু ঐশ্বর্য্যেরও অভাব নাই; গ্রাম বা রাজ্য নাই; কিন্তু রাজারও উপরি প্রভুতার অভাব নাই; গৃহ নাই, কিন্তু প্রাসাদবাসসুলভ সুখেরও অভাব নাই এবং বিভব নাই; কিন্তু আত্মীয় বান্ধবেরও অভাব নাই।

সংসারে ঈশ্বরচিন্তা ও ঈশ্বরসহবাস জন্য উল্লিখিত-রূপ অমানুষ-সুলভ দেব-দুর্ল্লভ গৌরব-লক্ষ্মীর শত শত দৃষ্টান্ত বিরল নহে। মহাভাগ শুকদেব নগ্ন বেশে ধূলি-ধূষরিত কলেবরে উন্মত্তের ন্যায় উপস্থিত হইলেও, গঙ্গা-তীরে প্রায়োপবেশব্রতনিরত মহাভাগ পরীক্ষিত ও সমবেত সমস্ত মহর্ষিগণ দর্শনমাত্র অতিমাত্র সম্ভ্রান্ত হইয়া, তৎ-ক্ষণাৎ আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তদীয় যথাবিধি পূজাবিধি সমাধা করেন। এই শুকদেব সর্বদা নিবৃত্তি-মার্গের অনুসরণপূর্ব্বক ঈশ্বরস্বরূপ পরিকলন করিতেন। তজ্জন্য তাঁহার জ্ঞানবৃত্তি সর্ব্বলোকোত্তর পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং তজ্জন্য তিনি নির্ব্বিশেষ ভাবে সকলেরই পূজাগৌরব আকর্ষণ করিতেন। ফলতঃ, ঈশ্বর ত্রিগুণরহিত শব্দাতীত তত্ত্বস্বরূপ, পরমপূর্ণ এবং এক হইলেও আকাশের ন্যায়, সর্ব্বশরীরের অন্তর বাহিরে অবস্থিতি করেন। তাঁহারে জানিলে বা প্রাপ্ত হইলে, অথবা তদীয় মার্গে বিচ-রণ করিলে, সমুদায় সন্দেহবৃত্তি বিনষ্ট হয়, পাপপুণ্য বিশীর্ণ হয়, ভেদাভেদ বিগলিত হয়, মায়ামোহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সমুদয় কর্ত্তব্য জ্ঞাতব্য বা আচরিতব্য পর্য্যবসিত(১) হয় এবং বিধিনিষেধেরও অবসর পরিহৃত হয়।

সৃষ্টির প্রারম্ভে মানবগণ এই রূপে ঈশ্বরস্বরূপ অবগত ও তদীয় সহবাসে সন্নিহিত ছিল, এবং সর্ব্বদাই তদীয় সকাশে অবস্থিতি করিত। তাহাতে তাহাদের আন্তরিক উন্নতির অভাব ছিল না এবং পারমার্থিক সমৃদ্ধিরও একশেষ

(১) অর্থাৎ আর কিছুই করিতে হয় না।

উপস্থিত হইয়াছিল। নিত্য সন্তোষ, নিত্য সুখ ও নিত্য আনন্দ উল্লিখিত পারমার্থিক সমৃদ্ধির পদবাচ্য। প্রাচীন মহর্ষিগণ ইহাকেই সত্যযুগ বা ব্রহ্মকল্প বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অবশেষে সন্তানসন্ততির বিস্তারক্রমে সংযমবৃত্তির স্খলন হওয়াতে, তাহারা ঈশ্বর হইতে ক্রমে ক্রমে অন্তরিত বা দূরবর্ত্তী হইতে প্রবৃত্ত হয়। অধুনা কালবশে সেই ঈশ্বর হইতে অনেক দূরে সমাগত হইয়াছে। সুতরাং নিরবচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ সুখ আর তাহাদের ভাগ্যে সম্ভব নহে! এখন তাহারা বসন্তকালীন মৃদুমন্দ মলয়সমীরে অথবা পৌর্ণমাসী শশধরকিরণে অথবা কলকণ্ঠ বিহঙ্গমকুলের মনোহর সঙ্গীতেও চিত্তবিকার অনুভব করে, এবং মায়া, ইন্দ্রজাল, মরীচিকা ও আকাশকুসুম প্রভৃতিকেও সত্য বলিয়া আদর করিয়া থাকে। সংসারের সকল বিষয়েই তাহাদের রুচি এইরূপ বিকৃত ও ভাবগ্রাহিতা এইরূপ কলুষিত হইয়াছে। এইজন্য তাহারা প্রকৃত সুখকে দুঃখ ভাবিয়া, ঈশ্বরকে আপনার হৃদয় হইতে অন্তরিত করিতে চেষ্টা করে এবং কুবলয়মালা বলিয়া অসিলতাও গলদেশে অর্পণ করিতে উদ্যত হয়। তপ্ত পায়স ভক্ষণ করিলে, জিহ্বা দগ্ধ হয়, ইহা আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু তজ্জন্য ফুৎকার দিয়া দধিভক্ষণে অভিলাষ করা অথবা তাহাতে এক বারেই নিবৃত্ত হওয়া বালকের কার্য্য। এ সমুদায়ই ঈশ্বরভ্রংশের সাক্ষাৎ ফল, সন্দেহ কি?

সত্য বটে, কুটীর অপেক্ষা প্রাসাদ, বল্কল অপেক্ষা দুকূল, ওষধি অপেক্ষা প্রদীপের আলোক এবং ফলমূল অপেক্ষা সুগন্ধি অন্ন ইত্যাদি সাংসারিক সমুন্নতির লক্ষণ;

কিন্তু যদি তাহার সমাবেশ, সংযোগ বা আহরণ জন্য ঈশ্বর হইতে দূরে পদমাত্রও ভ্রষ্ট হইতে হয়, তাহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্য কি আছে? দরিদ্রের সামান্য কুটীর এবং সামান্য দগ্ধ অন্নও যে লোকের মনোহরণ করে, তাহার কারণ কি? ঈশ্বরের সহিত মানুষের যেরূপ সম্বন্ধ, তাহাতে তপস্বিভাবই তাহার সমুচিত। যে ব্যক্তি ধন ও বিভবাদি সত্ত্বেও আপনাকে নিষ্কিঞ্চন দরিদ্রের ন্যায় কল্পনা করিতে পারে, সেই প্রকৃত মনুষ্য। সৃষ্টির প্রথমে মানুষের এই-রূপ তপস্বী দরিদ্রভাব ছিল। তখন তাহারা কুটীরে বাস করিত, সামান্য ফলমূলে জীবন যাপন করিত এবং বল্কলাদি পরিধান করিয়াই, তৃপ্তিবোধ করিত। ফলতঃ, তখন তাহারা প্রকৃতির সন্ততি ছিল। ঋষিগণ অদ্যাপি এই ভাবে অবস্থিতি করেন। অথচ তাঁহারা সংসারে সকলের পূজনীয়। সর্ব্বদা ঈশ্বরের সান্নিধ্যবাসই ইহার কারণ। যদিও উন্নতিপ্রবণতা মনুষ্যের স্বভাব এবং যদিও সৃষ্টির মূলে এই উন্মুখীবৃত্তি(১) নিহিত হইয়াছে, কিন্তু যে উন্নতিতে ঈশ্বর হইতে দূরভাব সংঘটিত হয়, তাদৃশী উন্নতি অবনতির নামান্তর মাত্র, সন্দেহ নাই। কত নগর, কত গ্রাম, কত জনপদ বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবলে এইপ্রকার উন্নতি সমাধান করিয়া, অবশেষে লীন হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা বলিবার নহে। ঈশ্বর হইতে দূরভাবই ইহার কারণ।

গ্রামীণ(২) অপেক্ষা নাগরিকগণের সুখস্বস্তি যে অন্তরে

(১) যাহা দ্বারা উন্নতির দিকে প্রবৃত্তি জন্মে।
(২) অর্থাৎ গ্রামবাসী।

অন্তরে কীট-নিষ্কুশিতের ন্যায়, নিতান্ত অসার, তাহা, স্বয়ং শুক্রাচার্য্য বলিয়া গিয়াছেন। নরপতি শবলাশ্ব অখণ্ড পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি ছিলেন। তথাপি তিনি এক দিন একক্ষণের জন্যও সুখলাভে সমর্থ হয়েন নাই। রাজ-কার্য্য হইতে বিশ্রাম পাইলেই, তিনি চিন্তামন্দিরে গমন এবং একাকী আসীন হইয়া, আপনার এই অস্বস্তির কারণ অনুসন্ধান করিতেন। এই রূপে কিয়দ্দিন অতীত হইলে, তিনি একদা চিত্তবিনোদনপ্রসঙ্গে কতিপয় পার্শ্বচরমাত্র সমভিব্যাহারে সমীপবর্ত্তী অরণ্যে মৃগয়ার্থ গমন করিলেন, এবং এক মৃগদম্পতির অনুসরণক্রমে ক্রমে ক্রমে সহচরগণ হইতে বহুদূরে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। তৎকালে অনুধাবন(১) জন্য পরিশ্রমে শরীর অবসন্ন ও পিপাসায় কণ্ঠ-দেশ শুষ্কভাবাপন্ন হইলে, চলৎশক্তি রহিত হইল। তখন তিনি সহসা যেন অন্ধকার হইতে আলোকে উপনীত হইয়া, ম্রিয়মাণ চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! সামান্য বনচারী মৃগও চক্রবর্ত্তী রাজারে পরাভূত করিল! আমি শত শত দুর্ভেদ্য দুর্গ ভেদ করিয়া, শত শত ভয়ঙ্কর দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকে পর্য্যুদস্ত করিয়াছি। কিন্তু অদ্য এই সামান্য বনদুর্গে সামান্য মৃগহস্তে নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় পরাস্ত হইলাম! মনুষ্য! তোমার বৃথা রাজশ্রীর বৃথা গৌরব-দর্পে ধিক্! মাদৃশ অতিক্ষুদ্র মনুষ্যগণই ঐরূপ রাজশ্রীর প্রার্থনা করে। কিন্তু, উহাতে কিছুমাত্র পুরুষত্ব নাই। এই মৃগ আমারে বিলক্ষণ শিক্ষা দিল;—প্রথমতঃ, যাহারা

(১) পশ্চাৎ গমন।

ঈশ্বরবলে বলীয়ান, তাহারাই প্রকৃত মনুষ্য। মনুষ্য যদি যথার্থ মনুষ্য হইতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে, ঐশ্বরিক তেজঃ সংগ্রহ করা তাহার সর্বকর্ত্তব্য। শুনিয়াছি, ঋষিগণ ঐরূপ ঈশ্বরতেজে অনুপ্রবিষ্ট। তজ্জন্য, মৃগবিহঙ্গমাদি সকলেই তাঁহাদের বশীভূত। সিংহ ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদগণও হিংসাবৃত্তি পরিহার ও পরস্পর বিরোধী স্বভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাদের তেজে অবনত হয়। দ্বিতীয়তঃ, যাহারা শুদ্ধ আমোদলিপ্সার পরিতৃপ্তি জন্য লোকদ্রোহে প্রবৃত্ত হয়, এবং তজ্জন্য ভৌতিক বা আধ্যাত্মিক মর্য্যাদা লঙ্ঘন পূর্ব্বক অসার ইন্দ্রিয়সেবার অনুসরণ করে, ঐশ্বরিক ঘটনা বলে অতিসামান্য সূত্রে তাহারা আমার ন্যায় পশুহস্তে এইরূপ হতগর্ব ও হতমান হয়। তৃতীয়তঃ, সংসার ঈশ্বরের রাজ্য, আমার ন্যায়, সামান্য মনুষ্যের তাহাতে একচ্ছত্রিত্ব কল্পনা ও স্বপ্নমাত্র। যদি আমি প্রকৃত রাজা হইতাম, যদি এই অখণ্ড মেদিনীমণ্ডল বস্তুতঃ আমার স্বত্ব হইত, তাহা হইলে, এই মৃগ কখনই আমারে অবজ্ঞাপূর্ব্বক পরিহার করিত না। ফলতঃ, মনুষ্য যে প্রভুতা করে, তাহা ঈশ্বরের রাজ্যে অনধিকার-প্রবেশ। ঈশ্বরের সম্মুখে অনধিকারপ্রবেশ কখনই মার্জ্জনীয় নহে। সেইজন্য অজ্ঞাতে বা জ্ঞাতসারে, সময়ে বা অসময়ে, সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সূত্রে তাহার বিহিত দণ্ড ভোগ করিতে হয়। চতুর্থতঃ, সংসারে কেহই অসহায় নহে। অতিক্ষুদ্র কীটাণুও স্বচ্ছন্দ শরীরে বিচরণ করে। সামান্য শিশিরকণিকাও অতিমাত্র সুরক্ষিত হইয়া, পৃথিবীতে নিপতিত হয়। অতএব ইচ্ছা-

মাত্রেই কেহ তাহারও অনিষ্ট করিতে পারে না। করিলেও তাহার যথাযথ প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিতে হয়। ঈশ্বরের প্রধান শাস্তি অন্তরে; বাহ্যে তাহার প্রকাশ বা আড়ম্বর নাই। যাহার স্বকীয় চিত্ত নির্ব্বিঘ্ন হইয়া, আত্মভর্ৎসন করে, তাহার ন্যায়, হতভাগ্য কে আছে? একবার লুকাইয়া অপরাধ করিল,—কেহ দেখিতে পাইল না, তজ্জন্য রাজদ্বারে বা লোকদ্বারেও তাহার কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইল না। কিন্তু তাহাতেই তাহার নিস্তার হইল, মনে করিতে নাই। ঈশ্বর অন্তর্হৃদয়ে মনীষারূপে সর্ব্বদা সাবধানে প্রহরীর কার্য্য করিতেছেন। উহা বিনা কারণে দুরাত্মাকে বন্দী, বিনা শৃঙ্খলে বদ্ধ, বিনা বেত্রে গুরুতর আঘাত অথবা বিনা বাক্যে মর্ম্মে মর্ম্মে ভর্ৎসনা করিয়া একান্ত ব্যাকুলিত করে।

অদ্য আমি এই সকল বিলক্ষণ শিক্ষা পাইলাম, এবং ইহাও শিক্ষা পাইলাম, যে, বিশ্বসংসারে ঈশ্বর ব্যতিরেকে সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা বা নিরঙ্কুশ নিয়ন্তৃত্ব আর কাহারও লক্ষিত হয় না। মানুষ যে আমার ন্যায় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও, নিতান্ত নির্ধন বা নিঃসহায়ের ন্যায়, কেবল দুঃখমাত্র ভোগ করে, এইরূপ ঈশ্বর-কর্ত্তৃত্ব-জ্ঞানবিরহত্বই তাহার কারণ। আমার দুরাকাঙ্ক্ষাই আমার সর্ব্বনাশের হেতু ও স্বার্থপরতাই সকল অনর্থের মূল হইয়াছে। সেইজন্য আমি নিরন্তর উদ্বেগ ও অসুখে কালযাপন করি। আমি যদি পূর্ব্বে চিন্তা করিতাম, যে মানুষ পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি হইলেও, তাহার সেই আধিপত্য সম্পূর্ণ বা অবিচ্ছিন্ন নহে; কেন না, ঈশ্বর

সর্ব্বোপরি নিয়ন্তা এবং সকলের প্রভু। তিনি সংসারে কাহাকেও একচ্ছত্রিত্ব প্রদান অথবা সর্ব্বঙ্কষ(১) শক্তি দান করেন না।

মানুষ নিতান্ত চপলস্বভাব। পাছে তাহার প্রবৃত্তি স্বকীয়মর্য্যাদালঙ্ঘনে উন্মুখী হয়, এইজন্য ঈশ্বর আপনার শীতল ছায়া বা সাক্ষাৎ উপদেশ স্বরূপ সন্তোষকে ব্যক্তি-মাত্ররই প্রবৃত্তিমূলে স্থাপন করিয়াছেন। এই সন্তোষ নিরঙ্কুশ ইচ্ছার অঙ্কুশ স্বরূপ। ইচ্ছা যখন উত্তুঙ্গ-শেখর-প্রবৃত্ত বেগবতী নদীর ন্যায়, উচ্ছলিত হইয়া, দিগ্‌বিদিক-পরিহারপূর্ব্বক অতিপথে(২) ধাবমান হয়, সন্তোষ তখন ঈশ্বরের মূর্ত্তিমান্ প্রতিষেধ স্বরূপ সম্মুখীন হইয়া, তাহারে ব্যাহত ও মর্য্যাদালঙ্ঘনে নিবর্ত্তিত করিয়া থাকে। ফলতঃ, সংসারে সকল বস্তুরই সীমা আছে। এই সীমা সাক্ষাৎ ঈশ্বরের কল্পনা। মানুষ ভ্রমবশে বা অন্যবিধ ঘটনাবশে পাছে ঐ সীমা লঙ্ঘন করে, এইজন্য তিনি তাহার সূচক-স্বরূপ সন্তোষের নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি সন্তোষের আহ্বান বা উপদেশে কর্ণপাত না করে, সে ঈশ্বরভ্রষ্ট। ঈশ্বরভ্রষ্টের কোন কালেই সুখ নাই। এইজন্য সে আমোদে আমোদ বা সুখে সুখ প্রাপ্ত হয় না, এবং অতুল ভোগসুখের অধিকারী হইলেও, তৃপ্তিলাভে সক্ষম নহে। এবিষয়ে অরণ্যের সামান্য মৃগ বিহঙ্গমও তাহা অপেক্ষা শত গুণে শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি সান্নিপাতিকবিকারগ্রস্ত, বীর্য্যবান্

(১) অর্থাৎ সর্ব্বদমনী।

(২) অর্থাৎ সীমার বাহিরে।

ঔষধেও তাহার প্রতিক্রিয়া নাই। সেইরূপ, যে ব্যক্তি ঈশ্বরভ্রষ্ট, পার্থিব ভোগ বিভব তাহার সুখ সম্পাদন করিতে পারে না। জিহ্বা বিকৃত হইলে, সুগন্ধি পায়সান্নও অরুচি বহন করে এবং চক্ষু দোষস্পৃষ্ট হইলে, পৌর্ণমাসী শশি-কিরণেও প্রগাঢ় অন্ধকার অনুভূত হয়। যে ব্যক্তি সন্তোষরত্নে বঞ্চিত, পৃথিবীর আধিপত্যও তাহার অরুচিকর হইয়া থাকে। যাহারা ঈশ্বরের চিন্তা ও সহবাস করে, এই সন্তোষ অনুগত ও বিশ্বস্ত বন্ধুর ন্যায় তাহাদের সুখমার্গ প্রদর্শন করে। আমি অনবরত বিষয়চিন্তা ও বিষয়বুদ্ধির অনুসরণক্রমে ঈশ্বর ও ঈশ্বরের এই সুশীতল ছায়া হইতে দূরে নিপতিত হইয়াছি। সেইজন্য আমার সন্তাপের পরিসীমা নাই। সেইজন্য আমি শীতল শশিকিরণেও উত্তাপ অনুভব করিয়া থাকি এবং অমৃতেও আমার অরুচি আপতিত হয়। সেইজন্য আমি দুগ্ধফেণনিভ কোমল শয্যায় শয়ন করিয়াও, কণ্টকবিদ্ধের ন্যায়, নিতান্ত ব্যাকুল ও নিদ্রাসুখে বঞ্চিত হই এবং সেইজন্য আমি দিবসে রজনীর ও রজনীতে দিবসে প্রার্থনা করিয়া, বিকারগ্রস্ত উল্বণ-রোগীর ন্যায় কখন উত্থান, কখন শয়ন, কখন উপবেশন ও কখন বা অন্ধকারে একাকী পাদচারণ করি। শত শত দাসদাসী ও সহস্র সহস্র প্রিয় বস্তুও তৎকালে আমার শান্তি স্থাপন করিতে পারে না। বুঝিলাম, ঈশ্বরভ্রংশ ও সন্তোষবিরহই আমার এই সকল অস্বস্তির মূল। বিষয়ের কোলাহলে, ইন্দ্রিয়ের চীৎকারে ও রিপুগণের গর্জ্জনে আমার ন্যায়, যাহার চিত্তবৃত্তি বধির হইয়াছে, সন্তোষের আহ্বান তাহার ত্রিসীমায় গমন করিতে

সঙ্কুচিত হয়। সুতরাং, তাহার উদ্বেগ, অসুখ ও চিন্তার আঘাত কোন কালেই খর্বীকৃত হয় না।

আমি এই সুখস্বরূপ সন্তোষের উপদেশে বধির ও ঈশ্বর হইতে দূরে পতিত হইয়া, যে সকল পাপ করিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলেও, লোমহর্ষণ উপস্থিত হয়। যাহারা ঈশ্বরের দাস হইয়া, ঈশ্বরের অধিকারে উপদ্রব করে, তাহাদের পরিণামে যে নরকগতি আপতিত হয়, আমার তাহার অবশেষ নাই। সামান্য বনের পশুও অদ্য আমারে যে হতমান ও অবজ্ঞাত করিল, ইহাই তাহার নিদর্শন। আমি ইচ্ছা করিয়া, আপনার সুখের দ্বার বন্ধ করিয়াছি। অথবা যাহারা ঈশ্বর হইতে দূরে অবস্থিতি ও সর্ব্বথা তাঁহার নিয়ন্তৃত্বের অপবাদ(১) করে, তাহারা এইরূপ ইচ্ছা করিয়াই, আত্মশিরে বজ্রের আঘাত উপস্থাপিত করিতে প্রবৃত্ত হয়। আমার ন্যায়, যে সকল দুরাচার ও দুর্বৃত্ত নররাক্ষস সামান্য রাজ্যাভিমানে অন্ধ ও তজ্জন্য ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়া, অকারণে মনুষ্য-রক্তে হস্ত দূষিত অথবা তৎসদৃশ ক্রূর কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের এইপ্রকার পরিভব কদাচ অসম্ভব নহে। অদ্য আমি অতিসামান্য সূত্রে যে শিক্ষা পাইলাম, শত শত রাজ্যবিনিময়েও তাহা প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই।

অথবা ঈশ্বর আলোকের বিধাতা। সামান্য বিদ্যুৎকণায় যে আলোক বিনিঃসৃত হয়, গভীর অন্ধকারেও তাহার

(১) অর্থাৎ অস্বীকার।

বিস্ফুরণশক্তির অপলাপ(১) হয় না। যাহার কিছুমাত্র দর্শন আছে, সে সেই কণামাত্র আলোকেও প্রকৃত বস্তু অবলোকন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। এবিষয়ে তাঁহার মহিমার সীমা নাই। তিনি সংসার রূপ বিষম অন্ধকূপে নিপতিত মানবগণের দৃষ্টিদোষপরিহারনিমিত্ত সকল স্থানেই ঐরূপ পবিত্র ও নির্ম্মল আলোকের সংযোগ ও সমাবেশ বিধান করিয়াছেন। নিতান্ত ইচ্ছা করিয়া চক্ষু মুদ্রিত না করিলে ব্যক্তিমাত্রেরই তাহাতে অভিব্যক্তিলাভ অসম্ভব নহে। এই আলোক আকাশের ন্যায়, সংসারের সর্ব্বত্রই বিস্তৃত। উহা দ্বাদশ আদিত্যের জ্যোতিতেও প্রতিহত, প্রলয়কালীন নিবিড় তিমিরপটলেও আবৃত, সংবর্ত্তকবহ্নিপ্রভায়ও প্রতিচ্ছন্ন, শিশির-সময়-সমুদ্ভূত কুজ্ঝটিকাজালেও ব্যবহৃত, অথবা আলোক-প্রতিঘাত-সাধন অন্যবিধ ব্যাপারেও নিরাকৃত হয় না। উহা অন্তরে বাহিরে সম ভাবে সর্ব্বত্র বিরাজমান এবং দেশ, কাল বা অবস্থা কিছুরই প্রতিচ্ছন্ন নহে। পুরাতন ঋষিগণ ইহাকে জ্ঞানজ্যোতি কহেন। তাঁহাদের অনুসারিগণের মধ্যে কেহ ইহাকে তত্ত্ব, কেহ বিবেক, কেহ ঈশ্বরের সাক্ষাৎ ছায়া, কেহ মহাভূত-বিবেক, কেহ বা ইহাকে সমুদায় ধর্ম্মময় প্রবৃত্তির সারসর্ব্বস্ব নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা বলেন, ঐ আলোকই বিশ্বপ্রকাশের হেতু, আত্মার সৃতিমার্গ, সত্যের জন্মনিলয়, ধর্ম্মের প্রসবিতা, সূর্য্যের জ্যোতি, চন্দ্রের প্রতিভা, অগ্নির তেজ, দৃশ্য বস্তুর সত্তাভাস, অদৃশ্যের অনুমাপক এবং ধর্ম্মাদি গুণ সমুদায়ে ঈশ্বরের

(১) অর্থাৎ বাধা।

সান্নিধ্য ও অধিষ্ঠান সূচনা। কেহ কেহ বলেন, ঈশ্বর স্বয়ংই এই আলোক স্বরূপ। তত্ত্বপারদর্শী মহর্ষি গৌতম নির্দ্দেশ করেন, চক্ষুহীন হইলেও, এই আলোক দেখিতে পাওয়া যায়; মৃত্যুর পরেও ইহা সঙ্গী হইয়া থাকে। স্বর্গ ইহারই বিন্দুমাত্রে সর্বদা সমুদ্ভাসিত এবং অমৃত ইহা হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। অতিগভীর পাতালরন্ধ্র এই আলোকেই প্রকাশমান। গ্রহ, নক্ষত্র, তারা, ওষধি এবং অন্যান্য জ্যোতিঃপদার্থ ইহারই অনুপ্রবেশে সুগভীর অমারজনীতেও প্রতিভাত হইয়া থাকে। ইহারই সহায়ে পদ্মকুমুদের সৌকুমার্য্য ও বজ্রবিদ্যুতের প্রখরতা কল্পিত হইয়াছে এবং ইহারই সহায়ে ঊষার জ্যোতি প্রস্ফুরিত ও সন্ধ্যার ছবি চিত্রিত হইয়া থাকে। এই আলোকই বসন্তের প্রতিভা, শরতের সমৃদ্ধি, কুসুমের সুষমা ও সৌন্দর্য্যের আধার। সামান্য আলোকের অভাব যেরূপ অন্ধকার, এই আলোকের সঙ্কোচনই সেইরূপ মহাপ্রলয়। এই আলোক যদি না থাকিত, তাহা হইলে, দ্বাদশ আদিত্যও সমবেত হইয়া, পৃথিবীর অন্ধকারনিরাকরণে অসমর্থ হইত। পারাবতপ্রমুখ বিহঙ্গমগণ এই আলোকের প্রভাবে অতিদূরস্থান হইতেও অথবা অতিমাত্র সংকুল(১) প্রদেশেও স্ব স্ব আহার্য্য দর্শন ও সংকলন করে; মৎস্যাদি জলজন্তুগণ অতিগভীর জলনিধিগর্ভেও স্ব স্ব জীবিকাধান(২) অনায়াসে অবলোকন করিয়া থাকে; মূষিক প্রভৃতি ঘোর নিবিড়

(১) অর্থাৎ নিবিড়।
(২) অর্থাৎ জীবিকার উপায়।

অন্ধকারেও আহার সঞ্চয় করে এবং অন্ধকীট পতঙ্গাদি ইহারই সহায়ে প্রতিপক্ষ(১) জীবের সঞ্চার অবগত ও তৎক্ষণাৎ সাবধান হইয়া থাকে।

মহর্ষি বশিষ্ঠ কহিয়াছেন, এই আলোকই ইন্দ্রিয়গণের স্ব স্ব বিষয়ে স্ফূটীকরণ সমাধা করে। মন ইহারই সহায়তায় সুদুর্লক্ষ্য প্রদেশেও অনায়াসেই বিচরণ করিয়া থাকে। ইহারই প্রভাবে ভূত ভাব্য নির্ণীত, পাপ পুণ্য পরিজ্ঞাত, ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিচিত ও হিতাহিতদৃষ্টি সম্পাদিত হয়। গ্রহগণের অলক্ষ্যে সঞ্চার, ঋতুগণের অজ্ঞাতে পর্য্যায়, ঘটনাচক্রের দুর্ব্বোধ পরিবর্ত্তন ইত্যাদি দুরূহ ব্যাপার সমস্ত ইহারই প্রভাবে মনুষ্যের বুদ্ধিতে দর্পণের ন্যায় প্রতিভাত হয়। স্থূল দৃষ্টিতে যে সকল স্থান জীবশূন্য ও বাসের অনুপযোগী বোধ হয়, এই আলোকে তাহাও জীবপূর্ণ ও সুখময় বাস স্বরূপ লক্ষিত হইয়া থাকে। মনুষ্য যে দূরযন্ত্রাদিসহযোগে অতিদূরস্থানও সন্নিহিতের ন্যায় দর্শন করে, এই আলোক তাহারও সহায়। ঋষিগণের ত্রিকালদৃষ্টি ইহা হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। লোকে এই আলোক সহায়ে অতিবিস্তৃত অপরিচিত মরুপ্রান্তর অথবা সাগরাদি অসীম ও অপার বিষয়েও একাকী পতিত হইলে, দিঙ্‌নির্ণয়ে সমর্থ হইয়া থাকে এবং প্রদীপাদির আলোক না থাকিলেও, নিবিড় অন্ধকার মধ্যে স্ব স্ব কার্য্য নির্বাহ করে।

মহর্ষি বিশ্বাবসু জন্মান্ধ ছিলেন। তথাপি তাঁহার চক্ষুষ্মত্তার সীমা ছিল না। তিনি পৃথিবীর কোথায় কি

---

(১) অর্থাৎ বিপক্ষ।

আছে, তাহা অনায়াসেই বলিয়া দিতে পারিতেন। স্বীয় তনয় শতধন্বা বিমার্গে পতিত হইলে, রাজর্ষি শতক্রতু সদ্‌বর্ত্মের সন্ধান জন্য তাঁহাকে ঐ জন্মান্ধ ঋষির হস্তে সম্প্রদান করেন।

ঈশ্বরের মহিমা অসীম। তিনি এই অপার অননুভাব্য অসীম অক্ষয় পরমমহীয়ান্ চিরজ্যোতিঃ আলোক রূপে বিশ্বজগতের অন্তরে বাহিরে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন। এই আলোকই সংসারের সর্ব্বস্ব। যদি ইহা না থাকিত, তাহা হইলে, সৃষ্টির কিছুমাত্র সার্থকতা হইত না। তিনি অগ্রে ইহার নির্ম্মাণ ও পরে সংসারের প্রেরণ(১) করিয়াছেন। জড়-জগতের জীবিতসত্তা তাহাতেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। এই আলোক মৃত্যুতেও অমৃত প্রদর্শন, শোকের বিভীষিকামধ্যেও শান্তির মুখজ্যোতিঃ বিস্ফুরণ ও গভীর অন্ধকারমধ্যেও প্রসন্ন দৃষ্টি প্রসারণ করে। এই আলোকের প্রভাবেই সংসারের অনিত্যতা লক্ষিত হয়, শত্রু ও মিত্রভাবের পরিচয় হয়, সত্য ও অসত্যের অভ্যাস হয়, এবং ভাবী শুভাশুভের বিনির্ণয় হইয়া থাকে।

রাজর্ষি চণ্ডবর্ম্মা মন্ত্রির বিড়ম্বনায় শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছিলেন। তাহারা তাঁহাকে দুর্গম গিরিদুর্গে অন্ধকারময়ী মহাকারায় বন্দী করিয়া রাখে। কিন্তু তিনি সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারমধ্যেও ঈশ্বরের জ্যোতিঃস্বরূপ উল্লিখিত সর্ব্বলোকপ্রকাশ অমৃতময় আলোক দর্শন করিয়া, কিছুমাত্র অবসন্ন বা বিষণ্ণ হয়েন নাই। তিনি ঐ আলোকপ্রভাবে পূর্ব্বেই

(১) অর্থাৎ সৃষ্টি।

আপনার বন্দীভাবরূপ দারুণ অশুভ দর্শন করিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্য চিত্তসংযমসহকারে সবিশেষ প্রস্তুত হইয়াছিলেন। এই কারণে এই গুরুতর অনিষ্টাপাত তাঁহার আত্মাকে, সামান্য অশনিঘাতে হিমালয়ের ন্যায়, কিছুমাত্র ব্যথিত করিতে পারে নাই। প্রত্যুত, তিনি যথার্থ ভক্তিবীরের ন্যায়, ইহাকে ঈশ্বরের ভাবি শুভ-সূচক পরমপ্রসাদ স্বরূপ, মস্তক অবনত করিয়া, অসংকুচিত অম্লান চিত্তে পরিগ্রহ করেন। অধিকন্তু, তিনি উল্লিখিত সর্ব্বজ্যোতিঃ আলোক সহায়ে সুস্পষ্ট জানিতে পারিয়াছিলেন, সংসারী জীবের সুখদুঃখ বা ভাবাভাব চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হয়। যে রাজা, সে প্রজা ; যে দরিদ্র, সে ধনী ; যে গৃহী, সে উদাসীন ; যে নগর, সে বন, যে লোকালয়, সে মরু ইত্যাদি নিয়মে সংসারচক্র পরিচালিত হইয়া থাকে। কেহ ইচ্ছা করিয়া বা বলপূর্ব্বক অথবা কৌশল ও প্রতারণা দ্বারা ইহার পরিহার করিতে পারে না। অথবা মনুষ্য যাহাকে সুখদুঃখ বলে, তাহা বাস্তবিক নহে। যদি বাস্তবিক হইত, তাহা হইলে, এক জনের দুঃখসুখে অন্যের সুখদুঃখ প্রতীতি হইত না।

ফলতঃ, যে বস্তু সত্য, তাহা সকল কালে সকল অবস্থায় ও সকল দেশেই একরূপ। একজন হত্যা করিয়া আমোদিত হয়, অন্যে ব্যথিত হইয়া থাকে। কেহ মৃত্যুতে ক্রন্দন করে, কেহ উৎসবে প্রবৃত্ত হয়। অতএব যথার্থ সুখদুঃখ নির্ণয় হওয়া সহজ নহে। বশিষ্ঠ কহিয়াছেন, অভ্যাসবশে প্রখর হালাহলও শরীরে প্রাণ সঞ্চার করে, অমৃতের আর

বহুমান কি? যে ব্যক্তি বৃক্ষতলে প্রকৃতির ক্রোড়ে শয়ন করিয়া, প্রতিদিন সুখসুপ্তি সম্ভোগ করে, সে অট্টালিকাময় বদ্ধ গৃহের নাম শুনিলে, চমকিত হয়। দুরাচার যবনরাজ বিষয়সেবা-সুলভ সন্দেহবুদ্ধির বশম্বদ হইয়া, স্বীয় পুত্র কালনেমিকে দ্বাদশবর্ষযাবৎ অন্ধকারায় বদ্ধ করিয়া, অবশেষে মুক্ত করিলে, সূর্য্যের আলোক, পৃথিবীর কোলাহল ও বাহিরের বায়ু তাহার এরূপ অসহ্য হইয়াছিল যে, সে পুনরায় পিতার নিকট আগ্রহাতিশয় সহকারে উল্লিখিত কারাবাস প্রার্থনা করিয়া লয়। এই রূপে সংসারে এক জনের পক্ষে যাহা অমৃত, অন্য জনের পক্ষে তাহা বিষ; আবার, এক জনের যাহা বিষ, অপরের তাহাই অমৃত। সুতরাং সুখ-দুঃখ কল্পনামাত্র। এক জন পুরাতন সূরি(১) কহিয়াছেন, যাহা সুখও নহে, দুঃখও নহে, তাহাই ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার।

বস্তুতঃ, যে ব্যক্তি যথার্থ ঈশ্বরের সহবাসী, তাঁহার ঐরূপ সুখদুঃখের প্রতীতি অসম্ভব। যে ব্যক্তি জন্মান্ধ, তাহার পক্ষে আলোকও যেরূপ, অন্ধকারও সেইরূপ। লোকে কতিপয় দিবসমাত্র গ্রীষ্মভোগ করিলেই, অধীর হইয়া, শীতের প্রার্থনা করে। কিন্তু সে পূর্ব্বে এই শীতের জন্য বিব্রত হইয়া, ব্যাকুল চিত্তে গ্রীষ্মের আগমন অপেক্ষা করিয়াছিল। যে দেশে নিরবচ্ছিন্ন গ্রীষ্ম বা নিরবচ্ছিন্ন শীত, তাহারা যথাক্রমে নিরবচ্ছিন্ন শীত বা গ্রীষ্ম স্থানের নিতান্ত বিরুদ্ধ বাদে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, মনুষ্যের রুচিই

---

(১) পণ্ডিত।

ভেদাভেদের কারণ। অতএব এই অন্ধকারায় নিক্ষিপ্ত হইয়া, কোন মতেই বিষণ্ণ বা অবসন্ন হওয়া বিধেয় নহে। এবিষয়ে মণ্ডূকাদি গভীর-গহ্বরনিবাসী জন্তুগণ আমার প্রমাণ। যে বিধাতা তাদৃশ অতিক্ষুদ্র অন্ধগর্ত্তমধ্যেও তাদৃশ ক্ষুদ্রপ্রাণ ইতর জীবের জীবন রক্ষা বা প্রীতি সমাধান করেন, মনুষ্য আমি এই বৃহৎ অন্ধগৃহে কখনই তাঁহার আশ্রয়চ্ছায়ায় বঞ্চিত হইব না। যিনি অমানুষকৃত দুর্ভেদ্য গর্ভকারায় মলমূত্র-শোণিত-কূপে অতিযত্নে রক্ষা করিয়াছেন, তিনি মনুষ্যহস্তবিনির্ম্মিত অতিসামান্য এই কারায় কখনই আমারে পরিত্যাগ করিবেন না। যিনি ভূমিষ্ঠ হইবার বহু পূর্ব্বে জননীর স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার করিয়াছিলেন, তিনি পূর্ব্ব হইতেই আমার এই কারাবাসদুঃখের লাঘব করিয়া রাখিয়াছেন। যিনি অতিপ্রখর হলাহলমধ্যেও অল্পপ্রাণ কীট সকলের রক্ষা করেন, তিনি মহাপ্রাণ আমারে অন্ধকারায় নিক্ষেপ করিয়া কখনই নিশ্চিন্ত নহেন। যিনি বায়ুশূন্য আলোকশূন্য বৃক্ষ-গর্ভেও কীটস্থিতি বিধান করেন, তিনি বায়ুপূরিত প্রসারিত কারামধ্যে অবশ্যই আমারে পালন করিবেন। শুক্তির হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ কিছুই নাই। তথাপি সে গুরুভার সলিল-গর্ভে অনায়াসেই বিচরণ করে। যে বিধাতা নিতান্ত অসহায় শুক্তিকে এইপ্রকারে রক্ষা করেন, তিনি যে হস্তপদ-চক্ষুকর্ণাদিবিশিষ্ট আমারে এই লঘুস্থিতি সামান্য কারায় অসহায় পরিত্যাগ করিবেন, ইহা কখনই সম্ভব নহে। যাঁহার অসীম ও অনন্ত রাজ্যে অলক্ষ্য শিশিরবিন্দু হইতে অতিবৃহৎ পর্ব্বতাদি অথবা কীটাণু হইতে হস্তী প্রভৃতি

মহান্ জীব পর্য্যন্ত সমভাবে সুরক্ষিত হয়, এবং যিনি বন, নগর, মরু ইত্যাদি সমভাবে বা সমান মর্য্যাদায় রক্ষা করেন, আমি কখন তাঁহার বিশ্বজনীন কৃপাদৃষ্টির বহির্ভূত নহি! অথবা, মানুষ চিরবন্দী। সে বিনা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া, যাবজ্জীবন গৃহবাসরূপ যে মর্ম্মান্তিক কারাযন্ত্রণা সহ্য করে, তাহার তুলনায় এইরূপ কারাবাস পরিত্রাণের সাধন। ঋষিগণ যে ঐরূপ গৃহকারা পরিহার করিয়া, গিরিগুহা আশ্রয় করেন, ইহাই তাহার প্রমাণ। অধুনা, যে বিধাতার প্রসাদে দরিদ্রের ভগ্নকুটীরও উত্তুঙ্গ প্রাসাদগর্ব হরণ করে, তাঁহারই অনুগ্রহে আমার এই মহাকারা পরমশান্তিময়ী হউক। রাজর্ষি চণ্ডবর্ম্মা প্রতিদিন এইরূপ চিন্তানন্তর ঈশ্বরস্বরূপ পরিকলন করিয়া, প্রশান্তভাবে সেই অন্ধগৃহে অট্টালিকার ন্যায় বাস করিতে লাগিলেন এবং অনতিকালমধ্যেই দৈবঘটনায় মুক্তিলাভ করিলেন।

যে ব্যক্তি বিপদে পড়িয়া এই রূপে ঈশ্বরের চিন্তানন্তর তদীয় সহবাসে অবস্থিতি করে, বিপদকে আর তাহার বিপদ জ্ঞান হয় না। কুশিকবংশসমুদ্ভূত মহর্ষি সত্যশিরা রাজনীতির কূটচক্রে পড়িয়া, অগ্নিপরীক্ষায় ন্যস্ত হইলে, গভীর স্বরে চীৎকারপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ বিস্ফারিত করিয়া বলিয়াছিলেন, এই আমি ঈশ্বরকে জানিয়া, প্রজ্বলিত হুতাশনে কলেবর নিক্ষেপ করিতেছি, উহা সলিলের ন্যায়, আমার শান্তিবিধান করুক। সকলে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিল, তিনি এই কথা বলিতে বলিতে প্রিয়তম বন্ধুর ন্যায় তাদৃশ প্রজ্বলিত বহ্নি অনায়াসেই আলিঙ্গন করেন। তৎকালে

তদীয় বিস্ফারিত নয়ন হইতে অগ্নিশিখা অপেক্ষাও যে উজ্জ্বল জ্যোতিঃ বিনিঃসৃত হয়, তদ্দর্শনে অগ্নিদাতা অতি-দুর্ব্বৃত্ত নরপতিরও অন্তঃকরণে ঈশ্বরভাবের আবির্ভাব ও লোমহর্ষণ উপস্থিত হইয়াছিল। অগ্নি যখন তাঁহারে চতুর্দ্দিকে সর্ব্বতোভাবে আক্রমণ করে, তখন তিনি পুনরায় সমবেত সমস্ত দর্শকমণ্ডলীর হৃদয় কম্পিত করিয়া বলিয়াছিলেন, আমি এই ঈশ্বরকে জানিয়া পবিত্র হইলাম। অতঃপর তদীয় প্রসাদে জড়-জগতের পাপতাপ আমারে আক্রমণ করিতে পারিবে না! ঈশ্বরের সহিত যাহাদের নিত্য সম্বন্ধ, অগ্নিও ঐরূপে সুশীতল সলিলের ন্যায়, তাহাদের সর্ব্বতাপ শোষণ করে! লোকে যে মেঘের ঘোর ঘর্ঘর-ধ্বনিমধ্যে সুগভীর বজ্র-বিস্ফোটিত শ্রবণ করিয়া, ভীত ও শঙ্কিত হয়; পরমার্থ-রসিক পুরুষগণ তাহাতে ঈশ্বরের শান্তবাক্য অনুভব করিয়া, সর্ব্বথা আশ্বস্ত ও উৎসাহিত হইয়া থাকেন। ঝঞ্ঝাবায়ুর অতিভীষণ শব্দমধ্যেও ঈশ্বরের ঐরূপ আদেশগর্ব্ভ শান্তিময় বাক্য তাঁহাদের শ্রুতিবিষয়ে প্রবেশ করে। গ্রামপ্রান্তে নিভৃত নিশীথযোগে সারমেয়গণ সহসা চীৎকার করিলেও, তাঁহারা বলিতে পারেন, উহাতে ঈশ্বরের বাক্য আছে কি না। ফলতঃ, তাঁহারা সর্ব্বত্র ঈশ্বরকে দেখিতে পান, শুনিতে পান, আলপিতে পান, এবং আদিষ্ট হইতে ও আদেশ প্রার্থনা করিতে সমর্থ হয়েন।

অধিক কি, সামান্য মনুষ্য সামান্য বুদ্ধিতে যাহাকে শুদ্ধ শব্দ বলিয়া বোধ করে, ঈশ্বররসিক ভাবুকগণ তাহাকে

সাক্ষাৎ সেই ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া গ্রহণ করেন। যথা, বায়ু প্রবাহিত হইল; তাঁহারা তৎক্ষণাৎ বুঝিয়া লইলেন, যে, ঈশ্বর আদেশ করিলেন, তোমরা সকলে বায়ুর ন্যায় সকল স্থলে সঞ্চরণ করিয়া, জগতের কল্যাণসাধন কর। এইরূপ, পদ্মপ্রভৃতি পুষ্প সকল বিকসিত হইল; তিনি আদেশ করিলেন, নিদ্রা পরিহার কর। বিহঙ্গমগণ কোলাহল করিয়া, ইতস্ততঃ ধাবমান হইল; তিনি আদেশ করিলেন, স্ব স্ব কার্য্যচিন্তায় শরীর মন চালনা কর। সূর্য্য সহস্রকর বিকিরণ করিয়া, সমুদিত হইল; তিনি আদেশ করিলেন, হস্তপদ প্রসারিত করিয়া, কর্ত্তব্যসাধনে সমুদ্যত হও। অনবরত পরিশ্রম করিয়া, শরীর অবসন্ন হইল; তিনি আদেশ করিলেন, বিশ্রাম কর। দিবাকর গগনমণ্ডল পরিক্রমণ করিয়া যথাসময়ে অস্তমিত হইল, তিনি আদেশ করিলেন, স্ব স্ব বিষয় ব্যাপার হইতে বিরত হইয়া, শান্তচিত্তে আত্মার আপ্যায়ন কর। পরিশ্রম বা অন্য কোন কারণে ক্ষুধা প্রাদুর্ভূত হইল; তিনি আদেশ করিলেন, ভক্ষণ কর।

এই রূপে প্রতিনিয়ত তিনি আদেশ করিতেছেন। তাঁহার এই আদেশ কোথাও সাক্ষাৎকারে, কোথাও পরম্পরায়, কোথাও সংকেতে, কোথাও নিঃশব্দে, কোথাও তারস্বরে, কোথাও অন্তরে অন্তরে, কোথাও আত্মমধ্যে, কোথাও অজ্ঞাতসারে এবং কোথাও রোদন, পরিবেদন, অনুতাপ, চীৎকার ও আক্ষেপ প্রভৃতি রূপে কার্য্য করিয়া থাকে। শিশু ক্রন্দন করিল, তিনি জননীর অন্তরে অন্তরে তৎক্ষণাৎ আদেশ করিলেন, তাহার ক্ষুধা বা রোগ হইয়াছে,

শান্তি বিধান কর। দুরাত্মা পাপ করিয়া, আত্মগ্লানির গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইল, তিনি আদেশ করিলেন, আর পাপপথে প্রবৃত্ত হইও না। লোকে সহসা কুকর্ম্ম করিয়া অনুতাপ করিল; তিনি আদেশ করিলেন, না জানিয়া, সহসা কোন অনুষ্ঠান করা বিধেয় নহে। এক জন অকারণে অন্যকে প্রহার করিতে গিয়া, আপনারেই আঘাত করিল; তিনি অজ্ঞাতসারে আদেশ করিলেন, যে ব্যক্তি পরের অনিষ্ট জন্য ছিদ্র খনন করে, তাহাকে স্বয়ং সেই ছিদ্রে পতিত হইতে হয়। দয়ালু ব্যক্তি সর্ব্বস্ব দান করিয়া, সাতিশয় পরিতৃপ্ত হইলেন; তিনি আদেশ করিলেন, পরের দুঃখ দূর কর। পরের সমৃদ্ধি দেখিয়া, কাহারও চিত্ত আহত হইল; তিনি আদেশ করিলেন; ঈর্ষ্যা সাক্ষাৎ মর্মান্তিক আঘাত। অন্যের উন্নতি দেখিয়া, কাহারও চিত্ত প্রফুল্ল হইল; তিনি আদেশ করিলেন, উদারতা মূর্ত্তিমান অমৃত। গ্রীষ্মের পর বর্ষা, বর্ষার পর শীত এবং শীতের পর বসন্ত প্রাদুর্ভূত হইল; তিনি আদেশ করিলেন, পরিবর্ত্তই কালের স্বভাব। সূর্য্য যথাকালে উদিত ও অস্তমিত হইল; তিনি আদেশ করিলেন, উদয়াস্তই জগতের ভিত্তিমূল। পরমপ্রিয় বন্ধু বান্ধব বা পরমপ্রীতিভাজন জনক জননী অথবা পরমপ্রণয়-পাত্র স্ত্রী পুত্র প্রাণত্যাগ করিল; তিনি আদেশ করিলেন, প্রিয়বিয়োগ সংসারের ধর্ম্ম। সহসা সম্পদে বিপদের সঞ্চার হইল; তিনি আদেশ করিলেন, অপ্রিয়সংযোগও সংসারের অন্যতর গতি। প্রবল কুজ্ঝটিকা প্রাদুর্ভূত হইয়া, দিন-মুখ সহসা আবৃত করিল, তিনি আদেশ করিলেন, কাহারও

দিন সমান যায় না। অতএব অদিন বা অসময় হইলে, ক্ষুণ্ণ বা বিষণ্ণ হইও না।

ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয়ে সর্ব্বদা এই রূপে ঈশ্বরের আদেশ-বাদ প্রতিধ্বনিত হইতেছে। লোকে ধীর ও স্বস্থচিত্ত হইয়া, প্রকৃতির অনুসরণ করিলেই, তাহা জানিতে পারে। কোন ব্যক্তি শোকে ও দুঃখে রোদন করিয়া উঠিল। তিনি সমিতিরূপে অন্যের হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ স্বীয় আদেশ বিধান করিয়া কহিলেন, তুমিও উহার দুঃখে দুঃখী হও।

আদিপর্ব্ব সমাপ্ত।

বিরাট পর্ব্ব

বা

ধর্ম্ম-পর্ব্ব ।

প্রথম অধ্যায় ।

সংসার-নিন্দা ।

বেদ কহিলেন, দেবরাজ ! আমি আপনার নিকট গুরু-দেবের উপদিষ্ট এই আদিপর্ব্ব বা ঈশ্বরপর্ব্ব কীর্ত্তন করিলাম । সবিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে ইহা শ্রবণ করিলে, পরমপুরুষ পরমাত্মায় অকৃত্রিম অনুরাগ সমুদ্ভূত ও পরম অস্থায়ী সংসারে পরম বিরাগ প্রাদুর্ভূত হইয়া, নির্ব্বাণমুক্তির দ্বার প্রশস্ত এবং পরমপদপ্রাপ্তি সংঘটিত করে ।

এক্ষণে আর কি বলিব, অনুগ্রহপূর্ব্বক আদেশ করুন । দেখুন, সংসারে সৎকথার ন্যায় কথা নাই এবং সদনুষ্ঠানের ন্যায়, অনুষ্ঠান নাই । চন্দ্রের জ্যোৎস্না, সূর্য্যের কিরণ ও অগ্নির প্রতিভা বাহিরের অন্ধকার নিরাকৃত করে ; কিন্তু সৎকথা অন্তরের অন্ধকার দূরীকৃত করে । মালতী-মালা যেমন ব্যক্তিমাত্রেরই মনোহরণ করিয়া থাকে, সৎ-কথাও তদ্রূপ লোকমাত্রেরই হৃদয়গ্রাহিণী । উহাতে বিধাতা অমৃতের সন্নিধান করিয়াছেন । এইজন্য উহা শ্রবণ-

মাত্র জীবন অতিমাত্র উল্লসিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ, আপনার ন্যায়, সৎ ব্যক্তির সহিত সদালাপ সংসারে অসুলভ সৌভাগ্য। প্রার্থনা করি, আমার যেন জন্ম জন্ম এইপ্রকার সৌভাগ্য লাভ হয়।

দেখুন, হত দগ্ধ অসার সংসারে কি আছে? কেবল পাপ আছে, তাপ আছে, ভয় আছে, সংশয় আছে, ক্ষয় আছে, লয় আছে, বিষ আছে, মৃত্যু আছে এবং শান্তি ও সুখের নামমাত্র আছে। ঐ দেখুন, গৃহে গৃহে যেন অগ্নি লাগিয়াছে, অথবা আরও কি ভয়াবহ বিপৎপাত হইয়াছে, এইরূপ ভাবে গৃহিমাত্রেই ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, ইতস্ততঃ অতিত্রস্ত বিচরণ করিতেছে। কাহারই শান্তি নাই, স্বস্তি নাই ও সুখ নাই। ইহার কারণ কি?

ঐ দেখুন, লোকে অর্থকেই পরমার্থ ভাবিয়া, একমাত্র তাহারই অন্বেষণে ধাবমান। দিন নাই, রাত্রি নাই, শ্মশান নাই, প্রান্তর নাই, গহন নাই, গহ্বর নাই, সাগর নাই, পর্ব্বত নাই, সকল সময়ে সকল স্থলেই লোকে অর্থের অন্বেষণে স্বতঃ পরতঃ যত্নবান্। হায়, কি নির্বুদ্ধিতা ও আশ্চর্য্য দেখুন! প্রাণ অপেক্ষা সংসারে প্রীতিময় ও প্রেমময় কিছুই নাই। কিন্তু সামান্য অর্থের জন্য তাদৃশ অসামান্য প্রাণবিসর্জ্জনেও কাহারই প্রায় পরাঙ্মুখতা দেখিতে পাওয়া যায় না।

পণ্ডিতেরা বলেন, অর্থ লক্ষ্মীর পুত্র। কিন্তু লক্ষ্মী অতিদুরাচারিণী। নীচ পথ না হইলে, ইহাঁকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইনি সাধু ও সচ্চরিত্রকেও ত্যাগ করিয়া,

অসাধু অসচ্চরিত্রের আশ্রয় গ্রহণে কোন মতেই সংকুচিত হন না। ঐ দেখুন, সংসারে চণ্ডালের গৃহে অন্নের অভাব নাই। কিন্তু বিদ্বান ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিবর্গ অনশনে জীবন যাপন করিতেছেন।

ঐ দেখুন, সংসারের বিষম অনবস্থা দেখুন। যাহার, কিছুমাত্র অভাব নাই, তাহার কিছুমাত্র সুখ নাই। ধনীর প্রাসাদে যেমন, দরিদ্রের কুটীরেও তেমন অশান্তি ও অস্বস্তি যেন মূর্ত্তিমান্ বিচরণ করিতেছে। একজন বিদ্বানের যেমন ও একজন মূর্খেরও তেমন রোগ শোক ও বিষাদ অবসাদের সীমা নাই। গৃহীরও যেমন, উদাসীনেরও তেমন, মৃত্যু হইয়া থাকে। বালকেরও যেমন, বৃদ্ধেরও তেমন, মোহাবেশ সংঘটিত হয়। এমন ব্যক্তি নাই, যাহার পতন নাই ও ক্ষয় নাই; এমন ক্রিয়া নাই, যাহার মোহ-করিতা নাই; এমন দেশ নাই, যাহার পিচ্ছিলতা নাই। এই রূপে সংসারের সর্ব্বত্রই বিপদ জাল বিস্তৃত রহিয়াছে, অজ্ঞানের দ্বার মুক্ত রহিয়াছে, অধর্ম্মের প্রভুত্ব প্রবল প্রচলিত রহিয়াছে এবং পাপ তাপ যেন মূর্ত্তিমান হইয়া বিচরণ করিতেছে।

বিপদে ধৈর্য্য, সম্পদে ক্ষমা, সৎবিষয়ে অনুরাগ এবং পরমার্থে প্রসক্তি এই কয়টী মহাত্মার লক্ষণ। কিন্তু সংসারে এরূপ মহাত্মা কয়জন আছেন? সকলেই বিপদে অধৈর্য্য হয়, সম্পদে উদ্ধত হয়, অসৎ বিষয়ে আসক্ত হয় এবং পরমার্থে পরাঙ্মুখ হইয়া, একমাত্র স্বার্থে প্রমুখ হইয়া থাকে।

ঐ দেখুন, রোগের উপর রোগ ও শোকের উপর শোক আপতিত হইতেছে। ঐ দেখুন, ভোগের উপর রোগ আক্রমণ করিতেছে। ঐ দেখুন, ক্ষুধা ও অনশন একত্রে বাস করিতেছে। যে দরিদ্র, যাহার কিছুই নাই, তাহার ক্ষুধার সীমা নাই; আবার, যে ধনী, কোন দিকে কোনরূপ অভাব নাই, তাহার ক্ষুধার লেশ বা অগ্নিমান্দ্যের ইয়ত্তা নাই।

যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই জয়; যেখানে সত্য, সেইখানেই শান্তি; যেখানে উদ্যোগ, সেইখানেই লক্ষ্মী; যেখানে পুণ্য, সেইখানেই স্বর্গ; যেখানে মমতা, সেইখানেই ঈশ্বর; যেখানে বৈরাগ্য, সেইখানেই মুক্তি; যেখানে সদনুষ্ঠান, সেইখানেই আত্মপ্রসাদ; যেখানে বাসনা, সেইখানেই বন্ধন; যেখানে আলস্য, সেইখানেই দুঃখ; যেখানে অনাচার, সেইখানেই অলক্ষ্মী এবং যেখানে অধর্ম্ম, সেইখানেই অসৌভাগ্য। এই সকল জানিয়া শুনিয়াও সংসারী লোকে বিপরীতে পদার্পণ পূর্ব্বক অতিমাত্র অসুখ অনুভব করে। ঐ দেখুন, পাপ সংসারে ঐরূপ অসুখের যেন দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে।

ঐ দেখুন, জন্মিলেই মরিতে হয়, ইহা সকলেই জানে। কিন্তু মৃত্যুর পর কোথায় যাইতে হইবে, তাহা কেহই চিন্তা করে না। লোকে কিজন্য জন্মে ও কি জন্যই বা মরিয়া থাকে, তাহাও কেহ চিন্তা করে না। যদি চিন্তা করে, তাহা হইলে, জীবনের প্রকৃত সুখ জানিতে পারে। আরও দেখুন, সকলেই প্রার্থনা করে, আপনার জীবন

দীর্ঘ হউক। কিন্তু কার্য্যে তাহার বিপরীত করিয়া থাকে। অর্থাৎ এমন কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, যাহাতে ক্ষণ-বিনশ্বর জীবন আরও ক্ষণবিনশ্বর হইয়া থাকে। এ বিষয়ের শত শত দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কেহ উদ্বন্ধনে, কেহ জলে, কেহ অনলে, কেহ যুদ্ধে, কেহ বিবাদে, কেহ বিষপ্রয়োগে এই রূপে নানাপ্রকারে আপনার জীবন অকালে নষ্ট করিয়া থাকে। এক ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া, আপনার প্রাণ নষ্ট করিল, অন্যান্যেরা তাহাকে তাহার অদৃষ্ট বা দৈব বলিল। ইহা অপেক্ষা নির্বুদ্ধিতা আর কি আছে বা হইতে পারে?

যে ব্যক্তি আপনা আপনি চেষ্টা না করে, ঈশ্বর তাহাকে অন্ন দেন না। যাহার উদ্যোগ নাই, তাহাকেই দৈবের দাস হইতে হয়। যাহার ভবিষ্য জ্ঞান নাই, অদৃষ্ট তাহারই প্রভু হইয়া থাকে। যাহার পরোক্ষজ্ঞান নাই, তাহাকেই গর্দ্দভাদির ন্যায় বৃথা জীবন যাপন করিতে হয়। যাহার তত্ত্বজ্ঞান নাই, তাহাকেই স্বার্থের জন্য বিব্রত ও অন্যের উপাসনা করিতে হয়। যাহার যুক্তিজ্ঞান নাই, তাহাকেই পদে পদে কাক ও কুক্কুরাদির ন্যায়, বিষম লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। এসকল সিদ্ধবাক্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু সংসারে কয়জন ইহা বুঝিয়া থাকে? বুঝিয়া থাকে না বলিয়া, দুঃখেরও সীমা নাই। লোকের এক দিকে যেমন আয় হয়, শত দিকে তেমন ব্যয় হয়; এক দিকে যেমন সঞ্চয় হয়, শত দিকে তেমন ক্ষয় হয়; এক দিকে যেমন লাভ হয়, শত দিকে তেমন ক্ষতি হয় এবং এক দিকে যেমন

বৃদ্ধি হয়, শত দিকে তেমন হ্রাস হইয়া থাকে। ইহাই সংসারের যেন নিয়ম হইয়াছে। পরমার্থে দৃষ্টিবিরহ ও স্বার্থে বিপুল আগ্রহ, এইদুই মহাদোষই ঐ সকলের কারণ।

সূত কহিলেন, হে ঋষিবর্গ বৃহস্পতিশিষ্য মহাভাগ বেদ এই বলিয়া বিনিবৃত্ত হইলে, দেবরাজ সুমধুর বাক্যে তাঁহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সমিতি বা সহানুভূতি।

দেবরাজ কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনার উপদেশ সকল অসমুদ্র-সম্ভূত রত্ন স্বরূপ, এবং সকল কালে সকল স্থলে সকল লোকেরই সমান উপকারী ও উপযোগী। অতএব পুনরায় কীর্ত্তন করুন, সমিতি বা সহানুভূতি কাহাকে বলে এবং সংসারে তাহার প্রয়োজনই বা কি? দেখুন, আপনি যে ঈশ্বরবিষয় কীর্ত্তন করিলেন, তাহার তুলনা নাই। উহা শুনিয়া, আমার অন্তরাত্মা সুশীতল হইল। এইজন্য বারংবার শ্রবণ করিতে সাতিশয় অভিলাষ হই-তেছে। আপনি অধুনা অনুগ্রহপূর্ব্বক ঈশ্বরের অঙ্গস্বরূপ ধর্ম্মবিষয় কীর্ত্তন করুন। শুনিয়াছি, সূর্য্যের প্রতিদিন উদয়াস্তে তাহাদেরই জীবন বৃথা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, যাহারা সৎকথায় সময় অতিবাহিত না করে। পরমার্থপ্রসঙ্গ অপেক্ষা সৎকথা আর কি আছে? যেখানে এইরূপ

সৎকথার আলোচনা হয়, শুনিয়াছি, সেই স্থানই তীর্থ, সেই স্থানই ধর্মক্ষেত্র, সেই স্থানই দেবায়তন, সেই স্থানই স্বর্গ এবং সেই স্থানই সাক্ষাৎ ঈশ্বরের অধিষ্ঠান। অর্থাৎ সাধু-বৎসল ও সদেকগতি ভগবান্ সত্যপুরুষ পরমাত্মা স্বয়ং তথায় সর্বদা সন্নিহিত থাকেন, এবং সদ্বিষয়ের বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই অসীম কল্যাণ বিধান করেন। এ বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ নাই। অতএব আপনি পুনরায় সৎকথার অবতারণা করুন। সময় ও জীবন সফলে অতি-বাহিত হউক।

বেদ কহিলেন, দেবরাজ! অবধান করুন।

যে ব্যক্তি অন্যের দুঃখ সুখে দুঃখ সুখ অনুভব করে এবং তাহার প্রতিবিধান ও সমৃদ্ধি সম্পাদনে প্রবৃত্ত হয়, ঈশ্বর তাহারই অনুগত এবং তাহারই হৃদয়ে শান্তিসুখ সর্ব্বদা বিরাজমান হয়! পশু পক্ষী প্রভৃতি ইতর জীবের হৃদয়েও এইপ্রকার সমিতি লক্ষিত হয়। কোন পশু বা পক্ষী জালে বা অন্যবিধ বিপদে পতিত হইলে, তদীয় সহচারী অন্যান্য পশু ও পক্ষীগণের যাতনার এক শেষ উপস্থিত হয়। তাহারা চীৎকার বা অন্যপ্রকারে সেই যাতনা প্রকাশ করিয়া থাকে। ফলতঃ, সংসার যেরূপ পিচ্ছিল স্থান এবং ইন্দ্রজালের ন্যায় যেরূপ বিড়ম্বনাময়, মায়ার ন্যায় যেরূপ চাতুর্য্যময়, ছায়ার ন্যায় যেরূপ শূন্যময়, মরীচিকার ন্যায় যেরূপ ভ্রমময়; সান্নিপাতিক বিকারের ন্যায় যে রূপ সর্ব্বদোষময়; সুরার ন্যায় যেরূপ প্রমাদময় এবং উন্মাদ রোগের ন্যায় যেরূপ আত্মভ্রংশময়; তাহাতে

দুঃখশোকে পদে পদে পতিত হওয়া অসম্ভব নহে। সেই জন্য ঈশ্বর ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয়ে সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। সংসারের সর্ব্বত্রই এই সম্বৃত্তির(১) প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। মহর্ষি অঙ্গিরা কহিয়াছেন, সম্বৃত্তির উচ্ছ্বাস ও প্রতিভাসই সংসার এবং সম্বৃত্তিই আলোক ও অন্ধকারের উপাদান। দিবাকর অতিদূর আকাশে সমুদিত হইলেন। পদ্মিনী তৎক্ষণাৎ প্রফুল্ল হৃদয়ে স্বীয় সুকুমার বদন বিকসিত করিল এবং মধুকর দর্শনমাত্র অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়া, মনোহর স্বরে সঙ্গীত আরম্ভ করিল। এ সমুদায়ই সম-বৃত্তির পরিণাম বা প্রতিভাস। যে ব্যক্তি এইরূপ ও অন্যরূপ দৃষ্টান্ত সকল দর্শন করিয়াও, সমিতির অনুসরণ না করে, অথবা যে ব্যক্তি তাহাতে বঞ্চিত, তাহার হৃদয় নাই। অথবা যদি হৃদয় থাকে, সে হৃদয় মনুষ্যহৃদয় বলিয়া গণনীয় নহে। সে ব্যক্তি প্রণয় ও বন্ধুতা উভয় বিষয়েই অন্ধ। তাহার পক্ষে আলোক ও অন্ধকার উভয়ই সমান। তাহার জীবন জড়ের ন্যায় হর্ষবিকাসপরিশূন্য। সে ব্যক্তি সুখের সময় সুখ বা আমোদে আমোদ প্রাপ্ত হয় না। অন্যের সুখ নিজের সুখ বর্দ্ধিত করে, যে ব্যক্তি এই সিদ্ধ সিদ্ধান্ত অবগত নহে, সে পশু অপেক্ষা অধম, সন্দেহ নাই। ভাবিয়া দেখিলে, সুস্পষ্ট প্রতীতি জন্মে, জড় জগতের সমুদায় পদা-র্থই হর্ষের নিমিত্ত কল্পিত হইয়াছে। সম্বৃত্তির অনুসরণ করিলে, সেই হর্ষের অনুভব সংঘটিত হয়।

---

(১) অর্থাৎ সুহানুভূতি।

পূর্ব্বে পিতামহ ভীষ্ম মৃগয়াপ্রসঙ্গে তপোবন উপদ্রুত করিলে, ভয়চকিত মৃগ ও বিহঙ্গমগণের নিবিড় কোলাহলে সহসা ধ্যানভঙ্গ আপতিত হইলে, মহাতপা কণ্ব ধীর পদে তদীয় সকাশে সমুপস্থিত হইয়া কহিয়াছিলেন, বৎস! এ তপোবন, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আবাসগৃহ এবং সত্য ও ধর্ম্মাদি অভ্যাসের পবিত্র ক্ষেত্র। অতএব তুমি সত্বর ধনুর্ব্বাণ-পরিহার-পূর্ব্বক শান্তভাব অবলম্বন কর। যাহাতে অন্যের প্রাণহানি সংঘটিত হয়, সেই ধনুর্ব্বাণ ঈশ্বরের কল্পিত নহে। তিনি মৃত্যুর জন্য সংসারের সৃষ্টি করেন নাই। অমৃত ও শান্তি তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ, আলোক ও নিত্য বিকাস তাঁহার স্বভাব এবং পালন ও স্থাপন তাঁহার রীতি। অতএব যদি বিশিষ্ট রূপে তদীয় উপাসনায় অভিলাষী হও, তাহা হইলে, ঐ সকলের পরিচর্য্যা কর। তপোবন সাক্ষাৎ ভূস্বর্গ ও ঈশ্বরশিক্ষার সাধন। এখানে হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, শত্রুতা বা ভেদবুদ্ধির অবসর নাই। যেহেতু, হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি ঈশ্বরের ঘৃণিত ও তজ্জন্য ঈশ্বরভক্তের একান্ত পরিহার্য্য। শান্ত ভাবে বিচরণ করিলে, পরমাত্মার প্রসাদ-স্বরূপ যে অমৃত ও ক্ষম লাভ হয়, হিংসা ও দ্বেষ তাহার ক্ষয় সাধন করে। অন্যের সুখ ও দুঃখে কপটলেশপরিশূন্য তদ্‌ভাবনাই(১) আত্মার প্রধান উন্নতি। কারণ, ঈশ্বরের অননুভাব্য মায়াবশে সংসারের যে অবস্থাবৈচিত্র্য লক্ষিত হয়, তাহাতে, সমান সুখ, সন্তোষ বা সম্পত্তি সকলেরই ভাগ্যে সম্ভব নহে।

(১) অর্থাৎ সুখদুঃখবোধ করা।

যে ব্যক্তি অতিক্ষুদ্র পিপীলিকাদিরও অতি সামান্য ক্লেশে ব্যথিত অথবা কীটাণুকল্প(১) ইতর প্রাণিরও সামান্য হর্ষে আমোদিত হয়েন, তিনিই প্রকৃত ঈশ্বরজয়ী মহাপুরুষ। অবস্থাবিশেষে বেদনাও হর্ষের কারণ হইয়া থাকে, আবার অমৃতও বিষরূপে পরিণত হয়। ইহার দৃষ্টান্ত সংসারে বিরল নহে।

অথবা, আনন্দ বা নিত্য সুখ পরমাত্মার স্বরূপ। মনুষ্য তাহার বিরুদ্ধ মার্গে প্রবৃত্ত হইলেই, স্বয়ং বঞ্চিত হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ কি? তুমি সকলের বরণীয় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ। অতএব সাক্ষাৎ ঈশ্বরের প্রতিকৃতি অথবা পালনী শক্তি। শুদ্ধ মনুষ্য-রক্ষা তোমার ধর্ম্ম নহে। মনুষ্যের ন্যায় ইতর প্রাণিরও পরিপালন পরমকর্ত্তব্য। যেহেতু, সংসারের কোন পদার্থই পরমাত্মসত্ব-পরিশূন্য(২) নহে। মনীষিগণ কহিয়াছেন, সকলকেই আপনার ন্যায় জ্ঞান করাই সাযুজ্য মুক্তি বা ব্রহ্মভাবের চরমসীমা। বস্তুগত্যা, সংসার যেরূপ বিপুল অনর্থপরম্পরায় পরম পূর্ণ, তাহাতে ঐরূপ আত্মভাব বা সমদর্শিতা নিরাকৃত হইলে, কোন কালে কোন রূপে পদলাভ করা সাধ্যায়ত্ত নহে। যদি আত্মার সুখসমৃদ্ধির অভিলাষ থাকে, অন্যের সুখসাধনে সযত্ন হও। এই সিদ্ধবাক্য সর্ব্বদা স্মরণ করা কর্ত্তব্য। স্বয়ং অসুখী হইলেও, পরকীয় সুখের অন্তরায় হওয়া বিধেয় নহে। কেননা, অসুখের

(১) অর্থাৎ পরমাণুবৎ চক্ষুর অগোচর অতিক্ষুদ্র কীটের ন্যায়।

(২) অর্থাৎ সকলেই ঈশ্বরের স্বরূপ।

যে যন্ত্রণা, তাহা নিজে অনুভব পূর্ব্বক অবগত হইয়াছ। পরের অসুখ দেখিলে, সাধুর অন্তঃকরণ তৎক্ষণাৎ ব্যথিত হইয়া উঠে এবং ব্যথিত হইলেই, তৎক্ষণাৎ তাহার নিরাকরণে প্রবৃত্ত হয়। কেননা, ঐপ্রকার নিরাকরণে যে অনির্ব্বচনীয় সুখের উদ্ভব হয়, তাহার তুলনা নাই।

নরপতি শবলাশ্ব অম্লান চিত্তে বিশ্বজিৎ যজ্ঞস্থলে দরিদ্রদিগকে সর্ব্বস্বদান করিয়া যে, স্বয়ং নিঃস্ব হইয়াছিলেন, ঐরূপ আনন্দই তাহার কারণ। তদীয় মহিষী একদা অনশন জন্য দারুণ ক্লেশে নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া, রোদন করিলে, তিনি মৃদুবাক্যে কহিয়াছিলেন, তুমি সুখের সময় ক্রন্দন করিয়া, অনর্থক আত্মার মূঢ়তা প্রকাশ করিও না। ভাবিয়া দেখ, একজনের শিশ্নোদরপরিতৃপ্তির জন্য পৃথিবীর সৃষ্টি হয় নাই। ভাগ্য বশতঃ যদি কেহ অধিক ভক্ষ্যভোজ্য প্রাপ্ত হয়, তাহাতে অন্যের অধিকার আছে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া, আত্মার হিতার্থে যাবৎপ্রয়োজন স্বয়ং রক্ষা ও অবশিষ্ট যোগ্যপাত্রে ন্যস্ত করিবে। যেহেতু, ঈশ্বর সাধারণের প্রসূতি। (১) তৎসম্বন্ধে প্রাণিমাত্রেই পরস্পর সোদর ভাবে সন্নিবদ্ধ। সত্যযুগে সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রকৃতি এইপ্রকার সৌভ্রাত্ররত্নে বিভূষিত হইয়াছিলেন। তখন পৃথিবী সাধারণের সমান-স্বত্বাস্পদীভাবে সংশ্লিষ্ট ও তজ্জন্য সকলেই সমান সুখের অধিকারী ছিল। ভেদবুদ্ধির অনভিভাব বশতঃ ব্যবহারিক সম্বন্ধের শৈথিল্য ও তন্নিবন্ধন আত্মবুদ্ধির উপচয় হওয়াতে, কাহার হৃদয়গৃহ

(১) অর্থাৎ জননী।

সকল সুখের মূল-সূত্র-স্বরূপ সন্তোষ-রত্নের অমৃতময়ী প্রতিভার বহির্ভূত বা পরমানন্দময় ব্রহ্মভাবের অনাঘ্রাত(১) ছিল না।

ফলতঃ, উল্লিখিত ভ্রাতৃভাব পরিবৃংহিত(২) সমদর্শিতা সহকৃত সদ্বৃত্তির পরিচর্য্যা করিলে, সামান্য তৃণ লতাও অভিলাষ পূরণ ও আদেশ বহন করিয়া থাকে। তপস্বিগণ এই সদ্বৃত্তির নিতান্ত অনুগত। এইজন্য, সংসারী অপেক্ষা সকল বিষয়ে তাঁহাদের সৌকর্য্য ও সাধনদ্বার সর্ব্বথা প্রশস্ত এবং সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনসিদ্ধি ও অভাবপূর্ত্তির উপায়যোগও সর্ব্বতোভাবে সুসম্পন্ন। এক জন সামান্য সংসারী সমস্ত দিবা অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াও, স্বীয় উদর-পূরণ-সাধন সামগ্রী-সম্ভারের(৩) সমাবেশ করিতে অসমর্থ হয়; কিন্তু এক জন সামান্য তপস্বী ভিক্ষা-কপাল হস্তে ক্ষণমাত্র বিচরণ করিলেই, তদীয় আহার-পর্য্যাপ্তির অসদ্ভাব হয় না। মদীয় শিষ্য বেদশিরা একদা ফলকুসুম আহরণার্থে অরণ্যের গভীরতম প্রদেশে অবগাহন পূর্ব্বক সহসা কূটগর্ত্তে(৪) পতিত হইলে, এই সম্মুখচর হস্তী-মাতা তাঁহারে তৎক্ষণাৎ শূণ্ড দ্বারা উত্তোলন করে। তপোবনে ঈদৃশী ঘটনা অসম্ভব নহে। এখানে সিংহব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ সকলও সমিতি সহায়ে পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব-পরিহার-পুরঃসর অন্যোন্যসেবায় প্রবৃত্ত হয়।

শুদ্ধ তপোবন নহে, লোকালয়েও পশু পক্ষীগণের

(১) অর্থাৎ অবিষয়ীভূত। (২) পরিবর্দ্ধিত। (৩) সমূহের।
(৪) যাহা সহসা গর্ত্ত বলিয়া বুঝায় না।

সঙ্গতিসাধ্য এইপ্রকার আসক্তি ও প্রসক্তির দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। বলিতে কি, সনাতন পুরুষ পরমাত্মা সাংসারিক তানলয় স্থিতি(১) বিধান জন্য তাহার উপাদানমূলে এই সম্বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন। মহাতপা ভরত মুনির পরিপালিত মৃগশিশুর পরমপরিচিত আত্মীয় ভাব তদীয় তপঃসিদ্ধির দৃষ্টান্ত বলিয়া যদিও বিস্ময়ের বিষয় হইবার সম্ভাবনা নাই; কিন্তু শবর প্রভৃতি ইতর-জাতিক ব্যক্তিগণ পশু পক্ষ্যাদি ইতর জীবে যে অকৃত্রিম-প্রণয়-বিজৃম্ভিত(২) নির্ম্মল বিস্রম্ভ(৩) লাভ করে, তাহা সকলেরই বিস্ময়াবহ, সন্দেহ নাই। মানুষ স্বভাবতঃ স্থূলদর্শী ও স্থূলবুদ্ধি। সেইজন্য তাহার বিস্ময় ও সন্দেহবৃত্তির একান্ত প্রসার(৪) লক্ষিত হয়। সেইজন্য, সে কোন অভিনব বিষয় অবলোকন করিলেই, হৃতচিত্ত ও নষ্টবিত্তের ন্যায়, গাঢ়তর অন্ধকারে অবগাহন ও অন্ধের ন্যায় পরিক্রমণ করে এবং ইচ্ছা করিয়া, বিজ্ঞানের দ্বার রুদ্ধ করিয়া থাকে। সুতরাং সে কোন কালেই জানিতে পারে না যে, সম্বৃত্তিই ঐপ্রকার বিস্রম্ভের হেতু।

বৎস! তোমার পিতামহস্বস্রেয়(৫) সুরথরাজ শিশুকালে প্রাসাদোপরি ক্রীড়া করিতেছিলেন। এমন সময়ে এক যবীয়ান কপোত শ্যেন-মুখ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া, সহসা তাঁহার ক্রোড়দেশে পতিত হইল। শ্যেনভয়ে ঐ কপোতের চেতনাবৃত্তি একান্ত আচ্ছন্ন

(১) তানলয় স্থিতি অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গীন স্থিতি। (২) প্রকাশিত। (৩) বিশ্বাস। (৪) আধিক্য। (৫) পিতামহের ভগিনীর পুত্র।

হইয়াছিল। সুতরাং, সে ক্ষমতা ও সুযোগ সত্ত্বেও সেই অপরিচিত মানুষক্রোড় পরিহার করিল না। নিতান্ত বিশ্বস্তের ন্যায়, ধীর পদে শয়ন করিয়া, আনন্দনিনাদ করিতে লাগিল। শিশুও স্বভাবসুলভ কৌতূহল বশতঃ তাহারে পরিত্যাগ না করিয়া, আত্মনির্বিশেষে পরিপালন আরম্ভ করিলেন এবং ক্ষুধার সময় আহার, রোগের সময় ঔষধ ও ক্লেশের সময় সান্ত্বনা প্রদান এবং ক্রীড়ার সময় সমভিব্যাহারে ক্রীড়া করিয়া, কালসহকারে তাহার এরূপ বিস্রম্ভ সম্পাদন করিলেন যে, সে বিমুক্ত(১) হইলেও অন্যত্র গমন বা পলায়ন করিত না। ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা তাঁহার অনুসরণ ও ভৃত্যের ন্যায় পার্শ্বে পরিবর্ত্তন করিয়া, সকলেরই বিস্ময় ও কৌতুক সমুৎপাদন করিত।

তৃদ্বিতীয় অধ্যায়।

আনন্দস্বরূপকীর্ত্তন।

কণ্ব কহিলেন, তাত! এই ব্যাপার অবলোকনে ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধ সুরথ বন হইতে উগ্রপ্রকৃতি পশুদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া, উল্লিখিত রূপে লালন ও পোষণ করিতে লাগিলেন এবং অল্পদিনমধ্যেই তাহাদের পরিচিত ও বিশ্বস্ত হইয়া উঠিলেন। তদ্দর্শনে অলৌকিক-শক্তিধর বলিয়া, লোকমধ্যে তাঁহার বিপুল প্রতিপত্তি প্রাদুর্ভূত হইল। কিন্তু তিনি তাহাতে কিছুমাত্র অভিমান বা আত্মশ্লাঘা

---

(১) অর্থাৎ ছাড়িয়া দেওয়া।

অথবা অণুমাত্র প্রতিভান(১) প্রকাশ করিতেন না। প্রত্যুত, লোকের বুদ্ধি বিদ্যার তাদৃশ অবিদূরত্ব(২) দর্শন করিয়া, নিরতিশয় অনুকম্পিত ও আহত হইতেন। এইজন্য, স্বয়ং-প্রবৃত্ত হইয়া, সমাগত কৌতুকদর্শী ব্যক্তিদিগকে সর্ব্বদা এই বলিয়া উপদেশ করিতেন যে, যে ব্যক্তি পরমাত্মার আনন্দস্বরূপ অবগত, সে কখন ভীত হয় না। সে স্থাবর জঙ্গম পদার্থমাত্রেই উল্লিখিত আনন্দস্বরূপের প্রতিভা পরিদর্শন ও পরিকলন পূর্ব্বক অনায়াসেই সমস্ত জগৎ বশীকৃত করে। এই আনন্দস্বরূপপরিকলনই তপস্বিগণের তপস্যা, যোগিগণের যোগ, মুমুক্ষুর মুক্তি, পরমহংসের চরম গতি, এবং সাংখ্যগণের অভিলষণীয় পরম তত্ত্ব। দেবগণ ইহারই প্রভাবে স্বর্গে ও অমৃতে অখণ্ড ও অপ্রতি-যোগ(৩) অধিকার লাভ করিয়াছেন। মনুষ্যলোক হইতে যাহারা এই দেবস্থানে অধিষ্ঠিত হয়, উল্লিখিত আনন্দচর্চা তাহাদেরও একমাত্র সাধন। গৃহে, অরণ্যে অথবা যত্রকুত্র এই আনন্দের সাধন হইতে পারে। মহাভাগ ধ্রুব ও মহা-মনা প্রহ্লাদ শিশুকালেই এই আনন্দ সাধন করেন, তজ্জন্য তাঁহাদের সিদ্ধির দ্বার ও মুক্তির দ্বার শিশুকালেই উদ্ঘাটিত ও প্রশস্ত হইয়াছিল। সাবিত্রী, দময়ন্তী ও সীতা প্রভৃতি যে সকল ললনা-ললামভূত রমণী-রত্নের সর্ব্বলোকোত্তর পাতিব্রত্য গুণে সমস্ত সংসার পবিত্র হইয়াছে, তাঁহারাও স্ব স্ব স্বামিতে এই অমৃতময় আনন্দ মূর্ত্তিমান্ অবলোকন

(১) অর্থাৎ অসামান্য বুদ্ধিমত্তা জন্য অহঙ্কার। (২) অর্থাৎ অল্পতা।
(৩) অর্থাৎ যাহার কেহ বিপক্ষ নাই।

করিয়াছিলেন। মহাভাগা দ্রুপদনন্দিনী যে একদা পঞ্চ-স্বামির আদরভাগিনী হইয়াছিলেন, এই আনন্দদৃষ্টিই তাহার কারণ। ঋষিগণ যে শীত বাত ও রৌদ্র বৃষ্টিতে কিছুমাত্র ক্লেশ অনুভব না করিয়া, অনশনেও অমৃত সম্ভোগ করেন এবং বল্কল বা দিগ্‌বসন পরিধান, পল্লব বা ভূমিশয্যায় শয়ন, কমণ্ডলু বা করপাত্রে জলপান, ভিক্ষায় বা অযাচিতব্রতে জীবিকা সম্বিধান এবং এইরূপ ও অন্যরূপ ভূরিতর ক্লেশভার বহন করিয়াও, কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ বা অণুমাত্রও অবসন্ন হয়েন, না এই আনন্দপারদর্শিতাই তাহার চরম হেতু।

যাহারা কায়মন সর্ব্বতোভাবে সম্বৃত্তির পরিচর্য্যা করে, তাহারাই এই আনন্দ অবগত। তাহারা ঈশ্বরকে সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা জানিয়া, সর্ব্বত্র তদীয় তত্ত্ব অবলোকন করে। তজ্জন্য ভয় তাহাদের অভয় রূপে এবং মৃত্যু অমৃতে পরিণত হয়। মনীষিগণ এই আনন্দকেই গুণত্রয়ের অতীত সনাতন পন্থা বলিয়া কীর্ত্তন করেন। উল্লিখিত-পথ-বাহী ব্যক্তি-মাত্রেই বিধি-নিষেধের বহির্ভূত এবং সর্ব্বথা ব্রহ্মপার-দর্শন-পূর্ব্বক অমৃত ভোগ করিয়া থাকেন। মনুষ্য এই আনন্দে বঞ্চিত হইলে, জীবিত সত্ত্বেও মৃত্যু ভোগ করে এবং আলোকেও গভীর অন্ধকার দর্শন করিয়া, অকাণ্ডে ভয় শোক প্রাপ্ত হয়। তখন সংসারের কোন বস্তুই তাহার শান্তিবিধানে সমর্থ হয় না, এবং সে বিনা কারণেই আপনা আপনি বিরক্ত ও অসুস্থ হইয়া, অন্যের ভয় ও উদ্বেগের হেতু এবং সুখ ও শান্তির অন্তরায় হইয়া উঠে। শাস্ত্রে এইপ্রকার লোকদিগকে আত্মবঞ্চিত ও বিড়ম্বিত

বলিয়া, পুরীষ-কুণ্ডের ন্যায়, সর্ব্বথা পরিহার্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছে। ইহাদিগকে চক্ষু সত্ত্বেও অন্ধ বলিলে, অত্যুক্তি হয় না। ইহারা ধূমকেতু না হইলেও লোকদ্রোহময়, কৃত্যা (১) না হইলেও হিংসাময়, ইন্দ্রজাল না হইলেও সর্ব্ব-মোহময়, মরীচিকা না হইলেও দৃষ্টিদোষময় এবং চাটুকার না হইলেও কপটশত-রচনাময়। যেরূপ কিংশুক-কুসুম দৃষ্টিমধুর হইলেও, সৌগন্ধব্যতিরেকে লোকের বহুমান আকর্ষণ করিতে সক্ষম নহে, তদ্রূপ তাহারাও গুণসহস্রে অলঙ্কৃত হইলেও একমাত্র পরমাত্মদৃষ্টিব্যতিরেকে সর্ব্বত্র অনাদৃত হইয়া থাকে।

মহর্ষি শততপা কহিয়াছেন, আকাশে ঈশ্বরের আনন্দ অসীম ও অনন্তভাবে প্রবাহিত হইতেছে। সূর্য্য চন্দ্রাদি জ্যোতিষ্কগণ তাহারই প্রভায় প্রতিভাত হইয়া, ত্রিভুবন আলোকিত করিয়া থাকে। দেবলোকে ঈশ্বরের আনন্দ নিরবচ্ছিন্ন ও নিত্য সুখ রূপে সর্ব্বদা বিদ্যোতিত হইতেছে। অমৃতের চিরজীবনী মনোহারিণী শক্তি তাহারই একমাত্র প্রসব। মর্ত্ত্যলোকে মনুষ্যহৃদয়ে ঈশ্বরের আনন্দ অনন্ত শাখায় বিভক্ত হইয়া, রক্তে রক্তে সঞ্চালিত হইতেছে। স্নেহ, দয়া, প্রণয়, আসক্তি, অনুরাগ, শ্রদ্ধা, প্রীতি, বন্ধুতা, ভক্তি, সৌহার্দ্দ ইত্যাদি তাহারই রূপান্তর এবং তদ্দ্বারাই সকলের স্থিতি সর্ব্বথা সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। সাধুগণ যে বিপদে ধৈর্য্য, সম্পদে ক্ষমা, সৎকার্য্যে অনুরাগ, বিজ্ঞানে প্রীতি, সর্ব্বভূতে আত্মভাব, আত্মায় আসক্তি,

(১) অর্থাৎ মারণক্রিয়া।

মৃত্যুতে ঘৃণা বা সাহস, জীবনে অবিশ্বাস, সংসারে অনাস্থতা, দুর্ব্বলে অনুকম্পা এবং অন্যের সুখদুঃখে তত্তদ্ভাবন ইত্যাদি বিবিধ রমণীয় গুণগ্রামের চর্চা বা আলোচন করেন, ঐপ্রকার আনন্দদৃষ্টিই তাহার কারণ। কিন্তু, ইচ্ছা করিয়া বা জ্ঞাতসারে কাহারও বিদ্রোহ বা বিপ্রিয় পথে প্রবৃত্ত হইও না; আপনাকে যেরূপ ভাবিবে বা দেখিবে, অন্যের প্রতি তদনুরূপ ব্যবহার করিবে; সংসারে যে ব্যক্তি এক জনেরও ক্রন্দন নিবারণ করে, সে ঈশ্বরের সন্নিহিত হইয়া, অনন্ত জীবনলাভ ও সর্ব্বদা অমৃত ভোগ করিয়া থাকে, ইত্যাকার প্রতীতি উল্লিখিত আনন্দচর্চার পরিণাম। যাহাদের এই পরিণাম অভ্যস্ত বা আয়ত্ত নহে, তাহারা ঈশ্বর হইতে, অমৃত হইতে, অভয় হইতে, আলোক হইতে, এবং সন্তোষ ও প্রসাদ হইতে সর্ব্বদা দূরে অবস্থিতি করে।

হিতৈষিতা উল্লিখিত সম্বৃত্তির সহকারী ধর্ম্ম। এই উভয়ের চর্চা করিলে, দ্বিবিধ ফল লাভ হয়। প্রথমতঃ, অন্যের দুঃখনিবৃত্তি এবং দ্বিতীয়তঃ, তৎসহায়ে আত্মার উৎকর্ষবিধান। আত্মার উৎকর্ষ হইলে, জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য বা মুখ্য উদ্দেশ্য সুসাধিত ও পারলৌকিক মঙ্গল-সমৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবিত হয়। আত্মার ক্রমশঃ উপচীয়-মান (১) অমৃতস্বভাব পর্য্যবেক্ষণ করিলে, অনায়াসেই প্রতীতি হয়, ইহ সংসারে কীট পতঙ্গের ন্যায় কতিপয় দিবস বা বর্ষমাত্র জীবনধারণপূর্ব্বক চরমে অনন্ত*মৃত্যু ভোগ

(১) অর্থাৎ বর্দ্ধমান।

করিবার জন্য উহার সৃষ্টি হয় নাই। পৃথিবী হইতে দেব-লোক, দেবলোক হইতে ব্রহ্মলোক, এবং ব্রহ্মলোক হইতে বৈষ্ণবলোক ইত্যাদি উত্তরোত্তর উৎকর্ষশীল লোক-কল্পনা তাহার নিদর্শন। যে আত্মা পৃথিবীতে থাকিয়া সন্তৃপ্তি ও হিতৈষিতা সহকৃত অন্যান্য সদ্বৃত্তি সকলের সেবা করে, সেই আত্মারই ঐপ্রকার লোক বা উৎকর্ষময় সমৃদ্ধিদশা প্রাপ্তি হয়। আমি কিজন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছি; আমার কর্ত্তব্য বা আচরিতব্য কিংস্বরূপ, আমি সংসারে আসিয়া এতদিন যে অনুষ্ঠান করিলাম, তাহাতে সেই কর্ত্তব্য কতদূর সম্পন্ন হইয়াছে, অথবা আমি যে পথের অনুসারী, তাহা উল্লিখিত কর্ত্তব্যের কতদূর অবি-সংবাদী এবং কোন রূপে ঐ কর্ত্তব্যের হানি হইলে, আমার কতদূর প্রত্যবায় ঘটিবার সম্ভাবনা; এইরূপ চিন্তা করা ব্যক্তি মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

অতএব বৎস! তুমি ধনুর্বাণ পরিহার ও ঈশ্বরকে সাধারণের অন্নদাতা বিধাতা জানিয়া, সকলের প্রতি ভ্রাতৃ-ভাব স্থাপন কর। যে পৃথিবী তোমারে ধারণ করিতেছেন, তোমার সহিত তাহাতে সকলেরই সমান অধিকার আছে। তুমি ইহা চিন্তা করিয়া, কখন কাহারও বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিও না। যে ব্যক্তি সকলের বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করে, ঈশ্বর কখনই তাহার অনুকূল নহেন। বলিতে কি, তাহার আত্মাও তাহার প্রতিকূল পক্ষে ধাবমান হয়। সে ইচ্ছা করিয়া, আপনার সুখের পথ রুদ্ধ করে, এবং পর-লোকের সুখময় দ্বার কখনই উন্মুক্ত দেখিতে পায় না।

এই রূপে ঐহিক ও আমুষ্মিক মঙ্গলসমৃদ্ধির বহির্ভূত হইয়া, সে অনন্ত জীবন গভীর অন্ধকারগর্ত্তে বিচরণ ও শান্তির অমৃতময়-ক্রোড়-পরিভ্রষ্ট হইয়া, নিতান্ত অসহায় ভ্রমণ করিয়া থাকে। মনীষিগণ এইপ্রকার ব্যক্তিদিগকে ঈশ্বরের আনন্দ-স্বরূপ-বঞ্চিত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই আনন্দ-স্বরূপ নিরাকৃত হইলেই, লোকের ভেদবুদ্ধি উপস্থিত হয়। ভেদবুদ্ধিই সর্ব্বমোহের নিদান। যে ব্যক্তি মোহে আচ্ছন্ন, সে কখন অমৃতযোগ প্রাপ্ত হয় না, এবং ঈশ্বরের সন্নিধানবাসের যোগ্য হইতে পারে না। যদি ইহলোকেই মনুষ্যের সকল সুখভোগের পর্য্যবসান বা পর্য্যাপ্তি হইত, তাহা হইলে, আকাশকুসুমের ন্যায়, পরলোক-কল্পনা একান্ত ভ্রষ্টপদ বা উন্মত্ত-প্রলাপের ন্যায়, নিতান্ত অবিশ্বস্ত হইত। কিন্তু যে আত্মা অমৃতভোগের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, ইহলোক কখন তাহার পর্য্যাপ্ত হইতে পারে না। এইপ্রকার চিন্তা করিয়া, ভবিষ্য সুখের জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি স্বার্থপরতার উদ্ভবক্ষেত্র অতিমাত্র আত্মাদর পরিহার পূর্ব্বক পারলৌকিক-সমৃদ্ধি-কামনায় পরমাত্মার আনন্দ-স্বরূপ পরিকলন করে, তাহারই শান্তিসুখ অবিহত ও মুক্তি অধিগত হয়।

চতুর্থ ~~তৃতীয়~~ অধ্যায়।

সৎকথা প্রশংসা।

মহর্ষি কণ্ব পুনরায় বলিলেন, বৎস! উষরক্ষেত্রে বীজবপন করিলে, অন্ধকে বিচিত্র চিত্র প্রদর্শন করিলে, বধিরের নিকট মনোহর সঙ্গীত করিলে, এবং আতুরকে নিয়মবিধির আদেশ করিলে, যেরূপ কিছুমাত্র ইষ্টাপত্তির সম্ভাবনা নাই; তদ্রূপ প্রতিনিবেশ (১) বদ্ধচিত্ত তরলমতি ব্যক্তিকে উপদেশ করিলেও অরণ্যে রোদনের ন্যায়, একান্ত নিষ্ফল হইয়া থাকে। কিন্তু তোমার চিত্ত সেরূপ পরিপন্থি (২) মূঢ় ধর্ম্মে সংস্পৃষ্ট অথবা আত্মা সেরূপ বিসংবাদ-বিজৃম্ভিত-কূট(৩)-গুণের বিষয়ীভূত নহে। দিবাকরকিরণ যেরূপ কাচাদি মসৃণ পদার্থে অনায়াসেই প্রতিফলিত ও মৃত্তিকাদি স্তব্ধ দ্রব্যে অনুপ্রবেশ-বিরহিত হয়, তদ্রূপ সদুপদেশ তোমার ন্যায় আলোকসম্পন্ন নির্ম্মলচিত্ত ব্যক্তিগণে স্থিরপদ লাভ ও তদিতর (৪) ব্যক্তিদিগকে পরিহার করিয়া থাকে। বিশেষতঃ পূর্ব্বতন মহর্ষিগণ কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি আস্তিক, শ্রদ্ধাশীল, বিনয়ী, বিস্রব্ধ ও স্নেহশীল এবং যাহার চিত্ত স্থির ও প্রকৃতি অতরল, সেই ব্যক্তিই উপদেশের যোগ্যপাত্র। কেন না, শুক্তি গর্ভেই স্বাতিসলিলসহযোগে মুক্তার উদ্ভব হইয়া থাকে।

---

(১) অর্থাৎ অন্যমনস্ক। (২) অর্থাৎ বিপরীত।

(৩) বিসংবাদ অর্থাৎ বৈপরীত্য; বিজৃম্ভিত অর্থাৎ প্রকাশিত; কূট অর্থাৎ ক্রূর। (৪) অর্থাৎ তদ্ব্যতীত।

যেরূপ নীতিতে উৎসাহগুণের সম্পর্ক ঘটিলে, ভূয়সী-সম্পৎ-প্রাপ্তি হয়; যেরূপ আত্মাদর স্বীয়পরতার অনুগত হইলে, দ্বিগুণ ফল সমুৎপাদন করে; যেরূপ পুরুষকারের সহিত দৈব মিলিত হইলে, ঐহিক সমৃদ্ধি সমুদ্ভূত হয়; যেরূপ অনুকূল বিধির সহিত সাধনগুণ সমবেত হইলে, ভূয়সী সিদ্ধি সমাগত হয়; যেরূপ অভ্যুদয়ে ক্ষমাগুণের সহকারিতা হইলে, লোকোত্তর প্রতিপত্তি প্রাদুর্ভূত হয়; যেরূপ অভিমানের সহিত বিনয়ের সংযোগ হইলে, নিরতিশয় আত্মগৌরব প্রাপ্তি হয়; যেরূপ সাধুতার সহিত সাধুতার মিলন হইলে, কল্যাণপরম্পরা সমুদ্ভূত হয়; তদ্রূপ সৎপাত্রে সদুপদেশ বিন্যস্ত হইলে, উক্তরূপ ফলসমৃদ্ধি সংঘটিত হইয়া থাকে। পাত্রগুণে কালগুণ সংযোজিত হইলে (১), যে ব্যক্তি জানিয়াও মৌনভাব অবলম্বন করে, এবং ক্ষমতা বা শক্তিসত্ত্বেও সদুপদেশরূপ অমূল্য রত্ন বিতরণ করিতে পরাঙ্মুখ হয়, তাহার গুরুতর কার্পণ্যদোষ সংঘটিত ও তজ্জন্য নিরতিশয় পাতক আপতিত হইয়া থাকে।

সৎকথা, সুসংস্কৃত রত্নমালা না হইলেও, তাহা অপেক্ষা হৃদয়দেশ অলঙ্কৃত করে; নির্জলদ (২) সূর্য্যকিরণ না হইলেও, তাহা অপেক্ষাও সমধিক আলোক বিতরণ করে; সিদ্ধরস (৩) না হইলেও, তাহা অপেক্ষাও সমধিক পুরুষশক্তি সমুৎপাদন করে; ইন্দ্রসমৃদ্ধি না হইলেও, তাহা

(১) অর্থাৎ উপযুক্তকালে উপযুক্ত ব্যক্তি প্রাপ্ত হইলে।
(২) অর্থাৎ মেঘহীন। (৩) বলকারক ঔষধ।

অপেক্ষাও সমধিক অমৃতযোগ সাধন করে; যোগসম্পৎ না হইলেও, তাহা অপেক্ষাও সমধিক শান্তি বিধান করে; তত্ত্বপথ না হইলেও, তাহা অপেক্ষাও সমধিক ঈশ্বরজ্ঞান সম্পাদন করে; পুরুষকার না হইলেও, তাহা অপেক্ষাও সমধিক সমৃদ্ধি সৃজন করে; দৈববল না হইলেও, তাহা অপেক্ষাও সমধিক শক্তি সঞ্চরিত করে; উদ্যোগশক্তি না হইলেও, তাহা অপেক্ষাও ভূয়সী লক্ষ্মী সমুদ্ভাবিত করে; বেদমার্গ না হইলেও, তাহা অপেক্ষাও সমধিক ঈশ্বর সিদ্ধি বিধান করে; সাধন শক্তি না হইলেও তাহা অপেক্ষাও সমধিক সিদ্ধি আবিষ্কৃত করে; সাংখ্যযোগ না হইলেও, তাহা অপেক্ষাও সমধিক তত্ত্ব প্রস্ফুরিত করে এবং দিব্যজ্ঞান না হইলেও, তাহা অপেক্ষাও হৃদয় মার্জ্জিত ও আত্মার গৌরব বর্দ্ধিত করে। এইজন্য, সাধুগণের সমবায় হইলেই, শুক্লপক্ষসমাগমে শশিকলার ন্যায়, ভগীরথ প্রবর্ত্তনায় ভাগীরথীর ন্যায়, এবং বৈরাগ্যের সমুদায় শান্তির ন্যায়, এই বিশ্বজনহিতকরী সৎকথার আবির্ভাব হইয়া থাকে। পূর্ব্বে নৈমিষারণ্যে ঋষিগণের যে দ্বাদশ বার্ষিকী যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তাহাতে, এই সৎকথা, ঈশ্বরগুণের ন্যায়, সর্ব্বথা অবতারিত হইয়াছিল। মানুষের বুদ্ধি ও বিজ্ঞান-শক্তি অপেক্ষাকৃত উপচিত বা প্রস্ফুরিত হইলেই, এই সৎকথার আলোচনায় তাহার সর্ব্বতোমুখ প্রবৃত্তি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। এইজন্য সে সভা করিয়া বা গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়া, অনুরূপ গুণযোগ-শালী ব্যক্তিগণের সহিত ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। অথবা, যদ্দারা আত্মার উৎকর্ষ

সাধিত হয়, হৃদয়ের মালিন্য বিদূরিত হয়, মনের বিকাশ-শক্তি বর্দ্ধিত হয়, বুদ্ধির ক্ষুধা নিবারিত হয়, জ্ঞানের পিপাসা শান্তি হয়, এবং পরলোকসমৃদ্ধিলাভ হইয়া থাকে, সেই সৎকথা ব্যক্তিমাত্রেরই আদরভাগিনী হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি ?

পঞ্চম ~~চতুর্থ~~ অধ্যায়।

রিপুজয় প্রশংসা।

কণ্ব কহিলেন, তাত! অদ্য শুভক্ষণে শুভ মুহূর্ত্তে তোমার সহিত শুভ দর্শন সংঘটিত হইয়াছে। তোমার প্রবৃত্তি অতিশয় প্রশস্ত, চিত্তোন্নতির সীমা নাই এবং আত্মাও নিরতিশয় শুভ-গুণে সম্ভাবিত। তুমি যে সর্ব্বলোক-লোভনীয় পরম-মহীয়ান্ সার্ব্বভৌম-সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াও, সামান্য তৃণ বা ধূলিরাশি জ্ঞানে তাহা পরিহার করিয়াছ এবং অনুরূপ পত্নীপরিগ্রহ সংসারী জীবের অন্যতর সুখসাধন জানিয়াও, শ্মশান-বহ্নির ন্যায়, তাহা হইতে দূরে বিনিবৃত্ত হইয়াছ; ইহাতেই তোমার পরমাত্মমুখীন মানুষ-শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় এবং সকল সুখের মূলস্থান, সর্ব্ব লোকোত্তর বৈরাগ্যগুণের সবিশেষ প্রতিভান প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। যেরূপ অরণ্য আশ্রয় পূর্ব্বক ফলমূল ভক্ষণ করিলেই তপস্বী হয় না, যেরূপ দিগ্‌বসন বা জটাধর হইলেই সন্ন্যাসী হয় না, সেইরূপ সংগ্রামে শত্রুজয় করিলেই প্রকৃত বীরপদপ্রাপ্তি হয় না,

কিন্তু যেরূপ পঞ্চ ইন্দ্রিয় নিগৃহীত করিলেই তাহাকে তপস্বী ও কর্ম্মত্যাগী হইলেই সন্ন্যাসী বলে; সেইরূপ আন্তরিক শত্রু (১) সমূহ জয় করিলেই, বীরসংজ্ঞালাভ হইয়া থাকে। যাহাদের গৃহশত্রু-পরিভবের ক্ষমতা নাই, তাহারাই বাহ্য শত্রুর পর্য্যুদাসে (২) প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু ঐরূপ প্রবৃত্তি ঈশ্বর-সিদ্ধির অন্তরায় ও আত্মবিনাশের হেতু। শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে, রিপুই মনুষ্যের প্রধান শত্রু। তাহারা বশীকৃত হইলে, বাহ্য শত্রু সকল আপনা হইতে বিনাযুদ্ধে বা বিনাবিগ্রহেই বশীকৃত ও সর্ব্বথা উপকারী সহজ মিত্র রূপে পরিণত হয়। বলিতে কি, যে ব্যক্তি রিপুগণের জয় করে, সে ঈশ্বরকে জয় করিতে পারে। সমুদায় সংসার তাহার নিজস্বীকৃত ও পরলোকে অখণ্ড অধিকার সংস্থাপিত হয়। মনুষ্য যাবৎ রিপুগণের জয় না করে, তাবৎ আপনি আপনার শত্রু হইয়া থাকে এবং কোন কালেই সুখ ও সন্তোষলাভে সমর্থ হয় না। সেই রূপ, যে ব্যক্তি আপনি আপনার শত্রু, সমস্ত সংসার সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায়, তাহা হইতে শঙ্কিত ও একান্ত উদ্বেজিত হয়। সে ব্যক্তি, সর্প না হইলেও, দ্বিজিহ্ব; ধূমকেতু না হইলেও, উপদ্রবময়; পাপ না হইলেও, আত্ম-গ্লানিময়; দুষ্কর্ম্ম না হইলেও, সর্ব্বদোষময়; সংগ্রাম না হইলেও, হত্যাময়; অমারজনী না হইলেও, অন্ধকারময়; অন্ধকার না হইলেও, দৃষ্টিদোষময়; দোষ না হইলেও, সর্ব্বথা পরিহার্য্য; মৃত্যু না হইলেও, অভিশঙ্কনীয়; কামকর্ম্ম

(১) আন্তরিক শত্রু অর্থাৎ ছয় রিপু। (২) পরাজয়।

না হইলেও, অতি ঘৃণ্য; কপট না হইলেও, অগ্রাহ্য; চণ্ডাল না হইলেও, অস্পৃশ্য; বিড়ম্বনা না হইলেও, ক্লেশময়; মোহ না হইলেও, সর্ব্বদুঃখময় এবং সে ব্যক্তি বিষ না হইলেও, প্রাণহানিকর। যেরূপ সূর্য্যকিরণের অনুপ্রবেশে সর্ব্বপ্রকার আলোক, অগ্নির অনুপ্রবেশে সর্ব্বপ্রকার তেজ, চন্দ্রের অনুপ্রবেশে সর্ব্বপ্রকার জ্যোতিঃ, সাগরসলিলের অনুপ্রবেশে সর্ব্বপ্রকার জল, মনের অনুপ্রবেশে সর্ব্বপ্রকার বৃত্তি, পুণ্যের অনুপ্রবেশে সর্ব্বপ্রকার সুখ, সুখের অনুপ্রবেশে সর্ব্বপ্রকার উপবৃত্তি এবং ঈশ্বরের অনুপ্রবেশে সমুদায় লোক প্রাদুর্ভূত, অধিষ্ঠিত বা প্রতিষ্ঠিত, সেইরূপ রিপুগণের অনুরোধে ও প্রবর্ত্তনায় সর্ব্বপ্রকার দুঃখ আবির্ভূত হইয়া থাকে।

ফলতঃ, রিপুগণ মনুষ্যহৃদয়ের ছিদ্র স্বরূপ। দুঃখশোক অনবরত তদ্দ্বারা প্রবেশ করিয়া, সুখ ও সন্তোষাদি হরণ করিয়া থাকে। একমাত্র সংযম ব্যতিরেকে তত্তৎ ছিদ্র-রোধের অন্যবিধ উপায় নাই এবং তাহারা রুদ্ধ না হইলেও, দুঃখ সন্তাপের নিবৃত্তি নাই। যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে সর্ব্বদা সন্নিহিত অবলোকন অথবা তদীয় সহবাসে সর্ব্বদা অধিষ্ঠান করে; তাহারই সংযমবৃত্তি সুসিদ্ধ ও রিপুরূপ দুঃসাধ্য ছিদ্র সকল রুদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব তুমি সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরের সন্নিহিত হইতে যত্ন করিবে। তুমি যেরূপ বিপুল অনর্থময় বিষয়সেবায় জলাঞ্জলি প্রদান করিয়াছ, সেইরূপ, লোকদ্রোহময় ক্ষত্রবৃত্তি বিসর্জ্জন করিলেই, তোমার অভিলষিত সুখ সম্পন্ন হইবে।

ষষ্ঠ ~~পঞ্চম~~ অধ্যায়।

ঈশ্বরসেবার ফল সুখ।

কণ্ব কহিলেন, তাত! মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কহিয়াছেন, ঈশ্বর সমুদায় সংসারের সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা ও রক্ষাকর্ত্তা। তাঁহার নিকট জাতি বা বর্ণ বিচার নাই। তিনি যে হস্তে তোমারে রক্ষা বা নিকটে গ্রহণ করেন, সেই হস্তে স্বদিতর ব্যক্তিকেও আশ্রয় প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহার শান্তি-ময় ক্রোড় সর্ব্বত্র সমান ভাবে বিস্তৃত রহিয়াছে। তাহাতে সমুদায় বর্ণের বা সমুদায় জীবের সমান অধিকার আছে। জননী যেরূপ সমান যত্ন ও সমান স্নেহাতিশয় সহকারে সকল সন্তানের পরিপালন করেন, সেইরূপ, সনাতন পুরুষ পরমাত্মা সর্ব্বথা সমদর্শিতার বশংবদ হইয়া, সকলের পালন ও রক্ষা বিধান করিয়া থাকেন। কাহারও প্রতি তাঁহার পক্ষপাত নাই। তাঁহার দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত। যেরূপ সমুদায় নদ নদী বা অন্যবিধ জলাশয় একমাত্র সাগরে পতিত হয়, সেইরূপ বিশ্বজগতের যাবতীয় স্থাবর জঙ্গম সেই অনন্তরূপী পরমাত্মায় অবগাহন (১) করে। অতএব যে ব্যক্তি রিপুর প্রেরণাবশংবদ হইয়া, প্রভুশক্তি বা জাতি-গৌরব অথবা পদমর্য্যাদা লাভ বা প্রদর্শন করিতে অভি-লাষী হয়, সে, ঈশ্বর হইতে ও অমৃত হইতে দূরে অবস্থিতি করে।

ফলতঃ, জাতি বা বর্ণ কল্পনা ঈশ্বরের আদিষ্ট,

---

(১) অর্থাৎ প্রবেশ।

অনুমত অথবা বিনির্ম্মিত নহে। সৃষ্টির প্রারম্ভে সকলেই একবর্ণ বা একজাতি ছিল। যেহেতু, তৎকালে ঈশ্বর-জ্ঞান লোকের অন্তঃকরণ পরিহার করে নাই এবং সকলেরই মনোবৃত্তি বালকের ন্যায়, শিক্ষাপ্রবণ, কোমল, অমায়িক ও প্রতিভাগুণে অলঙ্কৃত ছিল। সুতরাং সকলেই এক-পরিবার বা এক-হৃদয়ের ন্যায়, হিংসা, দ্বেষ ও অসূয়া শূন্য এবং অভিমান ও অহংবৃত্তির অবিধেয় (২) হইয়া, ঈশ্বরসান্নিধ্যে অবস্থিতি করিত এবং তাঁহাকেই আপনাদের একমাত্র ব্যবস্থাপয়িতা বিধাতা জানিয়া, আত্মাতে আত্মগৌরব পরিহার করিয়াছিল। ইহারই নাম যোগসিদ্ধি বা সাক্ষাৎ পরমাত্মদর্শন এবং ইহাকেই তত্ত্ববোধ শব্দে অভিহিত ও সংসারপার নামে বিনির্দ্দিষ্ট করে। যদিও সংসারে থাকিয়া সংসারপার প্রাপ্ত হওয়া নিতান্ত ক্লেশসাধ্য; কিন্তু কায়মনে ঈশ্বরের সেবা করিলেই, তাহাতে কৃতকার্য্যতা প্রাপ্তি হয়। ঋষিগণ এই সংসারপারের নিত্য অভিলাষী। ঈশ্বরের অঙ্গ বা আসঙ্গ সাধন ব্যতিরেকে ইহার প্রাপ্তি হওয়া দুর্ঘট। তপস্যা ও তৎসহচরী শান্তি সেই অঙ্গ ও আসঙ্গ বলিয়া অভিহিত হয়। এইজন্য তাহারা কায়মনে সর্ব্বতোভাবে এই উভয়ের পরিচর্য্যা করেন। বৈরাগ্য ঐরূপ পরিচর্য্যার সাধন। বাসনা-পরিহার বৈরাগ্যের স্বরূপ। যাহারা এক বারে বাসনা-পরিহারে অক্ষম, বিজ্ঞানের পথবর্ত্তী হইয়া, ক্রমে ক্রমে বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ করা তাহাদের কর্ত্তব্য।

(২) অবশীভূত।

আসক্তি-পরিত্যাগই বাসনা-ক্ষয়ের প্রথম সোপান বা মূল সূত্র।

সপ্তম ~~ষষ্ঠ~~ অধ্যায়।

অভ্যাসের ফল সিদ্ধি।

কণ্ব কহিলেন, মহাভাগ! অভ্যাসবশে অতি দুঃসাধ্য বিষয়ও আয়ত্ত হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা এই অভ্যাসের ঈশ্বর-সাধন প্রভৃতি ভূয়সী গুণসমৃদ্ধি কীর্ত্তন করিয়াছেন। সংসারে ইহার ভূরিতর দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। পূরক, কুম্ভক, রেচক, প্রাণায়াম, সমাধি ইত্যাদি যে সকল বিষয় পরমার্থপথ পরিষ্কৃত, আত্মা শোধিত, দিব্য জ্ঞান ও দিব্য দৃষ্টি সংসাধিত, পারলৌকিক মঙ্গলসমৃদ্ধি সুসম্পাদিত এবং তৎসহকারে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার সংঘটিত করে, তৎসমস্ত এই অভ্যাসের প্রত্যক্ষ ফল। এই অভ্যাসবশে প্রকৃতিরও বিপর্য্যয় সমুৎপন্ন হয়। যে বিষ গলাধঃকরণমাত্রে তৎক্ষণাৎ প্রাণনাশের সম্ভাবনা, তাহাও এই অভ্যাসবশে অনায়াসেই জীর্ণ হইয়া থাকে। অভ্যাস থাকিলে, মদ্যাদি মাদক দ্রব্যের সেবা করিয়াও, লোকে বিচলিত হয় না। এইপ্রকার কদভ্যাসই সংসারির শত দুঃখের কারণ হইয়াছে।

অভ্যাসই মায়াবিগণের মায়া, অভ্যাসই ঋষিগণের তপঃশক্তি এবং অভ্যাসই যোগিগণের যোগবল। অভ্যাস থাকিলে, সন্তরণ দ্বারাও নদীপারে গমন করা যায়, দুরারোহ পর্ব্বতাদিশিখরে আরোহণ করা যায়, প্রজ্বলিত [illegible]

সলিল মধ্যেও সুখে অবগাহন করা যায়, অন্ধকারময় গভীর গুহামধ্যেও অবস্থিতি করা যায়, দ্বাদশ আদিত্য-কিরণেও বিচরণ করা যায়, কণ্টকময়ী কঠোর শয্যা-গর্ভেও শয়ন করা যায়, এবং এইরূপ ও অন্যরূপ বিবিধ অলৌকিক সিদ্ধি লাভ করা যায়। লঘুহস্ততা, ক্ষিপ্র-কারিতা, স্থিরলক্ষ্য, স্থাণুশীল স্তম্ভন(১), আত্মসংযম, বেগধারণ, শূন্যে উল্লম্ফন, অশ্বচর্য্যা, ব্যায়াম, ক্ষুধারোধ, তৃষ্ণাগহন(২), দূরবেগ, তিরস্করণ (৩) ইত্যাদি অভ্যাসের প্রত্যক্ষ ফল। ঋষিগণ যে বায়ুভক্ষ ও অব্‌ভক্ষ হইয়া, পক্ষমাসাদি যাপন করেন, এবং সর্ব্বথা শীতবাতাদি সহনপূর্ব্বক জলে ও অনলাদিতে বাস করিতে পারেন, এই অভ্যাসই তাহার প্রধান সাধন। অভ্যাসগুণে মর্ম্মস্থান গুরুতর ক্লেশাদিতেও আহত বা প্রাণস্থান শোকাদিতে উপদ্রুত হয় না। শান্তি এই অভ্যাসের অপেক্ষিত। মনুষ্য শিশুকালে ক্রমে ক্রমে বিদ্যা অভ্যাস করিয়া, বয়স্ককালে ভূয়সী জ্ঞানবৃদ্ধি লাভ করে। যাহার অভ্যাস নাই, সে স্বয়ংই অনায়ত্ত। সুতরাং কোন বিষয়েই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয় না।

এই অভ্যাসের অন্যতর নাম শিক্ষা। গুরু শিষ্যকে যে দুরূহ বিষয় উপদেশ করেন, শিষ্য অভ্যাসগুণে অনায়াসেই তাহা আয়ত্ত করিয়া থাকে। আবার, অভ্যাস না থাকিলে, সেই শিক্ষিত বিষয়ও কালসহকারে বিস্মৃত হইয়া যায়। মহর্ষি বেদশিরা শিশুকালেই সমগ্র বেদ-

---

(১) অর্থাৎ অচলবৎ জড়ভাবে অবস্থান। (২) অর্থাৎ তৃষ্ণারোধ।

(৩) অর্থাৎ অন্তর্দ্ধান।

বেদান্ত এই অভ্যাসগুণে কণ্ঠস্থ করেন এবং সর্ব্বসমক্ষে অনর্গল আবৃত্তি করিয়া, সকলের বিস্ময় সমুৎপাদন করিতেন। উগ্রশ্রবার পুত্র মহাভাগ সূত পুরাণ ও উপপুরাণ সমস্ত অভ্যাসবলে কতিপয় কথার ন্যায়, অবলীলাক্রমে হৃদয়ে ধারণ ও বিনা আয়াসে মৌখিক কীর্ত্তন করিয়া, সর্ব্বদর্শী সর্ব্বকোবিদ ঋষিগণেরও চিত্ততুষ্টি সম্পাদন করিতেন। রাজর্ষি কুশিক চরম দশায় বিষয়সেবাপরিহারপূর্ব্বক দিবারাত্র ঈশ্বরচিন্তায় যাপন এবং মাসমধ্যে দুইদিবসমাত্র শয়ন করিতেন। যাঁহাদের মেধা বা স্মৃতি শক্তির প্রসার নাই; অভ্যাস তাহাদের প্রধান সহায়। অভ্যাসগুণে স্মৃতিশক্তিরও প্রাখর্য্য সমুদ্‌ভূত হয়।

বস্তুতঃ অভ্যাস সকল বিষয়েরই সাধন বা সহায় গুণ। অস্ত্র যেরূপ ঘর্ষণ দ্বারা মার্জ্জিত হয়, সুবর্ণ যেরূপ দাহ দ্বারা বিশুদ্ধ হয়, এবং রূপ যেরূপ উদ্বর্ত্তন দ্বারা উজ্জ্বল হয়, তদ্রূপ অভ্যাস দ্বারা সকল বিষয়েরই সৌভাগ্য বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। বলিতে কি, স্বভাব এই অভ্যাসের আয়ত্ত বা বশীকৃত। মনুষ্য স্বভাববশে যাহা প্রাপ্ত হয়, অভ্যাসবশে তাহার রাগ বা পুষ্টি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যেরূপ ব্যবহার বা সংস্কার বিরহে ধাতব দ্রব্য কলঙ্কিত অথবা কলুষিত হয়, তদ্রূপ অভ্যাসবিরহে স্বভাবসিদ্ধ অতিতীক্ষ্ণ মেধাশক্তিরও অপরাগ হইয়া থাকে। বার্দ্ধক্যদশায় মনুষ্যের বৃত্তি ও প্রবৃত্তি সকলের গৌরবলঘুতা ও তেজোহানি প্রাদুর্ভূত হয়; কিন্তু অভ্যাস থাকিলে, তাহার বিপরীত হইয়া থাকে।

অভ্যাসই জীবন, অভ্যাসই স্বভাব এবং অভ্যাসই পরমগতি। এইজন্য, শাস্ত্রে এই অভ্যাসের অনন্ত গুণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অধুনা অভ্যাসের স্বরূপ কীর্ত্তন করিব, শ্রবণ কর।

অষ্টম ~~সপ্তম~~ অধ্যায়।

অভ্যাস ও গুণমাহাত্ম্য।

তোমার ন্যায় সৎপাত্রে উপদেশবিধান আত্মার উৎকর্ষ-সাধন ও বিপুল প্রীতি সমুদ্ভাবন করে। যেরূপ উর্ব্বরক্ষেত্রে বীজবপন করিলে, অভিমত ফলপ্রাপ্তি হয়, তদ্রূপ, পাত্র-গুণপরিবীত ব্যক্তিমাত্রেই সদুপদেশ অনুরূপ ফল প্রসব করিয়া থাকে। যাহার জীবন সহস্র সহস্র ব্যক্তির জীবন-স্বরূপ, সদুপদেশ বিতরণ পূর্ব্বক তাহার সেই জীবনের অণুমাত্র রাগ বর্দ্ধিত করাও নিরতিশয় সৌভাগ্যের বিষয়। যে রসনায় সৎকথা বহির্গত না হয় এবং যে রসনা আবৃত্তিপূর্ব্বক তাহার স্বাদগ্রহণ না করে, ভেকজিহ্বার সহিত তাহার কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। এইজন্য, সৎকথা বা সদুপদেশ বাক্‌শক্তির সাক্ষাৎ সার্থকতা, এবং ঈশ্বরের নাম-পরিকলনের ন্যায়, সর্ব্বথা বিপুল মঙ্গল-সমৃদ্ধির আস্পদ। শিশ্নোদরপরিতৃপ্তির সাধনভূত অভিপ্রেত বা ইঙ্গিতাদির পরিচয় বা অভিব্যক্তি (১) জন্য ঈদৃশী মাংসময়ী কোমল রস-নার সৃষ্টি হয় নাই। বস্তুর স্বভাব ও গতি দেখিয়া, তাহার প্রয়োজনগুণ বিনির্ণীত হইয়া থাকে। ঈশ্বর সাক্ষাৎ গুণ-

---

(১) প্রকাশ।

সকলের প্রসূতি। অতএব তাঁহার সৃষ্ট জগতে কোন বস্তুই নির্গুণ বা নিষ্প্রয়োজন ব্যবস্থাপিত হয় নাই। যে ব্যক্তি ইহা বুঝিতে বা অনুভবিতে পারে, সেই প্রকৃত ঈশ্বরদর্শী মহাপুরুষ। তাহার জীবন কখন আলোকশূন্য বা আনন্দ-শূন্য নহে। সামান্য ধূলিকণাও মহারত্নকোদের ন্যায়, তাহার চক্ষে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। সংসারের প্রয়োজন-সাধনোপযোগী যে সকল সামান্য বা বৃহৎ পদার্থের আবিষ্কার হইয়াছে, এইপ্রকার গুণদর্শনই তাহার কারণ। গুণবিজ্ঞ পুরুষগণ আকাশে, অনলে, জলে এবং সংকট-প্রদেশেও বিচরণ করিতে পারেন এবং অনবরত ভ্রমণ বা বিচরণ করিয়াও, কখন শ্রান্ত ও অবসন্ন হয়েন না। কার্য্য ও কারণ পরিজ্ঞান এই গুণবিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ ফল। কার্য্য কারণ পরিজ্ঞাত হইলে, ভবিষ্য ঘটনা সকল অবগত হওয়া যায়। গুণবিদ্বান্ পুরুষ পার্থিব কোন কারণেই বিস্মিত, মোহিত বা শোকপ্রাপ্ত হয়েন না। তিনি হীরক ও অঙ্গারকে সমান জ্ঞান করেন। শান্তি ও শোক তাঁহার নিকট সমান প্রতীত হয়। তিনি জল হইতে অগ্নি বহির্গত, আবার বহ্নি হইতে সলিল প্রাদুর্ভূত করিতে পারেন। দগ্ধ বা ভস্মীভূত অঙ্গার হইতেও দিব্য বা সিদ্ধ ঔষধ আবিষ্কৃত করাও তাঁহার অনায়ত্ত নহে।

কাপালিক অঙ্গিরা মদ্যপান করিতেছিলেন। তদ্দর্শনে তদীয় অন্তেবাসী রাজর্ষি শতক্রতু বিস্ময় প্রকাশ করিলে, তিনি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া কহিলেন, বৎস! যে ব্যক্তি পরোক্ষ-জ্ঞানের মলীভূত গুণময় ঈশ্বরের ...

বিস্ময় বা সন্দেহের বশীভূত হয় না। তাহার চিত্ত শিশু
ন্যায়, জলে, অনলে, দুর্গন্ধ মদ্যে, অথবা তত্তৎ বিরুদ্ধ-ধর্ম্মী
পদার্থমাত্রে ভেদবুদ্ধি পরিহার করিয়া, সর্ব্বদা অখণ্
ব্রহ্মরস পান করিয়া থাকে। বিষ হইতে অমৃত উদ্ধা
করাও তাহার সাধ্যের বহির্ভূত নহে। এই দেখ, আমি
তোমার সমক্ষে পরমাত্মার পবিত্র নামে এই মদ্যকে অমৃতায়
মান ক্ষীর রূপে পরিণত করিতেছি। তুমি আমার ঈশ্বর
স্বরূপ গুণবিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা অবলোকন কর। আমি
এই স্থানে উপবেশন করিয়াই, মদীয় বিদ্যা-সিদ্ধিবে
আহ্বান করিব। অদ্য তুমি প্রত্যক্ষ অবলোকন করিবে,
অবিজ্ঞ সংসারী পুরুষ যাহাকে মূর্ত্তিমান্ সুখ বা শোক বলিয়া
সাক্ষাৎ দর্শন বা অনুভব করে; পরমাত্মরসিক গুণবিজ্ঞ
পুরুষ তাহার বৈপরীত্য প্রতীত ও প্রতিপাদিত করিয়া
থাকেন। ফলতঃ ঈশ্বর সর্ব্বরসের আকর ও অনন্ত কৌশলের
আধার। তিনি সেই রস ও কৌশল একত্র করিয়া, সৃষ্টি
বিধান করিয়াছেন। অতএব অভ্যাস করিলে, ব্যক্তিমাত্রেই
গুণবল অবগত ও যোগবল প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহাতে
অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

সে দিবস তুমি প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছ, আমি এই অত্যুচ্চ
গিরিশেখর হইতে অনায়াসেই লম্ফদানপূর্ব্বক ভূমিতে
অবতরণ করিয়াছি। অথচ আমার পদদ্বয় কিছুমাত্র আহত
বা শরীরে অণুমাত্র আঘাত আপতিত হয় নাই। এই ব্যাপার
আপাততঃ বিস্ময়াবহ বোধ হইতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি
বিড়াল ও মূষিকাদি নিতান্ত ইতর জীবের উচ্চস্থান হইতে

অক্লেশ ও অব্যাহত পতন অবলোকন এবং মনোযোগপূর্ব্বক তাহার কারণ পরিদর্শন করিয়া, গুণবিজ্ঞান অভ্যাস করিয়াছে, তাহার পক্ষে ঐপ্রকার ব্যাপার বিস্ময়াবহ বা অসম্ভব নহে। মৎস্যাদি জলজন্তুগণ অনায়াসেই সলিলমধ্যে অবস্থিতি করে। যে ব্যক্তি ইহা দর্শন করিয়াও, জলস্তম্ভনী বিদ্যার অসম্ভাব্যতা কল্পনা করে, তাহার চিত্তবৃত্তি ঈশ্বরের বিনির্ম্মিত নহে। যে ব্যক্তি অবধান সহকারে দাবানলের উৎপত্তি-প্রকার পর্য্যবেক্ষণ করে, সে যত্রতত্র তেজোবলে অগ্নি-উৎপাদন করিতে পারে।

এইরূপ ও অন্যরূপ নিত্যসিদ্ধ ব্যাপার সমস্ত পরিকলন ও ব্যবকলন পূর্ব্বক গুণ-বিজ্ঞান অভ্যাস করিতে হয়। সংসারের কোন বিষয় বা কোন ব্যাপারই সামান্য নহে; যেহেতু অসামান্য ঈশ্বরের হস্ত হইতে তাহাদের সাক্ষাৎ সৃষ্টি হইয়াছে। যে ব্যক্তি এইপ্রকার চিন্তা করিয়া, ঈশ্বরের স্মরণপূর্ব্বক গুণবিজ্ঞান শিক্ষা করে এবং তাহাতে পারদর্শী হয়, সে কুত্রাপি অপদস্থ ও অবসন্ন হয় না। সে গহন অরণ্যে অবস্থিতি করিয়াও, নাগরিকের ন্যায়, সর্ব্বপ্রকার সুখসচ্ছন্দ সম্ভোগ করে, এবং গভীর গিরিগুহাগর্ভে প্রোথিত বা নিহিত হইলেও, তাহার অণুমাত্র উদ্বেগ বা অল্পমাত্র অসুখ উপস্থিত হয় না। দুরাচার যবনরাজ কৌতুকপরবশ হইয়া, মহর্ষি লম্বকর্ণকে গভীর গর্ত্তমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, মৃত্তিকা দ্বারা প্রচ্ছাদন করিলেও, তিনি সপ্তাহপর্য্যবসনে তাহা হইতে সুস্থ শরীরে ও অবিকৃত চিত্তে সমুত্থিত হইয়া, ম্লেচ্ছগণের বিস্ময় সমুৎপাদন করেন।

নবম অধ্যায়।

যেখানে গুণ, সেইখানেই দক্ষতা ও সেইখানেই সুখ।

কণ্ব কহিলেন, তাত! রাজর্ষি চিত্রবীর্য্য একদা দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে বহির্গত হইয়া, সসৈন্যে রুক্মাঙ্গদ প্রদেশের চিত্রানাম্নী নদীর তীরে সমাগত হইলেন। চিত্রার বেগ, বিস্তার ও অগাধতা অবলোকন পূর্ব্বক তদীয় হৃদয় সহসা কম্পিত হইয়া উঠিল। তাহাতে তিনি নদীপারের কল্পনাপরিহারপূর্ব্বক অবলম্বিত অধ্যবসায়ে প্রতিনিবৃত্ত হইতে কৃতসংকল্প হইলেন এবং তজ্জন্য উদ্যোগ ও যত্ন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে অবলোকন করিলেন, এক জন জটাজূট-ভস্মমণ্ডিত তেজীয়ান্ অবধূত সহসা তথায় সমাগত হইলেন এবং স্থলের ন্যায় জলোপরি অনায়াসে পাদচারণপূর্ব্বক সেই বেগবতী স্রোতস্বতী মুহূর্ত্ত মধ্যেই উত্তরণ ও পরপারে অবতরণ করিলেন। তদ্দর্শনে নরপতি সমস্ত অনুযাত্রিক সমভিব্যাহারে অপার বিস্ময়সাগরে অবগাহনপূর্ব্বক স্থাণুর ন্যায় স্থির নেত্রে তাঁহার প্রতি সসম্ভ্রম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, মহাভাগ অবধূত ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, মহারাজ! যাহারা ঈশ্বরদত্ত হস্তপদ ও বুদ্ধিবিজ্ঞানাদি অনন্যসুলভ সাধন সমস্ত প্রাপ্ত হইয়া, নির্জীব জড়ের ন্যায়, শক্তিসত্ত্বেও নিষ্কর্ম অবস্থিতি করে অথবা মায়াজীবীর পুত্তলিকার ন্যায়, অন্যের ক্রীড়নক হইয়া, তৎকর্ত্তৃক সর্ব্বথা পরিচালিত হয়, তাহারা কোন-প্রকার পারের বিষয়ই অবগত নহে। তাহারা চিরকালই গর্ভগৃহে বা সূতিকাগারে অবস্থিতি করে। তাহাদের

শিশুকাল কোন কালেই অপনীত হয় না। তাহারা সংসারের সকল বিষয়েই বালকের ন্যায় অনভিজ্ঞ। পরকীয়-প্রসাসলব্ধ জ্ঞান ইন্দ্রজালের ন্যায়, আপাতরমণীয়, কিন্তু কালে বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং পরহস্তগামিনী সম্পদের ন্যায়, সর্ব্বথা নিষ্ফল হইয়া থাকে। স্বয়ং অনুভব ও আলোচনা পূর্ব্বক কোন বিষয় অবগত না হইলে, সে জ্ঞান কখনই দ্রঢ়িমা প্রাপ্ত হয় না।

তোমার রাজপদ নিজের উপার্জ্জিত নহে এবং প্রভুতার সীমাও কতিপয় গ্রামের বহির্ভূত নহে। তুমি পরমুখে বাক্য উচ্চারণ, পরকর্ণে শ্রবণ, পরচক্ষে দর্শন, পরের গতিতে গমনাগমন এবং পরহস্তে কার্য্য সাধন কর। কোন বিষয়েই তোমার নিজের জ্ঞান নাই। এই রূপে তুমি বিপুল-বিড়ম্বনা-শতরূপ বিধিকৃত বাগুরায় বদ্ধ হইয়া, অন্যের ক্রীড়ামৃগস্বরূপ পরিগ্রহ করিয়াছ; অথচ আপনাকে রাজা বলিয়া, বৃথা অভিমানে মত্ত হইয়া থাক। যাহারা অনর্থক অভিমান প্রদর্শন করে, কিন্তু প্রকৃত রাজার ন্যায়, সংসারের অতি সামান্য বিষয়ও অবগত নহে; তাহারা পারের বিষয় কি রূপে জানিতে পারিবে? হায়, জড়ময়ী স্বল্পশরীরা নদীর উপরি যাহার প্রভুতা নাই, সে আপনারে রাজা বলিয়া কি রূপে অভিমান করে! সংসারে যদি কেহ প্রকৃত প্রভু বা প্রকৃত রাজা থাকেন, তবে ঈশ্বরের অনুগত গুণবিজ্ঞানবিশারদ পুরুষগণই সেই রাজা ও সেই প্রভু বলিয়া পরিচিত হইবার যোগ্যপাত্র। কেননা, তাঁহারা তোমার ন্যায় নামমাত্র-নরপতি কাপুরুষগণের

মনের উপরিও প্রভুত্ব করিতে সক্ষম। সমস্ত সংসার, অধিক কি, স্বয়ং ঈশ্বরও তাঁহাদের বশীভূত। তাঁহারা পৃথিবীতে থাকিয়া স্বর্গের উপরিও স্বকীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকেন। গগনের গ্রহতারা ও চন্দ্রসূর্য্যাদিও অনুগত ভৃত্যের ন্যায় তাঁহাদের আদেশ বহন করে। তাঁহারা ইচ্ছা-মাত্রেই বায়ুর গতি, সূর্য্যের কিরণ, জলের তরলতা, প্রস্তরের কাঠিন্য, অগ্নির দাহিকা, আকাশের শব্দবাহ্যতা, তেজের বিস্ফার্য্যতা, মৃত্তিকার প্রতিরোধিকা ইত্যাদি রুদ্ধ করিতে পারেন। অধিকন্তু, তাঁহারা বায়ু প্রভৃতি জড়-পদার্থকেও মনুষ্যের ন্যায় কার্য্য করাইতে সক্ষম এবং অনা-য়াসেই সকল বিষয়ের পার অবগত ও তাহাতে কৃতকার্য্য হয়েন। অন্ধকারেও আলোক আবির্ভূত করা তাঁহাদের অসাধ্য নহে। তাঁহারা পৃথিবীতে বসিয়া, স্বর্গের সংবাদ আনয়ন, নক্ষত্র দেখিয়া শুভাশুভবিনির্ণয়, মুখভঙ্গি দেখিয়া ইঙ্গিতপরিচয়, কার্য্য দেখিয়া প্রবৃত্তির মীমাংসা, ফল দেখিয়া কার্য্যের অনুমান, এবং সামান্য সূত্রে অসামান্য ঘটনা সমুৎপাদন করিতে পারেন।

তাঁহারা দেবতা না হইলেও অমর, ঈশ্বর না হইলেও সর্ব্বদর্শী, অভীষ্ট না হইলেও সর্ব্বলোক-স্পৃহণীয়, অথবা, তাঁহারা গৃহী হইলেও তপস্বী, তপস্বী হইলেও বিষয়ী, বিষয়ী হইলেও মুক্ত, এবং মুক্ত হইলেও সংযত।

দশম অষ্টম অধ্যায়।

সংসারের প্রত্যেক ঘটনাই অসামান্য শিক্ষা প্রদান করে।

মহারাজ! তুমি যেরূপ জড়ের ন্যায়, এক ভাবে অবস্থানপূর্ব্বক এক ভাবেই প্রতিদিন সূর্য্যের উদয়াস্ত অবলোকন কর এবং তজ্জন্য তাহাতে তোমার অসামান্য ঘটনাজ্ঞানের লেশমাত্র নাই, গুণবিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সেরূপ নহেন। তাঁহারা গুণবিজ্ঞানপরিচয়বলে প্রতিমুহূর্ত্তে তাহাতে বিবিধ অভিনব ও অলৌকিক দর্শন এবং তদ্দ্বারা শুভাশুভ-পরিণাম-পরিকলন-পূর্ব্বক লোক-যাত্রা-বিধানোপযোগী বিবিধ সাধন আবিষ্কার করেন। তোমার ন্যায় প্রকৃত মানব শুদ্ধ ইহাই বিবেচনা করে যে, একমাত্র আলোক-বিতরণ-পূর্ব্বক অন্ধকারনিরাকরণ জন্য সূর্য্যের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু গুণবিজ্ঞ পুরুষ তাহাতে শত শত প্রয়োজন, সহস্র সহস্র উদ্দেশ্য, এবং ভূয়সী কার্য্যকারিতা প্রত্যক্ষ অবলোকন করেন। তিনি সুস্পষ্ট দেখিতে পান, সূর্য্যই উদ্ভিদের জীবন, চন্দ্রের জ্যোতিঃ, মনুষ্যের জীবনীশক্তি, জলের আধার, মৃত্তিকার পুষ্টি ও বায়ুর গতি। সনাতন মহর্ষিগণ সূর্য্যকে যে সবিতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ঐপ্রকার ভূয়স্তর(১) গুণদৃষ্টিই তাহার কারণ। অর্য্যমা, ভগ, ত্বষ্টা, পূষা, অর্ক, সবিতা, রবি, গভস্তিমান্, অজ, কাল, ধাতা, বিভাবসু ইত্যাদি নামপরম্পরা সূর্য্যের তত্তদ্গুণের পরিচায়ক। এই সকল নাম কখন বিফলকল্পিত অথবা

---

(১) অর্থাৎ প্রচুর।

মত্ত-ভাষিতের ন্যায়, অর্থশূন্য নহে। জ্ঞান বিজ্ঞান-পারদর্শী মহর্ষিগণ সবিশেষ আলোচনা পূর্ব্বক এইসকল নাম রচনা করিয়াছেন এবং তদনুসারে স্তবপাঠ পূর্ব্বক উপাসনা করিয়া থাকেন॥

ফলতঃ, তুমি স্থূলদৃষ্টিতে আপাততঃ সূর্য্যকে যেরূপ অবলোকন করিতেছ, গুণদর্শী ও ঈশ্বরের অনুগত হইলে, অন্যরূপ দেখিতে পাইবে, সন্দেহ নাই। তখন তুমি প্রত্যক্ষ দর্শন করিবে, সর্ব্বপুরুষ সনাতন ঈশ্বর সূর্য্য রূপে স্বীয় সুবিশাল চক্ষু বিসারিত করিয়া, জগতের সর্ব্বত্র পর্য্যবেক্ষণ করেন। অতএব সূর্য্য আমাদের পাপ-পুণ্যের সাক্ষী। মনুষ্য লুক্কায়িত হইয়া যে পাপ করে, দিবাকর-দৃষ্টি(২) ঈশ্বরের নিকট তাহার নষ্ট-প্রয়াণ(৩) কোন মতেই সম্ভব নহে।

পুনশ্চ, সূর্য্য প্রতিদিন যথাকালে উদিত হইয়া, ইহাই বিজ্ঞাপন করেন, সকলেরই কালধর্ম্মপরিপালনপূর্ব্বক সকল বিষয়ে নিয়মী হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি কালে উদ্যত হয়, সূর্য্যের ন্যায়, তাহার উদয়-সমৃদ্ধিলাভ হইয়া থাকে; যে ব্যক্তি যথাকালে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হয়, সে, দিবাকরের ন্যায়, উচ্চ পদ লাভ করে এবং যে ব্যক্তি প্রতিদিন নিয়মানুসারে কার্য্য করে, সূর্য্যের ন্যায়, তাহার নিরবচ্ছিন্ন অনবসাদ সংঘটিত ও সাধনশক্তি অক্ষুণ্ণ হয়।

যে ব্যক্তি আলস্যে কালক্ষেপ না করিয়া, সংসারের

---

(২) অর্থাৎ সূর্য্য যাহার চক্ষু।

(৩) অর্থাৎ গোপন।

উপকার করে, সে দিবাকরের ন্যায়, উত্তরোত্তর প্রকাশ-সম্পৎ(৪) প্রাপ্ত হয়।

যে ব্যক্তি মহান্, তিনি সূর্য্যের ন্যায়, সকলকে স্বীয় সৌভাগ্য সম্প্রদান করেন।

দিবাকর প্রভাত সময়ে স্নিগ্ধমূর্ত্তি ও মধ্যাহ্নে প্রখরভাব পরিগ্রহ করেন। ইহা দেখিয়া সময়ে নম্র ও সময়ে উগ্র হইতে শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

যে ব্যক্তি তেজীয়ান্, তাহার স্থান অত্যুচ্চ ও পদগৌরব সকলেরই অধৃষ্য; মধ্যাহ্নকালীন অত্যারূঢ় প্রভাকর ইহার নিদর্শন।

মহাত্মা ব্যক্তির বিরোধী হইলে, আত্মসুখের হানি হইয়া থাকে; দিবাকর-দ্বেষী কুমুদকানন ইহার দৃষ্টান্ত।

হিতৈষিতা সকলেরই আশীর্ব্বাদ লাভ করে; দিবা-করের অভ্যুদয় লোকমাত্রেরই অভিলষণীয়। পরের মঙ্গল-সমৃদ্ধি দর্শন করিলে, সাধুর হৃদয় প্রফুল্ল হয়; দিবাকরের অভ্যুদয়ে পরম বিকস্বর(৫) কমলপুষ্প এ বিষয়ের প্রমাণ।

সাধুর সন্দর্শন সকলেরই প্রীতি-সঞ্চার করে; যেমন, দিবাকরের উদয়মাত্রেই সমুদায় লোক পুলকিত হয়।

মহতের সমৃদ্ধি অন্যের রক্ষার নিমিত্ত; দিবাকরের সর্ব্বলোক-হিত-সাধনী উদয়-লক্ষ্মী এ বিষয়ের যৌক্তিকতা প্রতিপাদন করে।

অসতের দৃষ্টি কুটিল বিষয়েরই পক্ষপাতিনী, কদাচ

---

(৪) অর্থাৎ অতিশয় খ্যাতি প্রতিপত্তি। (৫) প্রস্ফুটিত।

সৎপক্ষের অনুসারিণী হয় না; অন্ধকারপ্রিয় পেচক যে সূর্য্যের আলোক সহ্য করিতে পারে না, ইহাই তাহার নিদর্শন।

যাহারা স্বভাবতঃ সংসারের অপকার বা বিপ্রিয় অনুষ্ঠান করে, তাদৃশ দস্যু তস্করাদি দুরাচারগণ অনায়াসেই লয় প্রাপ্ত হয়; সূর্য্যের দর্শনমাত্রেই অন্তর্হিত অন্ধকার এ বিষয়ে প্রামাণ্যতা স্থাপন করে।

গুণবান্ ব্যক্তিই গুণ সকলের পরিগ্রহ করিতে একমাত্র ক্ষমবান্; অয়স্কান্তে প্রতিফলিত সূর্য্যকিরণ এ বিষয়ের নিদর্শন।

যাহাদের মনোবৃত্তি স্বভাবতঃ স্তব্ধ, তাহাদের হৃদয়ে কখন জ্ঞানের জ্যোতিঃ প্রতিভাত বা পদপ্রাপ্ত হয় না; মৃত্তিকাতে অনঙ্কুরিত(৬) দিবাকরকিরণ ইহার অন্বর্থতা সম্পাদন করে।

উদ্ধত হইয়া, উচ্চকক্ষায় আরোহণ করিলে, সত্বর পতিত হইতে হয়; মধ্যাহ্নের পর ক্রমশঃ অবনমনোন্মুখ প্রভাকর ইহার দৃষ্টান্ত।

সাধুর দুর্গতি ব্যক্তিমাত্রেরই শোকাবহ। দেখ, দিবাকর রাহুমুখে নিপতিত হইলে, বিশ্বসংসার মলিনিমা বহন করিয়া থাকে। মহাত্মা ব্যক্তি পতনসময়েও আপনার পূর্ব্বতেজ পরিহার করেন না; সূর্য্য অস্তগমনসময়েও প্রভাতকালীন অরুণমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন।

---

(৬) অপ্রতিফলিত।

যাহারা নীচ ও ক্ষুদ্র প্রকৃতি, তাহারাই পরের বিপদে হাস্য করিয়া থাকে এবং সম্পদ সময়ে কখন বহির্গত হয় না; সূর্য্যের অস্তগমনবেলায় অতিক্ষুদ্র তারকা সকল সহসা গগন-প্রান্তরে বহির্গত হইয়া যে হাস্য করে, তাহাই এ বিষয়ের প্রমাণ।

যে তেজ বাহ্য দৃষ্টিতে নিরতিশয় প্রতীয়মান হয়, তাহা কখন প্রকৃত তেজ হইতে পারে না এবং অনায়াসেই তাহার প্রচ্ছাদন হইয়া থাকে; অস্তগমনোন্মুখ প্রভাকরের দশদিগ্-বিস্ফারিত তেজঃপুঞ্জে ইহার বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। কেননা, মলিন-মূর্ত্তি সন্ধ্যাও অবলীলাক্রমে তাহার পরিভব সম্পাদন করে।

মহাত্মার চিত্ত সংকটকালেও বিকার প্রাপ্ত হয় না; দেখ, দিবাকর যে ভাবে উদিত হয়েন, অস্তমনবেলায় তাহা পরিহার করেন না।

সংসার স্বার্থপরতায় পরিপূর্ণ। এইজন্য উপকারী ব্যক্তিও চিরকাল প্রীতি আকর্ষণ করে না। দেখ, দিবাকর সমস্ত দিন আলোক বিকিরণ করিয়া, সকলের হিতসাধন করেন, তথাপি, সর্ব্বক্ষণ কাহারও অভিমত নহেন। এইজন্য সকলেই রজনীর সমাগম প্রার্থনা করিয়া থাকে। সংসারে সকলের প্রীতি আকর্ষণ করা নিতান্ত দুষ্কর; সূর্য্যের উদয়ে পদ্মিনী প্রফুল্ল হইলেও, লজ্জা-লতা সঙ্কুচিত-হইয়া থাকে।

যাহার গুণ-গৌরবে সমুদায় লোক আমোদিত হয়, তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করেন; দিবাকর

সকল ভুবন প্রকাশ করেন ; এইজন্য তাঁহার পদ অতিশয় উন্নত। যে ব্যক্তি পুণ্যকর্ম্মা, তিনি পতনসময়েও পুণ্যস্থান প্রাপ্ত হয়েন ; দিবাকর যে অস্তসাগরে নিমগ্ন হন, ইহাই তাহার প্রমাণ।

ধর্ম্মাদি গুণ সকল পরস্পর পক্ষপাতী হইয়া, ঈশ্বরোদ্দেশে সমবেত হইলে, মুক্তি সমুদ্ভূত হয় ; যেমন দিবাকর-করনিকর ঘনীভূত হইয়া, সূর্য্যমণিতে সন্নিধাপিত হইলে, তেজ আবির্ভূত হইয়া থাকে।

কোন বিষয়েরই সেবাতিরেক সুসঙ্গত নহে। কেননা, তাহাতে মনঃশক্তি অবসন্ন ও দ্রবীভূত হয়। দেখ, দিবাকরকিরণ অতিরিক্ত সেবন করিলে, শরীরে ক্লেদ ও ঘর্ম্ম উপস্থিত হইয়া থাকে।

শান্তিতে ক্রোধের সংযোগ হইলে, মৃত্যু সমুৎপাদন করে ; সূর্য্যকিরণে সন্তপ্ত ব্যক্তির শৈত্য-ক্রিয়া ইহার নিদর্শন।

কালের দুরতিক্রম্য শাসন অতিক্রম করা কাহারও সাধ্য নহে ; যে সূর্য্য গ্রীষ্মসময়ে তপনমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন, শিশিরসময়ে তাঁহারও শান্তভাব সমুপস্থিত হয়।

অপকারিরও উপকার করিবে, ইহাই সনাতন পন্থা। তথাহি, দিবাকর সপক্ষ বিপক্ষ সকলকেই সমান জ্যোতিঃ বিতরণ করেন।

সংসার যাঁহার উপকারের নিত্য প্রার্থী, তিনি অনন্ত জীবন সম্ভোগ করেন। তথাহি, দিবাকর সকলের উপকার করেন, এইজন্য কোন কালেই তাঁহার ক্ষয় নাই।

কাহারও দুঃখের দিন চিরস্থায়ী নহে ; আবার, অন্তরে প্রণয় থাকিলে, গুরুতর কষাঘাতও সহ্য হইয়া থাকে ; যে সময়ে সকলেই প্রখর উত্তাপে অস্থির, কোমলপ্রাণা পদ্মিনী সে সময়ে আমোদ অনুভব করে।

যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে শান্তির সহচর হইয়া, ঐকান্তিক অন্তঃকরণে ঈশ্বরের সেবা করেন, তাঁহারা উত্তরকালে অমৃতভোগের জন্য মৃত্যুকবলে পতিত হন। দেখ, ঈশ্বরের আদিষ্টমার্গে নিয়ত বর্ত্তমান দিবাকর আগামিনী(১) অভ্যুদয়দশাপ্রাপ্তির জন্য অস্তমিত হইয়া থাকেন।

সাধুর জীবন অন্যের উপকারনিমিত্তক ; দিবাকর অন্ধকারবিনাশ জন্যই সমুদিত হয়েন।

ঈশ্বরের পবিত্র মূর্ত্তি ধর্ম্মের সহায়তা না থাকিলে, পৃথিবী কোন মতেই তিষ্ঠিতে সমর্থ হইত না ; সূর্য্য না থাকিলে, কেই বা প্রকাশদশা সম্ভোগ করিত ?

বিদ্যা বা জ্ঞান রূপ প্রকাশময় বস্তু অনবরত দান করিলেও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না ; নিরবচ্ছিন্ন বিতরণ করিলেও, সূর্য্যালোকের কদাচ অবসাদ নাই।

যে ব্যক্তি কায়মনে সকলের হিতানুষ্ঠানে সংসক্ত, তদীয় অবসন্নদশা যেরূপ ব্যক্তিমাত্রেরই শোকাবহ, সেইরূপ তাহার অবসান বিপুল প্রীতি-বহন করে। অস্তোদিত দিবাকর এ বিষয়ে প্রমাণ।

যে ব্যক্তি স্বভাবতঃ তেজীয়ান্, কোন কালেই তাহার

---

(১) অর্থাৎ ভবিষ্যতে।

তেজেরহ্রাস নাই। তথাহি, শীতকালের সূর্য্যও অনায়াসে শিশির শোষণ করিয়া থাকে।

যাহার আশয় পবিত্র, মন প্রশস্ত ও চিত্ত উন্নত, তিনি আপনাকে বিপন্ন করিয়াও, অন্যের উপকার করেন। দুর্দ্দিনসময়ে মেঘাচ্ছন্ন হইলেও, সূর্য্যের আলোকদান কদাচ নিবৃত্ত হয় না।

সাধুর আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে, সৎপ্রবৃত্তি প্রাদুর্ভূত হয়; সূর্য্য-কিরণের অনুপ্রবেশে চন্দ্রের জ্যোতিঃ সম্পন্ন হইয়া থাকে।

জ্ঞানের আলোচনা না থাকিলে, অজ্ঞানের প্রভাব বর্দ্ধিত হয়; সূর্য্যালোকের অভাব হইলে, নিবিড় অন্ধকার আবির্ভূত হয়।

অতিতেজ বা অতি নম্রতা কোন অংশেই উপকারী বা অভিমত নহে; প্রচণ্ড গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নের ও দুরন্ত শিশির-সময়ের প্রভাকর ইহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন।

কালভেদে দেশভেদে এক বস্তুও বিরক্তি ও সন্তোষের কারণ হইয়া থাকে; যে সূর্য্য নিদাঘসময়ে লোকের অপ্রীতি আহরণ করেন; শীতকালে তিনিই আবার অতিশয় মনোহারী হন।

পরিবর্ত্তন বা ক্ষণভঙ্গুরতাই সংসারের নিয়ম; বসন্ত ও শরৎ প্রভৃতি ঋতু সকল ইহার দৃষ্টান্ত। সূর্য্যের বিভিন্ন গতিক্রমে তত্তৎ ঋতুপর্য্যায় সংঘটিত হয়।

যাহাদের হৃদয় স্বভাবতঃ পাপময়, তাহারা কখন সততার অনুসরণে সক্ষম নহে; চক্ষু রোগাক্রান্ত হইলে, সূর্য্যের আলোক সহ্য করিতে পারে না।

বুদ্ধি বিকৃত হইলে, হিতও অহিত বলিয়া প্রতীত হয়; দৃষ্টি দূষিত হইলে, সূর্য্যের আলোকও অন্ধকার বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে।

সাধুতার উপদেশ অসাধুচিত্তে প্রবেশ করিতে অক্ষম; সূর্য্যের কিরণ কদাচ গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট হয় না।

তেজীয়ান্ ব্যক্তি কখন প্রতি-তেজ(১) সহ্য করিতে পারে না; লৌহাদি ধাতুদ্রব্য প্রভাকর-কিরণসংযোগে যেরূপ উত্তেজিত হয়, জল কখনই সেরূপ নহে।

মন সন্তুষ্ট না হইলে, সুখও অসুখ বলিয়া বোধ হয়; প্রদাহরোগে আক্রান্ত হইলে, সুখময় সূর্য্যকিরণও অগ্নি সদৃশ প্রতীত হয়।

সরস-চিত্তে শোকের আঘাত সহসা স্থান প্রাপ্ত হয় না; পাষাণভেদী সূর্য্যসন্তাপ কদলীস্তম্ভেও প্রতিহত হয়।

হৃদয়ের সারবত্তা বা সজীবতা না থাকিলে, দুঃখের বেগ ধারণ করা দুর্ঘট; তপনকিরণে সমধিক সন্তপ্ত নির্জীব উদ্ভিদাদি ইহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন।

অন্তরে অভিলাষ না থাকিলে, অমৃতও বিষ বলিয়া প্রতীত হয়; প্রচ্ছন্ন পিত্তবিকারে সূর্য্যের বালকিরণও অতিশয় উগ্র-সাদৃশ্য ধারণ করে।

যেখানে প্রণয়, সেইখানেই একাত্মতা; দিবাকরের দর্শনমাত্র উষার মুখজ্যোতিঃ যে প্রফুল্ল হয়, ইহাই তাহার কারণ।

---

(১) অর্থাৎ অন্যের তেজ।

সুন্দর বস্তু অন্যকেও সুন্দর করে; বাল তপনের উদয়
যোগে পূর্ব্বদিকের রাগ বর্দ্ধিত হয়।

সংসারে সঙ্গই শোকের কারণ। মহাত্মা ব্যক্তিরও এ
বিষয়ে পরিহার নাই। দেখ, দিবাকর গ্রহগণের রাজা, তদী
আসন সকলেরই উপরি প্রতিষ্ঠিত। তথাপি, তি
অস্তগমনসময়ে অতিশয় মলিন জ্যোতিঃ ধারণ করেন
নলিনীর সহিত আসক্তিই ইহার কারণ।

কখন শোকের বার্ত্তা অবগত নহে, এরূপ ব্যক্তি নিতা
দুর্লভ। ফলতঃ, শোকই সংসারের উপাদান, এইজন্য মহাত্মা
চিত্তও শোকে আচ্ছন্ন হয়; প্রভাকর সকল জ্যোতি
আস্পদ হইলেও, মেঘে আচ্ছন্ন ও নিষ্প্রভ হইয়া থাকেন।

ক্ষণভঙ্গুর সংসারের সমুদয় বস্তুই ক্ষণভঙ্গুর। এইজন
সুখের দিন যেরূপ চিরন্তন নহে; সেইরূপ দুঃখে
দিনও কখন স্থায়িপদ প্রাপ্ত হয় না; যথাক্রমে
উদিত ও অস্তমিত দিবাকর ইহার নিদর্শন।

যে ব্যক্তি সাংসারিক বিষয়ে আমোদিত হয়, তাহাকে
রজনীযোগে পদ্মিনীর ন্যায় দুঃখে পতিত হইতে হয়।

হৃদয়ের সন্তাপ সহসা গোপন করা দুর্ঘট; দিবাক
অস্তমিত হইলেই, পৃথিবী অন্তস্তাপ সমুদ্গীরিত হয়।

অকৃত্রিম প্রণয়ে দূর ইহার অন্তরায় হইতে পারে না
দিবাকর বহুদূরে প্রতিষ্ঠায় সংঘটিলেও, নিতান্ত আসন্নে
ন্যায়, পদ্মিনীর প্রীতি সতঃ পাপনঙ্করেন।

সতের সহিত অসৎ চক্ষু রোগারক্ষতা; ছায়া, সর্ব্বদা
সূর্য্যের বৈপরীত্যে বিপারে না।

সর্ব্বথা সদুপদেশ প্রদান করিলেও, দুরাত্মা স্বীয়স্বভাব-পরিহারে সহসা সমর্থ হয় না; দিবাকর অতিতীক্ষ্ণ কিরণ বিকিরণ করিলেও, গর্ত্তের অন্ধকার দূর করিতে পারেন না।

স্বভাবতঃ স্বচ্ছহৃদয়েই জ্ঞানের জ্যোতিঃ বিস্ফুরিত হয়; দিবাকরকরযোগে প্রতিফলিত দর্পণাদি ইহার নিদর্শন।

যাহারা পরকীয় সমৃদ্ধিতে উল্লসিত হয়, তাহাদের সেই উল্লাস প্রকৃত নহে; দিবাকরের অস্তমন(১) মলিনমুখী সরোজিনী ইহার সার্থকতা বহন করে।

নির্ধন গৃহাশ্রম অপেক্ষা সন্ন্যাসিভাব প্রশস্ত কল্প; রাহু-মুখে নিপতিত নিষ্প্রভ প্রভাকর অপেক্ষা শিশিরকালীন তেজোহীন রবিও শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হন।

দান অপেক্ষা পুণ্য নাই; যাহা দেওয়া যায়, তাহা অক্ষয় ভাব পরিগ্রহ করে; এইজন্য দিবাকর সর্ব্বদা কিরণ বিকিরণ করেন, এবং এইজন্য কোন কালেই তদীয় কিরণের ক্ষয় নাই।

যাঁহারা ধীর, তাঁহারা অন্তরে আহত হইলেও, বিচলিত হয়েন না; প্রখর সূর্য্যকিরণে কিসলয় সকল স্বিন্ন হইলেও, অতিস্থির পাদপ সকল উচ্চশির ধারণ করিয়া থাকে।

মন যত অধর্ম্ম হইতে দূরে অবস্থিতি করে, ততই শান্তির ক্রোড় আসন্ন হইয়া থাকে; পরিবেশ (২) দূরবর্ত্তী হইলে, ভাবিনী স্নিগ্ধতার সত্বর ঘটনা অনুসূচিত হয়।

অভ্যাসের আতিশয্যে সকল বিষয়েই তীক্ষ্ণতা আপতিত

---

(১) অর্থাৎ অস্তগমন।

(২) অর্থাৎ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে যে জ্যোতির্ম্ময় বেষ্টন হয়।

হয়; সূর্য্য যে এরূপ তেজস্বী হইয়াছেন, অনবরত কিরণ-বিকিরণই তাহার কারণ।

একাদশ অধ্যায়।

সময় বৃথা নষ্ট করিও না।

অবধূত কহিলেন, মহারাজ! গুণ-বিজ্ঞ পুরুষগণ সূর্য্যের উদয় ও অস্তগমনে লোক-যাত্রাবিধানোপযোগী এইরূপ ও অন্যরূপ বিবিধ শুভসাধন সদুদ্দেশ্য পরিকলন পূর্ব্বক আত্মার উৎকর্ষ বিধান করেন। শুদ্ধ প্রভাকর নহেন, সাংসারিক বস্তুমাত্রেই পরমাত্মার অনন্ত কৌশলে এইপ্রকার ব্যবহার ও প্রয়োজন লক্ষিত হইয়া থাকে। যাহার জ্ঞান-দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত বিসারিত ও পরমাত্মার সর্ব্বদা সামীপ্য-বোধে সুনিপুণ, সেই ব্যক্তিই তত্তৎ প্রয়োজনাদি অনায়াসে অনুধাবন ও পরিগ্রহ করিতে সক্ষম হয়। অতএব গুণ-বিজ্ঞ পুরুষগণ সূর্য্যের দৈনন্দিন উদয়াস্তে এইরূপ সংকেতও দেখিতে পান যে, মানবগণ! তোমরা সাবধান হও। তোমাদের জীবনেও এইপ্রকার উদয়াস্ত আছে। সংসারের কোন বস্তুই এই নিয়মের বহির্ভূত নহে। যে ব্যক্তি আদিত্যের গতাগতিতে অহরহ আয়ুর ক্ষয় জানিয়া, তাহার প্রত্যেক মুহূর্ত্ত বৃথা ক্ষেপণ না করে, তাহারই জীবন অনর্থক অতিবাহিত হয় না।

মনুষ্য স্বভাবতঃ আত্মবিস্মৃত ও অনবধান। সেইজন্য পরমাত্মা সূর্য্যকে তাহার সদাজ্যোতি চক্ষু ও কালবিজ্ঞান-সাধন রূপে গগনের উপরি স্থাপন করিয়াছেন। অদ্য

প্রভাত হইতে কল্য প্রভাত পর্য্যন্ত এক এক দিন গণনা করিয়া, স্বীয় জীবনের সহিত তুলনা ও আলোচনা করা ব্যক্তিমাত্রের কর্ত্তব্য। এই রূপে যে দিন গণনা করা যায় তাহা আমাদের আয়ুর একতর অংশ লইয়া, প্রস্থান করে; পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হয় না; সহস্র যত্ন, সহস্র প্রার্থনা ও সহস্র আগ্রহ প্রকাশ করিলেও, তাহার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। অতএব যে দিনের যাহা বিধেয়, সেই দিনই তাহার সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। আলস্য করিয়া বসিয়া থাকিলে, আয়ুর বৃথা ক্ষয় হয়, সন্দেহ নাই।

বিশেষতঃ, কাল কখন মনুষ্যের আয়ত্ত নহে। স্বকীয় ইচ্ছানুসারে অনবরত ভ্রমণ করিতেছে। পরমুহূর্ত্তে কি হইবে, নিঃসংশয়ে প্রতিপাদন করা সম্ভব নহে। অতএব, যে মুহূর্ত্ত প্রাপ্ত হইবে, সেই মুহূর্ত্তই স্থির বা নিজস্ব জানিয়া, তাহার সার্থক্য সাধন করিবে। যে ব্যক্তি, অদ্য নহে, কল্য করিব, এইরূপ আকাশ-কল্পনায় অবস্থিতি করে, সে বিড়ম্বিত, সন্দেহ নাই। কারণ, সর্বনিয়ন্তা কাল কল্য তোমারে প্রসন্ন হইবেন কি না, কে বলিতে পারে? তথাহি, কালের প্রভাব যেরূপ দুরতিক্রম্য, তাহাতে, কল্য তুমি এই রূপে দিবাকরের শুভদর্শন লাভ করিবে, তাহারই বা নিশ্চয় কি? মনীষিগণ কহিয়াছেন, কাল কখন বিশ্বাস্য নহে। যাহারা সেই অবিশ্বস্ত কালকে বিশ্বাস করে, তাহারা ইচ্ছা করিয়া স্বকীয় অশুভ আহ্বান করে। যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান্, তিনি সর্ব্বদাই আপনাকে মৃত্যুর ক্রোড়স্থিত অবগত হইয়া, প্রাপ্ত কালের যথাযথ ব্যবহার প্রয়োগ করিবেন। কাল-ব্যবহারী পুরুষগণ

সকল বিষয়েই নিয়ত সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহাদের জীবন কখন গুরুতর অপরাধীর ন্যায় দুর্বিষহ অনুতাপদহনে দগ্ধ হয় না।

মহারাজ! এই যে বহুদূরবাহিনী সুবিশাল স্রোতস্বিনী অবলোকন করিতেছ, ইহাও কালবশে নির্মিত হইয়াছে। তুমি যে বাল্য কৌমার অতিক্রম করিয়া, ঈদৃশ যবীয়ান্‌ বর দেহ প্রাপ্ত হইয়াছ, ইহাও কালবশে সংঘটিত হই-য়াছে। তোমার এই যে হস্ত্যশ্বরথ-পাদাত-বিপুল বাহিনী ঈদৃশ সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে, তাহাও কালকৃত, অবগত হইবে। অখণ্ড মেদিনীমণ্ডলে তোমার যে একচ্ছত্রিত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহাও কালকৃত নিশ্চয় জানিবে। আবার, তুমি যে স্বকীয় সুবিপুল ও সুবিস্তৃত রাজশ্রীর সহিত একদা বিনষ্ট হইবে, তাহাও কালবশে সংঘটিত হইবে, জানিবে। ফলতঃ, কালই ভূতগণের সৃষ্টি ও কালই তাহাদের সংহার করে। সংসারের যাবতীয় শুভাশুভ ঘটনা কালেরই আয়ত্তীকৃত। অতএব যে ব্যক্তি কালের যথাযথ ব্যবহার করে, সে অতি গুরুতর বিষয়ও অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারে। কালের যথাযথ ব্যবহার করিবে, ইহাই সমুদায় নীতির মূলসূত্র, সমুদায় সুখের জন্মভূমি, সমুদায় সন্তোষের বিশ্রামগৃহ, সমুদায় সত্যের শান্তি-নিকেতন এবং সমুদায় তত্ত্বের প্রসবক্ষেত্র।

দিবাকর যথাকালে উদিত হয়েন। এইজন্য আমরা যথাকালে আলোক-সুখ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হই। নদী সকল যথাকালে প্রবাহিত হয়। এইজন্য আমরা যথাকালে

তাহার ফলভোগ করি। পৃথিবী যথাকালে শস্য উৎপাদন করেন। এইজন্য আমরা যথাকালে তাহার উপযোগ পূর্ব্বক জীবন ধারণ করিয়া থাকি। ঋতুসকল যথাকালে সমুদিত হয়। এইজন্য আমরা যথাকালে তাহাদের পর্য্যায় জন্য বিবিধ অভিনব সুখান্তর অনুভব করিয়া, চিত্তবিনোদন সম্পাদন ও লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করি। বৃষ্টি সকল যথাকালে আকাশ হইতে পতিত হয়। এইজন্য যথাকালে আমাদের আপ্যায়ন সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এইপ্রকার অবধারণ পূর্ব্বক কালের যথাযথ ব্যবহার করে, সে কখন জীবনের ভঙ্গুরতা জন্য ব্যথিত বা অবসন্ন হয় না, এবং সে ব্যক্তি সর্ব্বদা এরূপ কার্য্য করে, যাহাতে ঐপ্রকার ভঙ্গুরতার জ্ঞান অপনীত হইয়া যায়। বলিতে কি, সাবধান হইয়া, সময়ের যথাযোগ্য ব্যবহার করিলে, এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনেও অতিশয় গুরুতর বিষয় সমাহিত হয়। আবার, অসাবধান বা যথেচ্ছাচারী হইলে, শত জীবনেও সামান্য ব্যাপার সম্পাদন করা কোন ক্রমেই সাধ্যায়ত্ত নহে।

তুমি নিজের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখ, সমুদায় সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিবে। তোমার বয়স অদ্যাপি দ্বাবিংশ বৎসর অতিক্রম করে নাই। কিন্তু তুমি ইতিমধ্যেই স্বীয় পুরুষ-পরম্পরায় পরিগত বিপুল যশ অতিক্রম করিয়াছ। তোমার পিতা শতবৎসর জীবিত ছিলেন এবং তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষগণের পরমায়ুও তাহা অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। এই রূপ, তোমার পূর্ব্বে চতুর্দ্দশ পুরুষ অতীত হইয়াছেন।

অতএব সমুদায়ে চতুর্দ্দশশত বৎসর পরিক্রম করিয়াছে। কিন্তু তাঁহারা সেই চতুর্দ্দশশত বৎসরে যাহা না করিয়াছেন, তুমি দ্বাবিংশতি বৎসরে তাহার দ্বিগুণ কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়াছ। এক্ষণে ভাবিয়া দেখ, অষ্টাবিংশতিশত বৎসরে যে কার্য্য সম্পন্ন হয়, তুমি তাহা এই দ্বাবিংশবর্ষ-দেশীয় ক্ষুদ্রজীবনে সমাধান করিয়াছ। ইহা অপেক্ষা কালের সমুচিত ব্যবহারের আশ্চর্য্যকারিতা আর কি হইতে পারে? এখনও তুমি পুরুষায়ুর পরিগণনায় যদি তাদৃশ শত বৎসর জীবিত থাক, তাহা হইলে, ঐরূপ কতশত আশ্চর্য্যকারিতা প্রদর্শন করিবে, তাহা বলিবার নহে। শুদ্ধ তুমি বলিয়াই নহ, যাহারা সাবধান হইয়া, সময়ের এইরূপ সমুচিত প্রয়োগ করে, তাহাদেরই ভাগ্যে ঈদৃশ অনুত্তম পরিণাম সংঘটিত হয়।

দ্বাদশঙ্ক অধ্যায়।

উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্তে অনেক শিক্ষা লাভ হয়।

রাজর্ষি খট্বাঙ্গ মহর্ষি শততপাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ব্রহ্মন্! আমি গুরুদেবমুখে শ্রবণ করিয়াছি; যাহা শতবৎসরেও সম্পন্ন হওয়া দুর্ঘট, একদিনেও তাহা সম্পন্ন হয়; অথচ তাহাতে ইন্দ্রজাল, মায়া, মন্ত্র, দিব্য ঔষধ, সিদ্ধবাক্য অথবা তাদৃশ অন্যবিধ সাধনের অন্তর্বর্ত্তিতা অপেক্ষিত হয় না। এই বাক্যের অর্থ কি? দেখুন, আমার জীবিতকাল শতবৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। আমি এপর্য্যন্ত যে যে কার্য্য করিয়াছি, তাহার কোনটাই সাধন-বহির্ভূত

নহে। কিন্তু গুরুবাক্য কখন মিথ্যা হইবার অণুমাত্র সম্ভাবনা নাই। অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক এই বিষম সমস্যার মীমাংসা করিয়া, আমার কৌতূহল নিরাকরণ করুন। আমি এ বিষয়ে বালকের ন্যায় অন্ধ হইয়া আছি এবং অন্ধ যেরূপ পরিক্রম করে, তদ্রূপ, কিছুই মীমাংসা করিতে না পারিয়া, যেন গভীর অন্ধকারে সর্ব্বদাই অবস্থিতি করিতেছি। গুরু কখন শিষ্যকে বৃথা উপদেশ বিতরণ করেন না। কেননা, সংসারে অপেক্ষিতার(১) প্রভুত্ব যেরূপ প্রবল, তাহাতে স্বয়ংসিদ্ধ হইয়া, কোন বিষয়ে কৃতকার্য্যতা লাভ করা দুর্ঘট। অন্যান্য বিষয়ে যদিও অন্যাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে; কিন্তু জ্ঞানের স্বভাব স্বতন্ত্র। অন্যদীয়-সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া, শুদ্ধ স্বকীয় যত্ন ও পরিশ্রমে জ্ঞান লাভ করা দুর্ঘট। এইজন্য উপযুক্ত গুরুর অবসর আপতিত হয়।

মনুষ্য বাল্যকালে যে জ্ঞান লাভ করে, তাহাও অন্যের দৃষ্টান্ত হইতে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে দৃষ্টান্তকেই গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যদি শিশু-কালের ঐরূপ জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ হইত, তাহা হইলে, বসুদেবপত্নী মনোরমা লোকলজ্জাভয়ে আপনার কৌমার-কাল-প্রসূত যে শিশু পুত্রকে অরণ্যে নিক্ষেপ ও যাহাকে অন্যতর করিণী যত্নপূর্ব্বক পরিপালন করে, সেই পুত্র বাক্‌শক্তিরহিত ও আচার বিচারে পশুর সমান হইত না। মহারাজ রোহিতাশ্ব মৃগয়াপ্রসঙ্গে অরণ্যে গমন-

(১) অর্থাৎ পরকীয় সাহায্যের।

করিয়া, তাহাকে দেখিতে পান। প্রথমতঃ বন-মানুষ বলিয়া তাঁহার ভ্রম হইয়াছিল। কিন্তু সমীপচারী ব্যাধগণের উপদেশে সে ভ্রম তিরোহিত হওয়াতে, তিনি ধরিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ঐ শিশু হস্তপদে ভর দিয়া, স্বীয় উপমাতা করিণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ এরূপ বেগে ধাবমান হইল, যে, তিনি কোন ক্রমেই তাহাকে ধরিতে পারিলেন না। অবশেষে জাল পাতিয়া যত্নে ও কৌশলাতিশয় সহকারে তাহাকে ধারণ ও গৃহে আনয়নপূর্ব্বক মনুষ্যবৎ পালন করিতে লাগিলেন। সে তাহাতে নিতান্ত অরুচি ও অননুরাগ প্রদর্শন করিয়াছিল। অবশেষে বহুবিধ দৃষ্টান্ত সংযোগে সে প্রথমে মনুষ্যের ন্যায় দণ্ডায়মান হইতে ও ভক্ষণ করিতে শিক্ষা করে। অনন্তর বাক্‌শক্তি পরিস্ফুট হইলে, শিশুর ন্যায় অর্দ্ধ-গদিত স্বরে কথা কহিয়া, সকলেরই মনোহরণ করিত। পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে তত্তৎ ঘটনা প্রাদুর্ভূত হয়। মহারাজ সর্ব্বদা তাহারে নিকটে স্থাপন ও স্বয়ং ভক্ষণাদি করিয়া, তাহা শিক্ষা করাইতেন। এইপ্রকার দৃষ্টান্তবলেই তাহার মনুষ্যত্ব পুনরায় আবর্ত্তিত হয়।

ফলতঃ দৃষ্টান্তের প্রভাব ও সাধন-শক্তির সীমা নাই। ঈশ্বরের আদিষ্ট নিয়মে যদিও সকলের সমান বৃত্তি বা সমান ক্ষমতা বিহিত হইয়াছে; কিন্তু অন্যের উপদেশ-সাপেক্ষ আলোচনা ব্যতিরেকে তত্তৎ বৃত্তি বা তত্তৎ শক্তির কার্য্যকারিতা বা অঙ্কুরোদ্গমের সম্ভাবনা নাই। শিশু-কালে যখন ইন্দ্রিয়গণের অপটুতাজন্য অন্যদীয় উপদেশ-

গ্রহণের অথবা স্বয়ং আলোচনা করিবার অণুমাত্র ক্ষমতা তিরোহিত হয়, তখন এই দৃষ্টান্তের অদ্ভুত প্রভাব পরীক্ষিত হইয়া থাকে। গুরুদেব কহিয়াছেন, শিশুরা যাহা দর্শন করে, তাহাই শিক্ষা করিয়া থাকে। এ বিষয়ে পিতামাতার উপদেশ, বিভীষিকা বা কোনপ্রকার প্রতিষেধ সহসা অন্তরায় হইবার সম্ভাবনা নাই। তৎকালে জ্ঞান-বৃত্তি বা কৌতুকপ্রবৃত্তির অতিমাত্র বলশালিতা প্রাদুর্ভূত হয়। মনীষিগণ ইহাকে আত্মার বুভুক্ষিত অবস্থা নির্দ্দেশ করেন। যেরূপ ক্ষুধিত ব্যক্তির বিবিধ ভোজ্য দ্রব্য উপভোগ করিতে অভিলাষ জন্মে এবং তাহার প্রাপ্তি-সংযোগ না হইলে, যেরূপ অতিমাত্র ক্লেশ আপতিত হয়, তদ্রূপ আত্মার ক্ষুধা হইলে, বিবিধ অভিনব বস্তুর জ্ঞানে অতিশয় প্রবৃত্তি দঙ্কুরিত ও তাহার অভাব হইলে, সেই প্রবৃত্তির নিরোধ জন্য নিরতিশয় আত্মমালিন্য সংঘটিত হয়। অতএব শিশুকে যেরূপ পুষ্টিকর খাদ্য দ্রব্য প্রদান করা বিধেয়, তদ্রূপ তদীয় আত্মার ক্ষুন্নিবৃত্তি জন্য বিবিধ সদুপদেশ-প্রদান-পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা(১) বৃত্তির পোষণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যেরূপ ক্ষুধার হানি হইলে, পিত্তের প্রকোপ ও তজ্জন্য রোগের আবির্ভাব হয়, তদ্রূপ জিজ্ঞাসা-বৃত্তির পোষণ না করিলে, অজ্ঞানের প্রাবল্য ও তজ্জন্য আত্মার অনুৎকর্ষ সংঘটিত হয়। কিন্তু নিতান্ত শৈশবসময়ে যখন বুদ্ধিবৃত্তি নিতান্ত কোমল ও ধারণাশক্তির প্রভাব সঙ্কুচিত অবস্থিতি করে; তখন দৃষ্টান্ত ব্যতিরেকে শুদ্ধ নগ্ন বা

(১) জানিবার ইচ্ছা।

শুষ্ক উপদেশে কোনপ্রকার ইষ্টাপত্তির সম্ভাবনা নাই। যেরূপ আমকুম্ভে অঙ্কিত রেখা অগ্নিদাহে স্থায়িপদ-পরিগ্রহপূর্ব্বক কালের দুরন্ত প্রভাবও অতিক্রম করে, তদ্রূপ শিশুর কোমল হৃদয়ে যে জ্ঞান প্ররোহিত হয়, তাহা উত্তরকালে সহজে অপনীত হয় না। অতএব সাবধান হইয়া, সর্ব্বথা সৎপথে শিশুর পালন করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বদা সদ্দৃষ্টান্তপ্রদর্শন ঐরূপ সৎপথ বলিয়া অভিহিত হয়। যাহাদের হস্তে শিশুবিনয়(১) রূপ গুরুতর ভার ন্যস্ত থাকে, তাহাদের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, তাহারা এরূপ এক জনের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছে, যে উত্তরকালে তাহাদেরই ন্যায় মানুষ হইয়া, আত্মজীবের(২) অন্যতর সংখ্যা পূরণ করিবে।

দৃষ্টান্ত দ্বারা উপদেশের ঔজ্জ্বল্য ও স্থায়িভাব সমুদ্ভূত হয়, বুদ্ধিশক্তির সমুচ্ছ্বাস আবির্ভূত হয়, বিচারশক্তি মার্জ্জিত ও প্রসারিত হয়, বস্তুজ্ঞান প্রস্ফুরিত ও হৃদয়ে বদ্ধ-মূল হয়, জ্ঞানবৃত্তির সর্ব্বদেশব্যাপিনী বিকাশশক্তি সম্পন্ন হয়, এবং আনুষঙ্গিক মনের প্রফুল্লতা সংঘটিত ও সত্যানু-সন্ধিৎসা(৩) প্রাদুর্ভূত হয়। গুরুদেব সংক্ষেপে দৃষ্টান্তের এবংবিধ বহুবিধ গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। অধিকন্তু, দৃষ্টান্ত দ্বারা অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব্ব বিষয় সকলের অনা-য়াসেই প্রতীতি হইয়া থাকে এবং বস্তুমাত্রের সহিত নিকট

(১) বিনয় অর্থাৎ শিক্ষা।

(২) আত্মজীব অর্থাৎ যুক্তিজ্ঞানবিশিষ্ট প্রাণী, যথা মানুষ।

(৩) অর্থাৎ সত্য জানিবার ইচ্ছা।

পরিচয় সমাহিত হয়। সহসা কোন বিষয় শিষ্যের বোধগম্য না হইলে, গুরু দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা অবভাসিত(১) করেন। যাহার অণুমাত্র জ্ঞান নাই, দৃষ্টান্ত তাহার বোধবিষয়ে অদ্বিতীয় সাধন। অতি মূর্খ ও স্তব্ধ ব্যক্তিও দৃষ্টান্তবলে গুরুতর বিষয় সকল অনুধাবন ও তদনুসারে কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। অতএব সর্ব্বথা সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন বা প্রদান পূর্ব্বক শিশুগণের মানুষী শক্তি সমর্থিত করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

এয়োদশ অধ্যায়।

শিশুগীতা—শিশুদিগকে যেরূপে পালন ও শিক্ষা প্রদান করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ক উপদেশ।

অবধূত কহিলেন, মহারাজ! সবিশেষ মনোনিবেশ করুন, আমি এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে গুরুদেবের কথিত শিশুগীতা কীর্ত্তন করিব। তিনি কহিয়াছেন, যে সকল বালক স্বভাবতঃ সচ্চরিত্র, তাহাদের সহবাসে সর্ব্বদা স্বকীয় শিশুকে স্থাপন করিবে। যাহারা ক্রন্দন, উপদ্রব, কুসঙ্গ, কুক্রীড়া, কুভোজন, কদালাপ, কদর্য্য ব্যবহার, চীৎকার, পিতৃপীড়ন, ইত্যাদি শিশু-দূষণের নামমাত্র অবগত নহে, তাদৃশ বালকগণের সহিত স্বীয় শিশুর প্রণয়বন্ধন সংঘটিত করিবে। শিশুর সাক্ষাতে স্বয়ং কখন ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ, অশ্লীল ভাষণ, গ্রাম্য(২) সঙ্গীত, প্রহার, কৌতুক, অনার্য্য(৩)

---

(১) হৃদয়ঙ্গম। (২) অশ্লীল। (৩) দুষ্ট।

চেষ্টা, মর্য্যাদালঙ্ঘন(১), বিড়ম্বিত ভাব(২), মত্ত চেষ্টিত(৩
অনুকারী নর্ম[৪], দূষিত হাস্য[৫], প্রলাপ[৬], স্খলিত[৭
ক্রীড়া, দ্যূত-কলহ ইত্যাদি আত্মদূষণ প্রদর্শন করিবে না।
সর্ব্বদা সদ্দৃষ্টান্ত সহযোগে তাহার আত্মোৎকর্ষ বিধান
ভবিষ্য উন্নতির দ্বার মোক্ষণ করিবে। যদিও সকলে
পক্ষে এইরূপ ব্যবহার সর্ব্বদা সম্ভব নহে; কিন্তু যতদূ
সাধ্য, তদনুরূপে ঐ সকল অসৎ দৃষ্টান্তের পরিহার করিবে
ভক্তি, অনুরাগ, শ্রদ্ধা, প্রীতি, সৌহার্দ্দ, প্রণয়, মিত্রতা, দান
সত্য, ধর্ম্মচেষ্টা, অনুকম্পা ইত্যাদি সদ্বৃত্তি সকলের কার্য্য
পরম্পরা সর্ব্বদা শিশু যাহাতে দর্শন করে, তদনুরূপ চেষ্টা
করিবে। কথাচ্ছলে সহজ ও সুলভ দৃষ্টান্ত দ্বারা অসুলভ
নীতি সকল তদীয় হৃদয়ে অঙ্কিত করিবে এবং সর্ব্বথা ঐরূপ
সদ্দৃষ্টান্ত সহায়ে উপকথা[৮], উপাখ্যান[৯], উপন্যাস[১০]
বা আখ্যান[১১] সকল কীর্ত্তন করিয়া, যুগপৎ তদীয় আনন্দ

---

(১) সাধুর অপমান ও অসাধুর সম্মান ইত্যাদি অনিয়মিত অনুষ্ঠান।

(২) প্রতারণা ইত্যাদি। (৩) পাগলামি।

(৪) অর্থাৎ বোবা প্রভৃতিকে ঠাট্টা করিবার জন্য তাহাদের ন্যায় ব্যবহার করণ।

(৫) দূষিত হাস্য অর্থাৎ বেশ্যাদির দিকে দৃষ্টি করিয়া হাস্য।

(৬) প্রলাপ অর্থাৎ কোনরূপ অর্থ নাই এরূপ বাক্য প্রয়োগ।

(৭) স্খলিত ক্রীড়া অর্থাৎ প্রেমারা খেলা ইত্যাদি।

(৮) যেমন কাক বিড়ালাদির গল্প। (৯) ধারাবাহিক গল্প।

(১০) শ্লোক প্রভৃতি ও নাটক নভেলাদি।

(১১) ঐতিহাসিক কথা।

ও উৎকর্ষ সাধন করিবে। তাহাতে ভাবী উন্নতির মুক্ত-দ্বারস্বরূপ নীতিবিষয়ে অনুরাগ প্রাদুর্ভূত হইবে।

শিশুর চিত্তবৃত্তি স্বভাবতঃ সাতিশয় উর্ব্বর বা উৎপাদিকাশক্তিসম্পন্ন। উহাতে সৎ বা অসৎ যে কোন বীজ আরোপিত হয়, তাহাই অঙ্কুরবদ্ধ ও অনায়াসে শাখা প্রশাখায় পরিণত হইয়া থাকে। অধিকন্তু, একবার অঙ্কুর উৎপন্ন হইলে, সহজে তাহা বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। শিশুকালের স্বভাব চরিত্র দর্শন করিয়া, লোকের ভাবী উন্নতি বা অবনতি যেরূপ সহজে অনুমিত হয়, অন্য সময়ে কখন সেরূপ বলিতে পারা যায় না। পণ্ডিতগণ জ্ঞানবিজ্ঞানবিশারদ ব্যক্তিগণের অত্যুন্নত মনের সহিত শিশুহৃদয়ের তুলনা করেন। তৎকালে কল্পনাশক্তির সর্ব্বগ্রাসিনী প্রভুতার অসদ্ভাববশতঃ একতানতা বা একাগ্রতার সমধিক প্রভাব প্রাদুর্ভূত এবং তন্নিবন্ধন ধারণা ও মেধা শক্তির ভূয়স্তর[১] প্রসার সঞ্চরিত হইয়া থাকে। ঋষিগণ সুদুস্তর তপশ্চর্য্যা দ্বারা যে সমাধির প্রার্থনা করেন, শিশুহৃদয় সেই সমাধির নিত্য অধিষ্ঠান। যে ব্যক্তি বুদ্ধিপূর্ব্বক এই সকল অনুমান বা অনুধাবন করিতে সক্ষম; তিনি স্বল্পমাত্র যত্ন করিলেই, স্বীয় শিশুকে উত্তরকালে কালত্রয়দর্শী পরমর্ষি পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।

জিজ্ঞাসাই শিশুর একমাত্র স্বভাব এবং জিজ্ঞাসাই তাহার একমাত্র ক্ষুধা। উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত

---

(১) অত্যধিক।

দ্বারা এই স্বভাবের তীক্ষ্ণতা ও ফলবত্তা সমুদ্ভূত হয়। শিশুর সম্মুখে কোন বিষয় উপস্থিত হইলে, সে একতান বা একমুখ সংসক্ত হৃদয়ে যেরূপ তাহা দর্শন করে, একজন যোগিরও তদনুরূপ ঘটনা সম্ভব নহে। বিষয়ীর চিত্ত বহুতর ব্যাপার-বাহুল্য বশতঃ এক বিষয়ে কখন নিবিষ্ট ও সংসক্ত হইতে পারে না; শিশুর সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং বিষয়মাত্রেই তদীয় মনোবৃত্তির সাতিশয় তৎপরতা লক্ষিত হইয়া থাকে। আমরা সমুদায় জীবিতকালে যে সাংসারিক বা সাধারণ জ্ঞান লাভ করি, তাহার অধিকাংশই শিশু-কালের প্রসূত। মনুষ্য শিশুকালে যত শিক্ষা করে, যাবজ্জীবনেও ততদূর শিক্ষা কোন অংশেই সম্ভব নহে।

মহর্ষি হারীত কহিয়াছেন, শিশুর ন্যায় আমার চিন্তা-শক্তি সর্ব্বথা অভিন্ন ও শুদ্ধ ভাবাপন্ন। সেইজন্য সকল বিষয়েই আমার উদ্ভেদনীর(১) সীমা নাই। যাহারা কোন গুরুতর বিষয়ে সিদ্ধিলাভের অভিলাষী, তাহারা শিশুর স্বভাব পরিগ্রহ করিবে। তাহা হইলে, তাহাদের চিন্তা, ভাবনা ও ধারণা শক্তি সমধিক সন্ধুক্ষিত এবং অভিলষিত অধ্যবসায়[২] অধিকতর অনুকূল হইবে। বিষয়জ্ঞানপরিশূন্য মুক্তকল্প[৩] শিশুহৃদয়ে বিচিত্র ব্রহ্মভাবের যেরূপ সুস্পষ্ট প্রতিভাস লক্ষিত হয়, তপস্বিহৃদয়েও তাদৃশ দর্শন সম্ভব নহে। এইজন্য লোকব্যবহারে দেবতার সহিত শিশুর তুলনা কল্পিত ও

(১) যাহার প্রভাবে সকল বিষয়ের গূঢ় রহস্য বা অভাবিতপূর্ব্ব তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, তাহার নাম উদ্ভেদনী।

(২) চেষ্টা। (৩) স্বাধীন।

পরিগৃহীত হয়। যাহারা বিপদ সম্পদ, শোক হর্ষ অথবা সুখ দুঃখ সকল বিষয়েই বালকবৎ ব্যবহার করে, তাহারা কখন আহত বা অভিভূত অথবা অনুতপ্ত হয় না। বাল-ভাব ও সমদর্শিতায় কিছুমাত্র ব্যবধান(১) নাই। অথবা বালক ও সিদ্ধপুরুষ উভয়েই সমান। বালকের নিকট তীক্ষ্ণবিষ আশীবিষ নিক্ষেপ কর, সে রজ্জু বা হার ভাবিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহা ধারণ করিবে। সমদর্শী সিদ্ধ সাধুরও স্বভাব তদ্রূপ।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

রাজর্ষি শাতকর্ণির উপাখ্যান—সতী স্ত্রীর লক্ষণ।

অবধূত কহিলেন, রাজর্ষি শাতকর্ণি এইজন্য ঈশ্বরের নিকট বালভাব প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তিনি অখণ্ড মেদিনীমণ্ডলের অদ্বিতীয় অধিপতি ছিলেন। পার্থিব কোন বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র অভাব ছিল না। কিন্তু তিনি একদিনের জন্যও শান্তিলাভে সমর্থ হয়েন নাই। তাঁহার মহিষী সুরূপা সর্ব্বথা পতির অনুরূপা ছিলেন। তিনি সতীত্বের সাক্ষাৎ আদর্শ, পাতিব্রত্যের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ, শালীনতার(২) শিক্ষাভূমি, পতিভক্তির অদ্বিতীয় আধার, এবং সুস্ত্রীকতার উদ্ভব ক্ষেত্র। স্বামীর সহিত একহৃদয়তা বা একপ্রাণতা যতদূর সম্ভব, তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র অভাব ছিল না। তাঁহার আকার প্রকার ও ভাবভঙ্গি সমুদায়ই যেন পতিময়-জীবিতার অখণ্ড

---

(১) অর্থাৎ তফাত। (২) অর্থাৎ লজ্জাশীলতা।

নিদর্শন প্রদর্শন করিত। ঈশ্বর যেন জগতে প্রকৃত পতিপরায়ণতার পরিচয় জন্য তাঁহারে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শত শত সাবিত্রীর সর্ব্বলোকোত্তর পবিত্র প্রণয় তাঁহাতে যেন সন্নিহিত হইয়াছিল। অথবা, তিনি যেন বিশুদ্ধ সতী-ব্রতের শিক্ষার জন্য সংসারে পদার্পণ করিয়াছিলেন। শান্তি যেরূপ সত্যের, দয়া যেরূপ সাধুভাবের, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা যেরূপ ন্যায়ের ও বন্ধুতা যেরূপ ঐকচিত্তের অনুগত; অথবা, মুক্তি যেরূপ বৈরাগ্যের, বৈরাগ্য যেরূপ সঙ্গত্যাগের, সঙ্গত্যাগ যেরূপ নির্মমত্বের, নির্মমত্ব যেরূপ তত্ত্বজ্ঞানের, তত্ত্বজ্ঞান যেরূপ ঈশ্বরচিন্তার এবং ঈশ্বরচিন্তা যেরূপ বিবেকের অনুবর্ত্তিনী, তদ্রূপ তিনি স্বামীর অনুগামিনী ছিলেন। অথবা শমগুণে ক্ষমার, সন্তোষে সুখময়তার, উদারচরিত্রে বিশ্বজনীনতার ও সাধুভাবে সর্ব্বপ্রিয়তার পক্ষপাতিত্বপ্রদর্শনবাসনায় ঈশ্বর যেন তাঁহার সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

ফলতঃ, তিনি যেন স্বামীর শোকে সাক্ষাৎ সান্ত্বনা, আয়াসে বিশ্রান্তি, রোগে দিব্যৌষধ, কার্য্যে প্রবৃত্তি, অকার্য্যে নিবৃত্তি, পরিতাপে প্রিয়বাক্য, বিকারে ধীরভাব এবং রহস্যে শরীরিণী(১) মন্ত্রণা ছিলেন। তাঁহার বাক্যের সীমা স্বামীর কর্ণপর্য্যন্ত, অবস্থিতির সীমা স্বামীর সকাশপর্য্যন্ত, হাস্যের সীমা স্বামীর প্রসাদপর্য্যন্ত, প্রার্থনার সীমা স্বামীর সঙ্গপর্য্যন্ত, আরাধনার সীমা স্বামীর চরণপর্য্যন্ত, আকূতের(২) সীমা স্বামীর হৃদয়পর্য্যন্ত, গমনের সীমা স্বামীর শয়নগৃহপর্য্যন্ত, চিন্তার সীমা স্বামীর চিত্ততুষ্টিপর্য্যন্ত, কামনার

(১) অর্থাৎ সাক্ষাৎ। (২) আকূত অর্থাৎ হৃদ্গত ভাব।

সীমা স্বামীর সৌভাগ্যপর্য্যন্ত, দৃষ্টির সীমা স্বামীর কপট সুপ্তিপর্য্যন্ত, ভ্রূকুটীর সীমা স্বামির নর্ম্মপর্য্যন্ত, (১) অভিমানের সীমা স্বামীর শঠপ্রণয়পর্য্যন্ত এবং অহংকারের সীমা স্বামির অনুরাগপর্য্যন্ত বদ্ধ হইয়াছিল। তিনি প্রণয় ভিন্ন কখন কোপের বশবর্ত্তিনী, সুরত ভিন্ন কখন বিরুদ্ধচারিণী, রতি ভিন্ন কখন কলহকারিণী, গোত্রস্খলন ভিন্ন কখন ঈর্ষ্যাশালিনী, প্রণয়কলহ ভিন্ন কখন অভিমানিনী, প্রহেলিকা ভিন্ন কখন কূটভাষিণী, রজ ভিন্ন কখন কলুষময়ী, প্রেমাতিশয় ভিন্ন কখন রাগময়ী, স্বামিসহবাস ভিন্ন কখন বাচঞ্চাদৈন্যের অনুসারিণী, ব্রত ভিন্ন কখন পতিবিরাগিণী এবং অভিমত বিলাস ভিন্ন কখন বাহ্যাড়ম্বরের অনুগামিনী ছিলেন না।

তিনি সর্ব্বথা স্বামির প্রতিকৃতি অথবা অন্তর্দর্পণ স্বরূপ ছিলেন। ঐ দর্পণে স্বামিচরিত্র সর্ব্বতোভাবে লক্ষিত হইত। বলিতে কি, মহারাজ বসন্ত, তিনি তাহার সমৃদ্ধি; মহারাজ যৌবন, তিনি তাহার মুখশ্রী; মহারাজ পূর্ণচন্দ্র, তিনি তাহার স্নিগ্ধ কৌমুদী; মহারাজ বিচিত্র পুষ্প, তিনি তাহার বিকাশ; মহারাজ মকরন্দ, তিনি তাহার সৌগন্ধি; মহারাজ মন, তিনি তাহার বৃত্তি; মহারাজ কার্য্য, তিনি তাহার সাধনশক্তি; মহারাজ দেহ, তিনি তাহার আত্মা; এবং মহারাজ আত্মা, তিনি তাহার ব্রহ্মভাব। অথবা মহারাজ ভূষণ, তিনি তাহার জ্যোতিঃ; মহারাজ আলোক, তিনি তাহার প্রতিভা; মহারাজ বালতপন,

(১) অর্থাৎ উপহাস।

তিনি তাঁহার অভিমুখীন উষা; মহারাজ তেজ, তিনি তাহার প্রদীপ্তি; মহারাজ মেঘ, তিনি তাহার পক্ষপাতিনী ময়ূরী; মহারাজ পদ্ম, তিনি তাহার অনুরাগিণী ভ্রমরী; মহারাজ বৈরাগ্য, তিনি তাহার সহচারিণী শান্তি; মহারাজ সৌন্দর্য্য, তিনি তাহার মধুরিমা; মহারাজ সঙ্গীত, তিনি তাহার স্বরলহরী এবং মহারাজ গুণ, তিনি তাহার নিত্যসঙ্গিনী গরিমা।

ফলতঃ, মহারাজ যেন ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রমোদ-কাননের একমাত্র সুকুমার সহকার তরু; সুরূপা যেন তাহার আশ্রিত একমাত্র বিচিত্রচিত্রময়ী পরমসুকুমারী মুক্তালতা। অথবা, মহারাজ যেন ঈশ্বরের লীলাতরঙ্গিণীর একমাত্র বিশুদ্ধ প্রণয়োৎসুক চক্রবাক; সুরূপা যেন একমাত্র তদেকপ্রাণা ও তদেকচিত্তা চক্রবাকী। অথবা, মহারাজ যেন ঈশ্বরের কেলিসরোবরের একমাত্র বিচিত্র কনকপদ্ম; সুরূপা যেন তন্ময়জীবিতা কনকপদ্মিনী। অথবা, মহারাজ যেন সংসারের একমাত্র কাম্য ফল; সুরূপা যেন তাহার অনুরূপ বিশুদ্ধ বাসনা। অথবা, মহা-রাজ যেন মনস্বিজনের অভিমত পুরুষকার; সুরূপা যেন তাহার অনুগত নিত্য সিদ্ধি। অথবা, মহারাজ যেন পরম অভিলষিত দৈববল; সুরূপা যেন তাহার তদেকপরায়ণা অবশ্যম্ভাবিনী ফল-সম্পত্তি। অথবা, মহারাজ যেন পুরুষের পরমসেবিত পবিত্র উদ্যম; সুরূপা যেন তাহার আশ্রিত মহীয়সী লক্ষ্মী। অথবা, মহারাজ যেন সাক্ষাৎ অমৃত; সুরূপা যেন তদেক-গতা অমরতা। অথবা, মহারাজ যেন

নিরতিশয় যোগ্য বিষয়; সুরূপা যেন তাহার যোগ্য যোজনা। অথবা, মহারাজ যেন অভিমত বস্তু, সুরূপা যেন তাহার অনুরূপ কল্পনা। অথবা, মহারাজ যেন নন্দনকানন; সুরূপা যেন পারিজাতমঞ্জরী। অথবা, মহারাজ যেন সুসমৃদ্ধ কর্ম্মসন্তান; সুরূপা যেন তাহার অভিমত অনুভাবিত ফলসন্ততি।

এই রূপে সংসারে তাঁহাদের ন্যায় পরস্পর উপমা ও উপমেয় ধর্ম্মবিশিষ্ট অনন্যতুলিত অদ্বিতীয় বস্তু কুত্রাপি লক্ষিত হইত না।

পঞ্চদশ ~~ত্রয়োদশ~~ অধ্যায়।

রূপবর্ণন।

অবধূত কহিলেন, মহারাজ! বাহ্য ও আভ্যন্তরভেদে রূপ দ্বিবিধ। তন্মধ্যে শারীরিক সৌন্দর্য্যের নাম বাহ্য রূপ এবং আন্তরিক সৌন্দর্য্যের নাম আভ্যন্তর রূপ। হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল নয়ন মনের প্রীতিকর হইলে, তাহাকে শারীরিক সৌন্দর্য্য বলে। আর, অন্তঃকরণ সুন্দর অর্থাৎ সৎপ্রবৃত্তির আধার ও সৎস্বভাবের আশ্রয় হইলে, তাহাকে আভ্যন্তর সৌন্দর্য্য কহিয়া থাকে। যেখানে এই উভয়ের সমাবেশ, সেই বস্তুই প্রকৃত সুন্দর বা রূপবান্। নতুবা, শরীর সুন্দর বা বর্ণাদি উজ্জ্বল ও নয়ন মনের প্রীতিকর হইলেই, রূপবান্ বা সুন্দর হয় না। বরং, অন্তঃকরণ সুন্দর হইলে,

তাহাকে রূপবান্ বলা যাইতে পারে। তথাপি, শরীর সুন্দরকে রূপবান্ বলিতে পারা যায় না।

সংসারের লোক বাহ্যদর্শী ও বাহ্যনিষ্ঠ এবং বহির্মুখ স্বভাববিশিষ্ট। এইজন্য, বাহ্য সৌন্দর্য্যকেই প্রকৃত রূপের লক্ষণ বা পরিচায়ক বলিয়া থাকে। ফলতঃ, যাহার প্রকাশ আছে, প্রতিভা আছে, তাহাই রূপ। চন্দ্রের প্রকাশ ও প্রতিভা উভয়ই আছে, এইজন্য চন্দ্র অপেক্ষা রূপবান্ ও কান্তিমান্ দ্বিতীয় লক্ষিত হয় না। যেখানে প্রকাশ ও প্রতিভা নাই, তাহাকে রূপবান্ বলে না। মহারাজ! আমি লোকশিক্ষার জন্য রাজর্ষি শাতকর্ণির অনুরূপা মহিষী সুরূপার অপরূপ রূপ বর্ণন করিতেছি, শুনিলেই বুঝিতে পারিবেন, প্রকৃত রূপ কাহাকে বলে। অতএব অভিনিবেশ-সহকারে শ্রবণ করুন।

যেরূপ সুবিস্তৃত গগনভাগের ইতস্ততঃ প্রতিফলিত মনোহর প্রতিভা দর্শন করিলে, মেঘমধ্যে বিনিহিত চন্দ্রমার অনুমান হয়, অথবা যেরূপ সমুদ্রের সলিলোপরি সবেগে সমুৎপতিত প্রদীপ্তি-নির্ঝর পর্য্যবেক্ষণ করিলে, অন্তস্তলসন্নি-পাতিত রত্ননিচয়ের পরিচয় হয়; তদ্রূপ সুরূপার সুকুমার বদনমণ্ডলে তদীয় স্বভাবসুন্দর মনোবৃত্তির সুস্পষ্ট পরিজ্ঞান পরিকলিত(১) হইত। তাঁহার সর্ব্বকাল-সুখাবহ স্নিগ্ধ সুন্দর মোহন মনোহর শুভ দৃষ্টিও এ বিষয়ের অখণ্ড নিদর্শন প্রদর্শন করিত। অধিক কি, তদীয় সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গই যেন তাদৃশ সমুন্নত অন্তঃকরণের অনুরূপে নির্মিত হইয়াছিল।

(১) অর্থাৎ লক্ষিত।

তাঁহার কটিদেশ, তাঁহার অহঙ্কারের ন্যায়, নাই, বলিলেই হয়। তাঁহার মন ও ভুজলতা সাতিশয় কোমল; নিতম্ব, স্বভাবসুলভ শালীনতার ন্যায় নিরতিশয় বিশাল; পয়োধর ও আশয় একান্ত উন্নত; অঙ্গসৌষ্ঠব, পতিভক্তির ন্যায় সুমার্জ্জিত; দশনপংক্তি ও মনোভাব একান্ত নির্ম্মল; দৃষ্টি, স্বভাবের ন্যায় সরল, প্রশস্ত, সংযত, সাতিশয় মধুরভাবাপন্ন ও একান্ত বিশ্বস্ত; গমন ও অভিমান অতিমাত্র মন্দভাব বিশিষ্ট; অন্তঃকরণ যেরূপ সত্য ধর্ম্ম ও ন্যায় প্রভৃতির প্রমোদকানন, শরীর তদ্রূপ সৌন্দর্য্য, সৌকুমার্য্য ও মধুরিমাদির পুণ্যক্ষেত্র; কান্তি যেরূপ অরুণোদয়বেলার ন্যায় উজ্জ্বল, প্রশস্ত ও সর্ব্বলোকলোভন এবং বসন্তকালীন প্রভাত-কমলিনীর ন্যায় যেরূপ উচ্ছল-নোন্মুখ প্রতিভা ও সুবিমল বিকাশ বিশিষ্ট, প্রবৃত্তি সেইরূপ বর্ষাকালীন তরঙ্গিণীর ন্যায়, উদ্দাম হইয়া, সর্ব্বদা লোক-মঙ্গলসমৃদ্ধির নিমিত্ত ধাবমান ও শরৎকালীন জলাশয়ের ন্যায়, নির্ম্মল হইয়া, সূর্য্যকিরণের ন্যায়, সর্ব্বথা সাধুভাবের প্রতিভাসে শোভমান(১)। এইরূপ, সুরূপার আকার যেরূপ স্বর্ণময়ী শাল-লতার ন্যায় বিচিত্র, বসন্তকালীন তারকারাজি-বিরাজিত পৌর্ণমাসী-গগনের ন্যায় স্বচ্ছ-ধবল ও মনোহারিতায় পরিপূর্ণ, এবং পরমসুরভিত ও নিরতি-শয়-বিকাসশীল অভিনব মাধবী-কুসুম অপেক্ষাও নয়ন

---

(১) অর্থাৎ শরতের জল যেমন নির্ম্মল এবং তাহাতে সূর্য্যাদির কিরণ যেমন প্রতিভাত হয়, তাঁহার প্রবৃত্তি তদ্রূপ নির্ম্মল ও তাহাতে সাধু-ভাব তেমনি প্রতিফলিত।

মনের প্রীতিকর ; তাঁহার ভাব সেইরূপ শান্তিরসের আধার বিস্রম্ভের এক-নিদান, উদারতার ক্রীড়া-শৈল ও কুটুম্বিতার(১) আদিম অবতারভূমি।

অঘটন-ঘটনা-নিপুণ সর্ব্বনূতন-বিশেষজ্ঞ অনন্ত-কৌশলী বিধাতা যদিও নিত্য নূতন অদ্ভুততম রচনায় পারদর্শী; কিন্তু, স্বরূপা যেন সেই বিধাতার মনোহারী সৃষ্টির চরম সীমা, অলোক-সামান্য আশ্চর্য্যকারিতার চূড়ান্ত নিদর্শন, সর্ব্বলোক-সুসম্ভাবিত(২) রূপ-বিজ্ঞানের শেষ কার্য্য, পরম মহীয়সী কল্পনার অন্তিম কীর্ত্তি, এবং সর্ব্বলোকোত্তর তাদৃশ রসভাব-বিশেষ বিদ্যার অভূতপূর্ব্ব অভিনব প্রসব। তিনি যখন হাস্য করেন, বোধ হয়, যেন সাক্ষাৎ মধুরিমা, অথবা যেন শরীরিণী সুষমা কিংবা স্বয়ং আত্মীয়তা অথবা সাক্ষাৎ বশীকরণ প্রাদুর্ভূত হইল। যখন কথা কহেন, বোধ হয়, যেন বীণা অপেক্ষাও সুমধুর ঝঙ্কার বিনিঃসৃত, সুস্বর সঙ্গীত অপেক্ষাও সুখদায়িতা সমাগত অথবা অমৃত অপেক্ষাও সুস্নিগ্ধ রসধারা প্রবাহিত হইল। যখন সম্ভাষণ করেন, বোধ হয়, যেন অভীষ্টদেবী সাক্ষাৎকারে উপনীত হইয়া, অনুরূপ আপ্যায়িত করিলেন ; অথবা যেন দৈবশক্তি সহসা প্রসন্ন হইয়া, চিরকালের পরিপালিত(৩) অভিমত বর প্রদান করিলেন। যখন গমন করেন, বোধ হয়, যেন পারিজাত-বল্লরী মলয়-সমীরণে মৃদুমন্দ আন্দোলিত হইতেছে ; অথবা

(১) আত্মীয়তা।
(২) পূজিত।
(৩) অর্থাৎ বাঞ্ছিত।

যেন ধর্ম্মের মোহিনী, সত্যের সহচরী, তপস্যার ভগিনী, শান্তির কন্যা কিংবা বৈরাগের প্রিয়সখী বিলাসভরে বিচরণ করিতেছেন; কিংবা যেন ঈশ্বরের মূর্ত্তিমতী ছায়া ধরাতলে অবতরণ করিলেন। যখন স্বামিসকাশে অবস্থিতি করেন, বোধ হয়, যেন সাধু হৃদয়ে সৎপ্রবৃত্তি সংমিলিত অথবা যেন ঋষিত্বের সহিত তপস্যার যোগ হইল।

বলিতে কি, রাজমহিষী সুরূপা যেন মূর্ত্তিমতী মায়াবিদ্যা, সাক্ষাৎ বশীকরণ, প্রত্যক্ষ ইন্দ্রজাল অথবা স্বয়ং সর্ব্বলোক-মোহিনী দৈবী শক্তি। সেইজন্য, দর্শনমাত্রেই ব্যক্তিমাত্রের মন-প্রাণ-হরণ ও আপ্যায়িত করিয়া থাকেন। মহারাজ! তদীয় সুকুমার শরীর যষ্টি শান্তি, করুণা, অনুকম্পা, সত্য, ন্যায়, সখিতা ও ধর্ম্ম প্রভৃতি বিশুদ্ধ গুণের প্রতিভায় এরূপ আলোকিত যে, দেখিলেই, তাঁহারে অভীষ্টদেবী বলিয়া প্রণাম বা বহুমান, স্নেহময়ী জননী বলিয়া ভক্তি, প্রীতিময়ী ভগিনী বলিয়া পরম সমাদর, নিরতিশয় পরিচিতা বা আত্মীয়া বলিয়া সম্ভাষণ, প্রণয়-পবিত্র সখী বলিয়া সর্ব্বদা সহবাসে অবস্থান, একপ্রাণ সহায় বলিয়া আনুকূল্য বা পরামর্শ পরিগ্রহ এবং অভিমত সিদ্ধি বলিয়া তৎক্ষণাৎ আশ্রয় করিতে প্রবৃত্তি হয়। তথাহি, তদীয় আকার প্রকার ও ভাবভঙ্গী সমুদায়ই এরূপ সর্ব্বলোক-রমণীয়তার ও অমানুষ-সুলভ মহীয়সী উদারতার আধার, যে, বিধাতা যেন তাঁহারে সকলেরই আশাময়, আনন্দময়, মনোরথময়, অভিলাষময় ও উৎসাহ-শতময় করিয়া, রচনা করিয়াছেন।

সংসারে এরূপ মনোহারী বা অদ্ভুত বস্তু সুলভ নহে,

যাহার চরম দর্শন, প্রথম দর্শনের ন্যায়, সমান বা অনুরূপ আশ্চর্য্যকারিতা প্রসব ও নয়ন মনের নিত্য প্রীতি বিধান করে। চন্দ্র, কুমুদ, পদ্ম ও রত্ন প্রভৃতি মনোহর অদ্ভুত পদার্থ সকল এ বিষয়ের নিদর্শন। সুতরাং, তাহারা সুরূপার তুলনার সামগ্রী বা উপকরণ হইতে পারে না। কেননা, সুরূপা সর্ব্বকাল-রমণীয় ও সর্ব্বলোক-সুখাবহ অভিমত গুণ ও রূপ-সমৃদ্ধির অক্ষয় আধার, এবং তজ্জন্য তিনি যেন সকলেরই গেহলক্ষ্মী, কুলদেবতা, নয়নের দিব্যগুণময়ী অঞ্জনশলাকা, অথবা শরীরের সর্ব্বকালস্থায়িনী বিপুল আরোগ্য-সমৃদ্ধি বলিয়া প্রতীত হয়েন। অপিচ, তিনি যেন কান্তি-সরসীর একমাত্র কনকনলিনী, সৌন্দর্য্যসাগরের একমাত্র রত্নপ্রভা, সর্ব্বলোক রামণীয়ক-গগন-মণ্ডলের একমাত্র পূর্ণ-কৌমুদী, লাবণ্য-গৃহ-হৃদয়ে একমাত্র মণিদীপ-মহাদ্যুতি, সৌকুমার্য্য-কেলিকুঞ্জের একমাত্র সুকুমারী মাধবীলতা, মাধুর্য্য-মহা-সরোজের অনুগতচারিণী ভৃঙ্গরাজ-বর-নায়িকা(১) এবং মানবহৃদয়ের সুখময়ী আশা বা প্রীতিস্বরূপা।

মহারাজ! তিনি প্রভাও নহেন, জ্যোতিও নহেন, রত্নও নহেন, মণিও নহেন, মন্ত্রও নহেন, এবং দিব্য ঔষধও নহেন; অথচ তাহা অপেক্ষাও মনোহর, মোহকর ও সমধিক শান্তিরসের আধার। তদীয় অধরে অলক্তক নাই, তথাপি উহা তাহা অপেক্ষাও সাতিশয় রাগশীল। তাঁহার শরীর অতিমাত্র কোমল। তজ্জন্য সামান্য অলংকারভারও সহ

---

(১) বরনায়িকা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ স্ত্রী।

করিতে পারে না। তথাপি উহা অলংকারেরও অলংকরণ। তাঁহার বদনমণ্ডলে অনাঘ্রাত(১) কুসুম, অপরিহিত(২) রত্ন, অভিনবোদিত পূর্ণ-কৌমুদী, এবং শারদাকাশ-ব্যাপিনী মনোহারিণী উষা অপেক্ষাও শান্তিময়ী রমণীয়তা সর্ব্বদা বিচরণ করিতেছে। তাঁহার নয়নযুগল নিরতিশয় আত্মীয় ভাবে উপলক্ষিত(৩), সম্ভাষণ-কৌতুকের(৪) আধার, বিশ্বাসের উপাদানে বিনির্ম্মিত এবং পদ্ম, কুমুদ ও হরিণী প্রভৃতিরও অভিলাষ-স্থান। তাঁহার পরম-সুকুমার ও অভি-রামতর(৫) হৃদয়দেশে কান্তি-সরসীর কনকপদ্ম-কোরকসদৃশ যে রমণীয় পয়োধর-যুগল বিরাজ করিতেছে, তাহাতে অণুমাত্র কামের অবসর নাই(৬)। তথাপি, উহা সাতিশয় স্পৃহণীয়। তদীয় হসিতচ্ছবিই মুক্তাভরণ, দৃষ্টিই কুসুমস্তবক, বাক্যই অমৃতসম্ভার, সহবাসই স্বর্গ, কান্তিই রত্নপ্রভা, আলাপই সুমধুর সঙ্গীত, কঙ্কন-ঝঙ্কারই বেদমন্ত্র, এবং তদীয় প্রণয়ই অভিলষিত সাধন-সমৃদ্ধি। তিনি যখন সুবিশাল-বেণী-বদ্ধ বিচিত্র দেহে দণ্ডায়মান হয়েন, বোধ হয়, যেন পাষাণ-বিলিখিত সুবিমল স্বর্ণরেখা শোভা পাইতেছে, অথবা যেন নিবিড় জলদোদরে সৌদামিনী-লেখা লীলায়িত হইতেছে, কিংবা যেন অন্ধকারময়ী রজনীযোগে বিচিত্র ধ্রুবতারার

(১) যাহার আঘ্রাণ লওয়া হয় নাই। (২) যাহা পরা হয় নাই।
(৩) অর্থাৎ যুক্ত। (৪) অর্থাৎ কথা কহিবার ইচ্ছা।
(৫) অত্যন্ত মনোহর।
(৬) অর্থাৎ তাহা দেখিলে কামের উদ্রেক হয় না।

সরলোন্নতা কনকচ্ছটা শাস্তোদার মধুর ভাবে অধিষ্ঠি
রহিয়াছে।

তিনি বিলাসবতী(৭), তিনি মনোরমা, তিনি নন্দিনী
তিনি অনসূয়া, তিনি প্রিয়ংবদা, তিনি রমা, তিনি ভগবতী
তিনি গৌরী, তিনি মহাশ্বেতা, তিনি কলাবতী, তিনি কপা
লিনী, তিনি শান্তা, তিনি মন্দোদরী, তিনি কৌমারী, তি
পদ্মিনী, তিনি পদ্মগন্ধা, তিনি বিশালাক্ষী, তিনি দেবী
ললিতা, তিনি কুমুদা, তিনি মদোৎকটা, তিনি কীর্ত্তিমতী
তিনি নন্দা, তিনি ভদ্রা, তিনি জনপ্রিয়া, তিনি বাসন্তী
তিনি উৎপলাক্ষী, তিনি হিরণ্যাক্ষী, তিনি মঙ্গলা, তি
বিমলা, তিনি কল্যাণী, তিনি অভয়া, তিনি মহাগৌরী,
তিনি চণ্ডিকা, তিনি বরারোহা, তিনি সুভদ্রা, তিনি শুদ্ধা,
তিনি সত্যবাদিনী, এবং তিনি প্রভাবতী(৭)। তদীয় নেত্র ও
কর্ণ স্বভাবতঃ সাতিশয় সুন্দর এবং পরস্পর পরস্পরে
ভূষণ স্বরূপ। সুতরাং উহাতে কুণ্ডল, মণি বা অঞ্জনাদি

---

(৭) বিলাসবতী হইতে প্রভাবতী পর্য্যন্ত কয়টী শব্দের দুই প্রকার
অর্থ আছে। প্রথম অর্থ এই, ঐ কয়টী শব্দ পৃথিবীস্থ কয়টী বিশেষ বিখ্যা
সুন্দরী স্ত্রীর নাম। রাজমহিষী সুরূপা তুলনায় তাঁহাদের সমান ছিলেন
দ্বিতীয় অর্থ এই, বিলাসবতী অর্থাৎ বিলাসশালিনী, মনোরমা অর্থা
মনোহারিণী, নন্দিনী আনন্দদায়িনী, অনসূয়া অসূয়াহীন, প্রিয়ংবদ
প্রিয়ভাষিণী, রমা আহ্লাদজননী, ভগবতী সৌভাগ্যশালিনী, গৌরী
গৌরবর্ণা, মহাশ্বেতা নির্ম্মলস্বভাবা, কলাবতী চৌষট্টিকলাশালিনী, কপা
লিনী পরমভাগ্যবতী, শান্তা শান্তস্বভাবা, মন্দোদরী রাক্ষসীবৎ রাশীকৃ
ভক্ষিণী বা সর্ব্বনাশিনী নহে, কৌমারী অতিমাত্র সুকুমারী, দেবী পূজনীয়া
ললিতা সুকোমলা, কুমুদা পৃথিবীর আমোদজননী ইত্যাদি।

বিন্যস্ত করা পণ্ডশ্রম মাত্র। যে বস্তু স্বভাব-সুন্দর, তদীয় সহবাসে থাকিলে, দোষও গুণের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। দেখ, তদীয় সুকুমার বদন সম্পর্কে নিরতিশয় কুটিল অলক-রাজিও সাতিশয়তা[১] ধারণ করিয়াছে।

ষোড়শ ~~চতুর্দ্দশ~~ অধ্যায়।

প্রকৃত প্রণয়ের স্বরূপবর্ণন।

অবধূত কহিলেন, মহারাজ! তাঁহারা পতিপত্নীতে পরস্পর যে সাতিশয় অনুরাগ ও অকৃত্রিম প্রণয় প্রদর্শন করিতেন, সংসারে তাহার উপমা নাই। কেননা, উহাই সাক্ষাৎ প্রেমময় ঈশ্বরের আদিম সৃষ্টি। ঐ অনুরাগ বা প্রণয়ে বিরহ নাই, অভিমান নাই, কলহ নাই, মত্ততা বা মোহ নাই, অবসাদ বা অনুতাপ নাই, রাগ বা গর্ব্ব নাই, ভঙ্গুরতা বা ক্ষণস্থায়ী বৈচিত্র্য নাই, আত্মপরভেদ-জ্ঞান বা স্বার্থপরতা নাই, এবং বর্ষাকালীন গগনমণ্ডলের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে নানাবিধ পরিবর্ত্ত নাই; চান্দ্রকৌমুদ[২] প্রণয়বৎ বিরাম নাই, সৌরপাদ্ম[৩] অনুরাগবৎ পরিণাম-পরিবাদিতা নাই; উষারুণ-প্রসক্তিবৎ মৌহূর্ত্তিকতা[৪] নাই, ক্রয়ক্রীত[৫] অনুরাগবৎ শুষ্কতা বা শূন্য-গর্ভতা নাই। অধিকন্তু, ঐ প্রণয় কামমাত্র[৬] প্রসূতবৎ তৎকাল-মনোহর বা আপাত-সুখাবহ নহে; উদ্দাম ইন্দ্রিয়গণের পরিতৃপ্তিসাধনবৎ ক্ষণিক

---

(১) অর্থাৎ গৌরব। (২) চন্দ্রকুমুদের। (৩) সূর্য্যপদ্মের।
(৪) অর্থাৎ ক্ষণস্থায়িতা। (৫) অর্থাৎ কড়ি দিয়া কেনা।
(৬) শুদ্ধ কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য।

বা অবসন্ন নহে; স্বার্থপরতা-সমুদ্ভূতবৎ বিড়ম্বিত বা হত দগ্ধ শুষ্ক ভাবে উপলক্ষিত নহে; বিনিময়মাত্র-প্রবণবৎ[১] উদাসীন[২], অননুবন্ধ[৩] বা অনভ্যস্ত[৪] নহে; আদান প্রদানসমুদ্দেশ-সমাহিতবৎ অনাদিম[৫], অপরক্ত[৬] বা অবিশুদ্ধ নহে; লৌকিকবৎ সুলভ, অনর্ঘ[৭] বা যাদৃচ্ছিকতার পরতন্ত্র নহে; গ্রাম্যবৎ পরিহসিত[৮], নগ্ন[৯], ক্ষিপ্র[১০] বা ব্যবস্থাশূন্য নহে; মত্তবৎ উদ্দাম, উদ্ধত, নিস্তেজ, মলিন বা বহুদোষের আকর নহে; নাগরিকবৎ পরিচ্ছদ-পরিপাটীর বিধেয়, বালচাপল্যের আক্রান্ত, মত্ত হসিতে প্রচ্ছন্ন, সদ্যোভ্রষ্ট বা বিরক্তিময় নহে; তির্য্যগ্‌বিহিতবৎ[১১] উচ্ছৃঙ্খল, সমাজদূষণ, আচারবিরোধী, নীতিবিপক্ষ, আত্মীয়তাপরিশূন্য বা অবিশ্বস্ত নহে; বন্যবৎ অবদ্ধ, অনুদার, বাহ্য বিলাস-মাত্রের পরতন্ত্র বা রুচিভ্রষ্ট নহে; অপরিণত-বয়ঃ-সেবিতবৎ[১২] রসভাব-বিলাস-বৈশদ্যে[১৩]-বিবর্জ্জিত বা সুখহীন নহে; পরস্পর অনভিমত[১৪] স্ত্রীপুরুষের আশ্রিত-বৎ অসিধারাব্রতের বিষয়ীভূত, কূটকলহে জটিলীকৃত, জাগরণমাত্রের পরিচ্ছিন্ন, পার্শ্বপরিবর্ত্তনমাত্রে অধিকৃত বা একান্ত অবিসহ্য নহে; বৈশিকবৎ[১৫] প্রার্থনাপরম্পরার

---

(১) অর্থাৎ এক দ্রব্য দিয়া আর এক দ্রব্য লওয়ার মত।

(২) ঔদাস্যযুক্ত। (৩) ধারাবাহিক নহে। (৪) আয়ত্ত নহে। (৫) আদিম নহে। (৬) অনির্ম্মল। (৭) অমূল্য। (৮) উপহাস্য। (৯) ভাবশূন্য। (১০) ক্ষেপামি। (১১) পশুপক্ষ্যাদি ইতর যোনির প্রণয়তুল্য। (১২) কাঁচাবয়সের প্রণয়বৎ। (১৩) নির্ম্মলতা।

(১৪) অমনোমত। (১৫) কপট লম্পটাদির প্রণয়তুল্য।

অভিভাব বশতঃ নিরতিশয় অনাস্বাদ্য[১], যাচ্ঞাভঙ্গের অণুমাত্র আবির্ভাবে অতিমাত্র পরিত্যক্ত, কপট-শত-রচনা-জালের গাঢ়তা প্রযুক্ত মমতাহীন, নিত্যনূতন-প্রিয়তার আসঙ্গ[২] বশত: অবসাদময় বা অনভীষ্ট নহে; এবং কুলদূষণ-সম্পৃক্তবৎ[৩] এক দিকে অন্ধকার অন্য দিকে আলোক, এক দিকে রসবত্তা অন্য দিকে শুষ্কতা, এক দিকে ভয় অন্য দিকে আতঙ্কভাব ইত্যাদি দোষে বিচ্ছিন্ন, অভিহত, অপ্রকট[৪] বা অবাস্তব নহে। বর্ষাযোগ-সমৃদ্ধিশালিনী তরঙ্গিণী যে ভাবে লোকমঙ্গল সাধন করিয়া, সাগরে সংমিলিত হয় এবং সরিৎপতি যে ভাবে তাহারে সাদরে পরিগ্রহ করে, তাঁহাদের প্রণয়ে তাহা অপেক্ষাও উন্নত ভাব নিহিত হইয়াছিল। বসন্ত-যোগ-সমুন্নতা সরোজিনী সূর্য্যের প্রথম উদয়ে লোকের নয়ন মন হরণ করিয়া, যে ভাবে স্বকীয় হৃদয়দ্বার উদ্‌ঘাটিত করে এবং রসবিজ্ঞান-বিশেষবিৎ দিবাকর যে ভাবে সহস্র কর বিসারিত করিয়া, তাহার প্রতিদানে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদের প্রণয়ে তাহা অপেক্ষাও উদার মধুর রমণীয় ভাব নিত্য বিরাজমান হইত।

তাঁহাদের প্রণয়ের মূল হৃদয়ের অতি প্রচ্ছন্ন ও পবিত্র প্রদেশে নিহিত হইয়াছিল। প্রণয় ঈশ্বরের সাক্ষাৎ ছায়া। এইজন্য পবিত্র হৃদয় ভিন্ন উহা থাকিতে পারে না। যে হৃদয়ে ব্রহ্মভাব অর্থাৎ সরলতা, আত্মত্যাগ, নিঃস্বার্থতা,

(১) রসহীন। (২) সংসর্গ। (৩) সম্বদ্ধ।
(৪) অপ্রকাশিত।

হিতৈষিতা, সমদর্শিতা, সম্বৃত্তি ও একপ্রাণতা ইত্যাদি সদ্‌গুণপরম্পরা পরস্পর অনুকূল ভাবে অবস্থিতি করে, প্রণয় সেই হৃদয়ের নিত্য অধিবাসী। যেহেতু, সমদর্শিতাদি তত্তৎ গুণ সমস্ত প্রণয়ের নিত্যসঙ্গী বা পরম অনুগুণ(১) ধর্ম্ম। প্রণয়ের আসন হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট হইলে, প্রাকৃত মানুষভাব তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হয় এবং সরলতা ও হিতৈষিতাদির দ্বার প্রশস্ত হইয়া থাকে। তখন অন্ধকারকে আলোক, বিপদকে সম্পদ, নির্জ্জনকে সজন, বনকে উপবন, মহাকারাকে মহাপ্রাসাদ এবং বিপক্ষকে সপক্ষ বলিয়া প্রতীতি হয়। অন্ধরাজনন্দিনী মঞ্জুবাদিনী(২) প্রভা অশেষ সুখের সমুচিতা হইয়াও যে স্বামির সহিত অন্ধকারায় অনায়াসে বাস করিয়াছিলেন এবং অনশনাদি বিবিধ ক্লেশ সহ্য করিয়াও, স্বর্গবাস সুখ অনুভব করেন, প্রণয়ই তাহার কারণ।

প্রণয় স্বর্গবাস শিক্ষা দেয়; অর্থাৎ যাহাদের হৃদয় বিশুদ্ধ প্রণয়ের বিচিত্র আসন, তাহারা সুখ বা দুঃখ সকল অবস্থাতেই যেন স্বর্গে অবস্থিতি করে। পরম সুকুমারী দময়ন্তী যে স্বামির সহিত অরণ্যচারিণী হইয়াছিলেন, এইপ্রকার স্বর্গবাসকল্পনাই তাহার হেতু। তিনি প্রণয়ের উপদেশে সুস্পষ্ট অবলোকন করিয়াছিলেন, স্বামী যেখানে, স্বর্গও সেই স্থানে। প্রণয়ে ঋষিত্বেরও প্রতিভা বা অংশ আছে। এইজন্য বিজন ও ভয়াবহ প্রান্তর মধ্যে শতভগ্ন পর্ণকুটীরে ধূলিশয্যায় শয়ন বা উপবেশন এবং শীত বাত গ্রীষ্মাদি সহ্য করিয়াও,

(১) অনুকূল। (২) প্রিয়বাদিনী।

প্রণয়স্নিগ্ধ দম্পতিগণের অণুমাত্র ক্লেশ অনুভূত হয় না। কিন্তু, প্রণয়ে সন্ন্যাসিভাবও নিহিত বা অনুবদ্ধ আছে। এইজন্য প্রণয়ির মন সর্ব্বথা উদাসীন হইয়া, আপনার অবলম্বিত অধ্যবসায়ের সিদ্ধিসাধনে সর্ব্বতোভাবে ধাবমান হয়। অপ্রতিযুক্ত (১) অসীম বিষয়সমৃদ্ধি, অখণ্ড মেদিনীমণ্ডলের অদ্বিতীয় আধিপত্য অথবা নিরতিশয় দুর্ল্লভ ঐন্দ্রী(২) শ্রীও তাহার অন্তরায় হইতে পারে না। তথাহি, প্রণয়ে তত্ত্ব-জ্ঞানেরও অংশ বা সংক্রম (৩) আছে। তত্ত্বজ্ঞানির মন যেরূপ সর্ব্বদা পরম তত্ত্বস্বরূপ ঈশ্বরে সংসক্ত, তদ্‌ব্যতীত স্বপ্নেও অন্য বিষয়ের অভিলাষী নহে; প্রণয়-পবিত্র অনুরাগী চিত্তও তদ্রূপ স্বকীয় অভিমত বিষয়মাত্রের অনুসন্ধান বা সাধন-তৎপরতা প্রদর্শন করিয়া থাকে। সাংসারিক কোন বিষয়ই তাহারে বদ্ধ বা দূরে পরাহত করিতে পারে না। প্রণয়ে বৈরাগ্যেরও পরম উদয়[৪] ও মহীয়ান্ ভাব সন্নিহিত আছে। বিরাগির চিত্ত যেরূপ অন্য-সঙ্গ-পরিহারপূর্ব্বক আত্ম[৫]সঙ্গের বাসনা করে এবং তজ্জন্য কামক্রোধাদি পরিহার করিয়া, শান্তির অনুসরণে সর্ব্বথা অমৃত ভোগ করিয়া থাকে, প্রণয়ির চিত্তও তদ্রূপ তদেক-পরতার প্রাদুর্ভাব বশতঃ দৃশ্য বিষয়ে বিষবৎ অনভিরুচি-স্থাপনপূর্ব্বক স্বকীয় অভীষ্ট বস্তুর সহবাসেই বিপুল শান্তি অনুভব করে; দৃশ্য জগতের সামান্য অসামান্য কোন বিষয়েই বদ্ধ বা অনুরক্ত হয় না। এই রূপ, প্রণয়ে ঈশ্বরত্বেরও আবির্ভাব আছে।

---

(১) যাহার প্রতিযোগী নাই। (২) ইন্দ্রের।
(৩) সংস্পর্শ। (৪) প্রকাশ। (৫) ঈশ্বর।

ঈশ্বরের অসীম ও অনন্ত শক্তি যেরূপ সর্ব্বত্র বিস্তৃত; প্রণয়ের পবিত্র রাজ্যও সেরূপ সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত। ঈশ্বর যেরূপ সকলের উপরি অধিষ্ঠান করেন; প্রণয় সেইরূপ সকলেরই উপরি আধিপত্য করিয়া থাকে। ঈশ্বরের সাক্ষাৎ হইলে, যেরূপ আত্মা পবিত্র ও ব্রহ্মভাবে পরিণত হয়; প্রণয়ের আবির্ভাবে তদ্রূপ অন্তরের মলিনতা দূরীভূত ও দেবভাব প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। অতএব ঈশ্বর সাক্ষাৎ প্রণয় স্বরূপ। এইজন্য প্রণয়ী যেরূপ সত্বর বা অনায়াসে ঈশ্বর-সাধনে সমর্থ হয়, অন্য ব্যক্তির তদ্রূপ সম্ভব বা আয়ত্ত নহে। প্রণয়ে যে একাগ্রতা অভ্যস্ত হয়, দৃঢ়তা ও গৌরব-বুদ্ধি পরিগত হয়, অধ্যবসায় ও কার্য্যশক্তির সমধিক পরিচয় সমাহিত হয়, সাহস ও উৎসাহ গুণের নিরতি শক্তি সমাগত হয়, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সর্ব্বাঙ্গীনতা সম্পাদিত হয় এবং এইরূপ ও অন্যরূপ যে সকল অভিমত ও অভিরাম সমৃদ্ধি সম্পন্ন হয়, তাহা ব্যক্তিমাত্রেরই সবিশেষ পরিজ্ঞাত আছে।

গুণ-বিজ্ঞান-বিশারদ মনীষিগণ কহিয়াছেন, প্রণয়ে ইন্দ্রজাল, মায়াবিদ্যা, মন্ত্র, দিব্যৌষধ এবং বশীকরণ প্রভৃতির অংশ আছে। অথবা, প্রণয় ঈশ্বরের আদিম সৃষ্টি। তিনি সৃষ্টির মূলদেশে ইহা নিহিত করিয়াছেন। অতএব ইন্দ্রজাল প্রভৃতি এই প্রণয়ের অংশ অথবা অংশ-সম্ভূত শক্তির আংশিক পরিচয় মাত্র। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, প্রণয় ও ইন্দ্রজালে ভূয়স্তর পার্থক্য লক্ষিত হয়। ইন্দ্রজালে যেরূপ দৃষ্টি-বিভ্রম সমুৎপন্ন হয়, প্রকৃত প্রণয়ের স্বভাব

সেরূপ নহে। ইহা হৃদয়ে প্রাদুর্ভূত হইলে, দিব্য চক্ষু বা দিব্য জ্ঞান লাভ হয়। আপনার অনুগুণ বা অনুরূপ বস্তুর পরিকলন ও অনুসরণ করাই প্রণয়ের একমাত্র কর্ত্তব্য। কুশিক-রাজতনয়া ভানুপ্রভা স্বভাবতঃ অসামান্য রূপলাবণ্যের আধার ও বহুবিধ অভিরাম গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। কিন্তু তিনি শত শত রাজপুত্রকে পরিহার করিয়া, একজন সামান্য কৃষক যুবকের পত্নীপদে আত্মাকে বরণপূর্ব্বক নিরতিশয় সৌভাগ্য ও পরম সিদ্ধি অনুভব করেন। ফলতঃ, প্রণয় বাহ্য আড়ম্বরের বশীভূত, অন্ধ বিষয়-লক্ষ্মীর অধিকৃত অথবা মত্ত বিলাসের আয়ত্ত নহে। যেখানে একাগ্রতা-সহকৃত একাত্মতা বা একপ্রাণতার অবস্থিতি, তাহাই প্রণয়ের অভিমত অধিষ্ঠান। বৃক্ষ ও লতায় যে একাত্মতা, লৌহ ও লৌহমণি(১)তে যে একপ্রাণতা, চন্দ্র ও কুমুদে যে একপরতা অথবা পদ্ম ও মধুকরে যে এক-রক্ততা, তাহাই প্রণয়ের নিদর্শন। অর্থাৎ প্রণয় ভিন্ন আর কোন বস্তুই জড়েরও সজীবতা, স্থাবরেরও জঙ্গমতা এবং রহস্যেরও প্রকাশ্যতা সাধন করিতে পারে না।

সপ্তদশ অধ্যায়।

আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কতিপয় বিশেষ কথা।

অবধূত পুনরায় কহিলেন, মহারাজ! আমি সে দিবস পর্য্যটনপ্রসঙ্গে সম্মুখবর্ত্তী গ্রামপ্রান্তে সমাগত হইয়া, তত্রত্য উপবন মধ্যবর্ত্তী বকুলবৃক্ষের অন্তরালে উপবেশন

(১) চুম্বক পাথর।

পূর্ব্বক এ বিষয়ে যে উপদেশ লাভ করিয়াছি, শ্রবণ কর। ঐ উপবন অতি নির্জ্জন, নিস্তব্ধ ও গম্ভীর ভাবে পূর্ণ এবং সচরাচর নির্জ্জন প্রদেশ সকল যেরূপ বিবিধ চিন্তার স্থান, বিবিধ কল্পনার আস্পদ ও বিবিধ রহস্যের আধারভূত, তাহাতেও তাহার অসদ্ভাব নাই। যেদিন হইতে অতি-স্ফুট গৃহ-ব্যাপারে মনুষ্যের বুদ্ধি সম্মোহনী প্রগাঢ় প্রসক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, সেইদিন হইতে সে পরমাত্মার অতি-দূর ব্যবধানে পদার্পণ করিয়াছে। সুতরাং লোকালয়ের বিষময় কোলাহলমধ্যে প্রকৃতি বা ঈশ্বর ভাবের পরিচয়-প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। এইজন্য, নির্জ্জন ও গহন প্রদেশ সকল লোকের বিস্ময়, বিকাস(১) ও সম্ভ্রমের হেতুভূত এবং অজ্ঞাতসারে চিত্ত-তুষ্টির কারণ হইয়া থাকে। যে ভয় ঐহিক ও পারলৌকিক অথবা বৈষয়িক ও পারমার্থিক সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূলীভূত এবং যাহাতে ঈশ্বরসিদ্ধি, আত্মশুদ্ধি ও চিত্তপ্রসাদের আদিম-বীজ নিহিত হইয়াছে, নির্জ্জন ও গম্ভীর প্রদেশে সেই সর্ব্বসৌভাগ্য-সাধন ভয়েরও সবিশেষ শিক্ষা বা পরিচয় সমাহিত হইয়া থাকে। কেননা, সংসারী জীবের ভয়শিক্ষার বহুতর অন্তরায় লক্ষিত হয়। বহুকার্য্য-কারণময়ী জটিল ব্যাপারপরম্পরা ঐ সকলের মধ্যে প্রধান। নির্জ্জনে বা গহনে তাহার সম্পর্ক নাই। এইজন্য তথায় আসীন বা সমাগত হইলে, মন সর্ব্বথা শান্ত ও স্থির মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক তত্ত্বপরিকলনসহকারে ভয়, সম্ভ্রম ও বিস্ময়ের যুগপৎ বশীভূত ও আয়ত্ত হইয়া

(১) উল্লাস ও স্ফূর্ত্তি।

থাকে। মনের গঠন ও স্বরূপ পর্য্যালোচনা করিলে, সুস্পষ্ট প্রতীতি হয়, ঈশ্বরচিন্তা বা প্রকৃতিপরিচর্য্যাই মুখ্য ধর্ম্ম এবং বিষয়চিন্তা বা সংসারচর্চ্চা গৌণস্বভাব। অভিমত সুযোগ বা অনুরূপ সুবিধা হইলে, উল্লিখিত মুখ্যধর্ম্মের সর্ব্বতোমুখী নিরঙ্কুশ প্রভুতা আপনা হইতেই প্রাদুর্ভূত হয়। মানুষ যদি ভাবিয়া দেখে, সুস্পষ্ট বুঝিতে পারে, নির্জ্জন না হইলে, বুদ্ধি, বিবেক, যুক্তি, বিচার ও কল্পনা প্রভৃতির তত্ত্বমুখ প্রসারিতা[২]র সঞ্চার হয় না। যে মন তত্তৎ বুদ্ধি প্রভৃতির আধার, তাহাও অতি বিবিক্ত প্রদেশে সংস্থাপিত হইয়াছে, ইহার কারণ কি?

আমি তাদৃশ নির্জ্জন প্রদেশ আশ্রয়পূর্ব্বক বকুলবৃক্ষে পৃষ্ঠদেশ স্থাপন করিয়া, আসীন হইলে, সময় পাইয়া বিবিধ চিন্তা যুগপৎ অন্তঃকরণে উদিত ও অস্তমিত হইতে লাগিল। যেরূপ উদ্বেল সাগরহৃদয়ে তরঙ্গের পর তরঙ্গের উত্থান ও অন্তর্দ্ধান সংঘটিত হয়, তৎকালে চিন্তার ঘাত প্রতিঘাতে অথবা আবির্ভাব ও তিরোভাবে মদীয় মন তদ্রূপ অবস্থা পরিগ্রহ করিল। মনীষিগণ কহিয়াছেন, চিন্তা, ইচ্ছা, স্মৃতি ও বিচারণা ইত্যাদি মনের স্বাভাবিক কার্য্য, সুতরাং উহা কোন কালেই স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। যতক্ষণ বিষয়ে ব্যাপৃত থাকে, তাবৎ উহার তদ্‌ভাবাপন্নতা দেখিতে পাওয়া যায় না। বিষয় হইতে অন্তরিত হইলেই, স্বীয় স্বাভাবিক গতির অনুসরণ করে। তৎকালে ছিন্নরশ্মি(৩) অশ্বের

(২) অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের দিকে প্রবৃত্তি।

(৩) অর্থাৎ লাগামছেঁড়া।

ন্যায়, ভগ্নবন্ধ প্রবাহের ন্যায়, উহারে ধারণ করা দুর্ঘট। কর্ণধারহীন তরণী যেরূপ অসংযত হইয়া, প্রবাহের অনু-সারিণী হয়, অসংযতচিত্ত মনুষ্যের অবস্থা তদ্রূপ শোচনীয় হইয়া থাকে। সে কোন বিষয়েই স্থিরপদ বা কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারে না। এইজন্য মনীষিগণ মনোরূপ মত্ত হস্তীর দমনশিক্ষা একান্ত বিধেয় ও প্রথম কর্ত্তব্য, নির্দ্দেশ করেন। ফলতঃ, মনই সংসারে সকলের প্রধান। মনুষ্য মনের দোষেই তত্ত্বপথপরিভ্রষ্ট ও আত্মসুখে বঞ্চিত হইয়া থাকে। অতএব যে ব্যক্তি অভ্যাস-দোষে মনের এইপ্রকার বিকৃত অবস্থা উৎপাদন করে, সে আত্মঘাতী, সন্দেহ নাই। মন স্থির না হইলে, সমস্ত সংসার যেন অস্থির ও ঘূর্ণায়মান হইয়া থাকে এবং ঐপ্রকার অস্থিরতা বদ্ধমূল হইলে, কালসহকারে বায়ুরোগে পরিণত ও আত্ম-বিনাশের হেতুভূত হয়। যাহার আত্মা বিনষ্ট(১), সে কখন সংসার-বাসের উপযুক্ত নহে। তাহার জীবনধারণ সর্ব্বথা বিড়ম্বনামাত্র, তাহাতে সংশয় নাই। অধিকন্তু, যে ব্যক্তি বিড়ম্বিত, তাহা দ্বারা সংসারের কোনপ্রকার উপকার বা অণুমাত্র কল্যাণ সম্পাদিত হয় না। সে সজীব হইলেও জড়, জঙ্গম হইলেও স্থাবর এবং হস্তপদাদিসম্পন্ন হইলেও বিকল বা পঙ্গু বলিয়া, অভিহিত হয়।

মনুষ্য জন্মগ্রহণমাত্রেই যে সকল ঋণে বদ্ধ হয়, তন্মধ্যে আত্মঋণ, সমাজ-ঋণ ও ঐশ্বরিক ঋণ এই তিনটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। দৈব ও পৈত্র প্রভৃতি অন্যান্য যে সকল ঋণ

(১) অর্থাৎ ভ্রষ্ট।

উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারা সামাজিক ঋণের অন্তর্গত। আত্মার উৎকর্ষ বিহিত হইলে, আত্মঋণের পরিশোধ হয়, আর সমাজের মঙ্গলসমৃদ্ধি সম্পন্ন করিলে, সমাজ ঋণের এবং ঈশ্বরের প্রীতি ও প্রিয়কার্য্য সাধন করিলে, ঐশ্বরিক ঋণের নিষ্কাশন[২] লব্ধ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি উল্লিখিত ঋণত্রয়ের পরিশোধ ও তৎসহকারে সত্ত্বশুদ্ধি লাভ করে, তাহারই জন্মগ্রহণ সার্থক। যদিও সকলের ভাগ্যে ঐপ্রকার আনৃণ্য[৩] সম্ভব নহে; কিন্তু যতদূর সাধ্য, তদ্‌বিষয়ে সবিশেষ যত্ন ও যথাবিহিত পরিশ্রম করা অবশ্য প্রতিপাল্য পরম ধর্ম্ম; না করিলে, আত্মশুদ্ধির অসদ্‌ভাব বশতঃ প্রচুর পরিণাম-হানির ঐকান্তিক সম্ভাবনা। অধিকন্তু, আলস্যে কালক্ষেপ না করিয়া, ঐপ্রকার যত্ন ও পরিশ্রম করিলে, আনুষঙ্গিক যে অভীষ্ট বা অভিমত সম্পৎ-প্রাপ্তি হয়, তাহা, উল্লিখিত আত্মশুদ্ধির একাংশ বলিয়া পরিগণিত হয়। কেননা, ঐপ্রকার যত্ন ও পরিশ্রম দ্বারা অন্ততঃ সৎপ্রবৃত্তির সঞ্চারঘটনায় আত্মা যে অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষ লাভ করে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মনীষিগণ কহিয়াছেন, দান, অধ্যয়ন ও যজন এই ত্রিবিধ বিষয়, উল্লিখিত ত্রিবিধ ঋণশুদ্ধির সর্ব্বাপেক্ষা সাধ্য বা সুগম পন্থা। কেহ কেহ বলেন, লোকে আপনার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে, সমাজের প্রতি ও ঈশ্বরের প্রতি তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিলে, ঋণমুক্তির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কেহ কেহ বলেন, সর্ব্বচিন্তা-

---

(২) অর্থাৎ শোধ।

(৩) অর্থাৎ অঋণী হওয়া।

পরিহারপূর্ব্বক একমাত্র ঈশ্বরতত্ত্বের অনুরাগী হইলেই, সর্ব্বপ্রকার ঋণদোষ বিদূরিত হয়। কেননা, ঈশ্বরই সমাজ ও আত্মার মূল।

অথবা, যিনি যেপ্রকার বিধান বা উপদেশ প্রদান করুন, মন সকলেরই মূল। মন শুদ্ধ না হইলে, আত্ম-শুদ্ধির উপায় নাই। এইজন্য সর্ব্বাগ্রে মনের বিশুদ্ধি সম্পাদন করা একান্ত বিধেয়। মন যাহাতে চঞ্চল না হয় এবং যাহাতে অবলম্বিত অধ্যবসায়ে উত্তরোত্তর সমধিক গাঢ়তা বা দৃঢ়তা শিক্ষা করে, তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা অবহিত হইবে। কেননা, এক দিনের অধ্যয়ন, দান বা যজন দ্বারা কখন আনৃণ্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। মহারাজ! আমি এইজন্য স্তম্ভন ও বশীকরণ শিক্ষা করিয়াছি। নিশ্চয় জানি, মন বশীকৃত না হইলে, অতিমাত্র হেয় বিষয়েও সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই। মনের সহিত সকল বিষয়ে আমাদের নিত্য ব্যবহার। অতএব সর্ব্বতোভাবে তাহার সহিত আত্মীয়তাসংস্থাপন একমাত্র প্রধান কার্য্য। যে ব্যক্তি মনকে আপনার ভাবিয়া, অন্ধ বিশ্বাসের বশীভূত হয়, তাহার কোন কালেই ভদ্র-প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। আমি পিতার মুখে শ্রবণ করিয়াছি, পরমাত্মা নিত্যপুরুষ পরম-মঙ্গলময় গূঢ় অভিপ্রায় সিদ্ধির নিমিত্ত আমাদিগকে সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন। যদি সকলে স্ব স্ব মন পরীক্ষা করিয়া, পর্য্যালোচনা করে, সুস্পষ্ট বুঝিতে পারে, উল্লিখিত অভিপ্রায়সিদ্ধির সুখময় শুভ বীজ ঐ মনোমধ্যে নিহিত হইয়াছে। মনের শুদ্ধিই সেই বীজ বলিয়া অভিহিত

হয়। যাহার মন যে পরিমাণে শুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন, সে ব্যক্তি সেই পরিমাণে সিদ্ধি লাভ করে; এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি এইজন্য সর্বথা মনের শুদ্ধি সাধন করিয়াছি। নিশ্চয় জানি, চিত্তশুদ্ধিই পরম সিদ্ধি ও চরম মোক্ষ। যদি জীবন্মুক্তির অভিলাষ থাকে, মনের শুদ্ধি বিহিত হইলেই, তাহা সম্যক্ সুসিদ্ধ হয়। আমার মন কখন অসৎ বিষয়ের অভিলাষী অথবা অসৎ চিন্তার অনুসারী হয় না। সুখ বা দুঃখ, বিপদ বা সম্পদ সকল অবস্থায় শান্ত ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক পরমার্থরূপ অমৃতরস পান ও আলোড়ন করিয়া থাকে। আমি বিষয়ের অভিলাষী নহি; সুতরাং সংসারের কিছুরই অপেক্ষা রাখি না। তথাপি, আমার চিত্ত একদিন একক্ষণের জন্যও অবসন্ন বা শূন্য হইয়া, অনর্থক পরিক্রমণ পূর্ব্বক ম্লান বা ক্ষীণদশা প্রাপ্ত হয় না।

পরমাত্মা সর্ব্বচিন্তাময়। বিষয় অপেক্ষাও তদীয় চিন্তার সীমা বা ইয়ত্তা নাই। পদে পদেই তাঁহার স্মরণ, মনন বা চিন্তন করিবার প্রচুর বা অপর্য্যাপ্ত অবসর উপস্থিত হইয়া থাকে। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে অথবা ভূগর্ভে সর্ব্বত্রই ঐপ্রকার স্মরণ, মনন ও চিন্তনের সামগ্রী শতধা বা সহস্রধা দেখিতে পাওয়া যায়। তন্নিবন্ধনই আমার মনোমধ্যে ক্ষণমাত্রও অসৎ, অসম্বদ্ধ বা চপল চিন্তার পদগ্রহণসম্ভাবনা নাই, এবং তজ্জন্য অকারণ উদ্বেগ, অনর্থক শঙ্কা অথবা অমূলক ভয়ও কোন কালেই আমারে আক্রমণ করিতে পারে না। আমি অসীম ও অপার সাগরের তীরদেশে দণ্ডায়মান হইয়া, ঈশ্বরের অসীম ও অপার সৃষ্টি-চাতুর্য্য

এবং তৎসহকারে তদীয় নিরতিশয় অপারতা ও সর্ব্বাতি-শায়িনী অসীমতা পর্য্যালোচনা করি। এবং বহুদূর-বাহিনী শত শত বিপুল তরঙ্গিণী যে তাহাতে অবিশ্রান্ত ও অনাহত অসীম বেগে অনবরত পতিত ও মিলিত হইতেছে, এবং তিমি, তিমিঙ্গিল[১], মকর, কুম্ভীর ও অজগর প্রভৃতি যে সহস্র সহস্র জীব অনায়াসে ও অবিঘাতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, তদ্দর্শনে চিন্তা করিয়া থাকি, সংসারের যাবতীয় বস্তু, অধিক কি, এই অপার সরিৎপতিও স্বকীয় সমস্ত পরিকর সহিত এই রূপে সেই সর্ব্বময় সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বরে পতিত ও মিলিত হইয়া থাকে এবং এই রূপে অনায়াসে ও অবিঘাতে তাঁহাতে অধিষ্ঠিত হয়। তিনি সকলেরই চরম স্থিতি, চরম গতি ও চরম কক্ষা।

এই রূপ, আমি প্রচণ্ড গ্রীষ্মদিবসের অতিপ্রচণ্ড মধ্যাহ্ন সূর্য্যমণ্ডলে নয়নযুগল বিস্ফারিত ও সন্নিবদ্ধ করিয়া, চিন্তা করি, যিনি ঈদৃশ তেজোরাশির সৃষ্টি করিয়াছেন, তদীয় তেজ কিংস্বরূপ, তাহা মনেও ধারণা করা দুষ্কর। এই স্থানেই আমার সর্ব্বব্যাপিনী চিন্তা ও সর্ব্বব্যাপী মনোবেগ পরাহত হইয়া থাকে। এই রূপে শয়নে, স্বপ্নে, আহারে, বিহারে, সুখে, দুঃখে, নগরে অরণ্যে অথবা যত্রতত্র অধিষ্ঠানপূর্ব্বক আমি সেই তেজোরূপী মহা পুরুষের দুর্ব্বিভাব্য তেজঃস্বরূপতার চিন্তা করিয়া থাকি। এবং যখন দেখিতে পাই, সুকুমার বসন্ত-গগনে পরম-সুখময়ী পৌর্ণমাসী নিশীথিনীর সকল-লোক-সুশোভন

(১) তিমিকে যে গ্রাস করে।

সুখময় সমাগমে শান্তি ও সর্ব্বসুষমার পরিচয় স্বরূপ, সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধীপ্তির চরম নিদর্শন স্বরূপ, মনোহারিতা ও লোভনীয়তার প্রথম প্রসব স্বরূপ এবং সৌকুমার্য্য ও সৌন্দর্য্যের বিলাসগৃহ স্বরূপ ভুবনভূষণ ওষধীশ চন্দ্রমা সমুদিত হইয়া, অতিস্নিগ্ধ অমৃতময় কৌমুদীভার বহন পূর্ব্বক সকলের অন্তর বাহির সমান ভাবে আপ্যায়িত করিতেছেন; তখন আমি আরও চকিত, বিস্মিত, প্রতিহত, সম্ভ্রান্ত, উৎফুল্ল ও অভিভূত হইয়া, অপার মোহসাগরে অবগাহন ও সংসারের সমুদয় বিস্মৃত হইয়া, আত্মাকে পর্য্যন্ত স্মরণপথের বহির্ভূত করি। তৎকালে আমার পরমপিপাসুক চিত্ত প্রচুর পরমার্থরস পান করিয়া, যেরূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করে, তাহা স্মরণ করিলেও, শরীরে লোমহর্ষণ উপস্থিত হয়। বাস্তবিক, একাধারে এরূপ অসাম তেজ ও স্নিগ্ধতা-সৃষ্টির সাধন-শক্তি সকলেরই নিরতিশয় বিস্ময় ও অপার চিন্তার আধার, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মহারাজ! মানুষ যদি ক্ষণমাত্র বিষয়-শয্যা পরিহার ও মোহনিদ্রা ভঙ্গ করিয়া, অণুমাত্র জাগরিত চিত্তে বদ্ধ দৃষ্টি প্রসারিত করে, তাহা হইলে, সংসারের সর্ব্বস্থলে চিন্তা ও বিস্ময়ের এইপ্রকার ভূরিতর দৃষ্টান্ত তাহার দর্শন-বিষয়ে পতিত ও আনুষঙ্গিক বিপুল অমৃত-সম্ভোগ হয়। শরীরের ন্যায় আত্মারও পুষ্টি করা কর্ত্তব্য। কেননা, আত্মা পুষ্ট না হইলে, কেবল শরীরপুষ্টি নরকের দ্বারসেবামাত্রে পরিণত হয়। যেরূপ ঘৃত, দুগ্ধ ও পায়সাদি পুষ্টিকর খাদ্য

যোগে দেহপুষ্টি লব্ধ হয়, সেইরূপ পরমাত্মরূপ পরমতত্ত্বের চিন্তা দ্বারা আত্মপুষ্টি সঞ্চিত হয়। যেরূপ দেহপুষ্টির অভাব হইলে, দৌর্ব্বল্য-দোষের আবির্ভাব বশতঃ উৎসাহ ও কার্য্য শক্তির ন্যূনতা সংঘটিত এবং সাংসারিক সমুন্নতির বিষম ব্যাঘাত আপতিত হয়, তদ্রূপ, আত্মপুষ্টি না হইলে, পারমার্থিক অবসাদ প্রযুক্ত সত্য ও ধর্ম্মাদি বৃত্তি সমুদয় শিথিলিত এবং অপবর্গ(১) লাভের বিপুল বিঘ্ন সমুপস্থিত হয়। বিষয়রূপ বিষম বিষে কীট-পদ-পরিগ্রহপূর্ব্বক নরকের দ্বারস্বরূপ অতিজুগুপ্সিত জঘন্য সংসারে চিরকাল জড়ের ন্যায় রিপুগণের দারুণ প্রহার-যন্ত্রণা সহ্য করিয়া, ক্লেশ-শতময় অতিপাপ জীবন যাপন জন্য মনুষ্যরূপ আত্মজীবের সৃষ্টি হয় নাই। যদি বাল্যকালের স্তন্যপান-পিপাসা বার্দ্ধক্যেও বিনিবৃত্ত না হয় এবং যদি শিশুকালের মল-লুলিত-ঘৃণ্য-বপুস্ত্ব জরারও অনুসরণ করে, তাহা হইলে, মনুষ্য ও পশুতে পার্থক্য কি ?

অদ্য বা অব্দশতান্তে মরিতে হইবে, ইহা স্থির নিশ্চয়। কোন ব্যক্তিই এই নিশ্চয়ের অপহ্নব বা প্রতিকূলে উত্থান করিতে সমর্থ নহে। কিন্তু মরিলে, আত্মা কোথায় যাইবে, ইহা একবার চিন্তা করা কর্ত্তব্য। তত্ত্বপারদর্শী মহর্ষিগণ নিঃসংশয়ে প্রতিপাদন করিয়াছেন, আত্মা যে ঈশ্বরের বস্তু, মরিলে, তাঁহারই স্বত্বে পরিণত হয়। অতএব ইহাও চিন্তা করা উচিত, যদিও ঈশ্বর সকলের স্নেহময় জনয়িতা, সুতরাং সকলকেই স্বীয় ক্রোড়ে স্থান প্রদান করেন;

(১) অর্থাৎ মুক্তি।

কিন্তু জননী যেরূপ পক্ষপাতপরিশূন্য হইলেও, মলদিগ্ধ-দেহ প্রীতিময় পুত্রকে অঙ্কে ধারণ করিতে সঙ্কুচিত হয়েন, তদ্রূপ যে ব্যক্তির আশয় পবিত্র বা বিশুদ্ধ নহে, সে কখন পরমাত্মার প্রীতিস্থান প্রাপ্ত হয় না। তাহার আসন তদীয় সিংহাসনের বহির্ভাগে বা দূরতর প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সে কখন পিতৃসান্নিধ্যরূপ স্বর্গীয় সুখের অধিকারী হয় না। ঈশ্বর স্বয়ং এইরূপ বিধান করেন, এমন নহে। তাঁহার মুখজ্যোতির এরূপ আশ্চর্য্য বিভব যে, সাধু ব্যক্তি তাহা দেখিলে প্রফুল্ল ও অসাধু সাতিশয় শংকিত হইয়া থাকে। অতএব যে আত্মা কলুষিত ও পাপে দগ্ধীভূত, সে কখন তাঁহার সান্নিধ্যে গমন করিতে সক্ষম নহে। দিবা-ভীত(১) যেরূপ সূর্য্যের আলোক দেখিলে, স্বয়ং মস্তক লুক্কায়িত করে, তদ্রূপ দূষিত ও কুটিল আত্মা ভয়ে ঈশ্বর-সকাশ পরিহার করিয়া, আপনা হইতেই পলায়িত হয়। প্রাচীন মহর্ষিগণ এই সকল পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক আত্ম-শুদ্ধির অবশ্য-কর্ত্তব্যতা উপদেশ করিয়াছেন। পরমার্থ-চিন্তার সহকারিতা ভিন্ন ঐরূপ আত্মপুষ্টির অন্যবিধ উপায় লক্ষিত হয় না। আমি এইজন্য সর্ব্বথা গাঢ় ও সংসক্ত হৃদয়ে সেই পরাৎপর পরমাত্মার স্মরণ, মনন ও কীর্ত্তন করিয়া থাকি। সেইজন্য, আমার মন কখন অপ্রসন্ন ও আত্মা কখন মলিন হয় না; বিষয়ীর ন্যায় আমার বাহ্য দেহেও কখন জড়তার অধিকার সঞ্চরিত হয় না এবং শক্তি ও প্রবৃত্তি সকলও কখন ম্লান ও অবসন্ন হয় না।

---

(১) পেঁচা।

ফলতঃ, অনর্থক চিন্তায় ব্যাপৃত হইলে, মনের শক্তি ও নিপুণতা পরাহত হয়। যাহার মন শক্ত বা নিপুণ নহে সে কোন বিষয়েই নিবিষ্ট বা বদ্ধ হইতে পারে না। এই জন্য সর্ব্বদা সৎ বিষয়ের চিন্তা করিবে। পরমাত্মা ব্যতিরেকে সর্ব্বসদ্‌বস্তু (১) দ্বিতীয় লক্ষিত হয় না। তাঁহার চিন্তা করিলেই, চিন্তাফলপ্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি প্রতিদিন যতচিত ও যতকর্ম্মা হইয়া, তদীয় ধ্যানধারণায় মুহূর্ত্তমাত্র যাপন করে, এবং যেজন্য তিনি সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন, আনুষঙ্গিক তাহারও চিন্তায় প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে কখনও অনুতপ্ত বা অবসন্ন হইতে হয় না।

মনীষিগণ কহিয়াছেন, ঈশ্বর যে সর্ব্বচিন্তনীয় পরম সেবনীয় বস্তু, তাহাতে কাহারও দ্বৈধ নাই। আমি এইজন্য সর্ব্বদা তাঁহার চিন্তা করিয়া থাকি এবং আত্মাকে কখন একাকী বা অসহায় ভাবিয়া, ক্ষুণ্ণ বা ম্লান ভাব ধারণ করি না। আমি নিশ্চয় জানি, তিনি সর্ব্বদা সকলের সন্নিহিত আছেন। সামান্য পরমাণুও তদীয় সান্নিধ্যসত্তায় বঞ্চিত নহে। আমার এই বিশ্বাস বা সংস্কার চিরাভ্যস্ত। চেষ্টা করিলে, সকলেই আমার ন্যায়, ইহার অভ্যাস করিতে পারে। কেননা, ঈশ্বর সকলেরই সন্নিধানে সর্ব্বদা অধিষ্ঠিত আছেন; ইহা সূর্য্যালোকের ন্যায়, একান্ত সিদ্ধ বিষয়। যাহার হৃদয় এইপ্রকার সংস্কারের বশীভূত, সে সর্ব্বদাই আপনাকে প্রিয়তম ও অনুত্তম বন্ধুর সহবাসী চিন্তা করিয়া, মনের আনন্দে উৎফুল্ল হয় এবং প্রত্যেক মুহূর্ত্তে অভিনব

(১) সম্পূর্ণরূপ সৎ কিংবা সমুদায় সদ্‌বস্তুর প্রধান।

প্রীতি অনুভব করে। একাকী থাকিলে, সময়ের যেরূপ অতিদুর্বহত্ব অনুভূত হয়, তাহার পক্ষে কখন সেরূপ সম্ভব নহে এবং তত্তৎ সময়ে অন্য ব্যক্তির ন্যায় তাহার প্রবৃত্তি ও চিন্তার দ্বারও অবিমুক্ত দশায় অবস্থিতি করে না।

ফলতঃ, পরমার্থ-চিন্তাপরায়ণ পুরুষ চরম সময়ে আশা, আনন্দ, উৎসাহ ও বিপুল ভক্তিভার বহনপূর্ব্বক ঐহিক লীলা সংবরণ করেন এবং যেখানে যান, সেই স্থানেই দেখিতে পান, পরমাত্মা প্রীতিভাজন বন্ধুর ন্যায়, সর্ব্বদা তাঁহার সকাশে অধিষ্ঠিত আছেন। সুতরাং তিনি কোন কালে ভয়, দুঃখ বা উদ্বেগে আহত বা অভিভূত হন না। মনুষ্য যে সময়ে একাকী অবস্থান করে এবং কাহারও সহবাস বা সম্ভাষণলাভে সমর্থ হয় না, তৎকালে এইরূপ পারমার্থিক সান্নিধ্য অভ্যাস করা সকলেরই কর্ত্তব্য। সংসারে সর্ব্বদা সৎসান্নিধ্য প্রাপ্ত হওয়া দুর্ঘট। বিশেষতঃ, একাকী থাকিলে, অনেক কুচিন্তার আবির্ভাব-সম্ভাবনা এবং সময়ের গভীর বেগ ধারণ করাও দুর্ঘট। অধিকন্তু, যাহাদের মন স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, তাহারা অনর্থক চিন্তার চিরদাসত্ব বহন করে। তজ্জন্য, কোন কালেই স্বভাবের প্রফুল্লতা তাহাদের অধিকৃত নহে। ঈশ্বরের সান্নিধ্য-জ্ঞান শিক্ষা করিলে, এই সকলের চিরনিবৃত্তি নিঃসংশয়িত। আমি এইজন্য সর্ব্বদা তদীয় সান্নিধ্য চিন্তা করিয়া থাকি। এইজন্য, আমার দিন বা রজনী কখন দীর্ঘ বলিয়া অনুতাপ হয় না এবং সূর্য্যের উদয় ও অস্তমন উভয় কালই ভয়াবহ অনুভূত হয় না। এইজন্য আমি প্রভাতের প্রসন্ন-

মুখ-দর্শনে যেরূপ প্রফুল্ল হই, রজনীর অন্ধকারময় সমাগমেও সেইরূপ প্রীতি অনুভব করি। ফলতঃ, আমার পক্ষে আলোক ও অন্ধকার উভয়ই সমান। আমি নিশ্চয় জানি, ঈশ্বরের হস্ত যুগপৎ মৃত্যু ও অমৃত উভয়ই সৃষ্টি করিয়াছে। তদীয় সান্নিধ্যে বাস করিলে, মৃত্যুর পূর্ব্বেও অমৃতলাভ হইয়া থাকে। তখন আর মৃত্যু আক্রমণ করিতে সাহসী বা সক্ষম হয় না। যাহারা ঈশ্বরচিন্তা ও ঈশ্বরসহবাসে বঞ্চিত, তাহারা কেবল মৃত্যুই প্রাপ্ত হয়। তাহাদের শোক কোন কালেই নির্ব্বাণ হয না। অতএব মহারাজ! তুমি সর্ব্বদা ঈশ্বরের চিন্তা ও সহবাসে অবস্থিতি করিবে। তাহা হইলে, কখন শোকের লেশ প্রাপ্ত হইবে না।

অষ্টাদশ ~~ষোড়শ~~ অধ্যায়।

ভজনানন্দ-স্বরূপবর্ণন।

অধুনা প্রস্তুত কথার অবতারণা করিব, শ্রবণ কর। আমি সেই রূপে বকুলবৃক্ষে আসীন হইলে, পরমাত্মচিন্তা পরমপ্রীতিদায়িনী সখীর ন্যায়, মদীয় উৎসুক চিত্তে অজ্ঞাতসারে পদগ্রহণ করিল। তখন অন্তঃকরণ অনায়ত্ত ও অসংযত হইয়া, তাহার অনুসরণক্রমে স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতাল আলোড়ন ও নব নব প্রীতি অনুভব করিতে লাগিল। মহারাজ। যে ব্যক্তি একাগ্র হইয়া, সকল-রস-সর্ব্বস্বভূত পরমাত্ম-চিন্তারসে চিত্তবৃত্তি সন্নিহিত করে, তাহার মনের

গতি এইরূপ অনাহত ও আনন্দের দ্বার এইরূপ উন্মুক্ত হয় এবং সমুদয় সংসার তাহার দৃষ্টিতে পরিপূর্ণ আনন্দ-কানন রূপে প্রতিভাত হয়। সে সামান্য ধূলিক্ষেপেও অসামান্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া, অসীম আনন্দ অনুভব করে। অথবা, সংসারের ক্ষুদ্র মহৎ সকল বস্তুই তাঁহার নয়ন মনের প্রীতি বহন করে। আমার পক্ষে ইহা নূতন নহে। আমি প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই এইপ্রকার অপার ও অনির্ব্বচনীয় প্রীতিসুখ সম্ভোগ করি। এক্ষণেও তদনুরূপ অবস্থা আপতিত হইল। আমি তাদৃশ বিপুল তত্ত্বরস নিঃসহ পান করিয়া, একান্ত বিহ্বল ও মত্ত হইয়া উঠিলাম। আমার অন্তর বাহির সহসা বসন্তসমাগমে পুষ্পবাটিকার ন্যায় নিরতিশয় বিকসিত হইল। এমন সময়ে সহসা নয়ন উন্মীলনপূর্ব্বক পার্শ্বে অবলোকন করিলাম, একটী অষ্টাদশবর্ষদেশীয়া সুকুমারী রমণী বকুলবৃক্ষের অন্তরালে অবস্থানপূর্ব্বক স্থির পদে নিশ্চল ও নির্ভর নয়নকমলে সমীপবর্ত্তী সহকারতরুর স্কন্ধসঙ্গিনী মুক্তালতার প্রতি সুস্নিগ্ধ দৃষ্টিসুধা বিক্ষেপ করিতেছে। তাহার আকার প্রকার ও ভাবভঙ্গী এরূপ সর্ব্বজনলোভনীয় যে, দেখিলে, সহসা মূর্ত্তিমতী দীপ্তি অথবা সাক্ষাৎ রূপসম্পত্তি বলিয়া প্রতীতি হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, সর্ব্বশরীর এইরূপ মনোহারী হইলে, তাহাতে কামের অণুমাত্র অবসর বা আবির্ভাব নাই। অথবা, পরমার্থরূপ দিব্য অঞ্জন-শলাকায় যাহার নেত্র পরিচ্ছন্ন ও উদ্ভাসিত হয় এবং তত্ত্বরূপ দিব্য ঔষধ সেবন করিয়া, যাহার পাপরোগ দূরীভূত হইয়াছে, বিকারের হেতু

উপস্থিত হইলেও, সে কখন বিকৃত বা বিষমী দশা প্রাপ্ত হয় না। শত শত মলয়ানিল শত শত রূপে প্রবাহিত হউক; শত শত বসন্তহৃদয়ে শত শত পূর্ণ শশাঙ্ক শত শত রূপে লীলায়িত হউক; উপবনে, গৃহে, চত্বরে, প্রাঙ্গনে বা অন্যান্য শত শত প্রদেশে শত শত রূপে শত শত কোকিল ও শত শত ভ্রমর ঝঙ্কার বা হুংকার করুক এবং শত শত বরাঙ্গনার শত রূপে বিয়োগশত সংঘটিত হউক, কিছুতেই তাহার বিকারসঞ্চার হয় না।

মহারাজ! যেরূপ চক্ষু রুগ্ন হইলে, আলোকেও অন্ধকার-প্রতীতি হয়, সেইরূপ মন দুষ্ট হইলে, অমৃতও বিষসাদৃশ্য ধারণ করে। যাহারা পরমাত্মা রূপ পরম বস্তু হইতে দূরে অধিষ্ঠিত, তাহারাই ঈশ্বরের পরমমনোহারী সৃষ্টি কোকিলের সুখাবহ ঝঙ্কারে বজ্রনিনাদ প্রতীতি করিয়া, মোহিত ও মূর্চ্ছিত হয়। বলিতে কি, ঈশ্বর আনন্দস্বরূপ। সংসারের সকল বস্তুই তদীয় আনন্দ-কণায় পরিব্যাপ্ত। যে ব্যক্তি ইহা অবগত, তিনি কখন বিষণ্ণ বা ব্যাকুল হয়েন না। তিনি প্রতিপদে প্রতিবস্তুতে প্রতিক্ষণেই অভিনব প্রীতিকলা অনুভব করেন এবং যে ঈশ্বর তাঁহার সুখের জন্য এইরূপ শত শত সুখময় বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, নিতান্ত কৃতজ্ঞ হৃদয়ে নিরতিশয় প্রীতি সহকারে তদীয় গুণপরম্পরা গান করিয়া, আত্মার সার্থক্য সাধন করেন। সুখময় সুস্নিগ্ধ বসন্তানিল প্রবাহিত হইয়া, ব্রহ্মাস্তম্ব পর্য্যন্ত আপ্যায়িত করিলে, তিনি প্রীতিভরে উৎফুল্ল হইয়া, তাহার প্রত্যেক পরিক্রমে(১) সেই

(১) সঞ্চরণে।

শান্তি সুখ দাতা বিশ্ব-বিধাতার পরম শান্তমূর্ত্তির হিল্লোল-লীলাসুখ অনুভব করেন; অতিজঘন্য কাম(১)-পুরুষের ন্যায়, প্রলয়কালীন অগ্নিজ্বালা পরিকল্পনপূর্ব্বক কদাচ ভীত বা মত্ত হয়েন না। শারদীয় পৌর্ণমাসীর পরমসুকুমার সমাগমে প্রকৃতি দেবীর বিলাসদর্পণ স্বরূপ সুনির্ম্মল সরসী-হৃদয়ে শত শত কুমুদকানন বিকসিত হইয়া, চতুর্দ্দিক ধবলায়িত করিলে, তিনি তাহাতে সত্য-পুরুষ পরমাত্মার সর্ব্ব-সন্তাপসংহরণ শান্তি-জ্যোতির অতিলোভন লীলায়িত(২) সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া, বিপুল পুলকভারে অবসন্ন ও অপার মোহসাগরে পদে পদেই মগ্ন হয়েন। কিন্তু কখন কুটিল কুসুমায়ুধের কঠোর কালকূটকটুকিত শল্য ভাবিয়া ব্যাকুল বা বিধুর হন না।

শাস্ত্রকোবিদ পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন, বিপদে সুধাও বিষ হয়। ভাবিয়া দেখ, মনের বিকৃতি অপেক্ষা মনুষ্যের গুরুতর বিপদ্ আর কি হইতে পারে? তৎকালে অমৃতও যে দারুণ হলাহলে পরিণত হইবে, তাহাতেই বা আশ্চর্য্য কি? পরমার্থপরিহারই মনের বিকার বলিয়া অভিহিত হয়। যেরূপ সান্নিপাতিক বিকার হইলে, বলবান্ ঔষধ সমস্তও পরাহত হয়, তদ্রূপ মন উল্লিখিতরূপ পরিহার-বিকারে আচ্ছন্ন হইলে, শত শত শান্তিক্রিয়াও বিফল হইয়া থাকে। বিষয়ীর চিত্ত সর্ব্বদা এই পরিহার-বিকারের বশীভূত বা আয়ত্তীকৃত। এইজন্য সে উন্মত্তের ন্যায়, গ্রহাবিষ্টের ন্যায়, ভূতগ্রস্তের ন্যায়, বিষদূষিতের ন্যায়,

(১) অর্থাৎ কামাসক্ত। (২) অর্থাৎ বিকাশ।

কস্মিন্ কালেও শান্তিলাভে সমর্থ হয় না। এইজন্য, সে ভ্রান্তিময়ী মরীচিকার অনুসরণপূর্ব্বক পিপাসা-নিবারণে ধাবমান এবং বিড়ম্বনাময় ইন্দ্রজালের পরতন্ত্র হইয়া অসম্ভাব্য ও অসাধ্য বিষয় সাধনায় প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু কোন কালেই মনোরথ-সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। অধিকন্তু, ভগবান নিত্য পুরুষ যে সুখ ও সন্তোষ তাহারই হস্তে প্রদান করিয়াছেন এবং স্বল্পমাত্র অবহিত হইলেই, যাহার উপলব্ধি অসম্ভব নহে, সে সেই স্বকীয় অধিকারস্থ সুখ ও সন্তোষের নিমিত্ত ইতস্ততঃ বৃথা ধাবমান হয়। ইহা অপেক্ষা অন্ধতা ও বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে?

ঊনবিংশ অধ্যায়।

সংসারের জঘন্যতা।

অবধূত কহিলেন, মহারাজ! যে বিধাতা পূর্ণশশীকেও রাহুর আহার করিয়াছেন, পুষ্প-কুল-ভূষণভূতা কমলিনীকেও শিশিরের আমিষ করিয়াছেন, এবং ধর্ম্মের কেলিগৃহ সাধু-ব্যক্তিকেও নিয়তির বাধ্য করিয়াছেন, আবার, যে বিধাতা অতিতীক্ষ্ণ বিষমধ্যেও সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চিত করিয়াছেন, ক্ষারময় সলিলগর্ভেও রত্নরাশি প্রোথিত করিয়াছেন, কণ্টকী-লতা-শরীরেও মনোহর পুষ্পালঙ্কার বিন্যস্ত করিয়াছেন এবং অনলায়মান(১) ভীষণ মরুভূমিতেও উৎপাদিকা শক্তি নিহিত করিয়াছেন, তাঁহার সৃষ্টি যে সর্ব্বথা মনোহারী অথবা সর্ব্বকাল-সুখাবহ হইবে, তাহা কখনই সম্ভব নহে। এইজন্য আমি তাদৃশী অসুলভ রূপরাশির আধারভূত সেই

সর্ব্বসুন্দরী ললনারে দর্শন করিয়া, সর্ব্বাঙ্গীন প্রীতি ও পরিতৃপ্তি লাভে বঞ্চিত হইলাম। যেরূপ বর্ষাকালীন পূর্ণিমা-গগন অন্তরা(২) মলিনিমায় বিচ্ছিন্ন অথবা যেরূপ প্রভাত-সময়ে কলাবসাদ সহযোগবশে ভুবন-ভূষণ চন্দ্রমার সর্ব্ব-লোক-শোকাবহ বিপন্নভাব সংঘটিত হয় অথবা যেরূপ ঝটিকার কুটিল আঘাতে লোক-লোচনের আনন্দভূতা মাধবীলতার দুরবস্থা আপতিত হয়; আমি সেইরূপ সেই সর্ব্বস্ব-সংভাবিত(৩) ললনারে তদবস্থ অবলোকন করিলাম। তাহার সুকুমার বদনমণ্ডলে ও শারদ-কুমুদ-রুচিরাভ নয়ন-যুগলে যে শুষ্ক শুষ্কতা-সহকৃত শূন্য শূন্য ভাব বিচরণ করিতেছে, তাহা, উপপতির সহবাস-বঞ্চিতা কুলটার মলিন মুখশ্রীর ন্যায় বিরক্তিকর নহে; কপট-কলহান্তরিতা বনিতার নিষ্প্রভ নয়ন-জ্যোতির ন্যায় অরুচিকর নহে; অনন্তরঙ্গ-প্রণয়(৪)-শালিনী অসহৃদয়া যুবতী জনের আশাভঙ্গ-সমুদ্ভূত মলিনিমার ন্যায় যোগ্য-কল্প নহে; অথবা অধনভর্তৃক বণিক-কুমারীর অনর্থক অভিমান বিজৃম্ভিত মলিন মলিন মুখরাগের ন্যায় সমুচিত নহে। কিন্তু অতি-দুর্দ্দিন সময়ে জলদজাল-পরিবারিত(৫) দিবাকরের সকল-লোক-স্পৃহণীয় উদয়-লক্ষ্মীর অদর্শনে নিরতিশয় ম্রিয়মাণা কমলিনীর ন্যায়, নিরতিশয় শোকাবহ। তদ্দর্শনে সুস্পষ্ট প্রতীতি জন্মে,

---

(২) অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে।

(৩) অর্থাৎ যাহার কোন অঙ্গই নিন্দনীয় নহে।

(৪) অর্থাৎ যে প্রণয়ে মন জানাজানি নাই, তাহার নাম অনন্তরঙ্গ প্রণয়। (৫) পরিবেষ্টিত।

তাহার যেন কোন পরম মনোহর ও অতিশয় অভিমত বস্তু বিনষ্ট বা অপহৃত হইয়াছে—ঐ বস্তু তদীয় হৃদয়-ভাণ্ডারের যেন একমাত্র রত্ন, সংসার-গৃহের যেন একমাত্র স্তম্ভ, লোক-যাত্রা-বিনির্ব্বাহের যেন একমাত্র অবলম্বন, জীবিত-ধারণের যেন একমাত্র প্রয়োজন, আশা আনন্দ ও উৎসাহের যেন একমাত্র আধার, শরীরের যেন একমাত্র সংস্থান, পর-লোকের যেন একমাত্র মূল, এবং যেন প্রাণেরও প্রাণ স্বরূপ। সেইজন্য, সে চেতনা ও প্রাণ সত্ত্বেও যেন উৎকীর্ণের ন্যায়, চিত্রিতের ন্যায়, মায়াবিদ্ধের ন্যায়, মন্ত্ররুদ্ধের ন্যায়, অথবা স্থাণুর ন্যায়, নির্জীব হইয়া, স্থির-পদে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

সংসারে প্রিয়-বিয়োগ ও অপ্রিয়-সংযোগ অতি ভয়া-বহ। শরীরীর পক্ষে যতপ্রকার তাপ সম্ভবিতে পারে, ঐপ্রকার বিয়োগ ও সংযোগ সর্ব্বাপেক্ষা ক্লেশ সমুৎপাদন করে। লোকে যদি বস্তুমাত্রেরই ক্ষণভঙ্গুরতা জানিতে পারে, তাহা হইলে, কখন প্রিয় ও অপ্রিয়ে প্রভেদ প্রতীতি করে না। তখন সুস্পষ্ট জানিতে পারে যে, উৎপত্তিই বিনাশের পূর্বভাব। অতএব সংসারের বস্তুমাত্রেই অপ্রিয়। অর্থাৎ যাহাতে নিত্য প্রীতি সমুচিত হয়, তাহাকেই প্রিয় বলে। কিন্তু অনিত্যতা সংসারের স্বাভাবিক ধর্ম। সুতরাং কোন বস্তুই প্রিয় হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহারা বলিয়া থাকে, বস্তু যতক্ষণ প্রীতি বহন করে, তাবৎ তাহার প্রিয়ত্ব প্রখ্যাপন করিলে, বিপ্রপত্তির(১) সম্ভাবনা কি? এই

(১) অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদ।

যুক্তি শুনিতে আপাততঃ মধুর। কিন্তু কোন মতেই একদেশ-দর্শিতা(১) দোষের বহির্ভূত নহে। মনীষিগণ কহিয়াছেন, যাহার পরিণাম শোকাবহ, তাহাই অপ্রিয়। পার্থিব পদার্থ সকলের পরিণাম চিন্তা কর, ঐপ্রকার শোকাবহত্ব সাক্ষাৎ প্রতীত হইবে। পিতা পুত্রকে প্রিয়তম ভাবিয়া যতই স্নেহ করুন; পতি পত্নীকে প্রীতিময় ভাবিয়া যতই অনুরাগ প্রদর্শন করুন এবং বন্ধু বন্ধুকে প্রিয়তম ভাবিয়া যতই প্রীতি করুন, পরিণামে শোকের হস্ত কথনই অতিক্রম করিতে পারিবেন না। এই রূপে যে বস্তু তোমারে শোকে নিক্ষেপ করে, তুমি কি রূপে তাহাকে প্রিয়তম ভাবিয়া, প্রাণ প্রদান করিতে উদ্যত হও?

মহারাজ! প্রিয়তার অব্যবস্থা ও অনাদরও অবলোকন কর। পিতা বা জননী পরমপ্রীতিভাজন প্রাণাধিক পুত্রকে অকৃত্রিম স্নেহভরে ক্রোড়ে ধারণ ও প্রণয়াতিরেক সহকারে বারংবার মুখদেশে চুম্বন পূর্ব্বক গদ্‌গদ কণ্ঠে স্খলিত স্বরে বলিয়া থাকেন, অয়ি ভুবন-ভূষণ! তুমি যদি জন্মগ্রহণ না করিতে, তাহা হইলে, আমাদের কি হইত! অথবা তুমি যদি অকালে এই হতভাগ্যকে পরিত্যাগ কর, তাহা হইলেই বা আমাদের কি হইবে! ফলতঃ, কত পিতা ও কত জননী এইরূপ ও অন্যরূপ কত কি কথা বলিয়া, প্রিয়তার যথেচ্ছাচারিত্ব ও একচ্ছত্রিত্ব প্রদর্শন এবং লোকেও তাহার কত প্রশংসা বা অনুবাদ(২) করে, তাহা বলিবার নহে। তৎকালে

(১) অর্থাৎ পক্ষপাতিত্ব।

(২) অর্থাৎ অনুকরণ।

বোধ হয়, যেন প্রকৃত পক্ষে শিশুই তাহাদের জীবন। অতএব শিশুর বিয়োগ হইলে, তাহাদের প্রাণধারণ কখনই সম্ভব নহে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় অবলোকন কর, কোন পিতা বা কোন জননীই তাদৃশ প্রাণাধিক প্রীতিময় শিশুর মরণে প্রাণ পরিত্যাগ করেন না। অধিকন্তু, আমি সে দিবস ভিক্ষাপ্রসঙ্গে কোন কুটুম্বিনীর(১) গৃহে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছি, তাহার প্রিয়তম ও একমাত্র পুত্র তাহারই ক্রোড়ে মস্তক আরোপণ ও তাহারই মুখদেশে নয়নযুগল সন্নিহিত করিয়া, ধীরে ধীরে প্রাণ পরিহার করিল। কুটুম্বিনী দর্শনমাত্র অতিমাত্র শোকে আচ্ছন্ন ও মূর্চ্ছিত হইয়া, তদীয় হৃদয়ে অবনত মুখে নিপতিত হইল। সমবেত প্রতিবেশীগণও বলিতে লাগিল, এইবার হতভাগিনীর প্রাণ বহির্গত হইবে। কিন্তু কুটুম্বিনী পরক্ষণেই চেতনা লাভ ও অব্যাহত শরীরে উত্থান করিয়া, শুষ্ক ক্রন্দন আরম্ভ করিল। আমি দেখিয়া, মনুষ্যের অসারতা ও অপদার্থতার সহিত নারায়ণস্মরণপূর্ব্বক বহির্গত হইলাম। যুগপৎ ঘৃণা, জুগুপ্সা ও শোক মদীয় হৃদয়ে পদগ্রহণ করিল। অথবা, সংসারে এইপ্রকার দৃষ্টান্ত অসুলভ নহে। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে প্রত্যেক স্থলে প্রতি ব্যক্তিতেই তাহার ঘটনা হইতেছে। বলিতে কি, মনুষ্যের যাবতীয় শোক ও যাবতীয় দুঃখ প্রিয়বিষয়ে এইপ্রকার অন্ধ ও অলস অনুরাগ হইতেই প্রাদুর্ভূত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, কোন ব্যক্তিই দেখিয়া শুনিয়াও সাবধান নহে। প্রত্যুত, মধুলোভী মক্ষিকার

(১) অর্থাৎ পতিপুত্রাদিসম্পন্না স্ত্রী।

ন্যায়, আপাত-সুখের অভিলাষে মত্ত ও হতজ্ঞান হইয়া, তাহাতেই বদ্ধ ও লিপ্ত হইয়া থাকে। তৎকালে, পরকীয় উপদেশেও তাহার চৈতন্য বা প্রবোধ সঞ্চরিত হয় না। এই সকল কারণেই মনীষিগণ কহিয়া থাকেন, যে, মোহময়ী প্রমাদ-মদিরা পান করিয়া, সমস্ত সংসার একান্ত মত্ত হইয়াছে। অন্যথা, তাহার এরূপ অনবস্থাপাতের সম্ভাবনা কি?

সত্য বটে, কোন কোন ব্যক্তি প্রিয়তম-পুত্র-বিয়োগে মত্ত বা কেহ কেহ উপরতও হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাও স্বার্থপরতার অনাঘ্রাত নহে। অন্বেষণ করিলে, জানিতে পারা যায়, হয় ত, পিতা বা জননী সেই পুত্রকে আপনার উত্তরকালের জীবিকাসাধন স্থির করিয়াছিলেন। অথবা, এইপ্রকার অন্যবিধ হেতু থাকিবার সম্ভাবনা। নতুবা, শুদ্ধ, অকৃত্রিম ও অকারণ স্নেহ-পরতাই তাঁহাদের প্রাণ-ত্যাগ বা মত্ততার কারণ নহে। আমি যদৃচ্ছা-পর্য্যটন-প্রসঙ্গে সংসারের সর্ব্বত্রই গমন করিয়া থাকি এবং অবহিত চিত্তে এই সকলের যথাযোগ্য কারণ অনুসন্ধান ও পরিকলন করি। বলিলে, তোমার বিস্ময় ও অবিশ্বাস হইবে যে, যেখানে নিঃস্বতা বা তদনুরূপ ঘটনা বশতঃ উল্লিখিতরূপ স্বার্থসম্বন্ধের অধিকতর সম্ভাবনা, তত্তৎ স্থলে ঐপ্রকার মত্ততার বা মৃত্যুর অবসর দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ, আমি প্রকৃত পরিদর্শীর ন্যায়, স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া, এ বিষয়ের যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তদনুসারে নিঃসংশয়ে বলিতেছি, সংসারে স্বার্থের প্রভাব সকলের অতিশায়ী ও অপরাধৃষ্য। দেখ, লোকে সামান্য দুগ্ধ বা তক্রের লোভে অন্ধ হইয়া,

অতিদুগ্ধপোষ্য বৎসকেও তদীয় জননীর উরুদেশে বন্ধন-পূর্ব্বক আত্মোদরপোষণার্থ নিঃশেষ দোহন করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। যে মনুষ্য ক্ষীণপ্রাণ ও অসহায় পশুর বিপক্ষেও এই রূপে স্বার্থপরতা প্রদর্শন করে, সে যে স্বজাতির প্রতি অনুকম্পাবশংবদ হইবে, তাহা কখন সম্ভব নহে।

তুমিও স্বয়ং পর্য্যালোচনা কর, সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিবে, স্নেহ, প্রণয়, প্রীতি, অনুরাগ, মমতা ও অহন্তা(১) ইত্যাদি স্নেহাদি বৃত্তি সমস্ত উভয়লৌকিক সুখসমৃদ্ধি সাধন জন্য মনুষ্যের হৃদয়মূলে সন্নিহিত হইয়াছে। ইহারা ঈশ্বরের সাক্ষাৎ ছায়া। সংসার ইহাদের অভ্যাসক্ষেত্র এবং স্বয়ং পরমাত্মা ইহাদের প্রয়োগস্থান। অন্যান্য বৃত্তি সকলের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনও এইরূপ পর্য্যবসানে পরিকল্পিত, সন্দেহ নাই। এক্ষণে বিবেচনা কর, পরলোক যাহাদের চরম উদ্দেশ্য, তাহাদের পরিণাম কখন শোকাবহ হইতে পারে না। অতএব ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, স্নেহাদি কখন মত্ততা ও মৃত্যুর কারণ নহে; প্রত্যুত, ভাবী অমৃতের উত্তর-সাধক বা পৃষ্ঠপূরক। তথাহি, কোন ব্যক্তি কোন প্রীতি-সাধন অভীষ্ট বস্তু প্রদান করিলে, তাহার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদাদির সীমা থাকে না। আমরা যেন তৎকালে শত জিহ্বা ধারণ করি। আমাদের আত্মা যেন তাহার পরিগ্রহ(২) হইতে অভিলাষী হয়। এক্ষণে বিবেচনা কর, যিনি সেই অভীষ্ট বস্তুর নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি আমাদের কতদূর কৃতজ্ঞ ও ধন্যবাদী হওয়া বিধেয়।

(১) অর্থাৎ নিজের ন্যায় ভাবনা। (২) অর্থাৎ কেনা।

ন্তোষজনিত বিশুদ্ধ সুখ অথবা একবারেই কোনপ্রকার
খের মুখ দেখিতে পাইবে না। তাহাদিগকে সর্ব্বদাই
দ্বেগ, অসুখ ও আয়াস স্বীকারপূর্ব্বক কালযাপন করিতে
ইবে। ধন ও রত্ন কখন সুখের কারণ নহে। আমি এই-
ন্যই উঁহাদিগকে সমুদ্রগর্ভে, পর্ব্বতগহ্বরে, মরুপ্রান্তরে
এবং তৎসদৃশ অন্যান্য সঙ্কট স্থলে লুক্কায়িত রাখিয়াছি।
নুষ্য যখন প্রথমত সৃষ্ট হইয়াছিল, তখন কি কুদাল,
স্ত্র, সনিত্র ও অলঙ্কারাদির রচনা হইয়াছিল? তখন
লহেরও লেশমাত্র ছিল না। এখন তাহারা কৃতঘ্নের
ায়, পাষণ্ডের ন্যায়, আমারে প্রতারণা ও প্রহার করিতে
শখিয়াছে। অতএব ইহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ, অন্ধ ও আতুর
াবাপন্ন হইয়া, প্রভুর সেবায়, প্রতারণায়, আত্মবঞ্চনায়,
স্যুতায়, তস্করতায়, হত্যায় ও কুটিলতায় বৃথা ধনসুখ অন্বে-
ণ করিয়া বেড়াইবে। মৃত্যু ইহাদের অনুরাগের বিষয়
ইবে, বিনাশ ইহাদের প্রীতির আস্পদ হইবে, অনিষ্ট ইহা-
দের অভীষ্টের স্থানীয় হইবে। ধর্ম্ম ইহাদের শত্রু হইবে,
ত্য ইহাদের বিপক্ষ হইবে এবং পাপ ইহাদের বন্ধু হইবে।
হারা সুখলাভের অভিলাষী হইবে, কিন্তু সুখ কোথায়
ানিতে পারিবে না। ইহারা অমৃত বলিয়া স্বহস্তে গরল
ক্ষণ কবিবে; হার বলিয়া অসিলতা গলদেশে অর্পণ
রিবে এবং মাল্য বলিয়া কালসর্প ধারণ করিবে। এইরূপ
র্ব্বত্রই অসতে সংভ্রম সমুপস্থিত হইবে। ইহারা অট্টা-
লকায় শয়ন করিবে, কিন্তু অরণ্যপ্রান্তরে তরুতলশায়ী
ামান্য মৃগের ন্যায়, সুখস্বচ্ছন্দে নিদ্রাসুখ সম্ভোগ করিতে

বিনয়কে উপহাস (১) জ্ঞান উহার উপসর্গ। অধিকন্তু, ঐ বিকারে আক্রান্ত হইলে, শান্তির সুবিমল শীতল জ্যোতি, যেন চক্ষুর দোষ সমুৎপাদন করে এবং জ্ঞানের বিশুদ্ধ আলোকও যেন অন্ধকারের ন্যায়, প্রতীয়মান হয়। সুতরাং শান্তচরিত্র জ্ঞানী ব্যক্তিও তাহাদের নিকটস্থ হইতে ভয় করেন এবং বিসূচিকারোগের ন্যায়, তাহাদিগকে দূরে পরিহার করিয়া থাকেন। মহাবলের ভাগ্যেও এইরূপ সংঘটিত হইল। কিন্তু প্রমাদের ফল পাপ, পাপের ফল মোহ, মোহের ফল মৃত্যু। এইজন্য সংসারে কেহ প্রমত্ত হইয়া, পরিত্রাণ পাইতে পারে না। স্বয়ং রন্ধ্রদর্শী বিধাতা সর্ব্বদা সাবধান হইয়া, রন্ধ্র অন্বেষণ করিতেছেন। তিনি অপাদ, কিন্তু সর্ব্বত্র গমন করেন; অহস্ত, কিন্তু সমস্ত কার্য্য করিতে পারেন এবং অচক্ষু, কিন্তু সমুদায় হস্তামলকের ন্যায় দর্শন করেন। যেখানে বায়ুর গতি নাই; দিবাকরকিরণের প্রবেশ নাই; বুদ্ধিমানের বুদ্ধি আশু তথায় অবগাহন করিতে পারে। কিন্তু যেখানে বুদ্ধিমানের বুদ্ধিও প্রবেশ করিতে অসমর্থ হয়, বিধাতার তীব্রদৃষ্টি অতি প্রত্যক্ষের ন্যায়, অনায়াসেই তাহার আলোড়ন করিয়া থাকে। এই বিধাতা দৈব, অদৃষ্ট, কাল সকলেরই নিয়ন্তা। মনুষ্য কোনরূপে এই সকল অতিক্রম করিতে পারে; কিন্তু সর্ব্বদর্শী সর্ব্বনিয়ন্তা বিধাতাকে প্রতারিত করা তাহার সাধ্য নহে। সে তাঁহাকে প্রতারিত করিতে গিয়া, আপনিই

(১) অর্থাৎ, যদি কেহ বিনয় প্রদর্শন করে, বোধ করে, উপহাস করিতেছে।

বিড়ম্বিত ও বিনষ্ট হয়। বিধাতা স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, স্বহস্তে বা অন্যের দ্বারা দণ্ডদান করেন না; তাঁহার দণ্ড সকল আপনা আপনিই মনুষ্যের স্কন্ধে পতিত হয়। তত্ত্ব-দর্শী মনীষিগণ এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়াই বলিয়া থাকেন, মনুষ্য যখন অপরাধ করে, মনে করে, সে স্বয়ং স্বাধীন, তাহার কেহ শাস্তা বা প্রভু নাই। যদিও প্রভু থাকেন, তিনি দেখিতে পান না। কিন্তু এই যুক্তি ও সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমরা জলে স্থলে পর্ব্বতে গহ্বরে যেখানে থাকি, কখন সেই সর্ব্বদর্শী বিধাতার বিশ্ববিসারী তীক্ষ্ণদৃষ্টির বহির্ভূত নহি। বিশেষতঃ, ধর্ম্ম তাঁহার সুবি-শ্বস্ত প্রহরীরূপে সর্ব্বদা আমাদের মস্তকোপরি শ্যেনের ন্যায় গর্জ্জন করিতেছে। আমরা যেমন অপরাধ করি, তৎক্ষণাৎ অলক্ষিতে আক্রমণ করিয়া থাকে। অতএব সর্ব্বদা সাবধান হইয়া, ন্যায়মার্গে বিচরণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

ধারাপতি মহাবল এই সিদ্ধান্তের মর্ম্মজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু কালের সান্নিধ্য ও তত্তৎ ঘটনার অবশ্যম্ভাবিতাবশতঃ তাঁহার দারুণ মতিভ্রংশ উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি নিরপরাধে প্রজাগণের উৎপীড়ন করিয়াও ক্ষান্ত হইলেন না। দুরাচার সহচরগণের দুর্ম্মন্ত্রণার বিধেয় হইয়া, দেবদ্বিজের অবমাননা-রূপ দুষ্করকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। বিধাতা আর তাঁহার অত্যাচার সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহার পাপের বৃক্ষ এতদিনে পরিণত ও দেহ নিতান্ত ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে সর্ব্বংসহা পৃথিবী তাঁহারে বহন করিতে অসম্মত হইলেন। আত্মাও আর তাঁহার অগ্নিকুণ্ডের ন্যায় সুবিষম

পাপতাপে পরিপূর্ণ মলিন দেহে বন্দীর ন্যায় বাস করিতে সমর্থ হইলেন না। এইরূপে সকলেই পরিহার করিলে, তিনি উন্মত্ত হইয়া, একদা কতিপয় সহচর সমভিব্যাহারে মৃগয়াজন্য মহর্ষি চ্যবনের আশ্রমে গমন করিলেন এবং তথায় আশ্রমমৃগ বধ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। মহর্ষি সমিৎকুশ আহরণার্থ দূরে গমন করিয়াছিলেন। সহসা মৃগয়াকোলাহল ও আশ্রমবাসী মৃগগণের আর্ত্তনিনাদ শ্রবণ করিয়া, দ্রুতপদে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। দেখিলেন, দুরাচার মহাবল, ব্যাধের ন্যায়, দস্যুর ন্যায় ও মূর্ত্তিমান্ তপোবিঘ্নের ন্যায়, তদীয় সুপবিত্র আশ্রমপদ দূষিত ও ব্যথিত করিয়া, সাক্ষাৎ কলঙ্করাশির ন্যায়, বিচরণ করিতেছে। মৃগগণ তাহার সুতীক্ষ্ণ সায়কে বিদ্ধ ও হতজীবিত হইয়া, ইতস্ততঃ পতিত রহিয়াছে। তাহাদের ক্ষতমুখ হইতে ঘনীভূত কৃষ্ণবর্ণ শোণিতরাশি এখনও বিনিঃসৃত হইতেছে। কেহ কেহ অর্দ্ধমুকুলিত নয়নে পতিত হইয়া, ধীরে ধীরে শ্বাসপ্রশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। বোধ হয়, যেন মহর্ষিকে আপনাদের এই দারুণ বিপত্তি জানাইবার জন্য এখনও কথঞ্চিৎ প্রাণধারণ করিয়া আছে। মহাভাগ মহর্ষি মূর্ত্তিমতী শান্তি ও সাক্ষাৎ ধর্ম্ম। তাঁহার সর্ব্বশরীরে সত্যের সুনির্ম্মল জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইতেছে; বদনমণ্ডলে দয়া ও সরলতার চিহ্ন সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে; নয়নযুগলে তপোলক্ষ্মীর প্রসাদলব্ধ তেজোময়ী প্রতিভা সমুদ্দীপিত হইতেছে এবং আকার প্রকারে যেন নিরিন্ধন অগ্নি সর্ব্বদা প্রজ্বলিত হইতেছে। তদ্দ্বারা তিনি যুগপৎ ভীষণ ও প্রসাদাভি-

মুখ দুর্দ্ধর্ষ ও অধিগম্য, বিশ্বস্ত ও দুর্নিরীক্ষ্য হইয়াছেন তিনি সূর্য্যের ন্যায় উগ্র, চন্দ্রের ন্যায় মৃদু, গ্রীষ্মকালে ন্যায় প্রচণ্ড, বসন্তের ন্যায় মনোহর ; সমুদ্রের ন্যায় গম্ভী আকাশের ন্যায় প্রশস্ত, পর্ব্বতের ন্যায় উন্নত এবং বায়ু ন্যায় সর্ব্বলোকসুখাবহ। তাঁহার বাক্যে, ব্যবহারে কথোপকথনে, গমনে, উপবেশনে. অঙ্গ সঞ্চালনে, ফলত সর্ব্বত্রই যেন কোমলতা, ঋজুতা, সরলতা ও বিশ্বস্ততা মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করিতেছে। এই সকল কারণে তিনি পিতা ন্যায় ভক্তিময়, মাতার ন্যায় স্নেহময়, ভ্রাতার ন্যায় প্রীতি ময়, ভগিনীর ন্যায় আদরময়, বন্ধুর ন্যায় প্রণয়ময়, গুরু জনের ন্যায় গৌরবময়, পরিজনের ন্যায় শ্রদ্ধাময়, বান্ধবে ন্যায় আত্মীয়তাময় এবং আত্মার ন্যায় সর্ব্বময়। তিনি তপশ্চরণ করেন, এইজন্য তপস্যার গৌরব হইয়াছে ; তিনি সত্যকথা বলেন, এইজন্য সত্যের আদর হইয়াছে ; তিনি ধর্ম্মচর্চ্চা করেন, এইজন্য ধর্ম্মের প্রতিপত্তি হইয়াছে এব তিনি সর্ব্বদা ন্যায়পথে বিচরণ করেন, এইজন্য ন্যায়ের বহু মাননা হইয়াছে ; তিনি শান্তির পরিচর্য্যা করেন, এই জন্য শান্তির প্রশংসা হইয়াছে ; তিনি দয়ার অনুষ্ঠান করেন, এইজন্য দয়ার লোকপ্রিয়তা হইয়াছে। ফলতঃ তাদৃশ মহাত্মা যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, সেই সেই কার্য্যই সর্ব্বথা সকলের সুখাবহ ও অবশ্য করণীয় হইয় থাকে। বলিতে কি, তাহা গ্রাম্য হইলেও স্বর্গীয় বলিয় সকলকালে সকল দেশে সকল লোকের প্রীতি ও শ্রদ্ধ আকর্ষণ করে। এইজন্যই তপস্বিগণের অক্ষমালা, জটা

জট, ভস্মত্রিপুণ্ড্রক, মৌঞ্জমেখলা, মৃগচর্ম্ম, বল্কল, কমণ্ডলু ও দণ্ড প্রভৃতি মুক্তামালা, স্বর্ণমুকুট, কপালমণি, সিংহাসন, কৌষেয় বসন, সুবর্ণপাত্র ও হেমমেখলা প্রভৃতি মহারাজোচিত মহামূল্য দ্রব্যজাত অপেক্ষা সমধিক আদর, গৌরব ও প্রশংসার বিষয় হইয়াছে। এইজন্যই তাঁহাদের আশ্রম বা পর্ণকুটীর রাজপ্রাসাদ বা কুবেরভবন অপেক্ষাও মনোহর ও প্রীতিকর হইয়াছে। এইজন্যই তাঁহাদের তপোবন নন্দনকাননেরও গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া, লোকমধ্যে প্রতিপন্ন ও সর্ব্বথা সেবনীয় হইয়াছে।

ফলতঃ, মহর্ষি চ্যবন চিরকাল তপশ্চরণ করিয়াছেন। ধর্ম্ম ও শান্তির সেবা করিয়াছেন, মোক্ষ ও পরমার্থের পরিচর্য্যা করিয়াছেন এবং ঈশ্বরের ও ঈশ্বরাংশ দেবগণের উপসনা করিয়াছেন। পাপের লেশমাত্র অবগত নহেন, অধর্ম্মের নামমাত্র পরিচিত নহেন; মিথ্যার সম্পর্কমাত্রে লিপ্ত নহেন, হিংসার গন্ধমাত্রে অভ্যস্ত নহেন এবং হত্যার কথামাত্রে সম্পৃক্ত নহেন। তিনি বৃদ্ধ ও বর্ষীয়ান; বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান; বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ; বহুদর্শী ও বহুশ্রুত এবং নিরভিমান ও নিরহঙ্কৃত। তিনি তেজস্বী কিন্তু বিনয়ী; বিনয়ী কিন্তু উন্নত; উন্নত কিন্তু অধিগম্য; অধিগম্য কিন্তু সম্ভ্রান্ত। তিনি প্রচণ্ড কিন্তু সহনীয়; কোপন কিন্তু সহিষ্ণু, মৃদু কিন্তু অনতিভবনীয়, সরল কিন্তু দুরাবগাহ; উগ্র কিন্তু লোকপ্রিয়; বনচারী কিন্তু সমাজিক; উদার কিন্তু দুরতিক্রম্য; সম্পন্ন কিন্তু নিষ্কিঞ্চন; বৃদ্ধ কিন্তু যবীয়ান্। তিনি বয়সে ও বিজ্ঞতায় এইরূপ বৃদ্ধ; কিন্তু অন্তরে ও স্বভাবে

বালক। চিরকাল প্রকৃতির ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়াছেন; এইজন্য মনুষ্যসুলভ বক্রতা, ক্রূরতা বা কপটতা তাঁহাকে কখন অধিকার করিতে পারে নাই। অথবা মৃগগণ যাঁহার সখা, বিহঙ্গমগণ যাঁহার আত্মীয়, বৃক্ষগণ যাঁহার পার্ষদ, প্রকৃতি যাঁহার উপদেষ্টা এবং ঈশ্বর যাঁহার একমাত্র অভীষ্ট দেবতা, তাঁহার আবার সরলতা, প্রসন্নতা ও চিত্তশুদ্ধির অভাব কি? মনুষ্য যে অবধি মনুষ্যের সহবাসী হইয়াছে; সেই অবধি কৌশল ও চাতুর্য্য, মায়া ও কপটতা এবং ক্রূরতা ও বক্রতা অবলম্বন করিতে শিখিয়াছে। সেই অবধি তাহার ঈশ্বরে দ্বৈধীভাব, ধর্ম্মে সন্দেহ, স্বার্থে অনুরাগ, সরলতায় জলাঞ্জলি, মিথ্যায় বস্তুজ্ঞান ও গ্রাম্যতায় আসক্তি হইয়াছে এবং সেই অবধি প্রকৃতি তাহাকে পরিত্যাগ, আশা তাহাকে বশীভূত, কামনা তাহাকে অধিকৃত, মমতা তাহাকে পরাজিত ও প্রতিক্রিয়া তাহাকে আত্মীকৃত করিয়াছে। সে প্রতারিত হইয়া প্রতারণা শিখিয়াছে, অপকৃত হইয়া, অপকার অভ্যাস করিয়াছে এবং আহত হইয়া প্রতিঘাত পরিচিত হইয়াছে।

যাহাহউক, মহাভাগ মহর্ষি চ্যবন সহসা এই অশ্রুতপূর্ব্ব অদৃষ্টপূর্ব্ব দারুণ হত্যাকাণ্ড অবলোকন করিয়া, স্তম্ভিতের ন্যায়, চিত্রিতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন এবং অন্তঃকরণে স্বভাবসুলভ অপার করুণার আবির্ভাব হওয়াতে, আর দেখিতে না পারিয়া, নয়নযুগল নিমীলিত করিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার শান্তি হইল না। দুরাচার মহাবলের সেই কলঙ্কময়ী মৃত্যুময়ী উদগ্রমূর্ত্তি যেন তাঁহার মুকুলিত

নয়ন মধ্যেও ঘোর ও ভীষণভাবে নৃত্য করিতে লাগিল। তাহাতে তিনি আরও অস্থির ও অসহমান হইলেন। অনন্তর উপায়ান্তর না দেখিয়া, সংসার হইতে সেই হত্যাময়ী পাপমলিন দারুণমূর্ত্তি একবারেই দূরীকরণ করিয়া, শান্তিলাভের অভিলাষ করিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার নয়নযুগল সহসা উন্মীলিত হইয়া, ঘূর্ণায়মান অলাতচক্রের প্রতিরূপ ধারণ করিল। তাঁহার সেই সর্ব্বলোকলোভন সুস্নিগ্ধ জ্যোতিঃ ক্ষণমধ্যেই তিরোহিত হইল এবং মায়াবিনীর ন্যায় আকার পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক প্রলয়কালীন অগ্নিকুণ্ডরূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। আর তিনি সেই শান্তি ও করুণার জন্মভূমি, সত্য ও তপস্যার বিলাসগৃহ ঋষি নহেন; পাপাত্মার মূর্ত্তিমান্ মৃত্যু, দুরাত্মার দুর্নিবার দণ্ড ও অধর্ম্মের সাক্ষাৎ প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সর্ব্বলোকের ভয় ও দুঃখাবহ তেজোরূপে পরিণত হইলেন। অথবা, সংসারের মহীয়ান্ পদার্থমাত্রেই কামরূপ। দিবাকর কখন অরুণ, কখন তপন; অগ্নি কখন স্ফুলিঙ্গ, কখন সর্ব্বভুক্; বায়ু কখন ঝটিকা, কখন ব্যজনমাত্র; সলিল কখন বিন্দুকণ, কখন বা সাগরায়মান এবং পর্ব্বত কখন পাতালমগ্ন, কখন বা গগনস্পর্শী। বৎস! ধারাপতি মহাবল সহসা সেই শান্তস্বভাব পরমর্ষির তাদৃশ বিসদৃশ আকার পরিবর্ত্ত দর্শন করিয়া, ভয়ে ম্লান ও ম্রিয়মাণ হইলেন। যেরূপ মহাপ্রদীপ সমীপে ক্ষুদ্র প্রদীপ প্রস্ফুরিত হয় না, যেরূপ দিবাকরকিরণে খদ্যোতের জ্যোতি তিরোহিত হইয়া যায়, সেইরূপ তেজোরাশি মহর্ষির গোচরসান্নিধ্যবশতঃ মহাবল

নিতান্ত নিষ্প্রভ হইয়া উঠিলেন এবং আসন্নমৃত্যুর ন্যায় অবসন্ন ও শুষ্কশোণিত হইলেন। তপঃপ্রভাবসম্পন্ন মহাত্মা-গণের কি মহীয়সী শক্তি! তাঁহারা রুষ্টই হউন, উগ্রই হউন, অবসন্নই হউন, রাহুগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায়, ঘৃতসং-পৃষ্ট প্রজ্বলিত বহ্নির ন্যায়, দুরাত্মারও কঠোর চিত্তে, পাষাণে কর্দ্দমের ন্যায়, অনায়াসেই শান্তি সঞ্চরিত করেন। ধারাপতি মহর্ষির তৎকালীন তিগ্ম মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভয়ে যেরূপ জড়ীভূত হইলেন, তদ্রূপ অপার শান্তিরসে বিগলিত হইয়া গেলেন। তাঁহার দুষ্প্রবৃত্তি সমুদায় যেন ক্ষণমধ্যেই তিরোহিত হইল, তখন তিনি অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া করুন বচনে অনুনয়পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! ক্ষান্ত হউন, ক্ষান্ত হউন। মাদৃশ ক্ষুদ্রপ্রাণ দুরাচারকে সংহার করিতে ভবাদৃশ মহাত্মাগণের এরূপ আড়ম্বর বা এরূপ আয়াস কখনই শোভার বিষয় নহে।

বৎস! শৈত্য জলের স্বাভাবিক গুণ; উহা তাপপ্রাপ্ত হইলেই উষ্ণ হইয়া থাকে। দয়ার সাগর মহর্ষি মহাবলের বিষাদজড়িত স্তিমিত মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ শান্তভাব অবলম্বন করিলেন। দুর্দ্দিনের অপগমে সহসা মেঘোপ-রোধ তিরোহিলে, সংসারের যেরূপ ভাবান্তর সংঘটিত হয়, তদ্রূপ ক্রোধরূপ দারুণ ঝটিকাবেগ বিদূরিত হইলে, মহর্ষিরও অন্তঃকরণ পূর্ব্বের ন্যায় নির্ম্মল ও পরিষ্কৃত হইল। তখন তিনি শান্তোদার রমণীয় বাক্যে কহিলেন, দুরাত্মন্! পৃথিবী তোমার ভারে আক্রান্ত হইয়াছেন; মনুষ্যগণ তোমার অত্যাচার উদ্বেজিত হইয়াছে; দেবগণ তোমার

ধর্ষণায় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন ; মহাত্মাগণ তোমার দৌরাত্ম্যে বিব্রত হইয়াছেন। এইরূপে তুমি আপনিই আপনার মৃত্যু আহ্বান করিয়াছ। আমি উপলক্ষমাত্র। বলিতে কি, তুমি যেরূপ দুরাত্মা, যেরূপ পাপমাত্রপরায়ণ এবং যেরূপ দুরাচার, তাহাতে মানবদেহধারণের বা পৃথিবীবাসের যোগ্য নহ। পূর্ব্বে ভগবতী বসুন্ধরা তোমার ন্যায় দুর্ব্বৃত্তগণের নিপীড়নে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, বারংবার রোদন করিলে, পিতামহ তাঁহার রক্ষার্থ প্রথমতঃ গ্রামীণমণ্ডল, তদনন্তর মণ্ডলাধিপতি, অনন্তর মণ্ডলেশ্বরপতি চক্রবর্ত্তী নরপতির সৃষ্টি করেন। সাক্ষাৎ ধর্ম্ম ও শান্তির অংশ এবং লোক-পালগণের বিভূতি লইয়া, এই নরপতির সৃষ্টিক্রিয়া সমা-হিত হয়। অতএব পুত্রের ন্যায়, প্রজার পরিপালন, পিতার ন্যায় তাহাদের রক্ষাসাধন, মাতার ন্যায় তাহাদের দণ্ডদান এবং আত্মীয়ের ন্যায় তাহাদের কল্যাণসম্পাদন করা নর-পতির অবশ্য কর্ত্তব্য ও পরম ধর্ম্ম। তুমি সেই সর্ব্বজনকাম-নীয় দুর্লভ পদে অধিরূঢ় হইয়াছ ; কিন্তু তোমার ব্যবহার সম্পূর্ণ বিপরীত। নরপতি চন্দ্রের ন্যায় সকলের অনুরঞ্জন করেন, এইজন্য রাজা বলিয়া বিখ্যাত এবং স্বামীর ন্যায় পৃথিবীর পরিপালন করেন, এইজন্য ভূপতি বলিয়া গণনীয় ; কিন্তু তুমি রাক্ষসের ন্যায় প্রজালোকের দুঃখ সমুৎপাদন এবং দস্যুর ন্যায় পৃথিবীদোহন করিয়াছ ; অতএব তোমার রাজা ও ভূপতি নাম পরিভ্রষ্ট হইয়াছে। আর তুমি মনুষ্য হইয়া, মনুষ্যহত্যা, মনুষ্যপীড়ন, মনুষ্যলুণ্ঠন ও মনুষ্য দূষণ করিয়াছ এবং পশুর ন্যায় যুক্তিজ্ঞান বিরহিত হইয়া, আত্ম-

দ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়াছ ; এইজন্য তোমার মনুষ্যপদ ব
মনুষ্যনামও নিঃস্বত্ব হইয়াছে। যে ব্যক্তি মনুষ্য হইয়া,
মনুষ্যগণের বিরুদ্ধমার্গে অভ্যুত্থান বা বিদ্রোহ সম্পাদন
করে, তাহার আবার মনুষ্যত্ব কি ? সংসারে মনুষ্য ব্যতি-
রেকে আর কোন প্রাণীরই এরূপ সুঘটিত বা সুনিয়ত হস্ত
নাই। এইরূপ হইবার অভিপ্রায় কি ? যে ব্যক্তি তাহা
পর্য্যালোচনা না করিয়া, কেবল শোণিতপাতে ইহা দূষিত
করে, তাহার সেই হস্ত হস্ত নহে, পশুপদ বলিয়া, পরি-
গণিত হইয়া থাকে। এই পৃথিবী শুদ্ধ একজনের ভোগ-
বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য পরিকল্পিত হয় নাই। অথবা
শুদ্ধ মনুষ্যজাতিই ইহার ভোগ করিবে বলিয়াও সৃষ্ট হয়
নাই। তাহা হইলে, ইহার এরূপ ভিন্ন ভিন্ন বেশ বিন্যাস
বা নানাজাতির ভোগোপযোগী নানাবিধ বস্তুজাত কল্পিত
হইত না। পিতামহ শুদ্ধ মনুষ্যজাতির সৃষ্টি করিয়াই
ক্ষান্ত হয়েন নাই। তিনি তাহার ন্যায় অন্যান্য বিবিধ জীবের
রচনা করিয়াছেন। অতএব মনুষ্য কিরূপে শুদ্ধ আপনারই
স্বত্বপ্রখ্যাপন করিতে পারে ? বিশেষতঃ, প্রজাপতি ব্রহ্মা
অগ্রে মনুষ্যাদি প্রজালোকের সৃষ্টি করিয়াছেন ; তাহার
পর পৃথিবীপতি রাজার কল্পনা করিয়াছেন। প্রজা না
থাকিলে, রাজপদ কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে ? যাহা হউক,
তোমার পাপ অনেক দূর প্ররূঢ় হইয়াছে ; এক্ষণে আর
উপদেশ দিবার অবসর নাই। তোমার মতিও নিতান্ত
স্থিতিস্থাপক হইয়াছে। উহা পুনরায় আপনার আবিষ্কৃত
পাপপথে প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারে। অতএব ইহার নিরাকরণ

এবং আর কেহ ত্বদীয় দৃষ্টান্তের অনুসারী না হয়, তদনুরূপ অনুষ্ঠান করাই অধুনা কর্ত্তব্য হইয়াছে। শাপ দান করিয়া, তপস্যার হানি করা বিধেয় নহে। কিন্তু তুমি মূর্ত্তিমান্ অন্তরায়রূপে জীবিত থাকিতে, তপঃসমৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। পিতামহ স্বয়ং বলিয়াছেন, যথেচ্ছাচার নরপতি সংক্রামক রোগস্বরূপ ; যেরূপ সংক্রামক রোগ প্রাদুর্ভূত হইলে, দেশের স্বাস্থ্য বিদূরিত হইয়া যায়, সেইরূপ যথেচ্ছাচার রাজার রাজ্যে কোন প্রকার মঙ্গললাভের সম্ভাবনা নাই। বলিতে কি, ঐরূপ রাজার রাজ্য প্রতপ্ত মরুভূমির ন্যায়, অনুর্ব্বর উষরভূমির ন্যায়, সর্ব্বদাই যেন প্রজ্বলিত ও দগ্ধ হইতেছে। উহাতে ধর্ম্ম, জ্ঞান, সত্য, শান্তি ও তপস্যা, তৃণের ন্যায় ভস্ম হইয়া যায় এবং লোকের ধন, সম্পত্তি শস্যাদিও কোনরূপে সমৃদ্ধিলাভ করিতে পারে না। ফলতঃ, যে লক্ষ্মী ক্ষীরোদসাগর, কমলকানন, নারায়ণবক্ষ ও গোলক প্রভৃতি উৎকৃষ্ট স্থানপরম্পরায় সর্ব্বদাই অধিষ্ঠান করেন ; যে সরস্বতী পিতামহবদন, বেদগর্ভ, সাধুর জিহ্বা ও বীণা বেণুর ঝঙ্কার মধ্যে প্রতিনিয়ত বিরাজমান হয়েন ; অথবা যে সমৃদ্ধি ধর্ম্মালয়, তপস্বীর কুটির, আত্মবানের সংসর্গ ও সরলতার মন্দির প্রভৃতি প্রশস্ত স্থানসমূহে অনুক্ষণ অধিষ্ঠান করে, সেই লক্ষ্মী, সেই সরস্বতী, সেই সমৃদ্ধি কখন তাদৃশ দুরাচার রাজার পাপময় দগ্ধ রাজ্যে বাস করিতে সম্মত হয়েন না। মহাত্মাগণ এইজন্যই নরকের ন্যায়, শ্মশানের ন্যায়, পুরীষহ্রদের ন্যায়, উহার পরিহার করিয়া থাকেন। অথবা, তোমাকে আর উপদেশ দিবার আবশ্যক নাই। যাহার কর্ণ আছে, চক্ষু আছে, মন আছে,

বুদ্ধি আছে, সেই ব্যক্তিই উপদেশের পাত্র। তোমার ইহার কিছুই নাই। অধিকন্তু, তুমি ইতিপূর্ব্বেই মৃত ও নির্জীব হইয়াছ। মনীষিগণ বলিয়া থাকেন, সদাচার ও সদসৎ পরিদেবনাই মনুষ্যের জীবন। মনুষ্য যতদিন হিতাহিত জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া, সৎপথের অনুসরণ করে, ততদিনই জীবিত। যে ব্যক্তি তাহাতে বঞ্চিত বা নিবৃত্ত, সেই মৃত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কারণ, এই পরিবর্ত্তনশীল সংসারে কেহই অমর নহে; মৃতু পর্য্যায়ক্রমে সকলকেই আক্রমণ করে। তন্মধ্যে যাঁহারা কৃতসত্য বা কৃতজ্ঞান, তাঁহারাই জিতমৃত্যু ও জিতজন্মা বলিয়া, অভিহিত হয়েন। তোমার ইহার কিছুই নাই। তুমি যাবজ্জীবন লোকের অনিষ্ট ও বিদ্রোহ অনুষ্ঠান করিয়াছ। এবং জ্ঞানসত্ত্বেও জ্ঞানের উপদেশ কোন মতেই গ্রাহ্য বা গণনা কর নাই। অতএব স্বয়ংই মৃত ও নির্জীব হইয়াছ। উপ্তক্ষেত্রে পুনরায় বীজ বপন করিলে, যেরূপ ফললাভের আশা নাই, সেইরূপ মৃতব্যক্তিকেও উপদেশ দিলে, কোন প্রকার ফলোৎপত্তি হয় না। অতএব, তুমি যেরূপ সিংহব্যাঘ্রাদি শ্বাপদের ন্যায়, সর্ব্বদা লোকহিংসায় যাপন করিয়াছ, সেইরূপ ব্যাঘ্রযোনি প্রাপ্ত হইবে এবং প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে স্বয়মুপাগত প্রাণী ভক্ষণ করিয়া কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিবে।

অজগর যেরূপ শত্রুশরীরে দংশনপূর্ব্বক জ্বলন্ত হলাহল নির্গীরিত করিয়া, বেগে পলায়ন করে, তদ্রূপ মহাতপা চ্যবন দুর্নিবার বাগ্‌বজ্র প্রয়োগ করিয়া, দ্রুতপদে প্রস্থান করিবার উপক্রম করিলেন। মহাবল চিত্রপুঙ্খ-

লিকার ন্যায় ধীর ও স্তিমিত নয়নে এতক্ষণ মহর্ষির অমৃতায়মান উপদেশ কথা শ্রবণ করিতেছিলেন। মনে মনে তাঁহার প্রতি পিতৃভক্তি ও ঈশ্বরপ্রেম কে যেন সহসা সমুদিত করিয়াছিল। অথবা, আসন্নকালে মনুষ্যমাত্রেরই বিপরীত বুদ্ধি উপস্থিত হইয়া থাকে। মহাবল এতদিন প্রচণ্ড, ভীষণ, উদগ্র,দুর্ব্বৃত্ত ও পরম অশান্ত ছিলেন; অদ্য কালের সান্নিধ্যবশতঃ শান্ত, মৃদু, সরল, কোমল ও স্নিগ্ধস্বরূপ ধারণ করিলেন। তাঁহার মন, বুদ্ধি ও আত্মা যেন নবীভূত হইল। তিনি একবারও ভাবেন নাই যে, তাদৃশ সৌম্যমূর্ত্তি ক্ষমাপর মহর্ষির অমৃতকুম্ভায়মান বদনবিবর হইতে, বিনামেঘে বজ্রপাতের ন্যায়, ঈদৃশ সুবিষম হলাহলভার সহসা নিগীরিত হইবে। অতএব শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ভীত ও আকাশ হইতে যেন পতিত হইলেন। তাঁহার শোণিতপ্রবাহ বেগে উচ্ছলিত হইয়া, মস্তকের শিখরদেশে আঘাত করিল। তাহাতে তিনি প্রতিহতের ন্যায়, ঘূর্ণায়মান হইয়া ধরাতলে পতনোন্মুখ হইলেন। অনন্তর অতিকষ্টে বেগসংবরণ করিয়া, কথঞ্চিৎ আত্মাকে সংযত করিলেন এবং দ্রুতপদসঞ্চারে বর্ষাকালীন সমুচ্ছ্বসিত প্রবাহের ন্যায়, পর্ব্বতসদৃশ মহাভাগ মহর্ষির সম্মুখদেশে সমাগত হইলেন। একবার ভাবিলেন, বিসারিত বাহুযুগলে তাঁহার পদদ্বয় ধারণ করিয়া অনুনয় করেন; আরবার ভাবিলেন, দুরপনেয় কলঙ্কপঙ্কে আত্মা কলুষিত ও গুরুতর পাপভারে দেহ মলিন হইয়াছে; পবিত্রস্বরূপ মহর্ষিকে কিরূপে স্পর্শ করিতে পারেন। একবার ভাবিলেন, মহর্ষি স্বভাবতঃ ক্ষমা ও সাক্ষাৎ শান্তির

আশ্রয় ; অনুগ্রহপূর্ব্বক শাপপ্রত্যাহরণ করা অসম্ভব নহে। বারবার ভাবিলেন, আমি যেরূপ পাপাত্মা, তাহাতে কোনরূপেই ক্ষমার যোগ্যপাত্র নহি। এইরূপ উপায় ও অপায় চিন্তা করিয়া, তদীয় অন্তঃকরণ পর্ব্বতমধ্যপ্রতিহত জলপ্রবাহের ন্যায়,বিষম অবস্থান্তর পরিগ্রহ করিল এবং আবর্ত্তপতিত তৃণগুচ্ছের ন্যায় বারংবার ঘূর্ণায়মান হইয়া, মগ্ন ও উন্মগ্ন হইতে লাগিল। সমুদায় দিক্ শূন্য ও সমস্ত সংসার জীর্ণ অরণ্যের ন্যায়, প্রতীয়মান হইল। ভাবিলেন, আমি কি হতভাগ্য! ঋষিগণ ধর্ম্মের সাক্ষাৎ পবিত্রমূর্ত্তি ও স্বয়ং ঈশ্বরের অংশ। পিতামহ ব্রহ্মা প্রজালোকে সত্য, শান্তি, ন্যায়, ক্ষমা, করুণা ও আর্জ্জব প্রভৃতির স্থাপন ও বর্দ্ধন সমাধানজন্য যে মহাত্মাগণের সৃষ্টি করিয়াছেন, ঋষিগণ তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ও মূলশালী বলিয়া পরিগণিত হয়েন। তাঁহারা তপশ্চরণ করেন, ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, সত্যের পর্য্যালোচনা করেন, শান্তির পরিচর্য্যা করেন, এইজন্য পৃথিবী সূর্য্যের উদয়াস্তরূপ আত্মচিহ্ন ধারণ করিতেছেন, এইজন্য বায়ু প্রবাহিত, জলধর যথাকালে বর্ষিত, অগ্নি প্রজ্বলিত ও গ্রহগণ নিয়মানুসারে সমুদিত হইতেছে। ফলতঃ, ধর্ম্ম ও ধর্ম্মানুগত সত্যই সংসারের জীবন। সূর্য্য এই ধর্ম্মের আলোক ও চন্দ্র এই সত্যের সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃ এবং বায়ু এই ধর্ম্মের হিল্লোল ও জল এই সত্যের দ্রবময় ভাব। এইরূপে ঈশ্বরের পবিত্রমূর্ত্তিস্বরূপ সত্য ও ধর্ম্মে সমস্ত সংসার প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যদি সত্য ও ধর্ম্ম না থাকিতেন, তবে কেই বা পৃথিবী ধারণ এবং কেই বা তাহার পোষণ

করিতেন। মিথ্যা অন্ধকারময় এবং অধর্ম্ম নির্জীব জড়স্বরূপ, তদ্দ্বারা কখন পৃথিবীর প্রকাশ বা উদয় সমাহিত হইতে পারে না। সৃষ্টির পূর্ব্বে এই সংসার মিথ্যারূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল এবং কালাবসানে প্রলয়রূপ অধর্ম্মবেগে লীন হইয়া থাকে। চরাচরনিয়ন্তা ভগবান্ বিধাতা আপনার মুখদ্যুতিস্বরূপ সত্য ও ধর্ম্ম প্রচারপূর্ব্বক সেই অন্ধকাররাশি নিরাকরণ করিয়া,প্রলয়গর্ভনিহিত সংসারের পুনরুদ্ধার সাধন করেন। এইরূপে সত্য ও ধর্ম্মের মাহাত্ম্য লোকমধ্যে সুবিশ্রুত হইয়াছে। ঋষিগণ সেই সত্য ও ধর্ম্মের প্রতি-পালয়িতা এবং সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাতা। লোকমধ্যে সত্য ও ধর্ম্মের ঈদৃশ যৌগপদিক সমন্বয় কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। এইজন্য দেবগণ ও তপোধনগণের দর্শনলাভে অভিলাষী হয়েন এবং তাঁহাদের সাক্ষাৎকারে দেবজন্ম সার্থক বিবেচনা করেন। হায়, আমি কি হতভাগ্য! ঈদৃশ সর্ব্বজন-কামনীয় দুর্লভদর্শন তপোধনের সম্মুখীন হইতেও সঙ্কুচিত ও পদদ্বয় স্পর্শ করিতেও ভীত হইতেছি। বুঝিলাম, যাহারা পাপের পরিচর্য্যা করিয়া, আত্মজীবন দূষিত করে; তাহাদের ভাগ্যে অমৃতও বিষরূপে পরিণত হইয়া থাকে। এইজন্য তাহারা শান্তির সুবিমলস্বরূপ দর্শন করিলেও, ভীত ও ম্রিয়মাণ হয়। চক্ষুর দোষ সমুৎপন্ন হইলে,যেরূপ দিবা-করকিরণ কোনমতেই সহ্য হয় না; সেইরূপ অধর্ম্মবিকারে অভিভূত হইলে,সত্যের জ্যোতিঃ ভয়াবহ সুখময় হইয়া থাকে। মনুষ্য স্বভাবতঃ স্বার্থের দাস, পাপ ও পরিতাপ এই স্বার্থের কিঙ্কর। যাহারা পাপী ও পরিতাপী, তাহারা কখন সত্য ও

শান্তির সম্মুখীন হইতে পারে না। যেরূপ ঘৃতাক্ত চীবর পরিধান করিয়া অগ্নিকুণ্ডের সমীপস্থ হইলে, অধিকতর উষ্মা অনুভূত হয়, সেইরূপ পাপে মলিনদেহ দুষ্কৃত পুরুষ সত্যের অভিমুখীন হইলে, তাহার তেজে দগ্ধ হইয়া যায়। আমি চিরকাল কায়মনে পাপের অনুষ্ঠান ও সর্ব্বথা সর্ব্ব-প্রযত্নে অধর্ম্মের উপাসনা করিয়াছি এবং নষ্টমতি দুরাচার-গণের দুর্ম্মন্ত্রণার বশীভূত হইয়া দুর্দ্দম ইন্দ্রিয়গণের পরিচর্য্যায় সমস্ত জীবন যাপন করিয়াছি। আমার অপরাধের সীমা নাই; দোষরাশির ইয়ত্তা নাই এবং কলঙ্কেরও পার নাই। যাহারা আমার ন্যায় এইরূপ দূষিতকৃত্ত, তাদৃশ ব্যক্তিমাত্রেই ঈদৃশ শান্তস্বরূপ মহাত্মাগণের দর্শনমাত্র ভীত ও ম্রিয়মাণ হইয়া থাকে, ইহা অপেক্ষা পাপের ও অধর্ম্মের আর কি দণ্ড হইতে পারে? এ বিষয়ে মঙ্গলবিধাতা পরমাত্মার অণুমাত্র ত্রুটি লক্ষিত হয় না। তিনি মনুষ্যকে অমৃতময় আত্মা প্রদান করিয়া, আপনার ছায়ার বিনির্ম্মাণ করিয়াছেন। মনুষ্য আপনার দোষেই আপনি অনর্থক ক্লেশরাশি সহ্য করে। সে আত্মার অনভিপ্রেত, পরমাত্মার অননুমোদিত, সৃষ্টির অনভী-প্সিত ও প্রকৃতির অবাঞ্ছিত কল্পিত স্বার্থের পরতন্ত্র হইয়া, মিথ্যা জ্ঞান ও বৃথা যুক্তির অনুসরণপূর্ব্বক অন্ধের ন্যায়, উন্মত্তের ন্যায়, বিষদূষিতের ন্যায়, আপনার সুখ আপনিই বিনষ্ট করিয়া থাকে। পেচক যেরূপ অন্ধকারেই দেখিতে পায়, সেইরূপ মনুষ্যের বুদ্ধি স্বার্থবিষ বিদূষিত অতি মলিন কার্য্যেই প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে। স্বার্থরূপ দুর্বৃত্ত পিশাচ একবার যাহাকে আক্রমণ করে, দৃষ্টির দোষ না ঘটিলেও,

সে ব্যক্তি অন্ধ হইয়া থাকে ; মদিরা পান না করিলেও, মত্ত হইয়া থাকে ; জ্ঞানের বিপর্য্যয় না হইলেও বাতুল হইয়া থাকে ; বিষ দূষিত না হইলেও,অজ্ঞান হইয়া থাকে ; গ্রহাবিষ্ট না হইলেও মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে, বিকারগ্রস্ত না হইলেও প্রলাপসমস্ত প্রয়োগ করিয়া থাকে ; আসন্নমৃত্যু না হইলেও, ব্যক্তিজ্ঞানে অসমর্থ হইয়া থাকে এবং দুর্দ্দৈব না হইলেও হতবুদ্ধি ও হতশক্তি হইয়া থাকে। হায়, স্বার্থের কি মারণী শক্তি ! আমি অখণ্ড মেদিনীর অদ্বিতীয় অধিপতি। দিবাকরও আমার তেজঃপ্রতাপে ভীত ও সঙ্কুচিত হয়েন ; আমার ধনুষ্টঙ্কারে সমুদ্রেরও গর্জ্জন তিরস্কৃত হয় ; বাণানলে বজ্রাগ্নিরও প্রভাব মন্দীভূত হয় এবং শাসনবলে দণ্ডপতিরও দণ্ডভয় সমুদিত হয়। ত্রিভুবনে একবীর বলিয়া সকলেই আমায় ভয় করিয়া থাকে। স্বপ্নেও ভাবি নাই, আমার তেজোগর্ব্বী মদোদ্ধত অকুতোভয় প্রাণ পরিণামে এইরূপ দুর্নিবার বিপর্য্যয়গ্রস্ত হইবে ; মনেও কল্পনা করি নাই,এরূপ সামান্যসূত্রে আমার তাদৃশী অসামান্য শক্তির ঈদৃশ বিপরিণাম সংঘটিত হইবে। আমি তখনও যেরূপ, এখনও সেইরূপ চক্রবর্ত্তী সম্রাট্। বিধাতা আমার রাজ্য, কোষ, সুহৃৎ, অমাত্য, সৈন্যসামন্ত, গজ বাজী কিছুরই অভাব রাখেন নাই, এখনও কিছুরই বিনাশ করেন নাই। এখনও বিপক্ষগণ আমারে দর্শন করিলে, ভয়ে কম্পমান হয়। আমি ভ্রমেও কল্পনা করি নাই ; বিধাতা অন্যহস্তে আমারে সংহার করিবেন। অথবা মৃত্যু আমার নিকটবর্ত্তী হইবে। কিন্তু কি পরিতাপ ! একজন বনবাসীর বাক্যমাত্রে বিনষ্ট হই-

লাম! বিধাতা, তুমি মনুষ্যকে কি দুর্ব্বল করিয়াছ! অথবা তোমার দোষ [illegible]। তোমার নিয়মই এইরূপ। সামান্য কারণে অসামান্য ঘটনা সমুত্থিত হয়, আবার অসামান্য কারণে সামান্য ঘটনা সমুৎপাদিত করে। যেরূপ অতিমাত্র ক্ষুদ্র বীজ হইতে অতিমাত্র প্রকাণ্ড বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ আবার প্রকাণ্ড বৃক্ষেই ক্ষুদ্রবীজের অধিক সৃষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়। বুঝিলাম, স্বার্থলব্ধ ধনগৌরব, ধনগৌরবলব্ধ পদমর্য্যাদা, পদমর্য্যাদালব্ধ অজ্ঞানমদ এবং অজ্ঞানমদলব্ধ আত্মগরিমা সংসারে কোন কার্য্যকর নহে এবং আত্মগরিমা-লব্ধ পরদ্রোহ, পরদ্রোহলব্ধ ঈশ্বরদ্বেষ, ঈশ্বরদ্বেষলব্ধ মোহ মৃত্যু এবং মোহমৃত্যুলব্ধ নরকবাসও দুর্লভ নহে। মনুষ্য! তুমি কি অন্ধ! তোমার অন্ধতা কি প্রলয়ঙ্করী! তোমার প্রলয় কি স্বভাবসিদ্ধ? তোমার স্বভাব কি অসৌভাগ্যময়? তোমার অসৌভাগ্য কি নিত্যসিদ্ধ ও অবশ্যম্ভাবী? তুমি প্রতি দিন, প্রতি ক্ষণে, প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতি পদে এই সকল প্রত্যক্ষ পরিদর্শন করিয়াও, প্রতিনিবৃত্ত নহ; প্রতিনিয়ত প্রবল স্বার্থপিপাসার পরতন্ত্র হইয়া, পরমার্থপথে পদমাত্র পরিচালন করিতেও পরাঙ্মুখ হইয়া থাক এবং পরিণাম-পদবী পরিষ্করণপূর্ব্বক পরম পদার্থ মোক্ষপদপ্রাপ্তি প্রত্যাশারও পরবশ নহ। যাহাহউক, তুমি আপনারে বলবান্ ভাবিয়া, দুর্ব্বলের উপরি অত্যাচার কর, প্রভু ভাবিয়া পর-কীয় স্বত্বলোপে অনায়াসেই পদক্ষেপ কর, কর্ত্তা ভাবিয়া অন্যদীয় কর্ত্তৃত্ব নাশের চেষ্টা কর; স্বাধীন ভাবিয়া সহ-জীবী জীবগণের স্বভাবদত্ত স্বাধীনতা রত্ন হরণ করিতে অভি-

লায কর। অথবা, অন্য যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর; কিন্তু ভ্রমেও ভাবিও না, তোমার স্বার্থবিলসি[illegible]স্বকপোলকল্পিত এই সকল ঊর্ম্মিবিকারের ঔষধ নাই। বিধাতা সদ্বৈদ্যের ন্যায়, স্বার্থরোগের চিকিৎসা করেন এবং বিষবৈদ্যের ন্যায় পাপরোগে প্রশমন করেন। রোগ, শোক, পরিতাপ, বধ, বন্ধন, ভয় এই সকল তাঁহার প্রকৃষ্ট ঔষধ। যাঁহারা শান্ত, সুশীল ও পরদ্রোহ বিরত, তাঁহারা কেবল অমৃতরাশি পান করিয়া থাকে। যাহারা ইহার বিপরীত ও স্বার্থের বশীভূত, তাহাদিগকে ঐ সকল কটু তিক্ত বিস্বাদ ঔষধ পান করিতে হয়। বিধাতা, পিতার ন্যায়, খণ্ড লড্ডুকাদির প্রলোভ প্রদর্শন পূর্ব্বক এই অরুচিকর ঔষধ ব্যবস্থা করেন না। ইহারা স্বয়ং জৃম্ভমাণ হইয়া, ঐরূপ রুগ্ন মনুষ্যের শরীর মধ্যে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া থাকে। দুর্ব্বল মনুষ্যের দুর্ব্বল ইচ্ছা তাহার বিঘ্নকারিণী হইতে পারে না। অগ্নিতে হস্তক্ষেপ করিলে তাহা পুড়িয়া যায়, আমজ্বরে শীতলক্রিয়া করিলে, বিকারগ্রস্ত হইতে হয়. উচ্চ হইতে পতিত হইলে, হস্তপদ ভগ্ন হইয়া যায় এবং অতিমাত্র তাপ প্রয়োগে অতিমাত্র সংহত বস্তুও বিস্ফারিত হয়, সেইরূপ পাপে রত হইলে দুঃখ সন্তাপে দগ্ধ হইতে হয়, অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, সান্নিপাতিক অবস্থা উপস্থিত হয়, স্বার্থলোভের পরতন্ত্র হইলে পরিণামে আশা ও আশ্বাসভঙ্গজনিত দারুণ বেদনা সহ্য করিতে হয় দুরাকাঙ্ক্ষার সেবা করিলে, দুঃখ ও পরিতাপ বিসারিত হইয়া থাকে। এই সকল নিয়ম স্বভাবসিদ্ধ। বিধাতা প্রকৃতিরূপ বিশাল গ্রন্থে লৌকিক ঘটনারূপ বিচিত্র বর্ণ-

মালায় ঐ সকল নিয়ম সুস্পষ্ট লিখিয়া রাখিয়াছেন এবং ধারণা ও অবধানশক্তি প্রদান করিয়া,ব্যক্তিমাত্রকেই তাহার উপযোগী করিয়াছেন। তিনি যেরূপ মনুষ্যের ন্যায় স্বহস্তে দণ্ড দান করেন না, সেইরূপ মনুষ্যের ন্যায়, তাঁহার নিয়ম সমস্তও কখন পরিবর্ত্তিত হয় না। উহা সকল কালে সকল দেশে সকল অবস্থাতেই সমান ও অখণ্ডিতরূপে নিত্য বিরাজমান। মনুষ্য আকাশে পাতালে স্বর্গে পৃথিবীতে যেখানেই থাকুক অথবা ধনী, দরিদ্র, সাধু, অসাধু যাহাই হউক, কোনক্রমে তৎসমস্ত অতিক্রম বা আবর্ত্তন করিতে পারে না। সে, যেমাত্র তাহার মর্য্যাদাভঙ্গে প্রবৃত্ত হয়, সেইমাত্র আপনা আপনি ধৃত ও দণ্ডিত হইয়া থাকে। তাহার আত্মাই তাহাকে ধরাইয়া দেয় ও সমুচিত শাস্তি প্রদান করে। এইজন্য সে অন্ধকারে, গহ্বরে, প্রান্তরে বা সঙ্কট স্থলেও অবস্থান পূর্ব্বক রাজনিয়ম বা রাজদণ্ডাদির ন্যায়, তত্তৎ নিয়ম বা তত্তৎ দণ্ড অতিক্রম করিয়া, কোন-মতেই পারপ্রাপ্ত হইতে পারে না। আমি লোকালয়ে থাকিয়া, অনবরত তৎসমস্ত লংঘন করিয়াছি, তজ্জন্য লোকের অনুরাগরূপ সুবিমল শান্তিসুখ কোনকালেই সম্ভোগ করিতে সক্ষম হই নাই। অবশেষে এই বিজন অরণ্যপ্রান্তরে আসিয়া, যেমাত্র তাহার অতিক্রম করিলাম, তৎক্ষণাৎ দুরপনেয় দণ্ডে পতিত হইলাম। যাহারা আমার ন্যায় চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, কর্ণ থাকিতেও বধির ও মন থাকিতেও অনবহিত হইয়া, স্বার্থসিদ্ধির অভিলাষে ইচ্ছা করিয়া, বিধাতৃবিহিত অপরিবর্ত্ত ও অপরিহার্য্য নিয়তির এই

প্রকারে অতিগমন করে, তাহারা সহায় ও সাধন থাকিতেও, আমার ন্যায় পরিণামে এইপ্রকার বিদশায় পতিত ও অনুতপ্ত হইয়া থাকে। সর্ব্বথা আমি যার পর নাই হত-ভাগ্য ও যার পর নাই বিড়ম্বিত। আমার মনুষ্যদেহ ও মনুষ্যজীবন নামমাত্র; রাজপদ ও রাজগৌরব আড়ম্বরমাত্র; বীর নাম ও বীর খ্যাতি কল্পনামাত্র এবং তেজোগর্ব্ব ও তেজঃপ্রতাপ ছায়ামাত্র। বলিতে কি, আমার বিপত্তি-লাভ ও বিজয় হানিই সত্যমাত্র। অথবা, স্বার্থপর কুটিল মানবমাত্রেই আমার ন্যায় এইরূপ হতভাগ্য ও এইরূপ বিড়ম্বিত। যাহারা ইচ্ছা করিয়া, আপনার শান্তি দূরে নিক্ষিপ্ত ও বিপদ নিকটে আহ্বান করে, স্বয়ং পিতামহও তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ নহেন। আমি চক্ষু পাই-য়াছি, কিন্তু সর্ব্বদা পাপবস্তুই দর্শন করিয়াছি, কর্ণ পাই-য়াছি, পাপকথাই শ্রবণ করিয়াছি; হস্ত পাইয়াছি, পাপ-কার্য্যই অনুষ্ঠান করিয়াছি এবং জ্ঞান ও বুদ্ধি পাইয়াছি; কিন্তু সর্ব্বদাই পাপবিষয়ই পর্য্যালোচনা করিয়াছি। এক-মাত্র স্বার্থই আমার পরমার্থ সিদ্ধির অন্তরায় হইয়া, তত্তৎ-পাপে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। মনুষ্য! তুমি সাবধান। কদাচ স্বার্থলোভে এই সকলের বিসর্জ্জন করিও না। অদৃষ্ট! তুমি কি দুর্ললিত! কাল! তুমি কি কুটিল! দৈব! তুমি কি নির্দ্দয়! অথবা তোমাদের প্রভুত্ব ও প্রতারণাবিস্তার মনু-ষ্যের উপরি এইরূপ। তবে কেন নির্ব্বোধ ও হতভাগ্য মানব আপনাকে প্রভু বলিয়া অভিমান করে, রাজা বলিয়া গর্ব্ব করে; শাস্তা ও নিয়ন্তা বলিয়া শ্লাঘা করে এবং কর্ত্তা

ও বিধাতা বলিয়া আত্মগৌরব প্রখ্যাপন করে? তবে কেন মত্ত ও অভিভূত হইয়া, সংসারে নিজস্ববোধ স্থাপন করে? মমতায় জড়ীভূত ও হতজ্ঞান হইয়া, আকাশকুসুম ইন্দ্রজাল, গন্ধর্ব্বনগর ও ছায়া প্রভৃতিতেও বস্তুজ্ঞানে আসক্ত হয়, তবে কেন অন্ধকারে আলোক ও আলোকে অন্ধকার কল্পনা করিয়া, অন্ধের ন্যায়, ইতস্ততঃ বৃথা পরিক্রমণ পূর্ব্বক ভ্রমণ করে? তবে কেন আকাশে বিচিত্র প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া, অসুখে সুখের অন্বেষণ করে? তবে কেন পিপাসা শান্তির অভিলাষে মরীচিকা ধারণ করিতে ধাবমান হয়?

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

তপোবনমাহাত্ম্য।

দয়ার সাগর তপোরাশি মহর্ষি যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক অপরাধ মার্জনা করেন, তাহা হইলে আমি আর লোকালয়ে মনুষ্য-সমাজে গমন করিব না। এই শান্তরসাস্পদ আশ্রমপদে অবস্থান করিয়া, জীবনের চরমসীমা অতিপাতিত করিব। এখানে মনুষ্যসুলভ স্বার্থের লেশ নাই, স্বার্থসুলভ মিথ্যা জ্ঞানের প্রচার নাই? মিথ্যা জ্ঞানের প্রচারসুলভ আত্মবোধের প্রভুত্ব নাই; আত্মবোধের প্রভুত্বসুলভ পাপরোগের প্রাচুর্য্য নাই, পাপরোগের প্রাচুর্য্যসুলভ অভিসম্পাতরূপ বিষম মৃত্যুর সম্ভাবনা নাই। এখানে প্রকৃতি, জননীর ন্যায়, সম-ভাবে সকলকেই আপনার নির্ম্মল প্রসাদ বিতরণ করেন। হরিণ ও হরিণীগণ সখা ও সখীর ন্যায়, সরলতা ও মুগ্ধতা,

অনহঙ্কার ও অনভিমান শিক্ষা দেয় ; তরু ও লতাগণ গুরু
গুরুপত্নীর ন্যায়, সমুচ্ছ্রায় ও নম্রতা, কোমলতা ও স্নিগ্ধ
আতিথেয়তা ও আশ্রয়দাতৃতা এবং পক্ষী ও পক্ষিণীগণ প
স্পর প্রণয় ও বিস্রম্ভ উপদেশ দিয়া থাকে। এখানে স্ব
ঋষিগণ, সহজ মিত্রের ন্যায়,অকারণ বান্ধবের ন্যায়,নিস্বার্থ
ও হিতৈষিতা, নিস্পৃহতা ও নির্লোভিতা, দয়া ও অনুগ্রহ
ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের শিক্ষাদান করেন
এখানে বসুমতীর শুষ্ক, শূন্য, তীব্র, কুটিল, অনুদার ভা
লক্ষিত হয় না। এখানে বিহঙ্গমগণ প্রতিদিন প্রাতঃকালে
গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আনন্দস্বরে গান করিয়া, নির্ম্মল চি
দিবসের অভিনন্দন ও বিশ্ববিধাতার মহিমা কীর্ত্তন করে
কিন্তু স্বার্থপর কুটিল মনুষ্যের হতভাগ্যে সেরূপ ঘটিবা
সম্ভাবনা নাই। সে বহুকার্য্যকারণময়ী ব্যাপারপরম্পরা
অতিকষ্টে দিবাভাগ যাপন করিয়া, আশা ও মানসভঙ্গজন
দারুণ বেদনার আবির্ভাব বশতঃ রজনীতে শান্তিসুখে নিদ্রা
ভোগে বঞ্চিত হয় ; এইজন্য প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান কর
তাহার সাধ্য নহে। সে আবার গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দিবসে
কর্ত্তব্য সকল চিন্তা করিয়া ব্যাকুল হয় এবং পূর্ব্বদিনে
পরিশ্রম ও মনোরথহানি স্মরণ করিয়া, ব্যস্ত ও বিষণ্ণচিত্তে
বিধাতার প্রভাতসৃষ্টির নিন্দা ও চির-রজনীর অভিনন্দ
করে। তাহার অন্তরে যে ঘোর অনর্থময়ী স্বার্থপরতা,তিমির
ময়ী যামিনীর ন্যায়, সর্ব্বদা সঞ্চরণ করিতেছে, সে তাহা-
রই প্রতিফলনে সমুদায় অন্ধকার নিরীক্ষণ করে এবং কেবল
অন্ধকারেরই প্রার্থনা করিয়া থাকে।

বসুমতি ! তুমি কেন মনুষ্যময়ী হইয়াছিলে ? মনুষ্য ! তুমি কেন চক্ষুবিশিষ্ট হইয়াছিলে ? চক্ষু ! তুমি কেন পাপদৃষ্টি হইয়াছিলে ? পাপ ! তুমি কেন অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিলে ? হায়, পৃথিবী কেন তপোবন হয় নাই ! অথবা, ইহা সৃষ্টির আদিতে তপোবন ছিল। তখন স্বার্থপর পরমার্থপরাঙ্মুখ মনুষ্যের সৃষ্টি হয় নাই। সুতরাং হিংসা দ্বেষ মাৎসর্য্যের কথা ছিল না ; পাপ তাপ শোক রোগের নামমাত্র ছিল না ; আত্মদ্রোহ, পরদ্রোহ, পরগ্লানি, আত্মগ্লানির লেশমাত্র ছিল না। যে অবধি মনুষ্য ইহাতে পদার্পণ করিয়াছে, ঝটিকা বেগের অনুসৃত ধূলিরাশির ন্যায়, পাপ, তাপ, দুরদৃষ্ট তাহার সঙ্গে সঙ্গে সমাগত হইয়াছে ; সেই অবধি পৃথিবীর সুখসচ্ছন্দ আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক ও ছায়ার ন্যায় নামমাত্র হইয়াছে।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

পাপের পরিণাম ও মহত্ত্বের লক্ষণ।

সুমতি কহিলেন, ধারাপতি মহাবল এইরূপ কখন দেব, কখন অদৃষ্ট, কখন বা আপনারেও ধিক্কার প্রদান, কখন বা মনুষ্যজাতির নিন্দা করিয়া, বারংবার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শোকসাগর উদ্বেল ও মানুষীশক্তি বিগলিত হইয়া, বাষ্প ও ঘর্মরূপে অনর্গল বহির্গত হইতে লাগিল। তিনি শক্তির হ্রাস প্রযুক্ত নিতান্ত অবসন্ন ও মুমূর্ষু ভাবাপন্ন হইলেন। অথবা পাপাত্মাগণ

স্বভাবতঃ দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া থাকে। দুর্ব্বল ও নিস্তেজ বস্তুমাত্রেই স্বল্পমাত্র সন্তাপে বিগলিত হইয়া যায়। সূর্য্যের কিরণ প্রবেশমাত্রেই হিমশিলা দ্রবীভূত হয়। এইরূপে দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইলে, মন যেরূপ তাপমাত্র সহ্য করিতে অক্ষম হয়, সেইরূপ শৈত্য ও সন্তাপের ন্যায়, অসহনীয় হইয়া থাকে। চন্দ্রকিরণ স্বভাবতঃ শীতল; কিন্তু চন্দ্র-কান্তমণি তাহা সহ্য করিতে সক্ষম নহে। এইজন্য দুরাত্মাগণ সম্পদে, বিপদের ন্যায়, অধীর ও উন্মত্ত হয়। এবং শান্তির সুবিমল জ্যোতিও, অগ্নির ন্যায়, বোধ করে। ফলতঃ যে বস্তু যত নির্ম্মল, ঘর্ষণ বা তাপ প্রাপ্ত হইলে, তাহার তেজঃ ও উজ্জ্বলতা ততই প্রস্ফুরিত হয়। কিন্তু মলিন বস্তু আরও মলিন হইয়া থাকে। শাণালীঢ় মণি বা অগ্নিনিক্ষিপ্ত স্বর্ণ এবং তাপপ্রাপ্ত প্রস্তর এবিষয়ের দৃষ্টান্ত-স্থল। এইজন্য মহাত্মাগণ বিপদে ধীর ও সম্পদে ক্ষমাপর হয়েন। সূর্য্য মেঘোপরোধতিরস্কৃত হইয়াও, আলোক বিকিরণ করেন। এইজন্য দুর্দ্দিন প্রবল বা স্থায়ী হইতে পারে না। আলস্য ও অকর্ম্মণ্যতাও পাপ। এইরূপ অলস ও অকর্ম্মণ্য লোক বিপদের উপক্রমেই ভীত ও ব্যাকুল হইয়া উঠে। ফলতঃ, যাহারা ভয়ের স্বরূপ ও প্রভাব অবগত নহে, তাহারা ভয়ের কার্য্য করিতে সঙ্কুচিত হয় না। সেই-রূপ, যাহারা সঙ্কুচিত নহে, তাহারা ভয়দর্শনমাত্রেই ম্রিয়মাণ ও মূর্চ্ছাপন্ন হয়। মনীষিগণ পাপী ও পুণ্যাত্মার এইপ্রকার প্রভেদ বিনির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাঁহার মনঃ সৌভাগ্যে নবনীতের ন্যায় কোমল এবং অসৌভাগ্যে

পাষাণের ন্যায় কঠিন ; এবং মৃত্যু ও অমৃত যাঁহার বিপদ ও হর্ষ সমুৎপাদিত করে না ; ইষ্ট ও অনিষ্টাপত্তি যাঁহার অতিমাত্র সুখ বা অতিমাত্র দুঃখের কারণ হইতে পারে না ; যিনি সাংসারিক লয়বিক্ষেপ ধীর ও শান্তভাবে অবলোকন করনে, তিনিই প্রকৃত পুণ্যশীল মহাত্মা। অনবরত সৎপথে বিচরণ ও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া, যাঁহার আত্মা সুসংযত ও মনঃ প্রকৃতিস্থ হইয়াছে ; যিনি মনুষ্যের ভ্রমপ্রমাদ স্বভাবসিদ্ধ ভাবিয়া, তাহার পরিহরণে সর্ব্বদাই যত্নবান্ হয়েন ; সংসারের সুখদুঃখ ও সম্পদ্ বিপদ তাঁহাকে কখন বিচলিত করিতে পারে না। তিনি আত্মাকে নীচ ও অনুন্নত ভাবিয়া,সবিশেষ মনোনিবেশসহকারে অন্তেবাসীর ন্যায়, প্রকৃতির উপাসনা করিয়া, আপনার উৎকর্ষবিধান করেন। এই রূপে তিনি পর্ব্বতের নিকট অচলতা ও তুঙ্গতা, সমুদ্রের নিকট প্রশস্ততা ও দুরবগাহতা, সূর্য্যের নিকট তেজস্বিতা ও প্রকাশিতা, বায়ুর নিকট মৃদুতা ও সর্ব্বলোকের সুখসেব্যতা, পৃথিবীর নিকট সর্ব্বংসহতা ও বিশ্বম্ভরতা ; আকাশের নিকট প্রশস্ততা ও সর্ব্বলোকের অধিগম্যতা ; অগ্নির নিকট ওজস্বিতা ও জ্বলনশীলতা এবং ইহাদের সকলের নিকট লোকোপকারিতা ও লোকপূজনীয়তা শিক্ষা করিয়া থাকেন। সুতরাং কি বিপদ্, কি সম্পদ,কি বিষাদ, কি হর্ষ, সকল কালে সকল অবস্থায় তিনি সমভাবে পদচালনা করেন। বৃক্ষলতাদি যেরূপ তাপপ্রাপ্ত না হইলে বর্দ্ধিত হয় না ; সেইরূপ বিপদে তাঁহাদের সাহস ও মহোৎসাহ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তিনি দেখেন, জীবগণ

বাল্যে, শৈশবে, কৌমারে,যৌবনে,বার্দ্ধক্যে এবং গর্ভাবস্থায়, ফলতঃ সকল সময়েই অহোরহ প্রাণত্যাগ করিতেছে। মৃত্যু তাহাদিগকে জন্মের পূর্ব্বেই গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে। অথচ বিশ্ববিধাতা তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন। অবশ্যই এই ক্ষণিক সৃষ্টির কোন মহৎ উদ্দেশ্য আছে। তিনি সেই মঙ্গলময় সাধু উদ্দেশ্যের সার্থক্য সাধন জন্য স্বতঃ পরতঃ যত্ন করিয়া থাকেন।

তিনি আরও দেখেন, মনুষ্য যদি এই উদ্দেশ্য সাধনে যত্ন না করিয়া, কেবল অনর্থময় স্বার্থসাধনেই ধাবমান হয়, তাহা হইলে, তাহার মনুষ্যত্ব আর কিরূপে রক্ষা পাইতে পারে? তাহা হইলে, পশুপক্ষ্যাদি অপেক্ষা তাহার সর্ব্বতোভূত অনুৎকর্ষই উপলক্ষিত হইয়া থাকে। কে না জন্মগ্রহণ করিয়া আহার করে, নিদ্রা যায়, মলমূত্র পরিত্যাগ করে এবং পুত্রোৎপাদন বা ইন্দ্রিয়প্রীতি সম্পাদনে আসক্ত হয়? এ বিষয়ে কীট পতঙ্গ প্রভৃতি ইতর প্রাণীরও কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। অতএব মনুষ্য যদি ঐ সকল করিয়াই ক্ষান্ত হয়, অর্থাৎ কেবল আহার করে, নিদ্রা যায় এবং আহার ও নিদ্রাকেই পরমার্থ ভাবিয়া, তাহার সম্যকরূপ সাধনজন্য নানাপ্রকার অসৎপন্থা বিস্তারিত করে, তাহা হইলে, সংসারে মনুষ্য বলিয়া, তাহার আর কি গৌরব হইতে পারে? পুণ্যশীল মহাপুরুষগণ এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়াই, সর্ব্বথা পরমার্থপ্রদর্শিত বৈরাগ্য-যোগের অনুসরণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা সংসারে থাকিয়াও সংসারসুখে আসক্ত নহেন। যেরূপ পদ্মাদি পত্রে সলি-

লাদি তরল বস্তু কদাচ সংসক্ত হইতে পারে না ; সেইরূপ তিনিও সর্ব্বথা অসম্পৃক্ত ও আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত হইয়া, সংসারভোগে প্রবৃত্ত হয়েন। তিনি দেখেন, অদ্যই হউক, বর্ষশত পরেই হউক, ইহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। দুর্ব্বল মনুষ্যের সাধ্য নাই যে, এই নিয়মের অতিক্রম করে। তিনি এইপ্রকার পর্য্যালোচনা করিয়া, পূর্ব্ব হইতেই এই অবশ্য-পরিহার্য্য প্রলয়ী সংসার পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। সর্পের নির্ম্মোক যেরূপ স্খলিত ও বিগলিত হয়, সেইরূপ তাঁহার সুবিশাল জ্ঞানদৃষ্টিতে এই সংসার স্খলিত ও বিগলিত বলিয়া সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়। তিনি পাদপগণের বহুযত্নে অঙ্কুরোদ্গমন ও বহুযত্নে পরিণমন অবলোকন করিয়া, সুস্পষ্ট অবগত হয়েন, সংসারের সমুদায়ই আয়াস ও ক্লেশ-ময়। এইজন্য তিনি পুত্রদারাদিতে যাবৎ প্রয়োজন আসক্ত ও যত্নবান হয়েন। অথবা, অধিকতর ক্লেশ ও আয়াস অনুধাবন করিলে, তৎক্ষণাৎ ভুজঙ্গমবৃত্তি অবলম্বন ও শান্তি-মার্গের অনুশীলন করেন। এইজন্য, মনুষ্যজীবদূষক সংসার-ভীষণ অনর্থময় স্বার্থ তাঁহাকে কদাচ আক্রমণ করিতে পারে না। যদিও তিনি এই দুর্ব্বল মানব শরীরে কাহারও উপ-কার করিতে অসমর্থ হয়েন, কিন্তু ভ্রমে কাহারও অপকার অন্বেষণ বা পর্য্যালোচনা করা মহাপাপ বলিয়া বোধ করেন। যদিও তাঁহারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে উপকার করিতে অসমর্থ হয়েন, কিন্তু পরম্পরাসম্বন্ধে যে বিপুল মঙ্গল সম্পাদন করেন, তাহাতেই তাঁহাদের লোকোপকারিতা সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। তাঁহাদের অন্তরগৃহে বিধাতার সাক্ষাৎ পুরস্কারস্বরূপ নির্ম্মল

আত্মানন্দ অহোরহ বিরাজমান হয়, সংসারে তাহার তুলনা নাই। তিনি তদ্দ্বারা দেবলোক, ব্রহ্মলোক, ঋষিলোক অথবা গোলকবাসীরও অধিকতর প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। এইজন্য মৃত্যু তাঁহাকে ভয়, শোক তাঁহাকে বিভীষিকা ও দুঃখ তাঁহাকে তর্জ্জনা প্রদর্শন করিতে পারে না। এইজন্য হিংসা, দ্বেষ, অভিমান, অহঙ্কার ও প্রমাদ, তাঁহার সমীপস্থ হইতে পারে না; এইজন্য বিপদ তাঁহাকে বিভীষিত ও সম্পদ তাঁহাকে অধীরিত করিতে পারে না। এইজন্য তিনি,অগ্নি না হইলেও পাচক, সূর্য্য না হইলেও লোকপ্রকাশক, চন্দ্র না হইলেও শীতদ্যুতি, পৃথিবী না হইলেও সর্ব্বসহ, বায়ু না হইলেও পবন, আকাশ না হইলেও বিশ্বব্যাপী, ঈশ্বর না হইলেও ভুবনময়, নারায়ণ না হইলেও বাসুদেব, দেবতা না হইলেও অমর; ভূপতি না হইলেও রাজা, ধনী না হইলেও সম্পন্ন, সুন্দর না হইলেও লক্ষ্মীমান্, জল না হইলেও প্রবাহবান্ ও সাগর না হইলেও লাবণ্যশীল। তিনি মাতার ন্যায় স্নেহময় ও পিতার ন্যায় প্রীতিময় হইয়া, পুত্রের ন্যায়, সংসারের অনুগমন করেন এবং দেবতার ন্যায় পূজ্যমান ও ঈশ্বরের ন্যায় সর্ব্বপ্রভু হইয়া,সকলের সুখসম্পাদন ও আভিমুখ্য বিতরণপূর্ব্বক জন্ম ও মৃত্যু জয় করিয়া থাকেন।

কিন্তু পাপাত্মার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহার অন্তঃকরণ নিবিড় অন্ধকারময়। এইজন্য সত্যের জ্যোতিঃ ও ধর্ম্মের আলোক উহাতে বাস করিতে পারে না। লোকে যেরূপ অন্ধকারময় গম্ভীর গহ্বর অবলোকন করিলে,সহসা ভীত ও পরাঙ্মুখ হয়, তদ্রূপ ন্যায় ও শান্তি ভীত ও উদ্বেজিত হইয়া, পাপা-

ত্মার অন্তঃকরণ দূরে পরিহার করে। পেচক যেরূপ অন্ধকার অন্বেষণ করে, পাপাত্মাও সেইরূপ মলিন কার্য্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। তাহার মনঃ মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ন্যায়। তাহাতে দিবাকরকিরণের ন্যায়, সৎপ্রবৃত্তি প্রস্ফুরিত হয় না। এইজন্য সে, যেন অন্ধকূপে, গভীর গহ্বরে, চিরতিমিরসমাচ্ছন্ন পর্ব্বতগুহায় অথবা দিবাকরকিরণসম্পর্কপরিশূন্য নিবিড় অরণ্যানীতে অবস্থিতি করে। যেরূপ মৃত্তিকা কিংবা প্রস্তরে সূর্য্যের কিরণ প্রতিফলিত হয় না, সেইরূপ পাপমলিন চিত্তে সৎক্রিয়ার আবির্ভাব হইতে পারে না। যেরূপ বংশ ও শাকোটক ছায়ায় মুক্তালতা বর্দ্ধিত হয় না, সেইরূপ পাপ প্রাচুর্ভূত হইলে, মনুষ্যের মনোবৃত্তি সঙ্কুচিত হইয়া যায় এবং যেরূপ মরুভূমিতে বৃক্ষ লতাদি বালুকারূপে পরিণত হইয়া থাকে, সেইরূপ পাপাত্মার জীবন সর্ব্বথা নীরস, কঠিন, অনুদার ও ভয়াবহ রূপে পর্য্যবসিত হয়। শূকরী যেরূপ বিষ্ঠাক্ষেত্রেরই অন্বেষণ করে, সেইরূপ হিংসা, হত্যা, পরদ্রোহ ও বিচিকীর্ষা প্রভৃতি দুষ্প্রবৃত্তি সমুদায় ঐরূপ মলিন চিত্ত আশ্রয় করিয়া থাকে। মনুষ্য ক্ষণিকস্বভাব, সেইজন্য ক্ষণিক বিষয়েই আসক্ত হয়। পাপ যেরূপ ক্ষণধর্ম্মা, এরূপ আর কিছুই নাই। এই পাপ, পিশাচের ন্যায়, মায়াবীর ন্যায়, ক্ষণিক সুখে প্রলোভিত করিয়া অনায়াসেই মনুষ্যের দুর্ব্বল চিত্ত হরণ করে।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

ব্রহ্মনারদসংবাদ।

পূর্ব্বে তত্ত্বদর্শী দেবর্ষি নারদ পরম কৌতূহলী হইয়া,পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,ভগবন্! মনুষ্য সংসারের শ্রেষ্ঠ হইবে বলিয়া,আপনি উদ্ভিদ্.খনিজ ও তির্য্যগ্‌গুণ লইয়া তাহার সৃষ্টি করিলেন। অথচ, তাহাকে বলবত্তা, স্থূলতা, দৃঢ়তা ও উচ্চতায় নিতান্ত অনুৎকৃষ্ট করিলেন, ইহার অর্থ কি? পশুগণ নখায়ুধ,উদ্ভিদ্গণ মূলায়ুধ ও খনিজগণ আত্মায়ুধ; কিন্তু মনুস্য সর্ব্বথা নিরায়ুধ। সে কি রূপে এই সকলের উপরি কর্ত্তৃত্ব করিবে?

পিতামহ কহিলেন, বৎস! মনুষ্যকে যে জ্ঞান ও বুদ্ধি প্রদান করিয়াছি, তদ্দ্বারাই সে সর্ব্বদা সুরক্ষিত হইবে। এই জ্ঞান ও বুদ্ধি অভেদ্য ধর্ম্মরূপে সর্ব্বত্র রক্ষা করিবে। বিশেষতঃ, তাহার সর্ব্বতোভাবে স্থিতিবিধান জন্য সত্য ও ধর্ম্মকে প্রেরণ করিলাম। এই সত্য ও ধর্ম্ম তাহার সর্ব্বাতিশায়িনী শক্তি ও লোকাতিশালী নিপুণতা সঞ্চারিত করিবে। যে স্থলে জ্ঞান ও বুদ্ধি রক্ষা করিতে অসমর্থ হইবে, সে স্থলেও সত্য ও ধর্ম্ম অনায়াসে রক্ষা করিবে। মনুষ্য এই সত্য ধর্ম্ম দ্বারা পশুপক্ষাদির কথা দূরে থাকুক, আমাকেও পরাজিত করিতে পারিবে এবং পরোক্ষ বিষয় সকলও প্রত্য-

ক্ষের ন্যায় দর্শন করিয়া আপনার লোকাতীত অদ্ভুত বিজ্ঞান বল সর্ব্বত্র বিসারিত করিবে। তিনি আরও বলিলেন, যেরূপ আলোকের অভাব অন্ধকার, সেইরূপ সত্য ও ধর্ম্মের অসত্তা মিথ্যা ও পাপ বলিয়া বিখ্যাত হইবে। অতএব সত্য ও ধর্ম্ম সর্ব্বলোকপ্রকাশক সুনির্ম্মল আলোক এবং মিথ্যা ও পাপ সর্ব্বলোকপ্রতিচ্ছাদক নিবিড় অন্ধকারস্বরূপ। যেরূপ আলোকে কার্য্যশক্তি প্রস্ফুরিত হয়, এবং অন্ধকারে লীন হইয়া থাকে, তদ্রূপ সত্য ও ধর্ম্মে মনুষ্যের তেজঃশক্তি সর্ব্বথা বর্দ্ধিত হইবে এবং মিথ্যা ও পাপ তাহার নির্হরণ করিবে।

সুমতি কহিলেন, বৎস! পিতামহের বাক্য ব্যর্থ হইবার নহে। যাহারা পাপে আসক্ত হয়, তাহারা নিতান্ত নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হইয়া থাকে। তাহাদের মানুষী শক্তি, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়, একবারেই তিরোহিত হইয়া যায়। এইজন্য মনীষিগণ পাপকে মূর্ত্তিমান্ মৃত্যু ও ধর্ম্মকে সাক্ষাৎ অমৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যে ব্যক্তি পাপাত্মা, সে জীবন্মৃত এবং ধর্ম্মাত্মা জীবন্মুক্ত দেবতাস্বরূপ। ফলতঃ, মনঃ পাপমাত্রপরায়ণ হইলে, অন্ধকারনিলয়গুহার ন্যায়, কেবল ভয় ও পরিতাপের আশ্রয় হইয়া থাকে। সর্পতে রজ্জুভ্রম, রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্তিতে রজতভ্রম, রজতে শুক্তিভ্রম, অসত্যে সত্যভ্রম, সত্যে অসত্যভ্রম, অধর্ম্মে ধর্ম্মভ্রম, ধর্ম্মে অধর্ম্মভ্রম, পাপাত্মার স্বভাবসিদ্ধ। সে এইরূপ ভ্রমের পরতন্ত্র হইয়া, অবশেষে আপনার ছায়া দেখিলেও, ভীত হয়। বৎস! পাপ যেরূপ ধর্ম্মের শত্রু, ধর্ম্মও সেইরূপ

পাপের শত্রু। বিশেষ এই, পাপ কখন ধর্ম্মকে পরাজিত করিতে পারে না। বিধাতা স্বয়ং ধর্ম্মের সাহায্য করিয়া, পাপের সমূল বিনাশ সাধন করেন। কখন কখন পাপ প্রাদুর্ভূত হইয়া, ধর্ম্মকে প্রতিচ্ছন্ন করে, দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু দিবাকরের মেঘোপরোধ বা রাহুগ্রাস যেরূপ ক্ষণমাত্র, সেইরূপ ধর্ম্মের উপরি পাপের প্রভাব ক্ষণিক নামমাত্র। যেরূপ প্রজ্বলিত অগ্নি বসনে লুকায়িত বা বদ্ধ হইবার নহে, সেইরূপ পাপ কখন ধর্ম্মকে তিরস্কৃত বা পরাভূত করিতে সমর্থ হয় না। যেরূপ লজ্জালতা সূর্য্যকিরণের সম্পর্কমাত্রে শুষ্ক ও মলিন ভাবাপন্ন হয়, তদ্রূপ ধর্ম্মের দর্শন বা সমাগমমাত্র পাপের চরমদশা উপস্থিত হয়। সময়ে সময়ে যে ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়, সে কেবল বিধাতৃবিহিত নিয়তির অনুরোধ,অথবা কর্ম্মের ভোগমাত্র। অন্যথা, পাপীর দণ্ড বা প্রায়শ্চিত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। সুচতুর বিধাতা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন বাসনায় কখন কখন এইরূপ দণ্ড, প্রায়শ্চিত্তের দীর্ঘতা ও ব্যাপকতা বিধান করিয়া থাকেন। সংসারে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

ঋষিমাহাত্ম্য।

সুমতি কহিলেন, শক্তির হ্রাস, তেজের পরিচ্ছেদ ও পরিতাপের আতিশয্যনিবন্ধন ধারাপতি মহাবল নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। অবশেষে গত্যন্তর বা উপায়ান্তর না

দেখিয়া, মহাতপা চ্যবনের পদতলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর অতিকষ্টে গাত্রোত্থান করিয়া, কৃতাঞ্জলি ও ক্ষিতিতলন্যস্তজানু হইয়া, গললগ্নীকৃতবাসে গদ্‌গদ বাক্যে কহিলেন, ভগবন্‌! পিতামহ ব্রহ্মা মহত্ত্বের আদর্শ ও উদারতার দৃষ্টান্তস্বরূপ যে সকল মহীয়ান্‌ পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারা কখন সামান্য কারণে বা সহসা বিচলিত হয় না। এইজন্য মহাসাগরের বিক্ষোভ, পৃথিবীর কম্পন ও কুলাচলের চঞ্চলতা সহজে দেখিতে পাওয়া যায় না; সেইরূপ ভবাদৃশ মহাত্মাগণও সামান্য কারণে রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হয়েন না। বিনামেঘে কুলিশপাত যেরূপ সম্ভব নহে, তদ্রূপ ক্ষমার তিগ্মমূর্ত্তিও বিনাকারণসমুদ্‌ভূত নহে। অতএব আপনার এই অভিসম্পাত সর্ব্বথা যোগ্য বলিয়া পরিগ্রহ করিলাম। বিশেষতঃ, সংসার স্বাধীন নহে। অতএব ইহাতে কেহ কাহাকে সংহার করিতে পারে না। মনুষ্য আপনার দোষে আপনিই বিনষ্ট হয়। নিয়তি তাহার এইরূপ বিনাশের একমাত্র হেতু। মনুষ্য এই নিয়তির পরতন্ত্রতাপ্রযুক্ত বদ্ধঘোণ বলীবর্দ্দের ন্যায়, নিতান্ত দাসীকৃত হইয়া, সংসারপথে পদচালনা করে এবং অজ্ঞানবশতঃ অন্যের উপরি প্রভুত্ব করিতে ধাবমান হয়। ভ্রমেও কল্পনা করে না, তাহার নিজের উপরি নিজের প্রভুতা নাই। অন্যের কথা কি, তাহার দেহও তাহার নহে। উহা কখন রোগে পূর্ণ, শোকে জীর্ণ, বিষাদে শীর্ণ ও দুঃখে বিদীর্ণ হইতেছে; কিন্তু তাহার সাধ্য কি, প্রতিবিধে বা প্রতিরোধ করে। বিধাতা নিয়তিকে শিক্ষয়িত্রী ও শাসয়িত্রীরূপে বিনিযোজিত করিয়া-

ছেন। যাহারা তাহার উপদেশে অবহেলা করে, তাহারাই সমুচিত শাস্তিপ্রাপ্ত হয়। নিয়তি সকল সময়ে স্বহস্তে দণ্ড-দান করে না। তাহার অধিকাংশ দণ্ডই নিমিত্ত বা উপলক্ষ-যোগে সমাহিত হইয়া থাকে। লোকে লোককে আঘাত বা প্রহার করিয়া মনে করে, আমি স্বয়ং ঐরূপ করিলাম। কিন্তু তাহা কল্পনামাত্র। নিয়তিই তত্তৎপ্রহার আঘা-তের মূলীভূত। এই নিয়তি পূর্ণ হইলেই, মৃত্যু আক্রমণ করে। অতএব এবিষয়ে আপনি উপলক্ষমাত্র। আমি অজ্ঞানমদে অভিভূত হইয়া, নিয়তির উপদেশ বারংবার লংঘন করিয়াছি। অবশেষে তাহার সময় পূর্ণ হওয়াতে, এই অমৃতরসাস্পদ আশ্রমপদেও দারুণ বিপর্য্যয় প্রাপ্ত হই-লাম। আমার রাজ্য, পদ, কোষ, সমৃদ্ধি,গজ,বাজী ও সৈন্য-সামান্তের সীমা ও উপমা নাই। কিন্তু কেহই আমাকে রক্ষা করিতে পারিল না। মনুষ্য,তুমি সাবধান! তোমারে মারিতে বিধাতার আড়ম্বর নাই। তুমি শয়নে, উপবেশনে আহারে, বিহারে, রাজপদে, প্রভুত্বগৌরবে, খ্যাতি ও প্রতি-পত্তি মধ্যে যত্রকুত্র অবস্থিতি কর, সর্ব্বদা মনে করিবে, মৃত্যু ও মৃত্যুবিধাত্রী নিয়তির অঙ্কে অধিরূঢ় হইয়া আছ। তোমার অমরতা কার্য্যে, জীবনে নহে।

হে ক্ষমার সাগর তপোধন! আমি না জানিয়াই অপরাধ করিয়াছি। অথবা, মনুষ্য স্বভাবতঃ দুর্ব্বল এবং [illegible] জানিয়াই হউক, না জানিয়াই হউক, অপরাধ করা তাহার প্রকৃতি। সে এবিষয়ে পশু পক্ষী ও কীট পতঙ্গ অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। মৎস্য না জানিয়াই পিশিত বোধে নিশিত বড়িশ

গ্রাস করে; শলভ না জানিয়াই জ্বলন্ত অনলে অবগাহন করে; হরিণী না জানিয়াই ব্যাধবাগুরায় বদ্ধ হয় এবং হস্তী না জানিয়াই জালগর্ত্তে পতিত হয়; সেইরূপ মনুষ্যও না জানিয়া বিপদে পদার্পণ করে। আবার হস্তী যেরূপ অন্ধগর্ত্তে পতিত হইয়া, দৈবাৎ উদ্ধার পাইলে, চৈতন্যলাভ করে, পুনরায় সেদিকে গমন করিতে প্রবৃত্ত হয় না, মনুষ্যের সেরূপ নহে। সে চৈতন্যপ্রাপ্ত হইলেও, পুনরায় বিপদে ধাবমান হইয়া থাকে এবং মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও, পাপের অনুষ্ঠান করে। বিড়াল ও কুক্কুর প্রভৃতিকে প্রহার করিলে, তাহারা অন্ততঃ কিয়ৎক্ষণ পরে তাহা ভুলিয়া যায়; কিন্তু মনুষ্যের একক্ষণও সহ্য হয় না। সে যেমাত্র অপরাধ করিয়া দণ্ডিত হয়, সেইমাত্র তাহা বিস্মৃত হইয়া, পুনরায় তদনুরূপ পাপে লিপ্ত হয়। মৃত্যু সম্মুখীন হইয়া, তর্জ্জন করিতেছে; তথাপি সে আপনাকে অমর ভাবিয়া, উন্মত্ত হয়। রোগ দুর্নিবার শত্রুর ন্যায়, শরীরে প্রহার করিতেছে; তথাপি নীরোগ ভাবিয়া, রোগজনক কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করে। শোক বিষলিপ্ত শল্যের ন্যায়, মর্ম্মপীড়া সমুৎপাদন করিতেছে; তথাপি নিরাপদ ভাবিয়া শোকের কারণ অন্বেষণ করে। ফলতঃ এইমাত্র যে কারণে দণ্ডিত হইল, পরক্ষণে সেই কারণেই প্রবৃত্ত হইয়া, তদনুরূপ দণ্ড ভোগ করিয়া থাকে। স্বার্থ যাহার প্রভু, স্বার্থপ্রসব মিথ্যাযুক্তি ও ভেদজ্ঞান যাহার উপদেষ্টা, ভেদজ্ঞানপ্রসব মোহ যাহার পরম মিত্র এবং মোহপ্রসব পরদ্রোহ যাহার অভীষ্ট মন্ত্র, তাহার আবার অপরাধী হইবার অস-

ভাবনা কি ? এইরূপে অপরাধই মনুষ্যের প্রকৃতি ও গতি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

অপিচ, ভবাদৃশ মহাত্মাগণ ক্ষমার মূর্ত্তিমান্ অধিষ্ঠান। সমুদায় সংসার একমাত্র ক্ষমতাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দিবাকর এই ক্ষমাবলেই প্রতিদিন উদিত ও অস্তমিত হইতেছেন; অগ্নি এই ক্ষমাবলেই অহোরহ প্রজ্বলিত হইতেছেন; বায়ু এই ক্ষমাবলেই সর্ব্বদা প্রবাহিত হইতেছেন; পৃথিবী এই ক্ষমাবলেই সমুদায় ধারণ করিতেছেন; আকাশ এই ক্ষমাবলেই বিশ্বব্যাপী হইয়া অবস্থিত রহিয়াছে; সলিল এই ক্ষমাবলেই লোকজীবন রক্ষা করিতেছে; জলধর এই ক্ষমাবলেই যথাকালে বারি বর্ষণ করিয়া থাকে। ফলতঃ, সমুদায় বস্তুই ক্ষমাবলে পরস্পর পরস্পরের অধিষ্ঠাতা হইয়া, লোক সমুদায় রক্ষা করিতেছে। পিতামহ ব্রহ্মা অগ্রে ক্ষমার সৃষ্টি করিয়া, পরে অন্যান্য বস্তুর রচনা করিয়াছেন। যদি এই ক্ষমা অধিষ্ঠাত্রী রূপে না থাকিত, তাহা হইলে, সংসার ক্ষণমাত্র অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইত না। পরমাত্মার মুখদ্যুতিস্বরূপ সত্য এই ক্ষমার প্রসূতি। আপনারা সত্যের পূর্ণ অবতার; অতএব ক্ষমার মূর্ত্তিমান্ আশ্রয়। যাঁহারা ক্ষমার আশ্রয়, পাপপ্রসব রোষ ও রোষপ্রসব অভিসম্পাত কখন তাঁহাদের প্রকৃতি বা প্রভু হইতে পারে না। তাঁহারা লোকস্থিতিবিধানজন্য অমৃতের অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, হালাহলের ন্যায় কিরূপে সংহার করিতে পারেন ? দিবাকর যেরূপ পক্ষপাত পরিশূন্য হইয়া, সকলকেই সমান-

ভাবে আলোক বিতরণ করেন, পৃথিবী যেরূপ নির্ব্বিশেষ স্নেহে সকলেরই পোষণ করিয়া থাকেন এবং পিতা ও মাতা যেরূপ সর্ব্বথা ভেদকল্পনা পরিহার পূর্ব্বক সকল পুত্রেরই সমান কল্যাণ কামনা করেন, সেইরূপ তাঁহারাও বীতস্পৃহ ও বীতরাগ হইয়া নির্ব্বিশেষরূপে সকলেরই শান্তি বিধান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের দৃষ্টি উদার, স্নিগ্ধ, সরল ও সর্ব্বথা সমবর্ত্তিনী এবং মন অপূর্ব্ব ও অভিনব স্থিতিস্থাপক ধর্ম্মের আদর্শ। উৎসের গতি যেরূপ ঊর্দ্ধাভিমুখ, তাহাদের গতি সেইরূপ উদঙ্মুখ। তাঁহারা ভ্রমক্রমেও এই উদঙ্মুখী সাধু মর্য্যাদার অতিক্রম করেন না। বায়ু যেরূপ লোকের জীবন রক্ষায় প্রবৃত্ত রহিয়াছে, সেইরূপ তাহারাও উপকারমাত্র পরায়ণ হইয়া, অপকারের সীমা সর্ব্বদা অতিবর্ত্তন করেন। তাঁহাদের রাগ দ্বেষ কথামাত্র। অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে মার্জ্জনা করিতে হইবে। পাপে ও পরিতাপে আমার দেহ দগ্ধ ও অন্তরাত্মা জর্জ্জরিত হইয়াছে। পৃথিবীও আমাকে আর আমাকে ধারণ করিতে অভিলাষী নহেন। লোকালয়েও আমার প্রতি অনুরাগ নাই। মৃত্যুই আমার পরম ঔষধ এবং সর্ব্বথা প্রার্থনীয়। তথাপি, মনুষ্য হইয়া তির্য্যগ্‌গতি, স্মরণ করিলেও, ব্যথিত হইতে হয়। আপনারা শাপ ও বর, মৃত্যু ও অমৃত, বিপদ্‌ ও সম্পদ, নিগ্রহ ও অনুগ্রহ, দণ্ড ও উপদেশ, সকলেরই বিধাতা; কিন্তু অনুগ্রহ প্রকৃতি আপনাদের নিত্যসিদ্ধ; ক্রোধ প্রভৃতি আরোপ মাত্র। বলিতে কি, অগ্নির দাহিকাশক্তিও যেরূপ সংসারের উপকারী এবং সমুদ্রের ক্ষার সলি-

লও যেরূপ রত্নের আধার, সেইরূপ ভবাদৃশ মহাত্মাগণের ক্রোধও শান্তি ও কল্যাণ বিধান করিয়া থাকে। ফলতঃ যাঁহারা স্বভাবতঃ মহাত্মা, তাঁহারা কখন স্বার্থসিদ্ধির অভি-লাষ করেন না। যাঁহাদের স্বার্থাভিসন্ধি নাই, তাঁহাদের ক্রোধ ও নিগ্রহ প্রভৃতি আরোপ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? সমীরণ সর্ব্বদাই মৃদুমন্দবেগে প্রবাহিত হইতেছে। উহাতে তাহার নিজের ইষ্টাপত্তির আশংসা কি? অতএব যখন প্রবল ঝটিকারূপে প্রবাহিত হয়, তখনও তাহার নিঃ-স্বার্থভাব অনায়াসেই উপপন্ন হইয়া থাকে। পূর্ব্বাচার্য্যগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, দিবাকর আতপময়, অগ্নি তেজোময়, চন্দ্র অমৃতময়, পৃথিবী ক্ষমাময়, মহাত্মাগণ শান্তিময় ও দেবতা মঙ্গলময়, ইহা স্বভাবসিদ্ধ। কদাচ এই নিয়মের অতিক্রম হয় না। আপনি ত্রিকালদর্শী বিশ্বহিতৈষী মহর্ষি। মহর্ষিগণ স্বভাবতঃ উদারপ্রকৃতি। যাঁহারা উদারপ্রকৃতি, সমুদায় সংসারই তাঁহাদের আত্মীয় ও কুটুম্ব। অতএব আমিও আপনার সর্ব্বথা স্নেহ ও অনুগ্রহের পাত্র। আমি নিশ্চয় জানি, জন্মগ্রহণ করিলেই, মরিতে হয় এবং পাপ করিলেই, অধোগতি হইয়া থাকে। মনুষ্যের প্রকৃতি লতাময়, শিশিরময় ও জলময়। লতা যেরূপ উন্নত হই-লেই পতিত হয়, শিশির যেরূপ আতপ প্রাপ্ত হইলেই গলিত হয় এবং জল যেরূপ উষ্ণ হইলেই লঘু হয়, মনুষ্যও সেইরূপ উদ্ধত হইলে অধোগামী, পাপ তাপে আক্রান্ত হইলে অব-সন্ন এবং দর্পজ্বরে অভিভূত হইলে সর্ব্বথা গৌরবলক্ষ্মীর ক্রোড়ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। প্রকৃতির নিয়মই এই, উর্দ্ধগামী

বস্তু অধোভাগে আকর্ষিত ও অবশেষে নিপতিত হয়। মনীষিগণ এইরূপ নিয়ম পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক নির্ণয় করিয়াছেন, নম্রতাই প্রকৃতির অভিপ্রেত। ঊর্দ্ধে উত্থান করিলেই উন্নতি হয় না এবং মদে ও অহঙ্কারে উদ্ধত হইলেই উন্নত বলে না; ক্ষমা ও শান্তি অবলম্বন পূর্ব্বক সর্ব্বোপরি অধিষ্ঠিত হইলেই প্রকৃত উন্নতি সিদ্ধ হইয়া থাকে। তথাহি, পাপ, দুর্ভরভারস্বরূপ। ভারবান্ বস্তুমাত্রেই অধঃপ্রবণ। অতএব পাপাত্মার অধোগতি স্বভাবসিদ্ধ।

সুমতি কহিলেন, বৎস! পাপের কি বিষময়ী মারণী শক্তি! দর্পের কি সান্নিপাতিক ভাব! মহর্ষির কি মহীয়ান্ প্রভাব! বলিতে বলিতে দুর্নিবার মোহাবেশে বিষবেগ মূর্চ্ছিতের ন্যায়, মহাবলের জিহ্বার জড়তা ও বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হইয়া আসিল; আসন্ন মৃত্যুর ন্যায় নয়নযুগল অকস্মাৎ শুষ্ক, শূন্য ও স্থিরভাবাপন্ন হইল; অন্তর্দগ্ধের ন্যায় বদনমণ্ডল মলিন ও সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল; কীলকবদ্ধের ন্যায় হস্ত পদ রুদ্ধ ও অবসন্ন হইল; মায়াবিদ্ধের ন্যায় রক্তের গতি সহসা প্রতিকূলে ধাবমান ও পরক্ষণেই বাতাহত দীপশিক্ষার ন্যায় নির্ব্বাণ হইয়া গেল; গ্রহগ্রস্তের ন্যায় সর্ব্বশরীর কালিমায়মান কখন বা শোণায়মান হইতে লাগিল; অপস্মারীর ন্যায়, বদনবিবর ফেণায়মান হইল; আবর্ত্তের ন্যায়, অন্তঃপ্রবৃত্তি ঘূর্ণায়মান হইয়া উঠিল। ঐ সময়ে তিনি কুঠারবিদারিত পাদপের ন্যায়, যেন ছিদ্যমান হইয়া, সহসা প্রবলবেগে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। পৃথিবী চিরদিন তাঁহারে পতিভাবে স্নেহময় বক্ষে ধারণ করিয়া-

ছেন। বহুকালের প্রণয় সহসা বিস্মৃত হওয়া সাধ্য নহে। অথবা প্রাণও পরিত্যাগ করিতে পারে; কিন্তু প্রণয় কখন পরিত্যাগ করিবার নহে। মনুষ্য স্বার্থপর, প্রণয় এই স্বার্থের প্রসব। এই জন্য স্বার্থময় বস্তুতে লোকের আসক্তি ও অনুরাগ, স্নেহ ও মমতা, প্রীতি ও আত্মীয়তা লক্ষিত হইয়া থাকে। এইজন্য প্রণয় প্রণয়ের বিচ্ছেদ সহ্য করিতে না পারিয়া, জলে, অনলে, উদ্বন্ধনে বা উর্দ্ধপতনে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। অথবা, পৃথিবী মূর্ত্তিমতী ক্ষমা ও শরীরিণী সহিষ্ণুতা; ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার নিকট কোনবস্তুই অগ্রাহ্য নহে। কারণ উহাতে স্বার্থের লেশ নাই।

ষট্ত্রিংশ অধ্যায়।

বিবিধ সৎকথা।

সুমতি কহিলেন, বৎস! পতিব্রতার ক্রোড় যেরূপ মৃতসুপ্ত স্বামীর জীবনীশক্তি বিধান করিয়াছিল, সেইরূপ পৃথিবীর অঙ্কনিষণ্ণ মহাবলের চেতনাশক্তি শনৈঃ শনৈঃ উজ্জীবিত হইল। কিন্তু নির্ব্বাণোন্মুখী দীপশিখার উজ্জ্বলতার ন্যায়, ঐ চেতনা আসন্ন মৃত্যুর জয়পতাকারূপে প্রস্ফুরিত হইতে লাগিল। তিনি সেই দারুণ সংকট সময়ে অপুনরাবর্ত্তিনী চেতনার ক্ষণিক উন্মেষবশতঃ চিন্তা করিলেন, প্রসারিত ভুজযুগলে মহর্ষির পাদপদ্ম ধারণপূর্ব্বক অনুনয় করিয়া, এই অতর্কিতপূর্ব্ব দুরন্ত দণ্ডের অপনয়ন করেন। কিন্তু পাপ ও মৃত্যুর আঘাতবশতঃ তাঁহার উত্থানশক্তি রহিত হইয়াছিল। অতএব মদাবেশ বিপ্রলব্ধ নির্জ্জীব পুরুষের ন্যায়

ধরি ধরি মনে করিয়া, তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তাহার যেমন হস্ত তেমনই রহিল। চিরকাল তেজে ও প্রতাপে যাপন করিয়াছেন এবং ইচ্ছামাত্র ইচ্ছার বেগ পূরণ করিয়াছেন। বর্ষাসময়সমুদ্ধত উচ্ছলনোন্মুখ প্রবাহের ন্যায়, তাঁহার মদরাগগর্ব্বী স্বাধীনচিত্ত কদাচ কাহার নিকট অবনত হয় নাই; প্রত্যুত, দিবাকরের ন্যায় অন্যদীয় তেজ তিরস্করণপূর্ব্বক সর্ব্বদা সর্ব্বোপরি অধিষ্ঠান করিয়াছ। কি গৃহে, কি সভাচত্বরে, কি সংগ্রামে, কুত্রাপি কোনপ্রকার প্রতিরোধ সহ্য করিতে পারে নাই। আজি কেন এই সামান্য প্রতিরোধ সহ্য করিতে পারিবে? অতএব অননুভূতপূর্ব্ব দুর্ভর অভিমানভরে জলদপটল ঘোরায়িত আকাশপদবীর ন্যায়, তদীয় অন্তঃকরণ সহসা প্রতিচ্ছন্ন হইল। তিনি একান্ত অসহমান হইয়া, স্বভাবসুলভ তেজস্বিতাবশতঃ দন্তঘট্টিত অজগরের ন্যায়, জালবদ্ধ কেশরীর ন্যায়, অন্তরে অন্তরে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। দুরন্ত বিধাতা তাঁহার রাজশক্তি, প্রভুশক্তি, মানুষীশক্তি, সমুদায়ই হরণ করিয়াছিলেন। অতএব দরিদ্রের মনোরথের ন্যায়, তাঁহার অন্তরের গর্জ্জন অন্তরেই রহিল। বৎস! সংসারের গতি তাহার উপরি ভাগ্যের গতি, তাহার উপরি দৈবের গতি, তাহার উপরি কালের গতি, সর্ব্বোপরি বিধাতার গতি, পর্য্যালোচনা কর। যে বায়ুরাশি কুলাচলকেও কম্পান্বিত ও মহাসাগরকেও বিক্ষোভিত করে, সামান্য তৃণগুচ্ছেও তাহার শক্তি প্রতিহত হইয়া থাকে। যে দিবাকর স্বীয় দুর্নিবার প্রতাপে প্রজ্জ্বলিত বহ্নিকেও তিরস্কৃত ও মুহূর্ত্ত মধ্যে

সংসারকেও দগ্ধ করিতে পারে, যেঘোপরোধে ও রাহুকবলে তাঁহারও দুর্দ্দশার চরমদশা হইয়া থাকে। যে মহাসাগর মনে করিলে বর্দ্ধিত হইয়া, ক্ষণমধ্যেই বিশ্বজগৎ প্লাবিত করিয়া থাকে; কোমলপ্রকৃতি চন্দ্রের প্রভাবে তাহারও হ্রাসবৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে বিধাতার মায়া-চক্রে নিপতিত হইয়া, আবর্ত্তবিক্ষিপ্ত বস্তুর ন্যায়, সমস্ত সংসার কখন মগ্ন, কখন উন্মগ্ন, কখন উন্নত, কখন অবনত, কখন হ্রাস ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। সমুদায় ঘটনাই মনুষ্যের চক্ষুর উপরি জাজ্বল্যমান হইয়া, অহোরহ অবস্থিতি করি-তেছে। তথাপি তাহার চৈতন্য নাই। সে আপনাকে অদ্বিতীয় প্রভু ভাবিয়া অহংকারে মত্ত ও অভিমানে উদ্ধত হয় এবং অপর স্বার্থমোহ আবিষ্কার পূর্ব্বক অন্ধ ও অভিভূত হইয়া, লোকদ্রোহের অনুষ্ঠান করে। সূর্য্যের দৈনন্দিন উদায়াস্ত দেখিয়াও তাহার বোধ হয় না যে, তদীয় ক্ষুদ্রজীবনেও ঐরূপ উদয়াস্ত বিনিহিত হইয়াছে। বৃক্ষ-বৃক্ষপাত্রের উদ্‌গমন ও অধঃপতন এবং কোমল ও শুষ্ক ভাব দেখিয়াও প্রতীতি হয় না, তাহারও এইরূপ উদ্‌গতি ও অধোগতি এবং কোমলতা ও শুষ্কতা আছে। যেরূপ জন্মিলেই মরিতে হয়, সেরূপ বৃদ্ধিশীল বস্তুমাত্রেই ক্ষয়-শীল। এ বিষয়ে আমাদের নিজ দেহই প্রমাণ। ইহা প্রতিদিন যেরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে, সেইরূপ ক্ষয়িত হইয়া থাকে। যদি ইহার এই প্রকার ক্ষয়দশা না থাকিত, তাহা হইলে, প্রত্যেক মনুষ্যই পর্ব্বত ও বৃক্ষাদির ন্যায়, উন্নত হইত। মনুষ্যের জীবিতকাল গণনা করিয়া দেখ, এবিষয়

সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিবে। ফলতঃ, কার্য্য কারণময়ী প্রকৃতি শুদ্ধ আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। যে যেমন লোক, তাহাকে তদনুরূপ জ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়াছেন। আবার তিনি জ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়াও ক্ষান্ত হয়েন নাই। স্বয়ং শিক্ষয়িত্রীরূপে অহোরহঃ উপদেশ দিতেছেন। তাঁহার উপদেশ ঘটনায়, মনুষ্যের ন্যায় বাক্যমাত্রে বদ্ধ নহে। কারণ বাঙ্ময় উপদেশ স্মৃতিশক্তির একান্ত বিধেয় অর্থাৎ যাঁহার স্মৃতিশক্তি আছে, সেই তৎসমস্ত ধারণ করিতে পারে; যাহার তাহা নাই, সে কালবশে বিস্মৃত হইয়া যায়। এই জন্য তিনি আমাদের চক্ষুর উপরি ঘটনারূপ অতি সমুজ্জ্বল বর্ণমালায় উক্তৎ উপদেশ সুস্পষ্ট লিখিয়া রাখিয়াছেন। ঐ সকল বর্ণ মনুষ্যের আবিষ্কৃত বর্ণের ন্যায়, অসম্পূর্ণ নহে। উহা সকল ইন্দ্রিয়েরই গ্রাহ্য অর্থাৎ মনুষ্য উহা দেখিতে পায়, শুনিতে পায়; এবং ঘ্রাণে, স্পর্শেও আস্বাদে জানিতে পারে। অতএব কাণ, খঞ্জ, কুব্জ, অন্ধ, বধির, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, যুবা, বৃদ্ধ, শিশু, স্ত্রী, কাহারই বলিবার অপেক্ষা নাই যে, সে উহা বুঝিতে বা জানিতে পারিতেছে না। সে উহা দেখিতে পায় না, শুনিতে পায়; শুনিতে পায় না, স্পর্শিতে পায়; স্পর্শিতে পায় না, ঘ্রাণে জানিতে পারে না, ঘ্রাণে জানিতে পারে না, স্বাদে গ্রহণ করিতে পারে। এইরূপে কোন না কোন ইন্দ্রিয়ে জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে। যে ইহার কিছুই করিতে পারে না, সে মনুষ্য বা চেতন পদার্থ নহে। মনীষিগণ তাঁহাকে জড়-স্বরূপ বলিয়া থাকেন। বাস্তবিক, ভাবিয়া দেখিলে, জড়ের

আর অন্যবিধ লক্ষণ নাই বা হইতে পারে না। আমি গুরুদেবমুখে শ্রবণ করিয়াছি, জড় পদার্থ দুই প্রকার, সজীব ও নির্জীব। তন্মধ্যে মনুষ্য সজীব জড়। কেহ কেহ আবার মনুষ্যকে দ্বিবিধ জড়ও বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ভাবিয়া দেখিলে, একথার অর্থ সহজেই উপপন্ন হইতে পারে। যাহাদের হস্ত আছে, পদ আছে, বাক্য আছে, মন আছে, কিন্তু তাহার প্রকৃত চালনা নাই, তাহারাই সজীব জড়। আর যাহাদের চালনা নাই তাহারাই নির্জীব জড়। অন্বেষণ করিলে, সংসারে উভয়বিধ জড়ই ভূরি পরিমাণে লক্ষিত হইয়া থাকে। তোমার হস্ত আছে, পদ আছে, কিন্তু তুমি সর্ব্বদা অসৎপথে ভ্রমণ ও অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছ; তোমাকে জড় ভিন্ন আর কি বলিব। কারণ, জড়ের আত্মজ্ঞান নাই, তোমারও আত্মজ্ঞান নাই। যদি তোমার আত্মজ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে, তুমি অন্যকে প্রহার ও আঘাত করিয়া, তৎক্ষণাৎ অন্তরে অন্তরে প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইতে। মুদ্গর বা লগুড় প্রভৃতি যাহার শিরে পতিত হয়, তাহারই বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে; কিন্তু মুদ্গরাদির তাহাতে কিছুই হয় না। এইজন্য মনীষিগণ আত্মৌপম্যে সর্ব্বভূতে দয়া করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন এবং যাহারা তদনুরূপ দয়া করিতে পরাঙ্মুখ হয়, তাহাদিগকেই জড় ও অমানুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বৎস! কুলদেবতারা মঙ্গল করুন; তোমার মতি যেন মহাত্মাগণের বিনিন্দিত এই অনর্থময় জড়ধর্ম্মের অনুগামিনী না হয়।

ভাবিয়া দেখিলে, ধারাপতি মহাবলও মনুষ্য নহেন।

সর্ব্বথা এই বিশ্বজনজুগুপ্সিত জড়ধর্ম্মে পরাজিত। তিনি হস্ত পাইয়াছেন, কিন্তু সহস্র সহস্র নরশোণিতে, সহস্র সহস্র গৃহলুণ্ঠনে ও সহস্র সহস্র গ্রামপীড়নে উহা দূষিত করিয়াছেন; পদ পাইয়াছেন, সর্ব্বদা তত্তৎ দুষ্কৃতের অনুষ্ঠানেই ধাবমান হইয়াছেন। চক্ষু পাইয়াছেন, সর্ব্বদা পরের প্রতি কুটিল ও তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন। মুখ পাইয়াছেন, সর্ব্বদা কর্কশ ও অনুদারবাক্যে লোকের শান্তিসুখ বিনাশ করিয়াছেন। মনঃ ও বুদ্ধি পাইয়াছেন, সর্ব্বদা পরদ্রোহের পরামর্শ ও পরপরিতাপের কল্পনায় যাপন করিয়াছেন। তিনি অদ্বিতীয় প্রভুশক্তির অধীশ্বর হইয়াছেন; কিন্তু সর্ব্বদা রক্ষাবিধানে পরাঙ্মুখ হইয়া, পরের পীড়ন করিয়াছেন। এইরূপে যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, মনুষ্যত্বের হানি ও ভ্রংশ হইয়া থাকে, তত্তৎ কার্য্যসাধনেই তাঁহার সমুদায় ইন্দ্রিয় ও সমুদায় বৃত্তিই সর্ব্বথা বিনিযোজিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র মর্ম্মপীড়া বা মনোবেদনা সমুত্থিত হয় নাই। অতএব তিনি জড় ভিন্ন আর কি হইতে পারেন। বৎস! পাপময় স্বার্থ ই জড়ত্বের কারণ। স্বার্থপ্রভাবে লোকের সূক্ষ্ম, সরল ও উদারদৃষ্টিও স্থূল, কুটিল ও তীব্র হইয়া থাকে এবং সহজ, শান্ত ও বিশুদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তিও কপট, চঞ্চল ও দূষিত হইয়া যায়। তখন অনবরত পাপকর্ম্ম করিয়া মন এরূপ কিণাঙ্কিত ও কলুষিত হয়, যে, তাহাতে দয়া, মমতা ও স্নেহ প্রভৃতি কোনমতেই অবস্থিতি করিতে পারে না। সুতরাং উহা জড়ের ন্যায় অবশ, অবোধ ও চেতনাশূন্য হয়।

যাহা হউক, সংসার দুরাত্মার যে প্রতিহিংসা করিতে সমর্থ নহে, বিধাতা তাহা সম্পাদন অনায়াসেই করেন। ধারাপতি নিজদৌরাত্ম্যে লোকদিগকে অনবরত ক্রন্দন করাইয়াছেন। কিন্তু কেহ কখন তাঁহারে ক্রন্দন করাইতে পারে নাই। বলবান্ বিধাতা আজি তাহা সম্পাদন করিলেন। তিনি সেই দারুণ সংকট সময়ে কীলকবদ্ধের ন্যায়, হস্তপদ প্রসারণে অসমর্থ হইয়া, মনে মনে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অবশেষে বিকারমূর্চ্ছিতের ন্যায়, তাহাও করিতে সমর্থ হইলেন না। কে যেন বলপূর্ব্বক সহসা তাঁহার হৃদয়কপাট রুদ্ধ করিয়া দিল। তিনি সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার পাপের ফল এতদিনে পরিণত হইল। এবং মনুষ্যের বল বল নহে, দৈববলই বল। তিনি ইহাও বুঝিলেন, পাপাত্মা মানবমাত্রেরই পরিণামে এইরূপ বিষমগতি ঘটিয়া থাকে। এই প্রকার চিন্তা করিয়া, দারুণ অভিমানে অগ্নিদগ্ধের ন্যায়, তাঁহার সর্ব্বশরীর নিরতিশয় উষ্ণ হইয়া উঠিল। তিনি ঐরূপ উত্তাপ আর কখন জন্মাবচ্ছিন্নে অনুভব করেন নাই। ইন্দ্রের বজ্র, বাসুকির বিষ, বড়বামুখ বহ্নি, এবং দিবাকরের দ্বাদশাত্মাও ঐ প্রকার উষ্মা সমুৎপাদন করিতে পারে না। উহা সুপ্রখর হলাহলের ন্যায়, তাঁহার অন্তরে অন্তরে পঞ্জরে পঞ্জরে শিরে শিরে দুর্নিবার বেগভরে স্বচ্ছন্দ সঞ্চারে বিচরণ করিতে লাগিল। বৎস! উত্তাপ পাইলে, বস্তুমাত্রেই অজস্র বাষ্পরাশি বর্ষণ করিয়া থাকে। এই নিয়ম স্বভাবসিদ্ধ। ইহা করিয়া কেহ ইহার নিবারণ করিতে পারে না। এই জন্যই

বিকারী রোগী ও সূর্য্যতপ্তের শোণিতরাশি ঘর্ম্মময় বাষ্পরূপে পরিণত হয় ; এই জন্যই শোকার্ত্তের ও অতিহর্ষিতের নয়নযুগল অশ্রুধারায় আবিল হয় ; এই জন্যই পরিশ্রান্তের ও চিন্তাগ্রস্তের স্বেদসলিল বিগলিত হইয়া থাকে। সুতরাং কান্দিতে ইচ্ছা না থাকিলেও অথবা কান্দিতে না জানিলেও, আজি মহাবলের নয়নযুগল দুর্ব্বলের ন্যায়, বালকের ন্যায়, সহসা দরদরিত বাষ্পধারায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন, তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল। বিধাতা ঐ শেষ সলিল বিসর্জ্জন করিয়া, এই প্রায়শ্চিত্ত ক্রিয়ার অন্তবিধি সমাধা করিলেন। তাঁহার দিব্যজ্ঞান হইল, মনুষ্য আপনা আপনি যতই উদ্ধত ও উন্নত হউক, সংসারে অণুরও অণু নহে। এবং যতই বর্দ্ধিত ও সমুচ্ছ্রিত হউক, বিধাতার ক্রীড়াকন্দুক ভিন্ন আর কিছুই নহে। মনুষ্যের বল বিক্রম ও প্রতাপগৌরব মনুষ্যের চক্ষে অধিক ও অতিশায়ী বলিয়া প্রতীত হইতে পারে, কিন্তু লোকোত্তরপরাক্রম দৈবের নিকট তাহা পরমাণুরও পরমাণু বলিয়া পরিগণিত হয় না। বলিতে কি, মনুষ্যের চক্ষু স্বার্থপ্রসব ঈর্ষ্যারূপ চিরনীহারে প্রতিচ্ছন্ন। ঈর্ষ্যা স্বয়ং অন্ধ, অন্ধ কখন প্রকৃত পন্থা প্রদর্শন করিতে পারে না। অতএব মনুষ্যের নিকট যাহা গুরু বা লঘু বলিয়া প্রতীত হয়, অন্যের নিকট তদনুরূপ হইবার সম্ভাবনা কি ? ফলতঃ, অন্য শুভদ্বেষিণী অন্ধ ঈর্ষ্যা যাহাকে গুরু বা লঘু বলিয়া প্রতিপাদন করে, তাহা হয় ত গুরু বা লঘু কিছুই হইতে পারে না, অথবা গুরু হইলে, লঘু ও লঘু হইলে, গুরু হই-

বারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। মনীষিগণ যে সর্ব্বপ্রযত্নে স্বার্থ ত্যাগের উপদেশ দিয়া থাকেন, ইহাই তাহার কারণ। অর্থাৎ ঈর্ষ্যা স্বার্থের অন্যতর অঙ্গ, ঈর্ষ্যার অন্ধঙ্করণী শক্তির ইয়ত্তা নাই। ঐ শক্তি সচরাচর চক্ষুর উপরিই অধিকতর প্রভাব প্রকাশ করে। যে ব্যক্তি যথার্থ দর্শন করে, সেই প্রকৃত চক্ষুষ্মান্। ঈর্ষ্যালু কখন যথার্থ দর্শন করিতে পারে না ; সুতরাং চক্ষু থাকিলেও অন্ধ। অন্যের মনে কি হইতেছে, আপনার মন পরীক্ষা করিলেই জানিতে পারা যায়। কিন্তু ঈর্ষ্যা ঐ পরীক্ষা করিতে প্রতিষেধ করে। ঐরূপ প্রতিষেধ করা তাহার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। যেরূপ দিবাকর অস্তমিত হইলে সমস্ত সংসার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয় ; তখন আর ভালমন্দ কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। সেইরূপ, ঈর্ষ্যার উদয় হইলে, হিতাহিত জ্ঞান-জ্যোতি তিরোহিত হইয়া যায়। এইজন্য লোকে লোককে আপনার অপেক্ষা অধিক সুখী বলিয়া বোধ করে এবং পরের বিপদ ও সম্পদ বলিয়া কল্পনা করিতে সংকুচিত হয় না। চর্ম্ম যেরূপ জল প্রাপ্ত হইলে সংকুচিত হয়, তদ্রূপ হিংসার সমাগমে মনও সঙ্কীর্ণ হইয়া থাকে। সঙ্কীর্ণ মন সর্পের ন্যায় কুটিলগতি। কুটিলগতি, স্রোতস্বিনীর কটিপ্রস্থের ন্যায়, স্বভাবতঃ তরঙ্গ ও আবর্ত্তময় আবর্ত্তে পতিত হইলে, সহজে উত্থান করা সাধ্য নহে! এইজন্য ঈর্ষ্যার এইরূপ অন্ধঙ্করণী উন্মাদকারিতা লোকমধ্যে জুগুপ্সিত হইয়া থাকে। সরল বস্তু যেরূপ আবর্ত্তমধ্যে বিনিক্ষিপ্ত হইলে, বক্র হইয়া যায় এবং বক্র না হইলে ভগ্ন বা চূর্ণীকৃত হয়,

সেইরূপ আবর্ত্তময়ী ঈর্ষ্যার সংসর্গে সরলচিত্তও বক্রভাব ধারণ করে এবং যাহাকে সরল দেখে, তাহাকেই প্রতিঘাত করিয়া থাকে। এইজন্য বিশুদ্ধমতি উদারচেতাঃ মনীষিগণ ঈর্ষ্যালুর সংসর্গ দূরে পরিহার করেন।

ঈর্ষ্যার আর একপ্রকার স্বভাব এই, উহা আপনার সুখও আপনি সহ্য করিতে পারে না। ভাল খায়, ভাল পরে, ভাল শয্যায় শয়ন করে, কোন দিকে কোন বিষয়ে কিছু-মাত্র অভাব নাই; তথাপি অন্যকে তদনুরূপ দর্শন করিলে, অসুখী বোধ করিয়া, বৃথা অধীর হইয়া থাকে। দুরাকাঙ্ক্ষা অনেক সময়ে এই ঈর্ষ্যা হইতে সমুদ্ভূত হয়। বৎস! এই দুরাকাঙ্ক্ষা সহজেই সুখের দুর্নিবার শত্রু; তাহাতে আবার ঈর্ষ্যার সহচরিত হইলে, আরও ভয়াবহ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। সায়ক স্বভাবতই ভয়ঙ্কর; বিষদিগ্ধ হইলে, দ্বিগুণ-তর ভয় সমুৎপাদন করিয়া থাকে। মনীষিগণ ঈর্ষ্যার আর একপ্রকার স্বভাব নির্ণয় করিয়াছেন। উহা নিতান্ত জুগু-প্সিত। কেহ কেহ উহার প্রভাবে এরূপ অধীরিত হইয়া উঠে যে, দুরাকাঙ্ক্ষার সাহায্য গ্রহণ করিয়াও পরিতৃপ্তি লাভে সমর্থ হয় না। তখন তাহার ঈর্ষ্যা হিংসারূপে পরি-ণত হইয়া থাকে। ঐরূপ হিংসার আবির্ভাববশতঃ লোকে যেমন আপনি আপনার সুখের কণ্টক রোপণ করে, তেমনই অন্যদীয় সুখসম্পত্তির বিনাশ সাধনে স্বতঃ পরতঃ চেষ্টা করিয়া থাকে। যাবৎ তাহাতে কৃতকার্য্য না হয়, তাবৎ সুখ থাকিতেও সুখের মুখ দর্শন করিতে পারে না। ফলতঃ, লোকনাশিনী ঈর্ষ্যা মায়াবিনীর ন্যায়, কামরূপিণীর ন্যায়,

কখন দুরাকাঙ্ক্ষা, কখন হিংসা, কখন পরগ্লানি, কখন পরী-বাদ প্রভৃতি বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, বিবিধ দোষের সমুৎ-পাদন করে। যেরূপ মেঘাচ্ছন্ন আকাশপটে দিবাকর কিরণ প্রতিভাত হয় না, তদ্রূপ অতি প্রশস্ত চিত্তও ইহার প্রভাবে মলিন ও নিষ্প্রভ হইয়া থাকে। পূর্ব্বাচার্য্যগণ একমাত্র স্বার্থ পরিত্যাগই ইহার প্রকৃত ঔষধ বলিয়া সদ্‌বৈদ্যের ন্যায় ব্যবস্থা করিয়াছেন। যিনি আপনার ও অন্যের কল্যাণ কামনা করেন, তিনি উল্লিখিত ব্যবস্থার অনুসরণ করিবেন। যাহারা বীতশ্রদ্ধ ও বীতরাগ হইয়া, অন্যথাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের সুখ দুঃখরূপে পরিণত হইয়া থাকে। লোক-নিয়ন্তা বিধাতা কখন তাহাদের প্রতি অনুকূল দৃষ্টি বিতরণ করেন না। পিতামহ স্বয়ং বলিয়াছেন, যাহারা ঈর্ষ্যার সেবা করিবে, তাহারা আত্মঘাতী হইবে। আত্মঘাতীর কোনকালেই পরিত্রাণ নাই। জরামরণময় সংসারসঙ্কট তাহাদের অবিচ্ছিন্ন ও অপরিহার্য্য হইয়া থাকে। বৎস! কুলদেবতারা মঙ্গল করুন, তোমার মতি যেন কদাচ ঈর্ষ্যার বশবর্ত্তিনী না হয় এবং লোকদূষণী হিংসা যেন কখন তোমাকে আক্রমণ করিতে না পারে।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

সুমতিসংবাদ।

সুমতি কহিলেন, বৎস! এই সংসার পরস্পর সাপেক্ষ-ভাবে বিনির্ম্মিত। অর্থাৎ সত্বরজতমঃ তিন গুণ পরস্পর

মিলিত হইয়া, প্রকৃতিরূপে মহাভূতগণের সৃষ্টি করিয়াছে। মহাভূতগণ আবার ঐরূপে সমবেত হইয়া, অন্যান্য পদার্থের বিনির্ম্মাণ করিয়াছে। বস্তুর ব্যবচ্ছেদ করিলে, এই সমবায় বা সাপেক্ষতা সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। পূর্ব্বাচার্য্যগণ প্রকৃতির এইপ্রকার সমবায়ী নিয়ম পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই একতার প্রশংসা করিয়া থাকেন। মহীয়ান্ পদার্থমাত্রেই এই নিয়মের অনুসরণ করে। কদাচ তাহাদের অন্যথাবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায় না। তথাহি, অনলে জলনিক্ষেপ করিলে, তাহা নির্ব্বাণ হইয়া যায়; আবার অগ্নিসংযোগে জলের অতিমাত্র উত্তাপ সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। জল ও অগ্নি প্রভৃতি এই প্রকার সমবায়িতাই বিজ্ঞানবল বলিয়া পরিগণিত হয়। এবং সংসারের পরমকল্যাণ সমাধান করিয়া থাকে। এইজন্য বিজ্ঞানবিৎ মহাত্মাগণ সর্ব্বথা সর্ব্বপ্রযত্নে উল্লিখিত নিয়মের অনুসরণ করেন। এইজন্য সদ্গুজ সদ্গুণের পক্ষপাতী হইয়া থাকে। এইজন্য শত্রুরও বিনয় দর্শন করিলে, লোকের অনুরাগ ও অনুগ্রহ, ক্ষমা ও মমতা আপনা হইতেই উজ্জীবিত হইয়া থাকে। এইজন্য মহানুভবগণ ক্রোধের অনুরোধে ক্ষমাবিসর্জ্জন করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন। তাঁহাদের স্পষ্ট প্রতীতি আছে, ক্রোধ কখন ক্ষমার সমবায়ী নহে এবং যে বস্তু যাহার অসমবায়ী,তাহাতে তাহার যোগসমাধান করিলে, উপ্তক্ষেত্রে পুনরায় বীজবপনের ন্যায়, উভয়েরই গৌরব বিনষ্ট হইয়া যায়। উহাতে না সংসারের, না ক্ষমা ও ক্রোধের, কাহারই প্রয়োজনসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। মহর্ষি চ্যবন স্বভাবতঃ মহাত্মা। তাঁহার

প্রকৃতি প্রকৃতির অবিকল অনুবাদ। মনঃ শান্তির কেলি-নিকেতন এবং শরীর তপস্যার পবিত্র আশ্রমস্বরূপ। অতএব তিনি যে সর্ব্বতোভাবে উল্লিখিত নিয়মের অনুসারী হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি ? সত্য বটে, মহাবল দুরাচার ; তাঁহার পাপের শেষ নাই ; দোষের ইয়ত্তা নাই এবং অধর্ম্মেরও সীমা নাই ; কিন্তু আজি তাহার সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হইল। এক্ষণে আর তিনি সে মহাবল নহেন। অদ্য তাঁহার দিব্যজ্ঞান হইয়াছে যে, মানুষ কিছুই নহে। তাহার বলবিক্রম প্রভাবগৌরবও কিছুই নহে। তাহার স্বার্থ ও স্বার্থজনিত কল্পিতজ্ঞানও কিছুই নহে। এই অনর্থময় স্বার্থজ্ঞান পরিত্যাগ করিলে, সমস্ত সংসার তাহার অনুকূলে, অন্যথা স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তাও প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়েন। যাহার স্বার্থলিপ্সার লেশ নাই, সংসার তাঁহারই পরাজিত ও অবিকৃত। তিনিই প্রকৃত রাজা, প্রকৃত সম্রাট ও প্রকৃত চক্রবর্ত্তী। তিনি শুদ্ধ মনুষ্যের নহেন, দেবগণেরও পরাজয় করেন। চরাচর বিধাতা পরমাত্মাও তাহার পরাজিত। আকাশ যেরূপ স্বয়ং নির্লিপ্ত হইলেও, সংসার তাহাতে লিপ্ত, তদ্রূপ তিনি সম্পর্কপরিশূন্য হইলেও, বিশ্বজগৎ তাঁহার সম্পৃক্ত হইয়া থাকে। এইজন্য সকলেই তাঁহার আত্মীয়। তিনি স্বয়ং এই আত্মীয়তা আহ্বান করেন না ; লোকে স্বতঃ প্রেরিত হইয়া, তাঁহাকে আত্মদান করে। দিবাকরের উদয় যেরূপ সকলেরই প্রার্থনীয়, তদ্রূপ তাঁহার অভ্যুদয় সকলেরই কামনীয় হইয়া থাকে। এইরূপে সমস্ত সংসার যাঁহার আত্মীয়, তিনি কি সৌভাগ্যশালী মহাপুরুষ। তিনি

যুধিষ্ঠির না হইলেও অজাতশত্রু, কৌশল্যাগর্ভ না হইলেও রাম, নারায়ণ না হইলেও হরি, অর্জ্জুন না হইলেও জিষ্ণু, সূর্য্য না হইলেও ভাস্বান্, সৌদামিনী না হইলেও বিদ্যুৎ, কুসুম না হইলেও সুমনা, পর্ব্বত না হইলেও মহীধর, রাজা না হইলেও নরপতি এবং বন্ধু না হইলেও সুহৃৎ।

বৎস সঞ্জয়! এইপ্রকার দিব্যজ্ঞানের আবির্ভাববশতঃ অদ্য মহাবলের অন্তঃকরণ অপূর্ব্ব আলোকে সমুদ্দীপিত হইয়াছিল। ঐরূপ আলোক বা বিকাশময় পদার্থমাত্রেই স্বভাবতঃ মনোহারিতার ও চমৎকারিতার আধার হইয়া থাকে। পদ্মে মধু, আকাশে নির্ম্মলতা, চন্দ্রে অমৃত, জলে স্বচ্ছতা, রত্নে উজ্জ্বলতা, যৌবনে সৌকুমার্য্য, ইত্যাদি উহার নিদর্শন। এইজন্য মহাত্মাগণের চিত্তবৃত্তি বিনয়, ক্ষমা ও লজ্জা প্রভৃতি সদ্‌গুণরত্নে অলঙ্কৃত হইয়া থাকে। এইজন্য সদ্‌গুণরত্নে লোকসংগ্রহণী আকর্ষণী শক্তির সঞ্চার দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্য আকর্ষণীশক্তির বিশ্বজনীন কার্য্যকারিতা লক্ষিত হয়। এইজন্য মহাবলের চিরদুর্বৃত্ত পাষাণচিত্তেও অদ্য সহসা বিনয়, লজ্জা ও মৃদুতা বলপূর্ব্বক পদগ্রহণ করিল। চুম্বক লৌহ দেখিলেই আকর্ষণ করে, পদ্ম সূর্য্য দেখিলেই প্রফুল্ল হয়, ময়ূরী মেঘ দেখিলেই হর্ষিত হইয়া থাকে এবং কুসুমশোভা বসন্ত দেখিলেই আলিঙ্গন করে; সেইরূপ মহাতপা চ্যবনের স্বভাবধৌত স্নিগ্ধচিত্ত মহাবলের বিনয় ও লজ্জা দর্শন করিয়া, ক্ষমা ও কারুণ্যরসে দ্রবীভূত হইল। তিনি তেজোগুণে অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়াছিলেন; এক্ষণে ক্ষমাগুণে জলের ন্যায় শীতল হই-

লেন। অথবা পিতামহ লোকস্থিতি বিধানজন্য মহাত্মা-দিগকে সময়ধর্ম্মের অনুসারী করিয়া সৃজন করিয়াছেন। দিবাকর প্রভাতে অরুণ ও মধ্যাহ্নে জ্বলনমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, উল্লিখিত সময় ধর্ম্মেরই অনুসারিতা প্রদর্শন করেন। পূর্ণ-চন্দ্র যে সহসা ভুবনোদ্ভাসিনী কৌমুদীমালা সংহরণপূর্ব্বক রাহুকবলে বা অমাবদনে নিপতিত হয়েন, ইহাই তাহার কারণ। এইজন্যই চিরবসন্ত ও চিরযৌবন মনুষ্যলোকে দুলভ হইয়াছে। এইজন্যই রজনীমুখে অন্ধকারগর্ভে তেজঃপ্রদীপ ভাস্করের পতন ও তিরোভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্য সুকুমার মুক্তালতা, সুকুমার যৌবনশ্রী ও সুকুমার বসন্তলক্ষ্মীও শুষ্ক, নীরস ও বিগলিত হইয়া থাকে। ঋতুগণ যে পর্য্যায়ক্রমে যাতায়াত, গ্রহগণ যে পর্য্যায়ক্রমে গমনাগমন ও দিনযামিনী যে পর্য্যায়ক্রমে তিরোধান ও অন্ত-র্দ্ধান করেন, ইহাই তাহার কারণ। নিদ্রাও এই নিয়মের অনুগত হইয়া, কিঙ্করীর ন্যায়, প্রতি রজনীতে সংসারের সেবা করিয়া থাকে। বলিতে কি, এই সময়ধর্ম্মিতা বিধাতার সৃষ্টিচাতুরীর চরমসীমা। বিজ্ঞানবল যেরূপ যন্ত্রের মূল, তদ্রূপ সমবায়িতা ও সময়ধর্ম্মিতাও সৃষ্টির পত্তন-ক্রিয়া বলিয়া পরিগণিত হয়। এইজন্যই আমরা বীজে অঙ্কুর, অঙ্কুরে শাখা, শাখায় কিশলয়, কিশলয়ে পত্রভাব, আবার পত্রমধ্যে মুকুল, মুকুলে পুষ্প, পুষ্পে কেশর, কেশরে পরাগ, পরাগে মধু, মধুতে সুরভিতা, যথাক্রমে পরিদর্শন-পূর্ব্বক নয়নমনের তৃপ্তি সমাধান করি। যদি এই সময়-ধর্ম্মিতা না থাকিত, তাহা হইলে, অন্ধকার ও আলোক,

চন্দ্র ও সূর্য্য, ছায়া ও আতপ, শীত ও গ্রীষ্ম, প্রভৃতি কল্পনা-পথে বা স্বপ্নে স্থানপ্রাপ্ত হইত না। তাহা হইলে, এই সংসার কি হইত, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন আর কাহারও বলিবার ক্ষমতা নাই।

মনুষ্য রোগে, শোকে, পরিতাপে ও বিয়োগযন্ত্রণায় পতিত, অভিভূত ও মূচ্ছিত হইয়াও যে পুনরায় পরিত্রাণ-প্রাপ্তি প্রত্যাশায় ক্লেশময় প্রাণধারণ করে, এই সময়-ধর্ম্মিতাই তাহাই কারণ। এই সময়ধর্ম্মিতা বা পর্য্যায়ী-ক্রমই তাহার আশা, আশ্বাস ও উৎসাহ প্রসব করিয়া থাকে। সে দেখিতে পায়, আকাশমণ্ডল সহসা মেঘে আচ্ছন্ন ও ঘোরায়িত হইল এবং বজ্র ও বিদ্যুতের ভয়াবহ গর্জ্জন ও উৎকটশিখা মুহুর্মুহু বিস্ফুরিত হইয়া, সংসার কম্পান্বিত করিতে লাগিল; আবার পরক্ষণেই জ্যোতি-র্দ্দেবতা তারামালী পূর্ণচন্দ্রের পরমভাস্বরা কৌমুদীলেখা প্রকৃতির ভুবনভূষণা সুন্দরীছবির অনুকরণপূর্ব্বক তাহাতে হিল্লোললীলা প্রকাশ করিল। সে আবার দেখিতে পায়, সহকারমঞ্জরী ভ্রমর ভ্রমরীর গুণপরিচয়, কোকিলের সাদর সম্ভাষণ ও লোকের তৃপ্তি সমুৎপাদনপূর্ব্বক এই-মাত্র বিকসিত হইল, পরক্ষণেই তৎসমস্ত যেন সমভি-ব্যাহারে গ্রহণপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইয়া যায়। এইরূপ, যে বৃক্ষ শীতকালে শুষ্কপত্র হয়, তাহা আবার বসন্তে মঞ্জ-রিত ও নবপল্লবে সুশোভিত হইয়া থাকে। যে নদী গ্রীষ্মে শীর্ণদেহ হয়, তাহা আবার বর্ষার প্রবাহবেগে উচ্ছলিত হইয়া থাকে। মনুষ্য প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে এই সকল

পর্য্যবেক্ষণ ও অনুধাবন পূর্ব্বক আশা ও আশ্বাস অভ্যাস করে এবং উৎসাহে ও সাহসে পূর্ণ হয়। আমরা যে অতীতের সহিত বর্ত্তমানের তুলনা করিয়া, ভবিষ্যৎ ফল উপপন্ন করি, ঐরূপ পরিদর্শনই তাহার প্রযোজক। রাত্রি হইলেই প্রভাত হয়, এ কথার অর্থ অতি মহৎ। সেইরূপ দিবাকর অতি তেজস্বী ও সর্ব্বোপরি অধিষ্ঠিত। তিনিও প্রতিদিন অতি উচ্চ সুমেরুশিখরে নীত ও অতিগভীর সাগরগর্ভে নিপতিত হইয়া থাকেন। এ কথারও অর্থের সীমা নাই।

তত্ত্বদর্শী মনীষিগণ নির্দ্দেশ করেন, সময়ধর্ম্মের অনুসারিতাই ঐরূপ উদয়াস্তের সাক্ষাৎ বা নিত্যসিদ্ধ কারণ। কাল ও দৈব ঐ কারণের পরিদর্শক বা পরিরক্ষক মাত্র। অতিমহৎ হইতে অতিক্ষুদ্র পর্য্যন্ত যাবতীয় বস্তুই এই ধর্ম্মের অনুগত। ইহাই লোকসংহারের ও লোকরক্ষার হেতু। মনুষ্য এইজন্য সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখ কল্পনা করিয়া, অধীর হয়। তত্ত্ববাদীগণ এইজন্যই বিপদকে সম্পদ ভাবিয়া আলিঙ্গন করেন এবং যখন যেরূপ অবস্থা, তখন তদনুরূপ চলিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, পরমেশ্বর মঙ্গলময়, তাঁহার ইচ্ছাও অভিপ্রায় মঙ্গলময়। অতএব তাঁহার হস্ত কখন বিপদ রচনা করে না; প্রত্যুত, অমৃত প্রদান করিয়া থাকেন। সুতরাং মনুষ্য যাহাকে বিপদ বলিয়া বোধ করে, তাহা বস্তুতঃ বিপদ না হইতেও পারে। মৃত্যু এ বিষয়ের নিদর্শন। সংসারীর কল্পনায় মৃত্যু অপেক্ষা বিপদ আর নাই; কিন্তু

তত্ত্বদর্শীর কল্পনায় মৃত্যু অপেক্ষা অমৃত আর নাই। ভোগের শেষ হইল; বয়সেরও চরমদশা উপস্থিত। সময় ধর্ম্মে জরা বলবতী হইয়া, ব্যাঘ্রীর ন্যায় আক্রমণ করিল এবং উত্থানশক্তি, চলৎশক্তি ও জীবনীশক্তি হরণ করিয়া লইল। দৃষ্টিশক্তিও বিদূরিত হইয়া গেল। যে দেহ পৃথিবীর একদিন ভূষণ ও গৌরব ছিল, আজি তাহা জড়ের ন্যায় হইল। সেই হস্ত সেই পদ সকলই আছে, কিন্তু তাহার কার্য্যকারিতা নাই। বিকার নহে, উন্মাদ নহে, মদিরা নহে, মায়া নহে, অথচ তন্দ্রাগ্রস্ত বা তন্দ্রাবিষ্টের ন্যায় বদ্ধ, রুদ্ধ, অবসন্ন ও জড়ময়ভাবে অভিভূত। এরূপ অবস্থায় মৃত্যু ভিন্ন আর কি প্রার্থনীয় হইতে পারে? অতএব মৃত্যুও আমাদের অমৃত। যে ব্যক্তি লোকালয়ে দিব্যগৃহে অথবা পর্ণকুটীরেও বাস করিয়াছে, সে যদি বন্দী হইয়া বিজন কারায় বিনিক্ষিপ্ত হয়, তাহা হইলে কি শোচনীয় দশা অনুভব করে। সেইরূপ, সুখময় সৌকুমার্য্যময় আশা ও মনোরথময় মনুষ্যত্বময় যৌবনশ্রী সম্ভোগ করিয়া, কোন্ ব্যক্তি বিরূপকারিণী কুটিলগতি শোকমূর্ত্তি জরার সহবাসী হইতে পারে?

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

সমবায় ও অসূয়াতত্ত্ব।

সুমতি কহিলেন, মহাভাগ মহর্ষি চ্যবন ধারাপতির সবিনয় মূর্ত্তি সন্দর্শনপূর্ব্বক ঝটিকাবিরামে মহার্ণবের ন্যায়, পরম শান্ত স্বরূপ পরিগ্রহ করিলেন। অথবা জলদপটল তিরো-

হিত হইলে, আকাশ নির্ম্মল হয়, আকাশ নির্ম্মল হইলে, উহাতে চন্দ্রসূর্য্য প্রভৃতি নির্ম্মল বস্তুর প্রতিভা বিস্ফুরিত হয়, মহর্ষিরও তদনুরূপ হইল। অথবা আলোকের নির্ম্মলতা স্বভাবসিদ্ধ, মহাত্মার নির্ম্মলতাও স্বভাবসিদ্ধ। যাহা স্বভাবসিদ্ধ, তাহাই সত্য। যাহা সত্য, কোনকালে কোন অবস্থায় তাহার কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য নাই। এইজন্য চন্দ্রের কিরণ সর্ব্বদাই স্নিগ্ধ ও অগ্নির আভা সর্ব্বদাই উষ্ণ। বিয়োগী উহাতে তাপ অনুভব ও শীতজ্বরী ইহাতে সুখবোধ করে বলিয়া, কখন তাহাদের সত্যতার হানি হইতে পারে না। ভাবিয়া দেখিলে বিয়োগী বা শীতজ্বরীর অবস্থা কখন প্রকৃত নহে। যদি প্রকৃত হইত, তাহা হইলে, বিয়োগের অবসানে সংযোগদশায় চন্দ্রকিরণ কখন মনোহারী অথবা শীতজ্বরের পর্য্যবসনে অগ্নির আভা অপ্রিয়করী হইত না। মনুষ্য মনের দোষে, চক্ষুর দোষে অথবা কার্য্য কারণের অনুগত অতএব বস্তুমাত্রেই সমবায় ধর্ম্মে আক্রান্ত বলিয়াই; সুখে দুঃখ ও দুঃখে সুখ অনুভব করিয়া থাকে। যাহা মিথ্যা তাহা মিথ্যার দিকেই অভিনীত করে। চক্ষু প্রকৃত অবস্থায় অবস্থিতি করিলে, বস্তুর আকার প্রকার সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়; কিন্তু কোন প্রকার দোষে আক্রান্ত হইলে, আর সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইন্দ্রজাল বা মায়ায় অভিহত হইলে, জলও অনল বলিয়া বোধ হয়। সেইরূপ, বুদ্ধি বিকৃত বা মনঃ দূষিত হইলে, সমুদায় সংসারই দোষময় ও বিকারময় বলিয়া প্রতীতি জন্মে। এইজন্য মহাত্মাগণের মঙ্গলময়কার্য্যে দুরাত্মাগণ বিবিধ দোষের আরোপ

করিয়া থাকে। মনীষিগণ ইহাকেই পরীবাদ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। কেহ কেহ ইহাকে অসূয়া বলিয়া থাকেন। এই লোকদূষণী অসূয়া বা পরীবাদ সান্নিপাতিক বিকার অপেক্ষাও ভয়াবহ এবং হলাহল অপেক্ষাও প্রখর। ইহাতে প্রথমেই দৃষ্টির দোষ সমুৎপন্ন ও কর্ণের বিকৃতি সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। অনন্তর মন বিকৃত হয়, ধূম ও ধূলি যেরূপ বস্তুর বর্ণ হরণ করে,তদ্রূপ অসূয়া লোকের খ্যাতি ও প্রতি-পত্তি বিনাশপূর্ব্বক গুণরত্ন গ্রাস করিয়া থাকে। ইহার দন্ত নাই তথাপি দংশন করে, বিষ নাই তথাপি অভিভূত করে, শিখা নই তথাপি সন্তাপিত করে, তেজ নাই তথাপি দগ্ধ করে, হস্ত নাই তথাপি আঘাত করে, ভার নাই তথাপি পেষণ করে। এইরূপে এই দুরাচারিণী অসূয়া ঈশ্বরের প্রতিকূলেও ধাবমান হইয়া থাকে। মৃত্যুর পরিণাম অমৃত ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কিন্তু আমরা এই অসূয়াবলে অন্ধ হইয়া, তাহার দোষ প্রখ্যাপন করি। পাপ করিলেই দগ্ধ হইতে হয়, কেননা, পাপ অগ্নিময় স্বরূপ। ইহা জানিলেও আমরা অসূয়াবেগ বিচলিত হইয়া, ঐরূপ পরি-ত্যাগে ঈশ্বরের দোষারোপ করিয়া থাকি। সূর্য্য সকল-ভুবন প্রকাশ করিতেছে, তাঁহার কিরণও আমাদের সহ্য হয় না। কখন তাঁহাকে অগ্নি, কখন বা প্রচণ্ড বলিয়া অভি-সম্পাত করি। ফলতঃ, সংসারদূষণী অসূয়া পৃথিবীতে স্থানপ্রাপ্ত না হইলে, নির্ম্মল স্বর্গ ভুবনেও দোষের অনু-সন্ধান করে। মক্ষিকা যেরূপ ব্রণের পক্ষপাতিনী ও শূকরী যেরূপ বিষ্ঠায় অনুরাগিনী হয়, সেইরূপ অসূয়াও দোষ-

মাত্রের অভিলাষিণী হইয়া থাকে। পূর্ণচন্দ্রের অমৃতময় কৌমুদীমালায় অথবা তারাময় হারগুচ্ছে ইহার দৃষ্টি পতিত হয় না; কেবল কলঙ্ক চিহ্নে পুনঃপুনঃ সংক্রান্ত হইয়া থাকে। এবং কেবল তাহারই দূষণবাদে প্রবৃত্ত হয়। বৎস! যাহারা সুস্নিগ্ধ মলয় সমীরকেও গরলময়, বলিয়া প্রখ্যাপন করে, তাহারা যে সুবুদ্ধিপ্রসূত সৎকল্পনাকে কৃত্যা বলিয়া বোধ করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? যেরূপ জীর্ণরোগের পরিণাম অরুচি, এবং অরুচির পরিণাম কুপথ্য সেবন, তদ্রূপ অসূয়ার পরিণাম অপরাগ এবং অপরাগের পরিণাম দোষৈকদর্শিতা। পৃথিবী সাক্ষাৎ ক্ষমাময়ী। ক্ষমার সহিত দোষৈকদর্শিতার নিত্যবিদ্বেষিতা। অতএব পুরুষ দোষৈকদর্শী হইলে, বসুমতী তাহাকে পরিত্যাগ করেন। এইজন্য অসূয়ার কুত্রাপি আদর নাই। স্বার্থের অতিমাত্র সেবাই এই নরকজননী অসূয়ার প্রসূতি বলিয়া তত্ত্বশাস্ত্রে বিনির্ণীত হইয়াছে। অথবা একমাত্র দিবাকর যেরূপ আলোক, উত্তাপ, বিকাশ ও কৌমুদীর কারণ, সেইরূপ একমাত্র স্বার্থ হিংসা, ঈর্ষ্যা, অসূয়া ও পরদ্রোহ প্রভৃতি সমুদায় পাপের প্রযোজক। কুলদেবতারা মঙ্গল করুন, অপুণ্যজননী সংসারদূষণী অসূয়া যেন কদাচ তোমারে আক্রমণ করিতে না পারে।

———

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

প্রজাপতিসংবাদ।

সুমতি কহিলেন, বৎস! মনীষিগণ নির্ণয় করিয়াছেন, সদুপদেশ অসমুদ্রসম্ভূত রত্নস্বরূপ; অনগ্নিসম্ভূত তেজঃস্বরূপ; অসূর্য্যসম্ভূত আলোকস্বরূপ, অচন্দ্রসম্ভূত জ্যোতিঃস্বরূপ ও অপুষ্পসম্ভূত বিকাসস্বরূপ। অথবা, পুষ্পের বিকাস যেরূপ ক্ষণস্থায়ী ও আত্মনিষ্ঠ, ইহার বিকাস সেরূপ নহে। সূর্য্য, পদ্ম ও পদ্মসদৃশ বস্তুকেই প্রফুল্ল করে, পাষাণে বা পাষাণসদৃশ পদার্থে ইহার আলোক প্রতিফলিত হয় না; কিন্তু সদুপদেশ প্রস্তরবৎ জড়মতি মূর্খ ও পদ্মবৎ বিকচচিত্ত সাধু সকলকেই প্রফুল্ল করিয়া থাকে। চন্দ্রকিরণে নিত্য ক্ষয়োজয় দেখিতে পাওয়া যায়; এইজন্য উহা অমাবস্যার অন্ধকারে লুক্কায়িত হয়; কিন্তু সদুপদেশ পরম সত্য পদার্থ। অতএব অন্ধতমসাচ্ছন্ন গভীরগহ্বর সদৃশ মূঢ় হৃদয়েই উহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অমা রজনীর সুনিবিড় তিমিররাশিও উহার পরিচ্ছেদ করিতে পারে না। অগ্নির তেজঃ দিবাকরকিরণে লুক্কায়িত হয়, কিন্তু ইহার তেজঃ কুত্রাপি প্রতিহত হইবার নহে। ইহা রজনীর অন্ধকারে ও দিবার সুনির্ম্মল আলোকে সর্ব্বত্রই সমভাবে বিকসিত ও প্রজ্বলিত হইয়া থাকে। রত্ন যতই উৎকৃষ্ট হউক, কখন

অমূল্য হইতে পারে না এবং ইহার উজ্জ্বলতাও কালে খর্ব্বিত হইয়া যায় ; কিন্তু সদুপদেশ নিত্য পরিষ্কৃত অমূল্য পদার্থ। পিতামহ সত্য ধর্ম্মশান্তি ও ন্যায় প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়া, লোকস্থিতি বিধান জন্য আদেশ করিলে, তাঁহারা সমবেত হইয়া কহিয়াছিলেন, ভগবন্ ! আপনি আমাদের সৃষ্টি করিলেন ; অবস্থিতিস্থান নির্ণয় করিয়া দিন। আমরা কোথায় অবস্থান পূর্ব্বক লোকস্থিতি বিধান করিব ? মনুষ্য-ভূমি স্বভাবতঃ নরকময়। প্রকৃতি উহাকে পরিত্যাগ করি-যাছেন। স্বার্থমোহের দুরন্ত তাড়নায় লোকমাত্রেরই অন্তঃকরণ দূষিত। এবং পাপের অবির্ভাব বশতঃ তাহাদের শরীরও পবিত্র নহে। বিশেষতঃ কালে কালে পাপ প্রবৃত্তি ও স্বার্থপিপাসা বলবর্তী হইয়া, সমস্ত সংসারে অখণ্ড রাজত্ব বিস্তার করিতেছে। অতএব আমরা কোথায় অবস্থান করিব ? কেই বা আমাদের সমাদর করিবে ?

পিতামহ কহিলেন, একমাত্র সদুপদেশ তোমাদের বাসস্থান হইবে। বড়বামুখ অগ্নি যেরূপ সলিলরাশি পান করিয়া, সলিল মধ্যেই অবস্থিতি করে, তদ্রূপ তোমরাও সদুপদেশরূপ দেবদুর্লভ অমৃত পান করিয়া, সর্ব্বদা বর্দ্ধিত হইবে। এবং তাহাতেই অধিষ্ঠান করিবে। তাহা হইলে, পাপ তোমাদের ত্রিসীমায় গমন করিবে না ; এবং স্বার্থও তোমাদিগের পরিভব বা পরিহরসাধনে। প্রাদুর্ভূত হইবে না।

বৎস ! তৎকালে সদুপদেশ তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বন্ধুর ন্যায় প্রিয় দর্শন, অভীষ্টের ন্যায় লোকপ্রিয়,

পিতার ন্যায় প্রীতিময়, এবং অপত্যের ন্যায় স্নেহললিত। তাঁহার আকারে প্রবোধময় পরম জ্যোতিঃ ও জ্ঞানময় সর্ব্বলোকলোভন বিশুদ্ধ আলোক বিদ্যোতিত হইতেছে। তাঁহার কথায় অমৃত, হাস্যে চন্দ্র, দৃষ্টিতে সূর্য্য ও অঙ্গ-বিক্ষেপে যেন উৎসবলক্ষ্মীর আবির্ভাব হইয়াছে। তিনি সমুচিত বাক্যে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পিতামহ! আমারে কোথায় স্থান প্রদান করিবেন? আমি একাকী ছিলাম, এক্ষণে বহু পরিবারে বদ্ধ হইলাম। সংসারে ইহাদের শত্রু অনেক। তাহারা পদে পদেই ইহাদিগকে বিভীষিকা প্রদর্শন ও তাড়না করিবে। ইহারাও স্বভাবতঃ লতার ন্যায়, বনিতার ন্যায় ও কবিতার ন্যায় কোমল প্রকৃতি। আমি ইহাদিগকে লইয়া শত্রুময় পুরীমধ্যে কিরূপে একাকী বাস করিব?

পিতামহ কহিলেন, তোমার ভয় নাই। বেদ গর্ভ, সরস্বতীজিহ্বা, বৃহস্পতি বদন ও আশ্রমপদ প্রভৃতি শান্ত-রসাস্পদ স্থান সকল তোমার বাস হইবে। অমৃত নিয়ত তোমার পোষণ, নিত্যসুখ তোমার বর্দ্ধন, অনাময় শান্তি তোমার লোভনীয়তা সম্পাদন এবং স্বয়ং আমি তোমায় নিরাপদ কল্যাণ বিধান করিব। তুমি স্বভাবতঃ সকলেরই প্রিয়, দর্শনীয় উপজীব্য, ও সুখসেব্য হইবে। এবং আমার ন্যায় সর্ব্বথা পক্ষপাতপরিশূন্য হইয়া, সকলেরই সমান প্রীতি ও সমান সুখ বিধান করিবে। অধিকন্তু, তোমার তেজঃ ও প্রভাব সর্ব্বলোকাতিশায়ী এবং মহিমা রসায়না-ত্মক হইবে। তাদ্দ্বারা তুমি সাধু অসাধু তেজঃ অতেজ সকল-

কেই সমভাবে আকর্ষণ করিবে এবং পাষাণকেও দ্রবীভূত ও বজ্রকেও বিগলিত করিতে পারিবে। তোমার প্রভাবে লোকের স্বার্থবুদ্ধি দিবাকরের অভ্যুদয়ে তিমিরের ন্যায় তিরোহিত, পাপপ্রবৃত্তি ঝটিকাবেগবশবর্ত্তী তৃণগুচ্ছের ন্যায় বিদূরিত, রিপুগণ আতপকর্ণসংস্পৃষ্ট হিমানীর ন্যায় বিগলিত এবং ধর্ম্মজ্ঞান ও বুদ্ধি প্রভৃতি সৎবৃত্তি সমুদায় চন্দ্রোদয়দর্শী মহাসাগরের ন্যায় উত্তরোত্তর বর্দ্ধনোন্মুখী হইবে। তুমি অলঙ্কৃতেরও অলঙ্কার, রূপবানেরও রূপ, লক্ষ্মীবানেরও লক্ষ্মী, সৌভাগ্যশালীরও সৌভাগ্য এবং পৃথিবীর সর্ব্বস্ব হইবে। যাহাদের অলঙ্কার ও সৌভাগ্য প্রভৃতি কিছুই নাই, তুমিই তাহাদের তত্তৎ পদ পূরণ করিবে। বলিতে কি, তোমার অভাবে বা অবহেলা করিলে, সৌভাগ্য প্রভৃতিও কিছুই কার্য্যকর হইবে না। লোকে শয়নে স্বপ্নে আহারে বিহারে ও অন্যান্য সমুদায় ব্যাপারেই সর্ব্বদা তোমারে হৃদয়ে অভীষ্টের ন্যায়,দেবতার ন্যায়, প্রিয়তমের ন্যায়, প্রাণের ন্যায়, ধারণ ও ধ্যান করিবে। পুত্র সমান সংসারীর স্নেহ নাই। সেই পুত্রও যদি তোমারে পরিহার করে, তাহা হইলে, পিতামাতা তাহাকে পরিহার ত্যাগ করিবেন। তুমি যাহার হৃদয়ে বিরাজ করিবে, জ্ঞান, বিজ্ঞান তাহার পরিগ্রহ হইবে। সে ব্যক্তি দরিদ্র হইলেও ধনী, দুর্ব্বল হইলেও বলবান, অকিঞ্চন হইলেও সর্ব্বসম্পন্ন, চণ্ডাল হইলেও সেব্য, অন্ত্যজ হইলেও অধিগম্য, আত্মীয় হইলেও আত্মীয়, বিজাতীয় হইলেও সজাতি, শত্রু হইলেও মিত্র এবং প্রজা হইলেও

রাজার অপেক্ষাও পূজনীয় হইবে। ফলতঃ, তুমি সকলেরই মিত্র ও সুহৃৎ, পূজনীয় ও বহুমান্য হইবে। এবং আমার ন্যায় সমস্ত সংসার রক্ষা করিবে। সেইরূপ সমস্ত সংসারও তোমার মিত্র ও সুহৃৎ এবং রক্ষক হইবে। মনুষ্যগণ বাল্যে, যৌবনে, বার্দ্ধক্যে, মৃত্যুমুখে, শোকে, সন্তাপে, রোগে, বিয়োগে, সম্পদে, বিপদে, তোমার সেবা করিবে। সকলকালে সকলদেশে সকলপাত্রেই তোমার প্রভাব ও অবিকার, আদর ও গৌরব প্রাদুর্ভূত ও পরিগণিত হইবে। একমাত্র তোমাতেই জ্ঞান বিজ্ঞান, সুখস্বস্তি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইবে। তুমি একাকী হইলে, আমার ন্যায় সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বগ্রাহ্য ও সর্ব্বপ্রিয় হইবে। লোকে স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া তোমার পরিগ্রহ ও অযাচিত হইয়া তোমাকে আত্মদান করিবে। অধিকন্তু তুমি কামরূপ ও কামগতি হইবে, অর্থাৎ কখন ধর্ম্মসংহিতারূপে ধর্ম্মানুরাগ প্রচারিত করিবে; কখন বিধিশাস্ত্র হইয়া, লোক স্থিতিবিধান করিবে; কখন রাজনীতি হইয়া, নরপতিগণের সাহায্য করিবে; কখন দণ্ডনীতিরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া, দুরাত্মাগণের শাসন ও সাধুগণের রক্ষা করিবে; কখন লোকনীতিরূপে লোকযাত্রা বিধান করিবে। ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল তর্ক বা পদার্থ দর্শন কেহই তোমা ভিন্ন হইবে না। তুমি সকলেতে অবস্থানপূর্ব্বক অথবা তত্তৎস্বরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া, লোকের পরমার্থপদ প্রদর্শন, বুদ্ধিমার্গ শোধন ও মদীয় স্বরূপ প্রকটন করিবে। তোমা ব্যতিরেকে বিদ্যা বিধবা হইবে; জ্ঞান অনাথ হইবে ও বিজ্ঞান অসহায় হইবে

এবং ঋষিগণেরও বাক্য শুদ্ধ শব্দময় হইবে। তুমি আচার্য্যগণের সরস্বতীগর্ভ বদনবিবরে অবস্থানপূর্ব্বক ঐ সকল পরম্পরাক্রমে, সর্ব্বত্র প্রচার করিবে। তোমার উপাসনা না করিলে, কাহারই কোনবিষয়ে প্রকৃত শিক্ষা হইবে না। এইজন্য ব্যাস, বশিষ্ঠ ও বাল্মীকি প্রভৃতি মহর্ষিগণ সর্ব্বথা সাবধান হইয়া সর্ব্বতোভাবে তোমার উপাসনা করিবেন এবং আমার আদেশে বিবিধ মহাবাক্য প্রণয়নপূর্ব্বক লোকমধ্যে তোমার প্রচার ও প্রশংসাগান করিবে। চন্দ্রোদয়ে যেরূপ সমস্ত সংসার আলোকময় হয়, তদ্রূপ তোমার প্রচারে সমস্ত জ্যোতির্ম্ময় হইবে। তুমি যেখানে অবস্থান করিবে, তথায় রোগ, শোক, মদ, মোহ. দুঃখ বিষাদ উদিত বা উপচিত হইতে পারিবে না। লোকে তোমায় প্রকাশ ও আবির্ভাববলে বিবিধ নীতি সমুদ্‌ভাবনপূর্ব্বক পরস্পরের ধর্ম্মজ্ঞান বর্দ্ধিত করিবে। তুমি পুত্র ও পিতার, স্বামীও স্ত্রীর, ভ্রাতা ও ভগিনীর পরস্পর পরস্পরের প্রতি সমধিক প্রীতি ভক্তি স্নেহ মমতা শ্রদ্ধা ও অনুরাগের কারণ হইবে। প্রবন্ধকার ও গ্রন্থকারগণ স্ব স্ব কল্পনাবলে তোমার স্বরূপ বিবিধরূপে লোকমধ্যে প্রকটন করিবে। তুমি যুক্তি ও জ্ঞানের সারসঙ্কলনপূর্ব্বক পরমার্থময় বৈরাগ্যের আবিষ্কার করিয়া, সংসারের মায়াবন্ধন ছেদন করিবে। এতদ্‌ভিন্ন প্রকৃতি ত্বন্ময়ী হইবে অর্থাৎ লোকে প্রকৃতির সমস্ত ঘটনায় ও সমস্ত কার্য্যে তোমাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিবে। তুমি বক্তৃতা ও বাগ্মিতা প্রভৃতি বিবিধ নামে বিখ্যাত হইবে এবং যাহার শরীরে অধিষ্ঠান করিবে, সর্ব্বত্র তাহার খ্যাতি

ও প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত ও প্রস্ফুরিত হইবে এবং কীর্ত্তির পতাকা চিরকাল উড্ডীন হইয়া, আকাশ পাতাল প্রভৃতি আলোড়ন করিবে। উপাধ্যায়গণ ছাত্রগণের প্রবৃত্তিশোধন জন্য সর্ব্বদা তোমার আশ্রয় করিবে। তুমি গৃহস্থের গৃহ তপস্বীর আশ্রম, দরিদ্রের কুটীর ও ধনীর প্রাসাদ সমভাবে অলঙ্কৃত করিবে। যে স্থানে তোমার সেবা নাই, বা সমাগম নাই, তথায় লক্ষ্মী বা সম্পত্তি প্রবেশ করিবে না; বিদ্যা ও বুদ্ধির জ্যোতিও প্রস্ফুরিত হইবে না। তুমি মেঘের গর্জ্জনে, বজ্রের বিস্ফোটনে, বিদ্যুতের গহ্বরে, সমুদ্রের ক্ষারলবণে, পর্ব্বতের গুহায়, পুষ্পের সৌরভে, মৃদুল সমীরে, বিচিত্র শাদ্বলে, বিকসিত উপবনে, ফলতঃ সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থান করিবে। মনুষ্য যখন যে দিকে চক্ষু উন্মীলন করিবে, তখন সেইদিকেই তোমাকে দেখিতে পাইবে। পণ্ডিতগণ বিবিধ গল্প, উপন্যাস ও উপাখ্যান স্থলে তোমার প্রচার করিবে। তুমি বীণাবেণুর ঝঙ্কারের ন্যায় সকলেরই মনোহর হইবে। আমি অভিশাপ দিতেছি, যাহারা তোমার অবমাননা বা পরিহার করিবে, তাহারা কখন সুখী হইবে না। তাহাদের জ্ঞানবিজ্ঞান স্ফূর্ত্তি পাইবে না; বুদ্ধির মলিনতা ও মনের জড়তা বিদূরিত হইবে না; হৃদয় প্রশস্ত ও বোধশক্তি সমুন্নত হইবে না; দুষ্প্রবৃত্তির পরিহার বা সৎপ্রবৃত্তির সমুপচয় হইবে না।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

সুমতি কহিলেন, বৎস! তৎকালে দেবী সরস্বতী বীণা-হস্তে তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি শ্বেতবর্ণা হইলেও সর্ব্বালোকময়ী,সর্ব্বদীপ্তিময়ী, সর্ব্বতেজোময়ী ও সর্ব্বপ্রকাশ-ময়ী। তাঁহার কান্তি চন্দ্র, পদ্ম ও কুমুদ প্রভৃতি চমৎকারী ও মনোহরী পদার্থের আদর্শ। বিদ্যা তাঁহার কন্যা, জ্ঞান-বিজ্ঞান তাঁহার পুত্র, বুদ্ধি ও বিচার প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বৃত্তি সমুদায় তাঁহার পরিজন এবং চতুঃষষ্টিকলা তাঁহার পরি-চারিকা। ঐ জ্ঞানবিজ্ঞানের জ্যোতিঃ এরূপ প্রকাশবিশিষ্ট যে, তদ্দারা পরোক্ষ অপরোক্ষ সকল বিষয়ই সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। তত্ত্বদর্শী মনীষিগণ বলিয়া থাকেন, এই চক্ষু,চক্ষু নহে; জ্ঞানবিজ্ঞানই মনুষ্যের প্রকৃত চক্ষু। যাহার ঐ জ্ঞানবিজ্ঞান-রূপ চক্ষু নাই, সেই ব্যক্তিই অন্ধ। সংসার তাহার পক্ষে নিবিড় অন্ধকার। অন্যের কথা দূরে থাক, সে আপনার বিষয়েই অন্ধ। তাহাকে দাসের ন্যায়, বদ্ধের ন্যায়, রুদ্ধের ন্যায়, বন্দীর ন্যায়, নিতান্ত পরাধীন হইয়া, সংসারপথে পদ-চালনা করিতে হয়। ভয়, সন্দেহ, মোহ ও আশংকা প্রভুর ন্যায়, নিয়ন্তার ন্যায়, শাস্তার ন্যায়, তাহার উপরি অসীম কর্ত্তৃত্ব বিস্তার করে। ঈশ্বরের বিহিত এই মনো-হারিণী সৃষ্টিও তাহার পরিপন্থিনী বলিয়া বোধ হয়। সে আপনার ছায়া দেখিয়াও ভীত ও সংকুচিত হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক রোগীর ন্যায় তাহার বাক্য সকল প্রলাপময়; মদিরামত্তের ন্যায়, তাহার কার্য্য সকল উন্মাদময়; পক্ষাহতের ন্যায়, তাহার কার্য্যশক্তি অবসাদময়; সর্পদষ্টের ন্যায়, তাহার বুদ্ধিবৃত্তি প্রমাদময়; আসন্নমৃত্যুর ন্যায়, তাহার চিত্তবৃত্তি মোহময় এবং কালবিদ্ধের ন্যায়, তাহার জিহ্বা দুর্নিবার জড়তাময় উপদেবতা তাহার অধিষ্ঠাতা, জড় তাহার ইষ্টদেবতা এবং আকাশের নীলপীতাদি ক্ষণিকচিহ্ন সকলও তাহার অদৃষ্টের নিয়ন্তা হইয়া থাকে। সে স্বপ্ন ও কল্পনাজাত বিষয় সকলও সত্য বলিয়া বোধ করে এবং তজ্জন্য শোকে হর্ষে অভিভূত হয়। স্বাধীন ও প্রশস্তচিত্তে শয়ন ভোজন প্রভৃতি অবশ্য কর্ত্তব্য বিষয়সকলও সম্পাদন করা তাহার সাধ্য নহে। গ্রহগণ প্রতিদিন উদিত ও অস্তমিত হইতেছে; ধূমকেতু আকাশপথে সর্ব্বদাই যাতায়াত করিয়া থাকে; সূর্য্য ও চন্দ্রের রাহুমুখে প্রবেশ ও পরিবেশ স্বভাবসিদ্ধ; মেঘ হইলেই বিদ্যুৎ বিস্ফুরিত হইয়া থাকে ইত্যাদি প্রাকৃতিক সমুদায় ঘটনাই তাহার ভয়, উদ্বেগ ও চিন্তার কারণ সমুৎপাদন করে। অসতে সদ্‌ভ্রম, মিথ্যায় সত্যবোধ ও ছায়ায় বস্তুজ্ঞান তাহার স্বভাবসিদ্ধ। চন্দ্রে কলঙ্ক, মৃণালে কণ্টক, সমুদ্রে লাবণ্য, ইত্যাদি দর্শন করিয়া তাহার স্পষ্ট প্রতীতি হয়, বিধাতা স্বয়ং দোষময় অথবা তাঁহার সৃষ্টি সর্ব্বথা অনর্থময়। এই সকল কারণে হতভাগ্যের ন্যায় তাহার আশা ও আশ্বাস বদ্ধমূল হয় না; অবিশ্বস্তের ন্যায় তাহার আত্মজ্ঞান প্রস্ফুরিত হয় না; দৈবগ্রস্তের ন্যায়, তাহার শান্তি উপজাত হয় না; কাল-

কবলিতের ন্যায়, তাহার বুদ্ধি প্রসন্ন হয় না; হতাশ্বাসের ন্যায়, তাহার সৎপ্রবৃত্তি সমুদিত হয় না; মোহাবিষ্টের ন্যায় তাহার মোহজাল নিরাকৃত হয় না; জড়ের ন্যায়, তাহার চেতনা সঞ্চারিত হয় না এবং নষ্টজ্ঞনের ন্যায়, তাহার দুষ্প্রবৃত্তি বিগলিত হয় না অধিকন্তু, তাহাকে যেন বন্ধু ভাবিয়া আলিঙ্গন করে, বিষয় যেন আত্মীয় ভাবিয়া পরিগ্রহ করে; সংসারমমতা যেন প্রণয়ী ভাবিয়া পরিচর্য্যা করে; ইন্দ্রিয় সেবা যেন কুটীর ভাবিয়া আশ্রয় করে এবং এবং মিথ্যা যুক্তি যেন স্নিগ্ধ ভাবিয়া অবলম্বন করে; সে যেন চিরকাল অন্ধকার হইতে অন্ধকারে, গহ্বর হইতে গহ্বরে, প্রান্তর হইতে প্রান্তরে অথবা জঙ্গল হইতে জঙ্গলে পেচকের ন্যায়, সর্পের ন্যায়, ভেকের ন্যায়, দস্যুব ন্যায়, সিংহ ব্যাঘ্রাদি ইতরপশুর ন্যায়, বাস করিয়া থাকে। তাহার আত্মা অশুচির ন্যায়, দেহ অপবিত্রের ন্যায়, মনঃ নরকের ন্যায়, ও প্রবৃত্তি শ্মশান ভূমির ন্যায়, সংসারের কোন কার্য্য করিতে পারে না। সে যেমন জন্মের পূর্ব্বে অন্ধকারময় কারাস্বরূপ জননীগর্ভে বাস করিয়াছিল, যেন সেইরূপ অন্ধ ও বদ্ধ অবস্থায় যাবজ্জীবন অবস্থান করিয়া থাকে। তাহার অজ্ঞানরজনীর প্রভাত নাই,মোহনিদ্রার অবসান নাই, প্রমাদরূপ বাল্যক্রীড়ার বিরাম নাই; এবং আত্মবিস্মৃতিরূপ সান্নিপাতিক জ্বরের বিশ্রাম নাই, সে যেমন আসিয়াছে, সেইরূপেই গমন করে; কেবল পর্ব্বত প্রস্তরাদির ন্যায় বর্দ্ধিত হয় মাত্র। ভাবিয়া দেখিলে, জড়ের সহিত তাহার কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। জড়ের যেরূপ অন্তর বা বাহ্যজ্ঞান

নাই, তাহারও সেইরূপ কিছুই নাই। সে জড়ের ন্যায় আলোক প্রভৃতি সম্ভোগ করে মাত্র। কেন করে, তাহার কিছুই অবগত নহে। তাহার স্থিতি বা মৃত্যুতে পৃথিবীর কিছুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। সত্য বটে, সে হস্তপদ ও চক্ষু প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু দারুময়ী পুত্তলিকার ন্যায় তৎসমস্ত আড়ম্বর ও শোভামাত্র। সরস্বতী স্বয়ং অভিশাপ দিয়াছেন, যাহারা বিজ্ঞানের পরিচর্য্যায় পরাঙ্মুখ হইবে, তাহাদের বিদ্যা বুদ্ধি নিষ্ফল হইবে। তাহারা কখন মদীয় সর্ব্বাঙ্গীন সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইবে না। পিতামহও তাহাদের প্রতি প্রসাদ বিতরণে বিরত হইবে।

ফলতঃ সমুদায় সৃষ্টিই বিজ্ঞানময়। কার্য্যকারণময়ী অমানুষী শক্তি ঐ বিজ্ঞানের লক্ষণ। এবং পরম পুরুষার্থময় বৈরাগ্য উহার চরমফল। মনুষ্য উহা জানিলে, দেবদেহ ও দেববুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তখন সামান্য তৃণগুচ্ছে মদমত্ত গজরাজ, ও কেশসূত্রে পর্ব্বতরাজকেও বন্ধন করিতে পারা যায়; লঘুতর বাষ্পযোগে গগনমণ্ডল বিলোড়ন ও ভূধরসদৃশ মহাকায় হস্তী প্রভৃতি ভারবান্ পদার্থ সকলকে শূন্যে তৃণের ন্যায় উড্ডীন করাও দুঃসাধ্য নহে। যাহা সামান্য দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র ও মহৎ বলিয়া প্রতীত হয়, অদ্ভুত ও অলৌকিক বলিয়া, অনুমিত হয়, দুঃসাধ্য ও দুর্লঙ্ঘ্য বলিয়া বিনির্ণীত হয়, বিজ্ঞানের নেত্রে তাহা অতি সূক্ষ্ম পরমাণু বা অতিক্ষুদ্র কীটাণুর ন্যায় কিছুই নহে। মনীষিগণ অনিমা ও লঘিমা প্রভৃতি যে অষ্টবিধ সিদ্ধির নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বিজ্ঞানবিৎ তৎসমস্তই হস্তগত করিয়া

থাকেন। তিনি অণুপ্রমাণ স্থানে অনায়াসেই অবস্থিতি করিয়া, নখদর্পণের ন্যায়, বিশ্বসংসারের সর্ব্বত্র পরিদর্শন বা পরিক্রমণ করেন এবং হীরক প্রভৃতি বহুমূল্য পদার্থকেও ক্ষণমধ্যেই অঙ্গার প্রভৃতিতে পরিণত করিতে পারেন। এইজন্য লোষ্ট্রে ও কাঞ্চনে, চন্দনে ও পুরীষে শত্রু ও মিত্রে তাঁহার অভেদদৃষ্টি আপনা হইতেই কল্পিত হয়। এই তৃণবৃক্ষময়ী পর্ব্বতকাননপূর্ণা সাগরমেদিনী মেখলা মনুষ্য যাহাকে অসীম বলিয়া কল্পনা করে এবং যাহার এক-এক ক্ষুদ্র অংশের জন্যও প্রাণত্যাগ পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া থাকে, বিজ্ঞানীর বিশাল চক্ষে ব্রহ্মাণ্ডের পরিগণনীয় তাহা অণুরও অণু বলিয়া প্রতীত হয় না। তিনি সুস্পষ্ট দেখিতে পান, সামান্য তৃণের অপেক্ষাও ইহার কিছুমাত্র গৌরব নাই। কারণ, তৃণরাশি বায়ুবেগে আকাশে উত্তোলিত হইলেও, পুনরায় স্বীয় গৌরবদর্পে পতিত হইয়া থাকে; কিন্তু পৃথিবীর তদ্রূপ শক্তি নাই। উহা অনবরত নিরালম্ব শূন্যমার্গে উড্ডীন ও ধাবমান হইতেছে। বিশ্বকৌশলবিৎ মহাপ্রভাবকাল তুর্ললিত বালকের ন্যায় উহাকে লইয়া কঞ্চুকক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। সাধ্য নাই যে, তাহার প্রতিষেধ করে।

বৎস! তুমি সর্ব্বদা ভগবতী সরস্বতীর প্রিয়পুত্র মহাপ্রভাব বিজ্ঞানের সেবা করিবে। তাহা হইলে অনর্থময়ী অর্থলালসা তোমাকে ঘূর্ণায়মান করিতে পারিবে না। তুমি সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবে, ধন অতিজঘন্য ও সংকটময়। যে পদার্থ যেরূপ, তাহা প্রায় তদনুরূপেই জাত, প্রাপ্ত

অধিষ্ঠিত হইয়া থাকে। কেননা, কার্য্য কারণের অনুগামী হয়। পর্ব্বত গহ্বর, নদীবালুকা, স্ববৃত্তিসেবা, প্রতারণা, দাসত্ব, চৌর্য্য, দস্যুবৃত্তি, ইত্যাদি সংকটসঙ্কুল অতিজঘন্যস্থল ও উপায়সকল ধনের উৎপত্তি, প্রাপ্তি ও অবস্থিতি স্থান। এইজন্য ধন বিবিধ অনর্থের সমুৎপাদন করে। কেহ কেহ মনে করেন, ন্যায়পথে ইহার উপার্জ্জন করিব, কিন্তু তাহা কখনই সম্ভব নহে। স্বার্থজ্ঞান এই ধনলিপ্সার কারণ? অন্যায় ও অসত্য সেই স্বার্থের প্রয়োজক। আমি গুরুদেব মুখে বারংবার শ্রবণ করিয়াছি, বসুন্ধরা ভগবতী মনুষ্যের ভরে নিতান্ত কাতর ভাবাপন্না হইয়া, সবিনয়ে পিতামহ গোচরে নিবেদন করিলে, তিনি কহিয়াছিলেন, আমি সৃষ্টি করিয়া কখন বিনাশ করিতে পারিব না। এ বিষয়ে সর্ব্বসংহর ভগবান্ রুদ্রই তোমার প্রমাণ। তাহাতে বসুন্ধরা কহিলেন,তবে আমারে কেন বিনাশ করিতেছেন? পিতামহ অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া নিয়তির সৃষ্টি ও প্রেরণা করিলেন। নিয়তি কহিলেন, যেহেতু মনুষ্য সৃষ্টিসম্বন্ধে আমার ভ্রাতা,অতএব নিমিত্ত বা উপলক্ষ না পাইলে, আমি কদাচ তাহার সংহার করিতে পারিব না। তখন পিতামহ লক্ষ্মীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, তোমাকে নিয়তির সহায়তা করিতে হইবে। তাহাতে পরম মায়াবিনী লক্ষ্মী আপনার অংশে নিধননাম্নী মায়ার সৃষ্টি করিলেন। দুর্ব্বুদ্ধি মনুষ্য উহাকেই ধন বলিয়া থাকে। লক্ষ্মী নারায়নের সাক্ষাৎ অংশভাগিনী। তাঁহার প্রকাশিত মায়া সহজে অবগত হওয়া বা অতিক্রম করা কাহার সাধ্য নহে।

দেবগণও এবিষয়ে পরিহার স্বীকার করিয়া থাকেন। তুমি বিজ্ঞানের সেবা কর; আমার বাক্যার্থ সম্যক্ প্রতীত হইবে।

ঈশ্বর স্বয়ং বিজ্ঞানস্বরূপ। অতএব তাঁহার সমুদায় সৃষ্টিই বিজ্ঞানময়। অতএব মনুষ্যও স্বয়ং বিজ্ঞানময়। অতএব আমাদের পিতামাতা বন্ধুবান্ধব সকলেই বিজ্ঞান-ময়। অতএব বিজ্ঞানই আমাদের সর্ব্বস্ব। বস্তুতঃ ভাবিয়া দেখিলে, বিজ্ঞানই আমাদের পিতা মাতা এবং বিজ্ঞানই আমাদের বন্ধুবান্ধব। আমরা বিজ্ঞান প্রভাবেই জন্মগ্রহণ করি, বিজ্ঞানপ্রভাবেই পরিপালিত হই এবং বিজ্ঞানপ্রভা-বেই সম্পদে বিপদে সুরক্ষিত হইয়া থাকি। পিতামাতা ও বন্ধুবান্ধব নামমাত্র। যাহাদের কিছুমাত্র যুক্তি ও বুদ্ধি-জ্ঞান আছে, তাহারা অনায়াসেই এ কথার অর্থ পরিজ্ঞান করিতে পারে। যদি বিজ্ঞানবল সৃষ্টির মূলে বিনিহিত না হইত, তাহা হইলে, কেই বা পৃথিবীরে ধরিত্রী ও প্রসবিত্রী শক্তি প্রদান করিত এবং কেই বা তাহার রক্ষার উপায় বিধান করিয়া দিত। বায়ু বিজ্ঞানবলেই বিস্ফারিত ও সঙ্কুচিত, অগ্নি বিজ্ঞানবলেই প্রজ্বলিত ও নির্ব্বাপিত; জল বিজ্ঞান-বলেই তরলিত ও সংহত, সূর্য্য বিজ্ঞানবলেই উদিত ও অস্ত-মিত, ঋতুগণ বিজ্ঞানবলেই আগত ও অনাগত; ফলতঃ সমস্ত সংসার বিজ্ঞানবলেই পরিচালিত ও নিয়মিত হইয়া থাকে। তুমি যখন যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, তখন সেই দিকেই এই বিজ্ঞানবলের কার্য্য দেখিতে পাইবে। ইহাতে ইহাই প্রকাশ পাইতেছে যে, আমরাও বিজ্ঞান দেখিয়া

বিজ্ঞান শিক্ষা করিব। বিজ্ঞানের ফল প্রত্যক্ষ। উহার প্রভাবে মনঃ উন্নত, প্রশস্ত, ধীর, শান্ত, দৃঢ় ও স্বাধীনতা প্রভৃতি বিবিধ পুরুষগুণে অলঙ্কৃত হয়। বলিতে কি, লোকে যাহাকে রাহু বলিয়া গণনা করে এবং চন্দ্র সূর্য্যের বিপদ ভাবিয়া শঙ্কিত হয়, বিজ্ঞানী তাহাকে ছায়ার ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকেন। আমরা স্থূলদৃষ্টিতে যাহাকে কলঙ্ক বলিয়া কল্পনা করি, বিজ্ঞানীর চক্ষু তাহাকে সৌভাগ্যচিহ্ন দর্শন করে। আমরা এই যে দেহ রক্তমাংসময় বলিয়া প্রত্যক্ষ অনুভব করি; বিজ্ঞানী তাহাকে কীটময় বা কৃমিময় দর্শন করেন। আমরা যাহাকে সামান্য কীটপতঙ্গ বা তৃণলতার মধ্যে কল্পনা করি, বিজ্ঞানী তাহাকে মনুষ্যদেহ অপেক্ষাও অপূর্ব্ব কৌশলসম্পন্ন জীববিশেষ বলিয়া পরিদর্শন করেন। এইরূপ পদে পদেই আমাদের অপেক্ষা বিজ্ঞানবিৎ মহাত্মাগণের উৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা মনুষ্য, তাঁহারা মনুষ্যশরীরে দেবতা। আমরা জীবন্মৃত, তাঁহারা জীবন্মুক্ত। আমরা এই সংসারের, তাঁহাদের এই সংসার। আমরা অন্ধকারে, তাঁহারা আলোকে। পৃথিবী আমাদের নিকট পুরাতন, তাঁহাদের নিকট সর্ব্বদাই নূতন। আমরা সুখদুঃখ, হর্ষবিষাদ ও নিগ্রহ অনুগ্রহ প্রভৃতি বিবিধ নামমালা জপ করিয়া, অভীষ্টদেবের ন্যায় স্বার্থের উপাসনা করত জীবনযাপন করি, তাঁহারা সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া, বৈরাগ্যমাত্র উপচারে পরমার্থের পরিচর্য্যা করেন। সুতরাং আশা তাঁহাদিগকে ব্যাধভীত হরিণের ন্যায়, প্রতারণা; প্রত্যাশা তাঁহাদিগকে বায়ুবেগ তৃণের

ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবমান, দুরাকাঙ্ক্ষা তাঁহাদিগকে বাষ্প বিধানের ন্যায় দূরে উৎক্ষিপ্ত এবং ধনলিপ্সা তাঁহাদিগকে পাশ মৃগের ন্যায়, প্রভুর দ্বারে বদ্ধ করিতে পারে না। তাঁহারা প্রত্যক্ষ অবলোকন করে না, আমরা যাহাকে কীটাণু বলিয়া অগ্রাহ্য করি, তাঁহারও আমাদের অপেক্ষা স্বাধীন। তাহারা অন্যদীয় সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া, আপনা আপনি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। শুদ্ধ কীটাণু নহে, সমস্ত সংসারই স্বাধীন। পণ্ডিতাভিমানী আত্মাভিমানী হতভাগ্য মনুষ্যই কেবল পরাধীন।

বৎস! প্রকৃতি স্বয়ং অভিশাপ দিয়াছেন, জগতে যে জাতি যত পরাধীন, তাহাদের সুখসাচ্ছন্দ, আশা উৎসাহ ও জীবন প্রভৃতিও ততই ক্ষণভঙ্গুর ও অচিরস্থায়ী হইবে; মনু-ষ্যের কথা দূরে থাকুক, সামান্য তৃণলতাদিরও এ বিষয়ে পরিহার নাই। দেখ, বৃক্ষ তৃণাদি অরণ্যাদিতে স্বয়ং যেরূপ বর্দ্ধিত হয়, মানুষাদির আশ্রয়ে আসিলে, কখনই সেরূপ সমৃদ্ধিশ্রী লাভ করিতে পারে না। পশু পক্ষ্যাদি গুহা কোটরাদিতে বিচরণ বা অবস্থান করিয়া, যে প্রকার দীর্ঘ জীবন বা সুখসাচ্ছন্দ্য সম্ভোগ করে, সুবর্ণপিঞ্জরাদিতে বদ্ধ হইলে, কদাচ সে প্রকার আনন্দাদি অনুভব করিতে পারে না। এই সকল পর্য্যালোচনা করিলে, স্বাধীনতাই জীবন এবং পরাধীনতাই মৃত্যু বলিয়া অনুভূত হয়। বৎস! স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখ, বৃক্ষলতাদির মূল ও মনুষ্যের হস্তপদ প্রভৃতি কি জন্য কল্পিত হইয়াছে। এবং কি জন্য শাখা প্রশাখা ও বুদ্ধি প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। ফলতঃ, পরা-

ধীনতা অমানুষকল্পিত বন্ধনস্বরূপ, অথবা কল্পিত বিকারস্বরূপ, অদণ্ডকল্পিত কারাস্বরূপ এবং অভূতকল্পিত শাপস্বরূপ। মনুষ্যকল্পিত পাশাদি দ্বারা হস্ত পদাদিই বদ্ধ হইয়া থাকে; মনঃ বা ইচ্ছা প্রভৃতি কখন বদ্ধ হইতে পারে না; কিন্তু পরাধীনতা সকল বন্ধনের হেতু। যাহারা অহোরহ প্রভুর দ্বার পরিচর্য্যা করে, তাহাদের হস্ত পদ যেরূপ বিনা শৃঙ্খলে বদ্ধ, মনোরথ ও ইচ্ছা প্রভৃতিও সেইরূপ বিনাপাশে সংযত দেখিতে পাওয়া যায়। বলিতে কি, তাহাদের হস্ত যেন তাহাদের নহে; তাহাদের পদ যেন তাহাদের নহে; তাহাদের বুদ্ধি ও মন প্রভৃতিও যেন তাহাদের নহে। তাহারা সুস্পষ্ট দেখিতে পায়, বনের পশু পক্ষীও তাহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। যাহারা পরাধীন হইয়াও, পশু পক্ষ্যাদির তুলনায় স্ব স্ব বুদ্ধি বিদ্যার অভিমান করে, তাহাদের সর্ব্বদা স্মরণ করা কর্ত্তব্য, কাণ চক্ষু যেরূপ চক্ষুর পীড়ামাত্র; যাহাতে কিছুমাত্র ইষ্টাপত্তির সম্ভাবনা নাই, সেইরূপ তাহাদের বুদ্ধি বিদ্যাও ক্লেশমাত্র। যাহাতে মনের স্ফূর্ত্তিলাভ বা আত্মার বন্ধন বিচ্যুত না হয়, তাহা কখন বুদ্ধি পরিগণিত হইতে পারে না। আলোকের অভাবই অন্ধকার নহে, বুদ্ধির অভাবই অন্ধকার। এইজন্য বুদ্ধির নাম প্রতিভা বলিয়া আচার্য্য পরম্পরায় পরিকল্পিত হইয়াছে। এই প্রতিভা বিজ্ঞানসম্ভূত। আমি বারম্বার বলিতেছি, তুমি বিজ্ঞানের সেবা কর, স্বাধীনতা আপনা হইতেই তোমাকে আশ্রয় করিবে। সংসারে মহান্ পদার্থ মাত্রেই স্বাধীন। অথবা স্বাধীনতাই মহত্ত্বের হেতু।

দেখ, এই পোষিত বিড়াল অরণ্যে পরিত্যক্ত হইলে, ব্যা
ভাব প্রাপ্ত হয়।

এস্থলে এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, ঈশ্বর স্ব
স্বাধীন। অতএব তাহার সৃষ্টিও স্বাধীন। মনুষ্য
স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইলে, মেঘে বিদ্যুতের ন্যায়, পরিণা
সেই পরমাত্মাতেই লীন হয়। যাহার স্বাধীনতা না
তাহার মোক্ষ নাই। যাহার মোক্ষ নাই, তাহার ঈ
প্রাপ্তি নাই। যাহার ঈশ্বর প্রাপ্তি নাই, তাহার সং
ক্ষয় নাই। যাহার সংসার ক্ষয় নাই, জড়ের সহিত তাহ
প্রভেদ নাই। বিজ্ঞানবিৎ মহাত্মাগণ নিঃসংশয়ে নিরূ
করিয়াছেন, স্বাধীনতায় জীবনীশক্তি সমুদ্দীপিত কে
নদী ও কুল্যা প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। স্রোতস্বিনী পর্ব
প্রভৃতি হইতে বহির্গত হইয়া, যে দিকে আপনি প্রবাহি
হয়, কোনরূপে তাহার পরিবর্ত্ত করিয়া দিলে, সেই প্রবা
বেগ কালসহকারে রুদ্ধ হইয়া যায়। কৃত্রিম নদীস
এই কারণেই বহুদিনস্থায়িনী হইতে পারে না।
বলবান্ হইয়া,কোনরূপে প্রতিচ্ছন্ন করিলে, সর্ব্বভুবনপ্র
শক দিবাকরও মলিন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। চন্দ্র স্ব
স্বাধীন নহেন। দিবাকর কিরণের অনুপ্রবেশ বশ
তাঁহার ঐরূপ জ্যোতিঃ লক্ষিত হয়। এই জন্য সূ
ন্যায়,তাঁহার নিত্য উদয় দেখিতে পাওয়া যায় না। বং
স্বাধীনতার তেজও অসামান্য। পরমপুরুষ পরমাত্মা
অলোকসামান্য স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন, বায়ু অদ্য
তাহা বহন করিতেছেন। এইজন্য তাহার তেজের

নাই। ফলতঃ, মহাভূতমাত্রেই স্বাধীন। এইজন্য তাঁহারা তেজের আদর্শ হইয়াছেন। একমাত্র স্বার্থ পরিত্যাগই স্বাধীনতার হেতু, যাহার আশা নাই, বাসনা নাই; কাম নাই, ক্রোধ নাই, হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, আসক্তি নাই, মমতা নাই, কে তাহাকে বন্ধন করিতে পারে? তিনি বায়ুর ন্যায় অপ্রতিহত, আকাশের ন্যায় অনাধৃষ্য, পৃথিবীর ন্যায় সর্ব্বসহ, অগ্নির ন্যায় সর্ব্বভক্ষ্য এবং জলের ন্যায় অবিমর্দ্দ্য হইয়া, সংসারপথে ঈশ্বরদেহে বিচরণ করেন। চক্রবর্ত্তী নরপতি হইতে ভিক্ষোপজীবী দরিদ্র পর্য্যন্ত সমুদায় লোকেই তাঁহারে সূর্য্যের ন্যায়, চন্দ্রের ন্যায়, দেবতার ন্যায়, পূজা ও নমস্কার করিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বদা অলোকসম্ভূত পরমপবিত্র তেজোমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী হইয়া, অগ্নিময়রূপে, আলোকময়রূপে, অথবা প্রকাশময়রূপে সকলের নিকট প্রতিভাত হয়েন এবং প্রভু ও প্রভাবয়িতা বলিয়া, সকলেরই আদর ও উপাসনা অধিকৃত করেন। তথাহি, অগ্নি ভস্মাচ্ছাদিত হইলেও অনাস্কন্দ্য, সূর্য্য মেঘোপরুদ্ধ হইলেও নমস্য, চন্দ্র কলাক্ষীণ হইলেও মনোহর এবং জল পঙ্কাশয় হইলেও পরিগণিত হইয়া থাকে। স্বাধীনতাসুলভ মাহাত্ম্যই ইহার কারণ। আমি বারংবার বলিতেছি, তুমি বিজ্ঞানের সেবা করিয়া, স্বাধীন হও। তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, তোমার এই দেহ নবীকৃত এবং আত্মা ও বুদ্ধিও নবীকৃত হইয়াছে। অধিকন্তু, সমকালেই তোমার দৃষ্টি প্রভৃতিও নবীকৃত হইবে। তুমি আপনা আপনি এই সর্ব্বকালসুখাবহ অপূর্ব্ব পরিবর্ত্ত অনুভব করিবে। মনীষিগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,

যাহাদের এই মর্ত্ত্যলোকে মর্ত্ত্যদেহে অবস্থিতি করিয়া, চন্দ্রলোকে, সূর্য্যলোকে, নক্ষত্রলোকে, দেবলোকে এবং অন্যান্য লোকসমুদায়ে পর্য্যটন করিবার অভিলাষ আছে, তাহারা বিজ্ঞানের সেবা করিবে। বিজ্ঞান সহায় হইলে, মৃত্যুও সহসা আক্রমণ করিতে পারে না। উহার প্রভাবে চক্ষু এরূপ তেজঃসম্পন্ন হয় যে, সূর্য্য ও চন্দ্র পর্ব্বত ও পরমাণু সমভাবে দর্শন করিতে পারা যায়; হস্তপদ এরূপ দৃঢ় হয় যে, সমুদ্র ও সরোবর, গৃহ ও মেরুশৃঙ্গ, বন ও উদ্যান, আকাশ ও ধরাতল, সমভাবে আলোড়ন ও অবগাহন করিতে পারা যায়; ত্বক্ এরূপ অলৌকিক শক্তিবিশিষ্ট হয় যে, অগ্নি ও জল, সূচি ও তুলিকা, ভস্ম ও চন্দন সমভাবে স্পর্শ করিতে পারা যায়; জিহ্বা এরূপ নবীকৃত হয় যে, বিষ ও অমৃত, কটু ও মিষ্ট, সমভাবে আস্বাদ করিতে পারা যায় এবং ঘ্রাণ এরূপ অলৌকিকতা প্রাপ্ত হয় যে, দুর্গন্ধ ও সুগন্ধ সমভাবে অনুভূত হইয়া থাকে। ফলতঃ, বিজ্ঞান-প্রভাবে লোকের সমুদায় ইন্দ্রিয় ও সমুদায় বৃত্তিই কাম-প্রভাব, কামরূপ ও কামগতি হইয়া থাকে। স্বার্থের গতি মিথ্যার দিকে, বিজ্ঞানের গতি সত্যের দিকে; স্বার্থের অভিমুখতা সংসারে, বিজ্ঞানের অভিমুখতা স্বর্গে স্বার্থের দৃষ্টি অন্ধকারে, বিজ্ঞানের দৃষ্টি তমঃপারে। স্বার্থের অভিলাষ কল্পনা, বিজ্ঞানের অভিলাষ প্রকৃতিতে। বিজ্ঞানের প্রমাদ আছে, স্বার্থের প্রমাদ নাই, বিজ্ঞান বরদাতা, স্বার্থ অভিশপ্তা। বিজ্ঞান প্রসবিতা, স্বার্থ বিনাশকর্ত্তা। বিজ্ঞান উর্ব্বর ক্ষেত্র, স্বার্থ মরুভূমি। বিজ্ঞানের দেহে সূর্য্যচন্দ্র-

ময়ী বস্তু শোভা; স্বার্থের দেহে অন্ধকারময়ী নিষ্প্রভ বিজ্ঞান মণিপ্রদীপ, স্বার্থ নির্ব্বাণ অঙ্গার। তত্ত্বদর্শী মনীষি গণ এইরূপে বিজ্ঞান ও স্বার্থের বহুলপ্রভেদ কল্পনা করিয় ছেন। কুলদেবতারা মঙ্গল করুন, তোমার মতি যে সর্ব্বদা বিজ্ঞানের পরিচারিকা হয়।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

সুমতি কহিলেন, বৎস! পরমাত্মা স্বয়ং প্রকাশময় বিকাসস্বরূপ। অতএব তাঁহার সমুদায় সৃষ্টিও প্রকা ময়। ঐ প্রকাশময়তা বস্তুভেদে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্র করিয়া অবস্থান করিতেছে। অর্থাৎ কোথাও গুণ, কোথ ধর্ম্ম, কোথাও পুণ্য, কোথাও কীর্ত্তি, কোথাও যশঃ, কোথ গর্ব্ব, কোথাও তেজঃ, কোথাও দীপ্তি ইত্যাদি রূপে বিদ্যো তিত হইয়া থাকে। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, পুষ্প, ওষধি সৎপুরুষ প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। লোকোত্তর সৌভাগ্য হইলে, ঐ প্রকাশশীলতা রক্ষা করিতে পারা যায় ন মনুষ্য প্রথমে ঐরূপ প্রকাশময়রূপে সৃষ্ট হইয়াছিল। ত কালে সত্য ও ধর্ম্মজনিত পুণ্যই তাহার প্রকাশ বলি পরিগণিত হইত। অনন্তর কালসহকারে স্বার্থ বুদ্ধির আ র্ভাব বশতঃ তাহার ঐ প্রকাশশীলতা বিনষ্ট হইয়া যায় অধুনা সে প্রস্তরাদি নিষ্প্রভ জড়ের মধ্যে পরিগণিত হই থাকে। তন্মধ্যে যাহারা অতিকষ্টে ক্ষমাদি গুণ ধা করিয়া, স্বীয় মহিমার অধিষ্ঠান করে, তাহারাই সূর্য্য চন্দ্র

দির ন্যায় প্রকাশময় লক্ষিত হয়। প্রকাশশীল বস্তু মাত্রে-ই অলৌকিক মহিমা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা স্বয়ং যেরূপ বিকাশময়, অন্যকেও তদ্রূপ বিকাসিত করে। সূর্য্য সমুদিত হইলে, সমস্ত সংসার আলোকময় হয়। অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে, সমুদায় বস্তুই অগ্নিস্বরূপ ধারণ করে। লৌহপিণ্ডের দাহিকাশক্তি নাই, কিন্তু অগ্নির অণুপ্রবেশ হইলে, দাহিকধর্ম্মে সংক্রমিত হইয়া থাকে। প্রকাশয়ময়তার আর একপ্রকার অপূর্ব্ব শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। উহা দ্বারা বস্তুর গুণাগুণ ও দোষাদোষ প্রভৃতি অনায়াসে পরিজ্ঞাত হয়। স্বর্ণের বিশুদ্ধি অথবা শ্যামিকা অগ্নির প্রকাশেই স্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে। প্রকাশশীলতার আর একপ্রকার লোকপ্রসিদ্ধ ধর্ম্ম এই, যে বস্তু স্বভাবতঃ দোষসম্পর্ক পরিশূন্য নহে, অথবা স্থূল দৃষ্টিতে নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিভাত হয়, আমরা প্রকাশ-শীলতা বা বিকাশময়তা দ্বারা তাহা সুস্পষ্ট জানিতে পারি। প্রস্তর বা মৃত্তিকাদি মলিন পদার্থে তাপ প্রদান করিলে উহা কখন স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল হয় না; প্রত্যুত; আরও মলিন হইয়া থাকে এবং অবশেষে স্ফুটিত বা ভস্মীভূত হয়। সূর্য্য ও চন্দ্রের উদয়ে অন্ধকার যে পলায়ন করে, এবং পদ্ম কুমুদাদি যে বিকশিত হয়, ইহাই তাহার কারণ। প্রকাশশীলতার আরও এক প্রকার ধর্ম্ম আছে, উহাকে গুণাতিশয্য কহিয়া থাকে। এই গুণাতিশয্য বস্তুর আপ-নার দোষে স্থলবিশেষে বা সময়ান্তরে অথবা পাত্রভেদে দোষরূপে পরিণত হয়।

মনুষ্য ঐরূপ প্রকাশশীলতা তদ্ভাবনী ও প্রতিভা-শক্তির সমুদ্দীপন করে। বিজ্ঞানচর্চ্চা এই উদ্ভাবনী প্রতিভার পরিপোষক। অতএব বিজ্ঞান ও প্রকাশশীল পরস্পর ভিন্ন বা দূর নহে। যাহা হউক, মনুষ্য উদ্ভাবনী প্রতিভাদ্বারা গভীর গহ্বর, পাতাল রন্ধ্র, দুরাত্মার হৃদয় গুহা, আবার স্বর্গদ্বার, অমৃতকূপ, সাধুচিত্ত সমুদায়ই সুস্পষ্ট দেখিতে পায়। এবং যে যে স্থান দর্শন করে, সেই সেই স্থানই সরল, সহজ, নির্ব্বিপদ, নিঃসঙ্কট, নিস্তিমিত ও নিরঙ্কিত করিয়া থাকে।

এইরূপে একমাত্র প্রকাশময়তায় সংসারের ভূয়সী শ্রী ও অভূত কল্যাণ সমাহিত হয়। মনুষ্যলোকে এই প্রকাশশীলতা রাজদণ্ডে, সাধুর চিত্তে, মহর্ষির ক্রোধে, সভ্যসমাজে, দেবায়তনে, তীর্থক্ষেত্রে, ধর্ম্মাধিকরণে, বিচারমন্দিরে, বিদ্যাগৃহে, গুরুনিলয়ে, সৎপ্রস্তাবে, সদুপদেশে, সদালাপে, সদ্গ্রন্থে, পিতৃমাতৃ শাসনে, আত্মীয় বান্ধবের ধিক্কারে, বন্ধুর ভৎর্সনায়, বিশুদ্ধ দাম্পত্যে, দান ও ধর্ম্মাদি চর্চ্চায়, পরমার্থ সংকীর্ত্তনে, আত্মানন্দে, স্বার্থ ত্যাগে, বৈরাগ্যে, অনুগ্রহে, পরোপকারে, পবিত্র প্রণয়ে, পরপরিবাদ পরিহারে, সমদর্শনে, দয়ায়, ক্ষমায়, তিতিক্ষায়, শমদমাদি সদ্গুণে এবং এইরূপ অন্যান্য সদ্বস্তু সমুদায়ে তত্তৎ স্বরূপে বা প্রকারান্তরে বাস করিতেছে। কেহ কেহ নির্দ্দেশ করেন, অনুতাপ, অনুশোচনা, অনুভাবন ও আত্মগ্লানিতেও প্রকাশময়তার আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্য সময়ে সময়ে সদুপদেশ বা শাসনাদি

্যতিরেকেও দুরাত্মাদিগের পাপপ্রবৃত্তি স্বতঃ উন্মূলিত হইয়া থাকে। আত্মগ্লানি ও অনুতাপের দুর্নিবার তাড়নায় তাহাদের অন্তরাত্মা যে প্রাণান্তিক মর্ম্মপীড়া অনুভব করে, তাহার তুলনায় রাজদণ্ড বা লোকশাসন অতি সামান্য। তাহারা ঐরূপ যাতনার আবির্ভাবে পাপের ভীষণমূর্ত্তি সুস্পষ্ট দেখিতে পায়। আশ্চর্য্যের বিষয়, যে পাপপ্ররোচন প্রদর্শন বা মোহিনীমূর্ত্তি প্রকটনপূর্ব্বক তাহাকে দুষ্পথে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, সেই পাপই এক্ষণে সাক্ষাৎ মৃত্যুমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, তাহাকে সমুচিত তর্জ্জন করিয়া থাকে। সে আত্মগ্লানির দিব্যপ্রকাশে দেখিতে পায়, এই বিশ্বসংসার যেন তাহার প্রতিকূলে ধাবমান হইয়াছে; পৃথিবী যেন আর তাহাকে ধারণ করিতে সম্মত নহেন; ভূতগণও যেন তাহাকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে। সে জীবদ্দশী হইয়াও যেন জীবলোকের বাহিরে প্রেতলোকে বিচরণ করিতেছে। নরে যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া, শতবাহুপাশে তাহাকে বন্ধন করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে হাহাকারে ধাবমান হইতেছে। আকাশ যেন তাহার মস্তকে পতনোন্মুখ হইয়াছে।

বৎস। এই সকল কারণে কেহ পাপকর্ম্ম করিয়া পরিত্রাণ পাইতে পারে না। যদি কেহ দেখিতে না পায়, তাহার অন্তরাত্মা প্রকাশময়, স্বয়ং দেখাইয়া দেয়। অতএব যাহারা রজনীর অন্ধকারে, অরণ্য প্রান্তরে অথবা দুর্গম গহ্বরে লুক্কায়িত হইয়া পাপ করে, তাহারা সর্ব্বদা স্মরণ করিবে, অগ্নি যেরূপ বসনে বদ্ধ হইবার নহে, তদ্রূপ পাপও

কদাচ অপ্রকাশিত থাকে না। যদিও কোনরূপে প্রকাশিত না হয়, কিন্তু তজ্জনিত দণ্ডে পরিত্রাণ পাইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। যদি ঐরূপ সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে, পৃথিবী এতদিন পাপে পরিপূর্ণ হইত। ধারাপতি মহাবলের অবস্থা পর্য্যালোচনা কর। তিনি এতদিন পাপ করিয়া পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন, অদ্য সামান্যসূত্রে ধৃত ও দণ্ডিত হইলেন। তিনি যখন মৃগয়ায় বহির্গত হয়েন, তখন একবারও এই অবশ্যম্ভাবী দুরপনেয় দণ্ড তাঁহার কল্পনাপথে সমুদিত হয় নাই। মহাতপাঃ চ্যবন তাঁহারে নিরতিশয় কাতর, বিশেষতঃ সৎপথে প্রবৃত্ত দেখিয়া, দণ্ড লাঘব ও শাপমোচনবাসনায় মৃদুলবাক্যে কহিলেন, মহারাজ! ঈশ্বর সকল জ্ঞানস্বরূপ। ক্ষমা ও করুণা প্রভৃতি অপৌরুষেয় গুণপরম্পরা তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় স্বরূপের প্রতিভা বলিয়া পরিগণিত হয়। তিনি যে সর্ব্বথা দুঃখভোগের জন্যই মনুষ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা কখনই সম্ভব নহে। যে যে কারণে সুখের উৎপত্তি হইতে পারে, অনুসন্ধান করিলে, মনুষ্যে তাহার অভাব নাই। বিশেষতঃ, মনুষ্য তাঁহার জীবসৃষ্টির প্রধান। এইজন্য প্রধান গুণ সমস্ত তাহাতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অথবা, যখন প্রস্তর ও বৃক্ষ প্রভৃতি জড় ও জড়ধর্ম্মী পদার্থ সকলেও সমুচিত সচ্ছন্দতা দেখিতে পাওয়া যায়, তখন যে জীবপ্রধান মনুষ্য নিরবচ্ছিন্ন দুঃখভোগ জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। যাহারা দুর্ব্বুদ্ধিতা বা মোহবশতঃ উল্লিখিত সিদ্ধান্তের অপহ্নব করিতে উদ্যত, তাহাদের

ভাবিয়া দেখা উচিত, ব্যক্তিমাত্রেরই আত্মা অমৃতময়। অমৃত কখন দুঃখের উৎপাদক হইতে পারে না। আমরা এই শরীরেই মুক্তি বা ঈশ্বরসাযুজ্য লাভ করিতে পারি। আমাদের এই দেহই দেবদেহ হইতে পারে। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বুদ্ধি ও যুক্তি প্রভৃতি অনন্যসুলভ উৎকৃষ্ট বৃত্তি সমুদায় স্বভাবসিদ্ধ উন্নতিলিপ্সা, সদনুষ্ঠানে অভিলাষ ও আমোদ, এবং পাপে ঘৃণা প্রভৃতি এ বিষয়ের প্রমাণ। যাহাদের এই সকল বৃত্তি বা প্রবৃত্তির সমধিক প্রাধান্য লক্ষিত হয়, তাহারাই দেবতা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। অনুসন্ধান করিলে সংসারে এরূপ ব্যক্তির একবারেই অভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বাচার্য্যগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ঐ সকল সৎপ্রবৃত্তির পরস্পর সমন্বয় সমাধানপূর্ব্বক নিষ্কাম পরিচালনাই যোগ বা যোগবল বলিয়া উল্লিখিত হয় এবং তদ্দ্বারাই পরমার্থসাক্ষাৎ সংঘটিত হইয়া থাকে। ঈশ্বর এই পরমার্থ স্বরূপ। ইচ্ছা করিলে, ব্যক্তিমাত্রেই যোগবল লাভ করিতে পারে। কেননা, উহা একজনের সত্বাস্পদীভূত বা নিজস্বীকৃত নহে। যাহার বাসনা ক্ষয় বা স্বার্থবুদ্ধি বিগলিত হইয়াছে, যোগবলে তাহারই অধিকৃত। যাহাতে অর্থব্যয় বা পরিশ্রমব্যয়ের সম্পর্ক নাই, তাহার সমাধানে কে না সমর্থ হইবে? অথবা, আমি না থাকিলে সংসার থাকিতে পারে না, যাহাদের এইপ্রকার বিবেচনা আছে এবং তন্নিবন্ধন সংসারে অনাত্মবুদ্ধি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহারা ইচ্ছামাত্রে ইচ্ছার বিনাশ করিয়া, বাসনার মূলে কুঠার প্রয়োগ করিতে পারে। ভাবিয়া দেখিলে

এই মুহূর্ত্তেই বিনাযত্নে বা বিনা আয়াসে ঐরূপ বিচার সমুৎপাদিত করিতে পারা যায়। যাহারা সদসদ্ জ্ঞানবলে সবিশেষ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক এইপ্রকার মীমাংসায় অসমর্থ হয়, দুঃখ তাহাদিগকেই আক্রমণ করে। তজ্জন্য পরমপুরুষ পরমাত্মা কখন অপরাধী হইতে পারেন না। যে হস্ত অমৃত সৃজন করে, সে হস্ত কখন দুঃখের উৎপাদক নহে। ঈশ্বর অনবরত অমৃত দান করিতেছেন, এ বিষয়ে কাহারও প্রতি তাঁহার বিসর্জ্জন বা প্রত্যাখ্যান নাই। যে ব্যক্তি আপনার বুদ্ধিদোষে তদীয় পরিগ্রহে পরাঙ্মুখ, সেই তাহাতে বঞ্চিত হইবে। তবে তিনি জানিয়া শুনিয়া কি জন্য সৃষ্টি করিলেন, যাহারা এ কথা বলিয়া, নাস্তিক মীমাংসায় প্রবৃত্ত হয়, নিজের দোষ প্রচ্ছাদনচ্ছলনাই তাহাদের উদ্দেশ্যমাত্র। আর, তুমি আপনার দোষে দুঃখভোগ করিতেছ বলিয়াই যে সমুদায় সৃষ্টি অকারণ হইবে, তাহাই বা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? অন্ধ যদি পথিমধ্যে গমন করিতে করিতে আপনা আপনি পতিত হয়, তাহা হইলে, পথকর্ত্তা কখন অপরাধী বা পথ কখন ব্যর্থ হইতে পারে না। অথবা তুমি স্বয়ং পঙ্গু বলিয়া, চলিতে পারে না; অন্যান্য ব্যক্তিও যে তোমার মত চলৎশক্তিরহিত হইবে, তাহাই বা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? তাহাদের জন্য পথের সৃষ্টি অবশ্য প্রয়োজনীয়। সেইরূপ, শুদ্ধ তোমার জন্য সৃষ্টি হয় নাই এবং যদি তোমার ন্যায় সকলেই দুঃখভোগ করিত, তাহা হইলে, সৃষ্টির নিরর্থকতা বা অনৈশ্বরিকতা সহজেই প্রতিপাদিত হইত।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

কালমাহাত্ম্য।

সুমতি কহিলেন, প্রজাপতি ব্রহ্মা কল্পাবসানে যোগনিদ্রা হইতে সমুত্থিত হইয়া, ক্রমে ক্রমে নয়প্রকার সৃষ্টি করেন। তন্মধ্যে মনুষ্য নবম সৃষ্টি। বৃক্ষ, লতা, গুল্ম ও পশুপক্ষাদি ইতর প্রাণির পর মনুষ্যের সৃষ্টি হয়। এইজন্য তাহাদের অপেক্ষা অনেকাংশে ইহার উৎকর্ষ লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু সংসারে ইহার কিছুমাত্র স্বাধীনতা নাই। কাল, কর্ম্ম, দৈব ও অদৃষ্ট অনবরত ইহার উপর অসীম প্রভুত্ব করিতেছে। এইজন্য ইহার সুখ ও সন্তোষের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই এবং রোগ, পরিতাপ, বন্ধন, ভয়, জন্ম, জরা, মৃত্যু ও বার্দ্ধক্য প্রভৃতি নানাপ্রকার উৎপাত ও উপসর্গ সর্ব্বদা ইহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। প্রকৃত সুখ কাহাকে বলে, স্বপ্নেও ইহার বিদিত নাই। যে ব্যক্তি পরের দাসত্ব করে, সে যেমন সুখসত্বেও সুখ অনুভব করিতে পারে না এবং পিতামাতা প্রভৃতি পরিজনবর্গপরিবেষ্টিত হইলেও সে যেমন প্রভুর পরতন্ত্রতাবশতঃ তদীয় আবাসে একাকী অবস্থিতি করে, কাল কর্ম্ম ও দৈবের পরতন্ত্র মনুষ্যের অবস্থাও সেইরূপ একান্ত শোকাবহ। সে স্বীয় ইচ্ছানুসারে ঐ সকল সম্ভোগ করিতে পায় না। জননী বহুক্লেশে গর্ভধারণ করিয়া, শুভক্ষণে পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন এবং স্তন্যচ্ছলে স্বীয় রক্ত শোষণ করিয়া, তাহারে বহুযত্নে ও বহুক্লেশে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন; পিতাও স্বয়ং না খাইয়া,

না পরিয়া, দিবারাত্র তাঁহার সহকারিতায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাদের আশা ও আনন্দের সহিত তনয়রত্ন দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে বাল্য শৈশব অতিক্রান্ত হইয়া, সুখদুঃখে যৌবনসীমা উপস্থিত হইল। শুভক্ষণে সন্তান-রত্ন সংসারপথে পদার্পণ করিয়া, স্বীয় স্কন্ধে সমুদায় ভার গ্রহণ করিবার উপযোগী হইল। পিতামাতা মনে করি-লেন, এইবার তাঁহাদের সমুদায় ক্লেশরাশি অবসন্ন হইবে। এইপ্রকার সুখময়ী আশার অঙ্কুর ধীরে ধীরে সমুদিত হই-তেছে, এমন সময়ে দুরন্তকাল অজ্ঞাতসারে উপনীত হইয়া, একবারেই তাহা উৎপাটিত করিয়া দিল। তাঁহারা আশার সংসারে সহসা অনাথ ও অশরণ হইয়া পড়িলেন। কাল যদিও কোনরূপে অনুকূলভাব প্রদর্শন করে, দারুণ-কর্ম্ম-বিপাক বা অদৃষ্টবৈগুণ্য কোনরূপেই তাহা সহ্য করিতে পারে না। হয় ত সেই তনয়রত্ন কর্ম্মবশে দুরাচার, দুর্ব্বৃত্ত, উচ্ছৃঙ্খল বা বিধর্ম্মী হইয়া, তাঁহাদের আশালতা উন্মূলিত করে, না হয়, অদৃষ্টবশে পঙ্গু, আতুর ও অক্ষম হইয়া, পৃথি-বীর ভারস্বরূপ হইয়া উঠে।

হে বৎস! কাল, কর্ম্ম ও দৈব সংসারের সকলবিষয়েই এইরূপ অসীম প্রভুত্ব করিয়া বিচরণ করিতেছে। লোকে যাহা মনে করে, কখনই তাহা স্বীয় ইচ্ছানুসারে সম্পন্ন করিতে পারে না। এইজন্যই মনীষিগণ কালকে অনন্তশক্তি ঈশ্বর বলিয়া বর্ণনা করেন এবং কর্ম্মকে তাহার অপেক্ষাও পূজনীয় জ্ঞান করিয়া থাকেন। কর্ম্ম প্রজাদিগের সৃষ্টি করে, কাল তাহাদের বিনাশ করিয়া থাকে এবং দৈব ও

অদৃষ্ট তাহাদের সুখদুঃখের ফলাফল নির্ণয় করিয়া দেয়। মনুষ্য স্বভাবতঃ অন্ধ; সহজে তাহাদের স্বরূপ পরিজ্ঞান করিতে পারে না। এইজন্য হতাশ ও উন্মত্ত হইয়া, ধর্ম্ম-বোধে অধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও সুখবোধে দুঃখসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হয়। যেরূপ রজ্জুতে সর্পভ্রম ও মরীচিকায় জলভ্রম হইয়া থাকে, সেইরূপ অসতে সৎভ্রম মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। এই-জন্য সে হতাশ ও অন্ধ হইয়া মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, স্ত্রীহত্যা, বালহত্যা ও আত্মহত্যা প্রভৃতি গুরুতর পাতকের সঞ্চয় করিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

যদি কাল কর্ম্মাদির এই প্রকার গুরুতর শাসন না থাকিত, তাহা হইলে সংসার কি সুখময় হইত! প্রতারণা, পর-দ্রোহ, হিংসা, চৌর্য্য, দ্বেষ, মিথ্যা ও বিগ্রহ প্রভৃতির নাম থাকিত না, শত শত নিরাপরাধীর শোণিতপাতে পৃথিবী এরূপ অপবিত্র হইতেন না। হায়, কালের কি কুটিলগতি! কর্ম্মের কি ক্রূরতর ভাব? দৈবের কি দুরন্ত স্বভাব! কেহ অট্টালিকার আরোহণ করিয়া, দিবা রাত্র সমভাবে সুখে অতিক্রম করিতেছে; কেহ বা সামান্য ভগ্নকুটীরেও বাস করিয়া, কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষায় সমর্থ হয় না। কেহ মহার্হ বসনভূষণে ভূষিত হইয়া, বিবিধ সুখ অনুভব করি-তেছে; শতগ্রন্থি ছিন্ন কৌপীনও কাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। কেহ অজস্র দান করিতেছে; কেহ বা অজস্র ভিক্ষা করিয়াও উদরপূর্ত্তি করিতে সমর্থ হয় না। আবার কেহ বা দাসদাসী পরিবেষ্টিত হইয়া, অশ্ব প্রভৃতি যানারোহণে গমন করিয়াও ক্লেশবোধ করে। পরক্ষণেই দেখিতে

পাওয়া যায়, সেই ব্যক্তিই দারুণ কালবশে হতসর্ব্বস্ব হইয়া,হয় ত অন্যকে স্কন্ধে বহন করিয়া, গমন করিতেছে। এইরূপে, আকাশভেদী পর্ব্বত সকল ভগ্ন ও চূর্ণ হইয়া, অতলস্পর্শ জলনিধিরূপে পরিণত হইতেছে, আবার ঐরূপ সাগরসকলও উচ্চশিখরী ভূধর আকার ধারণ করিতেছে। দুরন্তবীর্য্য অসীম কাল এইরূপে সমস্ত সংসার আলোড়ন করিয়া, অপ্রতিহতপ্রভাবে নিয়ত ধাবমান হইতেছে। উহার ক্ষয় নাই, ধ্বংস নাই, আদি নাই, অন্ত নাই। অতি সূক্ষ্ম পরমাণু হইতে অতিবৃহৎ পর্ব্বত পর্য্যন্ত উহার অসীম ও অপার শক্তির একান্ত আয়ত্ত হইয়া রহিয়াছে। সময় হইলে ধনীরও শিরে উহার দারুণ হস্তপতিত হয়, দরিদ্রেরও মস্তক চূর্ণ করিয়া থাকে। সাধু অসাধু, সৎ অসৎ, কেহই উহার কবলে পরিত্রাণ পাইবার সম্ভাবনা নাই।

হে বৎস! মনুষ্য শুদ্ধ কালকর্ম্মাদির বশীভূত নহে। আশা, পিপাসা ও তৃষ্ণা প্রভৃতি কালকর্ম্মাদিপ্রসূত নানাপ্রকার উৎপাত সমস্ত অহোরহ তাহাদের উপরি অসীম প্রভুত্ব করিয়া থাকে। এই আশা কখন প্রচণ্ড ঝটিকার ন্যায় উত্তাল তরঙ্গরঙ্গ সমুৎপাদিত করিয়া, তাহার হৃদয়সমুদ্র আলোড়িত করে; কখন পর্ব্বতের ন্যায় সমুন্নত হইয়া, তাহাকে আকাশে উৎপাতিত করে; কখন সুবিশাল নদীরূপে প্রবাহিত হইয়া, তাহাকে অতিদূরদেশে ভাসাইয়া লইয়া যায়। সে এই আশাপিশাচীর দারুণ প্রলোভনে পতিত ও হতবুদ্ধি হইয়া, নানাপ্রকার অবান্তর কল্পনায় আত্মাকে নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকে।

তথাহি, ভগ্ন ও জীর্ণকুটীরে ছিন্ন ও মলিন শয্যায় শয়ন করিয়া, সে কখন আপনাকে সুধাধবল সৌধশিখরে নাগদন্তবিনির্ম্মিত রত্নময় পল্যঙ্কে প্রতিষ্ঠিত বিলাসী বলিয়া কল্পনা করে; আবার অনবরত মিষ্টাস্বাদ গ্রহণ করিয়া, যেরূপ অম্ল ভক্ষণে বাসনা হয়, সেইরূপ, অতি ধনাঢ্য বিলাসীও এই আশাবশে অধীর হইয়া, পর্ণকুটীরশায়ী কন্থাধারী দরিদ্র হইতে অভিলাষ করে। লোকে বলুক বা না বলুক, সকলেরই অন্তঃকরণে আশার এইপ্রকার প্রভুত্ব ও ক্রীড়া অল্প বা অধিক পরিমাণে বিস্তৃত হইয়া থাকে। কি বালক, কি বৃদ্ধ, কেহই ইহার হস্ত অতিক্রম করিতে পারে না। রজনীর সমাগমে যখন সমুদায় সংসার নিস্তব্ধ এবং একমাত্র নিদ্রা যখন জননীর ন্যায় স্বীয় কোমল ক্রোড়ে সকলকেই আশ্রয় দান করিয়া, বিচরণ করে, তখনও এই আশার প্রলোভনজাল বিস্তৃত দেখিতে পাওয়া যায়। স্বপ্নসকল এই আশার বিলম্বিত ভিন্ন আর কিছুই নহে। লোকে দিবাভাগে আশাময়ী দারুণ মদিরা পান করিয়া, যে সকল কল্পনা করে, রজনীতে তৎসমস্ত স্বপ্নরূপে আবির্ভূত হইয়া, হৃদয়ে রাজত্ব বিস্তার করিয়া থাকে। তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণ এইজন্যই বলিয়া গিয়াছেন যে, আশা মনুষ্যের জীবন এবং আশাই তাহার সংসার। জীব আশার দাস এবং আশা তাহার প্রভু। যষ্টি ভিন্ন যাহার উত্থানশক্তি নাই, সেই পঙ্গুও এই আশাবশে গগনভেদী সমুন্নত গিরি লংঘন করিতে অভিলাষী হয়। মাতৃক্রোড়শায়ী নির্জীব শিশুও এই আশার দাস হইয়া, শশধরের ক্রোড়শায়ী হরিণ-

শিশুর সহিত ক্রীড়া করিতে হস্ত বিস্তার করিয়া থাকে। মৃত্যু সম্মুখীন হইয়া বিভীষিকা প্রদর্শন করিতেছে; এই মুহূর্ত্তেই কেশে গ্রহণ করিয়া লইয়া যাইবে। তাদৃশ মুমূর্ষু সময়েও আশার প্রলোভনে মানবহৃদয় ব্যাকুলিত হইয়া থাকে। স্নেহময় সন্তানরত্ন শমনকবলে অপহৃত হইল, প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াও শোকাকুলা জননী আশার হস্ত অতিক্রম করিতে সমর্থা নহেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই সমুদায় শোকভার পরিহার করিয়া, পুনরায় অন্য সন্তানরত্ন প্রাপ্তি প্রত্যাশার বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকেন। এইরূপে এই দারুণ আশা মনুষ্যজীবন নিতান্ত ঘৃণিত ও দূষিত করিয়া, সংসারচক্রে স্রোতা নদীর ন্যায় অহোরহ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। মনোরথ এই আশানদীর জল, চিন্তা ইহার উত্তুঙ্গতট, মোহ ইহার সুদুস্তর আবর্ত্ত; দুঃখ ও বিষাদ ইহার তরঙ্গ, শোক ও উদ্বেগ ইহার গ্রহ, নানাপ্রকার কুতর্ক ইহার ফেণ এবং রাগ ও মত্ততা ইহার পঙ্কময় বুদ্বুদ। যাহারা এই আশা নদীর পারে গমন করিয়াছেন, তাঁহারাই যোগীশ্বর এবং তাঁহারাই প্রকৃত আনন্দবান্।

তৃষ্ণা বা বিষয় পিপাসা এই আশার লহরী বিশেষ। তৃষ্ণার প্রভাবে বুদ্ধিমানেরও বুদ্ধি বিগলিত, জ্ঞানীরও জ্ঞান তিরোহিত এবং বিদ্বানেরও বিদ্যা নিষ্ফল হইয়া যায়। মহারাজ যযাতির বিষয় আপনাদের অপরিজ্ঞাত নাই। তিনি বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ হইলেও, এই তৃষ্ণার হস্ত অতিক্রম করিতে পারেন নাই। মহাতপা শুক্রের অভিশাপে জরা তাহাকে আক্রমণ করিলে, তিনি নিতান্ত নির্লজ্জ

ও দুরাচারের ন্যায়, স্নেহময় পুত্রদিগকে যেরূপে অভিশপ্ত করেন, তাহা সংসারে নিদর্শন হইয়া আবদ্ধ। মনুষ্য যদি ভাবিয়া দেখে, আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি; পুনরায় কোথায় বা গমন করিব, তাহা হইলে, আশার দাস হইয়া, অনর্থক দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করে না; তৃষ্ণার বশবর্ত্তী হইয়া, ধনলোভে অপার সমুদ্র লংঘন বা দুর্গম গিরি গহ্বরাদি অথবা অবণ্য প্রান্তরাদি দুর্গম প্রদেশ সকলও অতিক্রম করিতে প্রবৃত্ত হয় না; বাসনাবিষে জর্জরিত ও অভিভূত হইয়া, সুখরূপ মরীচিকা প্রত্যাশায় প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া, দেশে দেশে পর্য্যটন করে না, বিষয়-পিপাসার পরতন্ত্র হইয়া, দাসত্বযোক্ত্র বা অবমানভার স্কন্ধে বহন করে না; অভিমানে অন্ধ হইয়া, আত্মহত্যাদি গুরুতর পাপভারে অবসন্ন ও নিরয়গামী হয় না, অহংকারে উন্মত্ত হইয়া, গুরুলাঘব জ্ঞান পরিহার পূর্ব্বক পৃথিবীর অনর্থক ভার বর্দ্ধিত করে না। হে ঋষিগণ! সংসারে সকলকেই মরিতে ও জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে; অতএব সকলেই সমান। বিশেষতঃ, এই সংসার বিধাতার নাট্যমন্দির ও কৌতূহল গৃহ, মনুষ্য কখন ধনী, কখন দরিদ্র, কখন ভিক্ষুক, কখন সন্ন্যাসী, কখন বিলাসী, কখন রাজা কখন বা প্রজা রূপে সর্জ্জিত হইয়া, সেই নাট্যাধিকারীর আদেশানুসারে মায়াজীবির পুত্তলিকার ন্যায়, নানাপ্রকার অভিনয় করিতেছে। অতএব আমি ধনী, আমি সুখী, আমি বিদ্বান্ বা বুদ্ধিমান্ বলিয়া, অভিমানে অন্ধ হওয়া মূঢ়তা মাত্র। আমি তুমি সকলেই সেই নিয়তিবিধাতা বিধাতার ক্রীড়ার

কন্দুক। কন্দুক যেরূপ পতিত ও উৎপতিত হইতে হইতে গমন করে, মনুষ্যেরও সেইরূপ অধঃ উচ্চ বিবিধ অবস্থান্তর সংঘটিত হইয়া থাকে। হিংসা দ্বেষের বশবর্ত্তিতা বশতঃ লোকে সহসা উক্ত গ্রহ অবস্থান্তর লক্ষ্য করিতে পারে না। যে ব্যক্তি এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া পরিবর্ত্তন-শীল সংসারে বিবেচনা পূর্ব্বক পদক্ষেপ করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী ও যথার্থ তত্ত্বদর্শী। পূজ্যপাদ পর-মর্ষি পরাশরমুখে বারংবার শ্রবণ করিয়া, আমার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে যে, মনুষ্য কর্ম্মক্ষেত্রে পদার্পণ পূর্ব্বক পিতা মাতার পরিপালন স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণ, ভ্রাতাভগিনীর কল্যানসাধন, আত্মীয়বান্ধবের উন্নতি বর্দ্ধন, জননীস্বরূপা জন্মভূমির সমৃদ্ধি সম্পাদন, সাধারণ ভ্রাতৃস্বরূপমনুষ্য-গণের তুষ্টিসম্পাদন অথবা অন্য যে কিছু কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান করুক, কদাচ আসক্ত হইয়া, তত্তৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে না। কারণ, আসক্তিই পাপ ও আসক্তিই মৃত্যু। ফলতঃ এই সংসার পিচ্ছিল ভূমির ন্যায় নিতান্ত ভয়াবহ। ইহাতে পদে পদেই পদস্খলিত হইয়া থাকে। একবার পতিত হইলে, পঙ্কনিমগ্ন হস্তীর ন্যায়, পুনরায় উত্থান করা সুসাধ্য নহে।

মহর্ষি জাবালি কহিলেন, সুমতি এই বলিয়া, আপনার দুর্ম্মতিপুত্রের মতিবেগ রোধ করিলেন। অতঃপর আপনা-দের কি শুনিতে ইচ্ছা হয়, বলুন।

ইতি বিরাট পর্ব্ব সমাপ্ত।

নীতি পর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।

ঈশ্বরসিদ্ধির উপায়।

দেবরাজ কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনার অনুগ্রহে ধর্ম্মপর্ব্ব শ্রবণ করিলাম। অধুনা, অতি বিচিত্র নীতিপর্ব্ব শ্রবণ করিতে অভিলাষ হইতেছে। অতএব উহা কীর্ত্তন করুন।

বেদ কহিলেন, দেবরাজ! অবধান করুন। প্রেমলক্ষণা ভক্তি দ্বারাই পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহাই একমাত্র শ্রেষ্ঠ সাধন। যোগের প্রকৃত অর্থ, যদ্দ্বারা ঈশ্বরে যুক্ত হওয়া যায়। প্রেমলক্ষণা ভক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যোগ আর কি আছে? অতএব পূরককুম্ভকাদি কতিপয় ক্রিয়া-বিশেষ দ্বারা ঈশ্বরে মিলিত হইতে চেষ্টা করা আর শিরো-বেষ্টনপূর্ব্বক নাসিকা স্পর্শ করা উভয়ই সমান। ঈশ্বরের কল্পিত উপায় থাকিতে, তদীয় সৃষ্ট বস্তুর কল্পিত উপায়ের অনুসরণ করা, মহাপ্রদীপ থাকিতে, ক্ষুদ্র প্রদীপের অর্থাৎ সূর্য্যের আলোক থাকিতে, প্রদীপের আলোকে কার্য্য করিতে যাওয়ার ন্যায়, বিড়ম্বনামাত্র। ঈশ্বর একমাত্র প্রেমের দাস। হৃদয়ে প্রেমের আবির্ভাব হইলেই, দর্পণে প্রতি-বিম্বের ন্যায়, তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ আপনে যাইবার পথ যেমন সহজ, প্রেম ও ভক্তির পথ তাহা অপেক্ষাও সহজ। ব্যক্তিমাত্রেই বিনা

আয়াসে এই পথের পান্থ হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর, পূরক ও কুম্ভকাদি বহু আয়াসে বহু দিনে সাধ্য হয়, প্রেমভক্তি সেরূপ নহে। উহা মনে করিলেই যখন তখন যে সে রূপে সাধনা করা যায়। বিশেষতঃ, পূরকাদি যেরূপ কৃচ্ছ্রসাধ্য, তাহাতে সকল ব্যক্তির সিদ্ধি লাভ করা সহজ নহে। আর, যাহাদের তাহাতে সিদ্ধিলাভ না হয়, তাহাদের কি ঈশ্বরে গতি হইবে না? ইহা কখনই যুক্তিসঙ্গত বা সম্ভব হইতে পারে না।

সদ্গুরুর নিকট প্রেম ভক্তি বিষয়ে সম্যক্‌রূপ শিক্ষিত হইয়া ঈশ্বরে তাহা নিয়োগ করিলেই সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। কায়মনে ঈশ্বরের আনুগত্য করাই প্রেমের যথার্থ লক্ষণ। কায়মনশব্দে ঈশ্বরের কার্য্য করা, প্রীতি সাধন করা, মনন করা ইত্যাদি। ঐ প্রকার প্রীণন, মনন ও কার্য্যকরণ দ্বারাই আনুগত্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

তক্র, দধি ও নবনীতাদি যেমন দুগ্ধের বিকারমাত্র; তাহাদিগকে কল্পিত নামভেদে ও আকারভেদে দুগ্ধ বলিলেও অসঙ্গত হয় না, প্রেমপক্ষে পূরকাদিও তদ্রূপ। পূরকশব্দের অর্থ যাহা পূরণ করে। প্রেম অপেক্ষা পূরণ অর্থাৎ মনোরথ পূর্ণ করিতে অথবা শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিতে আর কাহার ক্ষমতা আছে? রেচকশব্দে যাহা রেচন করে। প্রেম অপেক্ষা আন্তরিক মলাদি রেচন করিয়া, মনঃশুদ্ধি সাধন করিতে আর কাহারও ক্ষমতা নাই।

প্রেম ও ভক্তি সহায় থাকিলে, বিনা যোগে, বিনা তপ-

স্থায় ঈশ্বরসিদ্ধিসংগ্রহ হইয়া থাকে। শাস্ত্র, যুক্তি সর্ব্বত্র ইহা প্রমাণিত হইয়াছে।

সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন অদ্বিতীয় ঈশ্বরই একমাত্র পরম গতি। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে ও অবগত হইলে, সমুদায় প্রাপ্তব্য ও সমুদায় জ্ঞাতব্য লাভ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে, সংসারের যাহা কিছু, তৎসমস্তই তিনি। তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই। এইজন্য তাঁহাকে পরমাত্মা কহে। শ্রুতি প্রভৃতিতে তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ, মনের মন, আত্মার আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেননা, প্রাণ, মন ও আত্মার যে কার্য্য, তিনিই তাহার প্রয়োজক। তিনি না থাকিলে, প্রাণ থাকিতে পারে না। সত্য বটে, চক্ষু দর্শন করে; কিন্তু সূর্য্যের কিরণসমষ্টি রূপ আলোক না থাকিলে, চক্ষুর দর্শনক্রিয়া প্রতিহত হয়। অতএব বিশেষ বিচার করিলে, আলোককেই চক্ষুর চক্ষু বলা যায়। এই রূপ যুক্তিতে পর্য্যালোচনা করিয়াই,তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ,মনের মন ইত্যাদি শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাতেই সমস্ত ক্রিয়া ও জ্ঞানের অন্তর্ভাব,এ কথা প্রতিপাদন করা বাহুল্য। যেমন নদী সকল সমুদ্রে মিলিত হইলে, আর তাহাদের মিলনস্থান নাই, অথবা যেমন ঘটাকাশ মহাকাশে একবারেই লয় পাইয়া থাকে, তদ্রূপ,সকল কার্য্যের ও সকল কারণের অবধি ঈশ্বরে যোগ হইলে, যোগ বিজ্ঞানাদির আবশ্যকতা কি? যাঁহাকে পাইবার জন্য উদ্যম করা যায়, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে, সেই উদ্যমের শেষ হইয়া থাকে, এ কথা কে না স্বীকার করিবে?

প্রকৃতির অন্যথাভাবকে বিকার বলে। এইজন্য রোগ শোকাদি বিকারপদের বাচ্য। বিকারমাত্রেই অধীরতা ও অশান্তির হেতু। এইপ্রকার বিকারহেতু উপস্থিত হইলে, যিনি বিকৃত না হয়েন,তাঁহাকেই ধীর ও শান্ত বলে। নির্ব্বিকারস্বরূপ ঈশ্বরে আত্মার যোগ হইলে, বিকারের কথা কি, তাহার কারণ সমস্তও ত্রিসীমায় যাইতে পারে না। অগ্নিতে দাহিকা শক্তি আছে। উহাতে অনাবৃত হস্তাদি নিক্ষেপ করিলেই দগ্ধ হয়। কিন্তু জলমগ্নাদি হস্তের দাহ করা তাহার সাধ্য হয় না। সেইরূপ বিকার সমস্ত সামান্য অগ্নিকণারূপ ; ঈশ্বর স্বয়ং অগাধবারি মহাসাগরস্বরূপ। এই মহাসাগরে নিমগ্ন হইলে, সামান্য অগ্নিকণার সাধ্য কি, কেশমাত্রও স্পর্শ করে। এইজন্য ঈশ্বরভক্তের কোনকালে কোন দেশে কোনরূপ অশান্তি ও অধীরতা লক্ষিত হয় না। বায়ুশূন্য প্রদেশে প্রদীপ স্থাপিত হইলে, যেরূপ তাহার চঞ্চলতা দেখিতে পাওয়া যায় না, ঈশ্বরে যোজিত চিত্তের অধীরতা ও অশান্তি সেইরূপ অসম্ভব।

ফলতঃ, সূর্য্য হইতে যেমন সমুদায় তেজঃ পৃথিবীতে সঞ্চরিত হয়, সেইরূপ চৈতন্যের প্রদীপস্বরূপ ঈশ্বর হইতে চৈতন্য সমাগত হইয়া থাকে। প্রদীপ হইতে প্রদীপ যেমন প্রজ্বলিত হয়, চৈতন্যের সঞ্চার ক্রমশঃ সেইরূপ। বাহ্য ও আন্তরভেদে চৈতন্য দুই প্রকার। তন্মধ্যে যাহা ভৌতিক জ্ঞানের হেতু, তাহাকে বাহ্য চৈতন্য এবং যাহা আন্তর জ্ঞানের কারণ, তাহাকে আন্তর চৈতন্য কহে। আন্তর চৈতন্যের নাম চিৎসত্তা। শরীরের কোন স্থানে আঘা-

তাদি করিলে যে, তৎসমকালেই বেদনাদি অনুভূত হয়, তাহাকে ভৌতিক জ্ঞান কহে। এই ভৌতিক জ্ঞান চিৎসত্তা হইতে সমুদ্ভূত হইয়া, বাহ্য দেহের সর্ব্বত্র সন্নিহিত আছে। তাহাতেই স্পর্শাদির অনুভব হইয়া থাকে। অধিকন্তু, যাহাকে বিজ্ঞান বা পরোক্ষ জ্ঞান কহে, আন্তর চৈতন্যের প্রধান কার্য্য তাহার সম্পাদন করা। চুম্বকের সহিত লৌহের যে সম্পর্ক,পরোক্ষরূপী ঈশ্বরের সহিত ঐ চৈতন্যের তদ্রূপ সম্পর্ক নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। লৌহ সন্নিহিত হইলেই, চুম্বক তাহাকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ ভগবানের সান্নিধ্যযোগে উল্লিখিত চৈতন্য তাঁহাতে মিলিত হইয়া থাকে। তখন আর ভৌতিক জ্ঞানের নামমাত্র থাকে না। এই অবস্থায় সাধকের দেহ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত, জলে নিমজ্জিত বা কর্ত্তরিকাদি দ্বারা কর্ত্তিত হইলেও. জড়ের ন্যায়, তাহার বোধমাত্র থাকে না। ইহারই নাম যথার্থ প্রেমযোগ এবং ইহারই নাম বৈষ্ণবগতি। ঈশ্বরকে একমাত্র সত্য জানিয়া, আর সমস্তই নেতি নেতি বোধে ত্যাগ করিয়া, তাঁহাতে একাগ্রচিত্ত সন্নিহিত করিলেই, এই বৈষ্ণবগতি লাভ হইয়া থাকে। এইজন্য যোগশাস্ত্রের কথিত কৃচ্ছ্রসাধ্য আসন ও পূরকাদি করিবার আবশ্যকতা নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সদ্যোমুক্তির উপায়।

বেদ কহিলেন, দেবরাজ! বুদ্ধি দ্বারা ইন্দ্রিয়সকলের চালনা হয়। সুতরাং বুদ্ধিকে ইন্দ্রিয়ের প্রভু বলিলেও অস-

ঙ্গতি হয় না। বুদ্ধিকে মনের অংশচতুষ্টয়ের মধ্যে অন্যতর অংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও উল্লিখিত যুক্তির বাধকতা হয় না। ফলতঃ, প্রভুর সহিত ভৃত্যের যে সম্বন্ধ, বুদ্ধির সহিত ইন্দ্রিয়গণের সেই প্রকার সম্বন্ধ। বুদ্ধি চঞ্চলতা পরিহার করিলে, ইন্দ্রিয়গণও স্ব স্ব বিষয়ে নিবৃত্ত হইয়া, বুদ্ধির অনুসরণ করে। ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দে বুদ্ধির দ্রষ্টা বা সাক্ষী। বুদ্ধি এই ক্ষেত্রজ্ঞেরই তত্ত্বাবধানকার্য্য করিয়া থাকে। ক্ষেত্রজ্ঞ সাক্ষিরূপে না থাকিলে, কর্ণধারহীন নৌকার ন্যায়, বুদ্ধির বিপন্নদশা উপস্থিত হয়। এইজন্য ক্ষেত্রজ্ঞকেও আত্মা কহে। ক্ষেত্রজ্ঞ যেমন বুদ্ধির সাক্ষী, আত্মা সেইরূপ ক্ষেত্রজ্ঞের সাক্ষী। এইজন্য আত্মাকে স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ কহিয়া থাকে এবং এইজন্যই আত্মার অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত ইহার একতাপ্রাপ্তির কোনপ্রকার অন্তরায় নাই। কর্দ্দমের সহিত কর্দ্দম অনায়াসেই মিলিত হইয়া থাকে। অগ্নিতে মৃত্তিকা ও ধাতু প্রভৃতি যে বস্তু নিক্ষিপ্ত হয়, তাহাই অগ্নিস্বরূপ প্রাপ্ত হয় এবং তাহারই মলিনতা দূর হইয়া যায়। এইজন্য বলিয়া থাকে, প্রেম থাকিলে মাটীও খাঁটি হইতে পারে। ফলতঃ, একমাত্র দুগ্ধে যেমন ক্ষীর নবনী প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্যের বৈচিত্র্য, তদ্রূপ একমাত্র প্রেমে সদ্যোমুক্তি, ক্রমমুক্তি, জীবন্মুক্তি প্রভৃতি বিবিধ বৈচিত্র্য সন্নিবিষ্ট আছে। আমি আছি বা জগৎ আছে, এইপ্রকার বোধমাত্র পরিশূন্য হইয়া, তন্ময় হইতে পারিলে, অর্থাৎ আত্মায় আত্মা মিলিত করিয়া, পরমাত্মময় হইলে, সদ্যোমুক্তিলাভ হয়।

সংসারের প্রতি যে প্রেম ও ভক্তি, সেই উভয়কে প্রত্যাহরণপূর্ব্বক, ভগবানে নিয়োগ করিতে পারিলেই সদ্যোমুক্তিপ্রাপ্তি হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পুত্রকে কি জন্য ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়? উপাদেয় আহারদ্রব্যে কি জন্য অনুরাগ উপস্থিত হয়? ইত্যাদির হেতু কেবল আত্মার তৃপ্তি; অর্থাৎ পুত্রকে স্পর্শ করিলে হৃদয়ের সহিত অঙ্গ শীতল হয় এবং উপাদেয় আহারীয়ে তৃপ্তিপূর্ব্বক ভক্ষণ দ্বারা উত্তমরূপে ক্ষুধার শান্তি ও দেহপুষ্টি রূপ পরম অভীষ্ট-সিদ্ধি হয়। এই কারণে তাহাতে অনুরাগসঞ্চার হইয়া থাকে। এক্ষণে ভাবিয়া দেখ, যিনি ঐ পুত্রাদির সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কতদূর অনুরাগাদির পাত্র। এই প্রকার চিন্তা করিয়া, প্রথমে যদি না পার, অন্ততঃ পুত্রবুদ্ধিতে সেই পুত্ররূপী পরমাত্মায় প্রেম স্থাপন করিবে। পরে, পুনঃ পুনঃ আলোচনা দ্বারা লৌকিক জ্ঞান দূরীভূত হইয়া ঈশ্বর-বুদ্ধি উপস্থিত হইলেই, অকৃত্রিম প্রেমের আবির্ভাব হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহারা কোন প্রকার যোগ বা তপস্যা জানে না এবং তপোযোগ অবগত হইবারও যাহাদের ক্ষমতা নাই, তাহারা এই রূপেই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

যাঁহারা প্রকৃত প্রেমপথের পান্থ, তাঁহারা অণিমা লঘিমাদি সিদ্ধি সমুদায়কে বিড়ম্বনা বলিয়া অগ্রাহ্য করেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই, যখন ঈশ্বরে লীন হইলেই, সকল অভীষ্টের ও সকল সিদ্ধির শেষ হয়, তখন তৎসমস্ত আয়ত্ত করিবার জন্য আয়াস পাওয়া পণ্ডশ্রমমাত্র। শ্বাস প্রশ্বাসাদি রুদ্ধ করিয়া, শরীর বায়ুপূর্ণ করিলে, তাহা আপনিই শূন্য-

ভরে উত্থিত হইবে, ইহা সকলেই জানে। তাহাতে আবার পুরুষত্ব কি? যদি তাহাতে পুরুষত্ব আছে, স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, বায়ুভরে ঐরূপে শূন্যে উড্ডীয়মান তৃণাদিরও পুরুষত্ব আছে, স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং, এই সকল পশুক্রিয়ার অভ্যাস ও অনুষ্ঠানাদিতে বৃথা সময় ব্যয় না করিয়া, প্রেমযোগের সাধন করিবে। কেননা, এই প্রেমযোগে সকল যোগের অন্তর্দ্ধান ও পর্য্যবসান আছে। প্রেমই যথার্থ বৈষ্ণবযোগ। মতিভেদে মানুষের রুচিভেদ হইতে পারে; অর্থাৎ কাহারও অম্লে, কাহারও মিষ্টে, কাহারও কটুকাদিতে, এইরূপে প্রত্যেক ব্যক্তির বিষয়াভেদে রুচিভেদের সম্ভাবনা। কিন্তু, পুত্রাদিকে অন্তরের সহিত প্রীতি করা, বোধ হয়, সর্ব্ববাদিসম্মত; এবিষয়ে যেমন কাহারও কোনপ্রকার দ্বৈধাপত্তি নাই, প্রেমও সেই রূপ সর্ব্ববাদিসম্মত সর্ব্বসিদ্ধিযোগ, তাহাতে কাহারও দ্বিরুক্তি নাই। কেননা, এই প্রেমে পতন নাই, অবসাদ নাই, ক্ষয় নাই, খেদ নাই। ইহার স্বভাব উত্তরোত্তর উন্নতি। যোগাদিতে পতন ও অবসাদাদির সম্ভাবনা আছে। ইহা শাস্ত্রে ও লোকাদিতেও শ্রুত হইয়া থাকে। কিন্তু, ঈশ্বরপ্রেমে যদি পতন থাকে, তবে তাহা অশ্রুর; যদি ক্ষয় থাকে, তবে তাহা পাপের; যদি অবসাদ থাকে, তবে তাহা নরকের।

কার্য্য বলিলে, ক্ষয় বিনাশাদি বিকার বিশিষ্ট জাগতিক ব্যাপারপরম্পরার অনুভব হইয়া থাকে। বাস্তবিক সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বরে যোগ হইলে, কার্য্যের সহিত আর কোন

প্রকার সম্পর্ক থাকে না। কেননা, কারণ হইতেই কার্য্যের উৎপত্তি হয়। ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে, তন্মধ্যস্থ আকাশ মহাকাশে লীন হয়, এবং ঘটস্থ মৃত্তিকাও মৃত্তিকায় লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অধিকন্তু, তাহার জলীয় ও তেজোগত পরমাণুও স্বস্বরূপে পর্য্যবসিত হয়। এই প্রকারে ঘটরূপ কার্য্যের চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট থাকে না। বেদান্তাদিমতে ইহারই নাম পঞ্চীকরণব্যবস্থা। প্রেমলক্ষণ ভক্তিযোগে ভগবানে লয় হইলে, উল্লিখিত পঞ্চীকরণ ব্যবস্থায় কার্য্যাংশের নিঃশেষে লয় হয়। ভূতবাদিগণ এইপ্রকার পঞ্চীকরণব্যবস্থার প্রতিবাদ করিতে পারে।

এই ব্রহ্মাণ্ডের যে উপাদান, দেহেরও সেই উপাদান; ব্রহ্মাণ্ডের যে ধাতু বা প্রকৃতি, দেহেরও সেই ধাতু বা প্রকৃতি লক্ষিত হইয়া থাকে। কার্য্যাংশের চরমাংশ যে পরমাণু, তাহাতে দেহ ও ব্রহ্মাণ্ড উভয়েরই অন্তর্ভাব আছে। আবার, দেহত্যাগ হইলে, ব্রহ্মাণ্ডত্যাগ হয়। এইরূপে দেহ ও ব্রহ্মাণ্ড উভয়ই এক বস্তু। যেমন, দশ বলিলে, দশটী এক প্রতীত হয়, অতএব দশ হইতে এক বা এক হইতে দশ, বস্তুতঃ পৃথক্ নহে, তদ্রূপ ব্রহ্মাণ্ড দেহের সমষ্টিমাত্র। ভগবানে লীন হইলে, এই কার্য্যাংশ দেহের উপরতি হয়; অর্থাৎ এই দেহ প্রারব্ধবশে গমনাগমন করিলেও, কর্ত্তা তাহা জানিতে পারেন না। কেহ কেহ উহাকে জীবন্মুক্তি বলে। যাহাই হউক, ইহারই নাম প্রকৃত প্রেমের অবস্থা। মদ্যপায়ী ও প্রেমিক, এ উভয়ের অবস্থাই সমান। মদ্যপায়ী যেমন পানবশে মত্ত হইয়া আপনার শরীরস্থ বসনাদি স্খলিত

হইলেও জানিতে পারে না; তদ্রূপ প্রেমিক পুরুষ ভগবানের সান্নিধ্যানন্দে মগ্ন ও নিমগ্ন হইয়া আপনার দেহের ব্যাপারপরম্পরার অনুভব করিতে পারে না। উহা কেবল স্বভাব বা অভ্যাসবশে চালিত হইয়া থাকে।

আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, আমার অবসানই বা কোথায়, ইত্যাকার বিচার করিলে, প্রথমতঃ ভূতাংশের, অনন্তর কালাংশের, তদনন্তর চৈতন্যাংশের অনুভব হইয়া, অহঙ্কার গ্রন্থির সর্ব্বদা ছেদন হইয়া থাকে। ঐ প্রকার ছেদনকেই আত্মজ্ঞানের পরিপাক কহে। আত্মজ্ঞানের পরিপাক হইলে, তত্ত্বমসি পদের সহিত প্রকৃত ব্রহ্মস্বরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। ঐপ্রকার পরিজ্ঞানই প্রেমের পরিপাকাবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভগবানের আনুগত্য করিতে অকৃত্রিম অভিলাষ উপস্থিত হইলে,আপনা হইতেই পরোক্ষবোধ সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই পরোক্ষবোধ শরীরমধ্যবর্ত্তী বিজ্ঞানকোষে অনুপ্রবিষ্ট আছে। সূর্য্য হইতে যেমন কিরণ সকল প্রসূত হইয়া সমস্ত সংসার আলোকিত করে, তদ্রূপ বিজ্ঞানকোষ হইতে জ্ঞানের প্রতিভা বিকীর্ণ হইয়া পরমার্থ জগৎ প্রতিভাত করে। অবিদ্যা ও বিদ্যা লইয়া পরমার্থ জগতের রচনা হইয়াছে। তন্মধ্যে অবিদ্যাকে মায়া ও বিদ্যাকে জ্ঞান কহে। ভগবান্ পরমাত্মা যুগপৎ মায়া ও জ্ঞান উভয়ে জড়িত। এই মায়া প্রকৃতির নির্ম্মাণ এবং জ্ঞান তাহার নিরাস করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই ক্ষণবিনশ্বর জগৎকার্য্য নেতি নেতি বোধে দূরে পরিহার করিয়া, কবাট উদ্ঘাটনপূর্ব্বক গৃহমধ্যে

প্রবেশের ন্যায়, ঐ মায়া ও জ্ঞানঘনতার উদ্ভাবন করত প্রকৃতরূপে সেই সর্ব্বশক্তি ঈশ্বরের পরমপদ অবলোকন করিতে সমর্থ, তিনিই ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া, সুষুম্পার তমঃ-পারে গমনপূর্ব্বক সেই নিত্যজ্যোতি সম্ভোগ করিয়া থাকেন। ইচ্ছামৃত্যু ও কামস্বরূপত্ব ইত্যাদি ঐ জ্যোতিঃ-স্বরূপ দর্শনের পরিণাম। যিনি আত্মায় আত্মায় দর্শনপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে পরমাত্মাময় হইতে পারেন, তাঁহার সকল ক্ষমতাই যে অধিকৃত হয়, ইহা প্রতিপাদন করা বাহুল্য। প্রকৃত যোগীপুরুষ যে ইহলোকে থাকিয়াই সর্ব্বলোকে বিচরণ করিতে পারেন, ঐপ্রকার জ্যোতিঃস্বরূপের সাক্ষাৎ-কারই তাহার একমাত্র কারণ। প্রেমযোগসহায়ে আশু এই সকল সম্পন্ন হয়।

রূপের সাহায্যে যেমন রূপের দৃষ্টি হয়, তদ্রূপ স্বরূপের সাহায্যে স্বরূপের সাক্ষাৎ হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ কি? স্বরূপশব্দের অর্থ আত্মতত্ত্বের অবধারণা। আত্মার সহিত পরমাত্মার যে একতা আছে, তাহা পূর্ব্বেই প্রতি-পাদিত হইয়াছে। সুতরাং, আত্মার সাক্ষাৎকারে পরমা-ত্মার সাক্ষাৎ হইয়া থাকে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ পন্থা। প্রেমযোগ দ্বারা সর্ব্বতোভাবে বুদ্ধির মালিন্যত্যাগ হইলে, এই সংসা-রের অনিত্যতাদি দোষ সমস্ত স্বতঃই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। স্থির জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দর্শন নিঃসন্দিগ্ধ, ইহা কে না স্বীকার করিবে? অথবা আকাশ নির্ম্মেঘ হলে, নক্ষত্রই তারকাদির প্রকৃত স্বরূপ নয়নবিষয়ে পতিত হইয়া থাকে, ইহাও কাহারও অস্বীকার্য্য হইতে পারে না। সে যাহা

হউক, বুদ্ধির কষায় দূর হইলে, জগতের অনিত্যতা যখন আপনা হইতেই প্রতিপাদিত হয়, তখন আর যোগীর চিত্তে ইহার কিছুমাত্র আকর্ষণ হইতে পারে না। তখন তিনি জীর্ণ পুরাণ বস্ত্রের ন্যায়, ইহলোক ত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বথা নিত্য সুখসম্ভোগে উৎসুক হইবেন, তাহাতে বিচিত্রতা কি? ঐ প্রকার নিত্যভোগকামনাই প্রেমযোগের পরিণাম বা একমাত্র উদ্দেশ্য। বিজ্ঞানমতে ইহারই নাম উন্নতির পর উন্নতি।

রাজ্যের পর রাজ্য, বিষয়ের পর বিষয় সংগ্রহ করিলাম, তাহাতে হইল কি? পুত্রের পর পুত্র, কন্যার পর কন্যা উৎপাদন করিলাম, তাহাতে হইল কি? কীর্ত্তির পর কীর্ত্তি, যশের পর যশ সঞ্চয় করিলাম, তাহাতে হইল কি? প্রাসাদের পর প্রাসাদ, অট্টালিকার পর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিলাম, তাহাতেই বা হইল কি? এইপ্রকার বারংবার অনুধাবনপূর্ব্বক সাবধান ও একাগ্রচিত্তে সবিশেষ বিচার করিলে বিষয়ের কিছুমাত্র বৈচিত্র্য বা গৌরব থাকে না। তাহাতে মনে স্বভাবতঃ নির্ব্বেদজাড্য উপস্থিত হইয়া, কোন সারবস্তু অবলম্বনপূর্ব্বক, নির্ব্বৃতিলাভে অভিলাষ জন্মে। ইহাই প্রেমযোগ ধারণার প্রথম সোপান। যাঁহারা এই সোপানে অধিরূঢ় হয়েন, তাঁহাদিগকেই প্রকৃত যোগী বলে।

———

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রেমমাহাত্ম্য।

প্রেম হইতে ভক্তি, ভক্তি হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে মুক্তি উপস্থিত হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা বৈরাগ্য ও উপাসনাকে জ্ঞানের নামান্তর বলিয়া কল্পনা করেন। তাঁহাদের মতে যে ব্যক্তি আতুর বা যাহার কোন প্রকার ক্ষমতা নাই বলিয়া পুষ্প, চন্দন ও মন্ত্রোচ্চারণাদি সহকারে উপাসনা করিতে পারে না, তাহার কি উদ্ধার হইবে না? তাঁহারা বলেন, একমাত্র মন থাকিলে, ভাগবতী গতি লাভের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় না। লোকে আতুর হইলেও, পুত্রাদির প্রতি মনে মনে (বাক্যে ও শরীরে না পারুক) যেরূপে প্রেমাদি প্রদর্শন করে, পরমেশ্বরে সেইরূপে প্রেম প্রদর্শন করিলেই, তাহার উদ্ধারের পন্থা আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। যিনি ঐপ্রকার অকৃত্রিম প্রেম প্রদর্শন করিতে সমর্থ, তিনিই প্রকৃত যোগী পুরুষ।

সংসারে সকল বিষয়েরই বিশেষ বিশেষ পরিণাম আছে। এই পরিণামকে কেহ চরম ফল, কেহ বা উদ্দেশ্য বলিয়া থাকে। কারণের পরিণাম কার্য্য, কার্য্যের পরিণাম ফলপ্রাপ্তি বা স্বার্থসংঘটন। এই প্রকার পরিণাম হইতেই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। যাহার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, সেও পরিণাম না বুঝিলে, কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়

না। বিষয়সেবার পরিণাম ইন্দ্রিয়প্রীতি, বৈরাগ্যর পরিণাম মুক্তি পর্য্যন্ত বস্তুমাত্রেই তৃণ জ্ঞান, জ্ঞানের পরিণাম আত্মপ্রাপ্তি, সন্তোষের পরিণাম সুখ, অর্থের পরিণাম কাম, কামের পরিণাম ভোগ, ভোগের পরিণাম দেহাদিপুষ্টি এবং প্রেমের পরিণাম ঈশ্বরপ্রাপ্তি বা ভগবৎসিদ্ধি। এই রূপে ভগবান্ সর্ব্বভূতাত্মা বিশেষ বিশেষ কার্য্যের বিশেষ বিশেষ পরিণামবিধি স্থাপন করিয়া, পরম সুকৌশলে সংসারস্থিতি বিধান করিতেছেন। পরিণাম দ্বিবিধ, শুদ্ধ ও অবিশুদ্ধ। তন্মধ্যে যাহাতে অভীষ্টসিদ্ধি হয়, তাহাকে শুদ্ধ পরিণাম এবং যাহাতে অনিষ্টাপত্তি হয়, তাহাকে অবিশুদ্ধ পরিণাম বলে। শাস্ত্রকারেরা এইপ্রকার ইষ্টানিষ্ট দর্শন করিয়া, শুদ্ধ ও অবিশুদ্ধ ভেদে পরিণামচিন্তার ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ করেন। যাহার পরিণামচিন্তা নাই, সে মূঢ়েরও মূঢ় ও পশুরও পশু স্বরূপ সন্দেহ কি?

সে যাহা হউক, এইরূপে যখন সকল বিষয়েরই পরিমাণ থাকা স্বতঃসিদ্ধ, তখন মুক্তিরও পরিণাম আছে, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। যদি মুক্তির পরিণাম স্বীকার না কর, তাহাতে প্রবৃত্তি হইবে কেন? এইরূপে সদ্যোমুক্তির পরিণাম বৈষ্ণবপদ। অর্থাৎ যোগী পুরুষ উল্লিখিত রূপে যে ব্রহ্মস্বরূপে আত্মযোগে লীন হইয়া, কার্য্য হইতে উপরত হয়েন, তাহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবপদ বলে। ঐ পদ প্রাপ্ত হইলে, আর কিছুরই অভাব বা প্রয়োজন হয় না। সুতরাং, বৈষ্ণব পদ বলিলে,সমুদায় পরিণামের অবধি বুঝাইয়া থাকে।

সংসারে যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমস্তই কাল, কর্ম্ম, দৈব ও অদৃষ্টের বশীভূত এবং বিকারবিশেষ হইতে সমুৎপন্ন ; এই জন্য, ক্ষয়, বিনাশ ও জরাবসাদ প্রভৃতি দোষে দূষিত। অর্থাৎ কালই ভূতগণের সৃষ্টি করে, এবং কালই তাহাদের সংহার করে। ভাব অভাব সুখ অসুখ সমুদায়ই কালের কার্য্য। সুতরাং, যাহা সৃষ্টি সংহারাদি সমস্ত কার্য্যের প্রয়োজক, তাহার নাম কাল। এই কাল প্রলয়সময়ে সমস্ত লয় করিয়া ভগবানে স্বয়ং লীন হয়। সৃষ্টি না থাকিলে, এই কালের আবশ্যকতা কি ? কাল সৃষ্টির নিয়ামক ভগবানের আদেশমাত্র। অতএব, ভগবৎ-পদে তাহার প্রভুত্ব কোথায় ? ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, ভগবানের ভ্রূভঙ্গে কালেরও কালপ্রাপ্তি হয়। অদৃষ্ট শব্দে প্রারব্ধ। যাহার জন্মাদি কোনপ্রকার পরিচ্ছেদ নাই, তাহার আবার প্রারব্ধ কি ? মানুষ যে কর্ম্ম করিয়া তাহার শেষ না করে তাহাকেই তাহার অদৃষ্ট বলিয়া থাকে। যদি কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, অদৃষ্টের ফলও অবশ্যম্ভাবী, সন্দেহ কি ? সংসার এইজন্যই অদৃষ্টের আয়ত্ত হইয়া আছে। বৈষ্ণব পদে পদে সে সকলের সম্পর্ক নাই। কেননা, ভগবান্ কালেরও কাল, অদৃষ্টেরও অদৃষ্ট এবং দৈবেরও দৈব। এইজন্য শ্রুতিতে তাঁহাকে পরম কাল ও পরম দৈব এবং পরম অদৃষ্ট বলিয়া থাকে। প্রহ্লাদের জীবনী এ বিষয়ে জাজ্বল্যমান নিদর্শন। বৈষ্ণবগণ এইজন্য কোন কালেই অবসন্ন হয়েন না।

সত্ত্ব রজঃ তমঃ প্রভৃতি বলিতে জগতের কারণপরম্পরা বুঝাইয়া থাকে। কেননা, এই সকলের সমবায়ে পরম্পরায় জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। বৈষ্ণবপদ এই সকল কারণেরও অতীত। সুতরাং উহা সকল কারণের কারণ। এই রূপে, বৈষ্ণবপদের তুলনায় কারণ সকলও কার্য্যরূপে পরিণত হইয়া থাকে। বাষ্প যেমন শীতল হইলে, জল হইয়া,জলে মিলিত হয়, তখন আর তাহাকে বাষ্প বলা যায় না ; তদ্রূপ যোগী পুরুষ ঐ বৈষ্ণবপদে লীন হইলে,তাঁহাকে আর কার্য্য বলিয়া প্রতীত হইতে পারে না। যতক্ষণ আকাশ ঘটের অন্তর্গত, ততক্ষণই তাহাকে ঘটাকাশ বলা যায় ; কিন্তু ঘট ভগ্ন হইলে, তন্মধ্যস্থ আকাশ স্বয়ং আকাশে মিলিত হইয়া থাকে। ফলতঃ, চৈতন্যাংশ আত্মার সহিত জড়পিণ্ড দেহের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। লোকের দেহ যেমন বস্ত্র দ্বারা আবৃত থাকে, সেইরূপ এই স্থূল দেহই আত্মার আবরণ-মাত্র। পর্ব্বত অতি কঠিন পদার্থ ; কিন্তু কৌশলসহায়ে তাহাকেও যেমন খণ্ড খণ্ড ও চূর্ণ করা যায় ; তদ্বৎ সাধনা-বলে জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায়, এই স্থূলাবরণও পরিত্যক্ত হইতে পারে। সর্প যেমন নির্ম্মোক ত্যাগ করে, তদ্বৎ এই আব-রণত্যাগও অনায়াসসাধ্য। এ বিষয়ে কিছুমাত্র অসম্ভাবনা নাই।

বলিলে অসঙ্গত হইবে না যে আত্মা চির•কালই এই স্থূলাবরণে বদ্ধ হইয়া, কারারুদ্ধ বন্দীর ন্যায়, যাবৎ মৃত্যু অবস্থিতি করিবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। আত্মার দেহাদি ব্যতিরিক্ত চৈতন্যাংশতা পর্য্যালোচনা করিলেই, ইহা

সুস্পষ্ট প্রতীত হয়। চৈতন্য ও জড়তায় যে বিশেষ, তাহা সকলেই জানেন। আধ্যাত্মিক মতে এই জড়পিণ্ড সূর্য্যে ঐ পরমাত্মরূপ চৈতন্যের অংশ আছে। ঐ অংশ সকলের স্বভাব আলোক বিকিরণ ও প্রস্ফুরণ করা। দীপ নির্ব্বাণ হইলে তাহার আলোকাংশ কোথায় যায়? অন্ধকারে মিশ্রিত হয়, ইহা কখন উত্তর হইতে পারে না; কারণ, জলে কখন তৈলের মিশ্রণ দেখা যায় না। যে বস্তু যাহার ধর্ম্মবিশিষ্ট, সে তাহাতেই পরিণত বা মিশ্রিত হইয়া থাকে। উত্তাপের প্রভাবে বাষ্পের কণা সকল এরূপ সূক্ষ্ম হয় যে, তাহা অনুভবেও আইসে না; কিন্তু তাই বলিয়া উহা কখন উত্তাপে মিলিত হয়, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে না। যদি মিলিত হইত, তাহা হইলে, জলের উদ্ভব কোথা হইতে হইত? এইরূপ যুক্তিতে যোগিগণ আত্মায় আত্মার মিলন করিতে চেষ্টা করেন এবং সাধনা বলে তদ্বিষয় কৃতকার্য্যও হইয়া থাকেন। ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। বিস্ময় কেবল তাহাতে কৃতকার্য্য না হওয়া। যাহা অগ্নি, তাহা অগ্নিতে মিশ্রিত হইবে, ইহাতে আর বৈচিত্র কি? চলাচল সংসারে এইপ্রকার শত শত বৈচিত্র্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। স্থূলদর্শিরাই তাহাতে আশ্চর্য্য বোধ করে। ইত্যাদি পর্য্যালোচনা করিয়াই যোগশাস্ত্রের অধিকার হইয়াছে। পূরককুম্ভকাদি বিধি-নিয়োগও এই যুক্তির সমুদ্ভূত। একমাত্র প্রেমযোগ-সহায়ে এই সকল সাধিত হইয়া থাকে।

চতুর্থ অধ্যায়।

ঈশ্বরস্বরূপ পরিচয়।

ভগবতী কহিলেন, বৎস ! অধুনা সংক্ষেপে ঈশ্বরস্বরূপ কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর। অনিমিষ শব্দে দেবতা বলে। শাস্ত্রাদিতে নির্দ্দেশ আছে, সর্ব্বশক্তি পরমাত্মা দ্রষ্টা বা সাক্ষীরূপে বিরাজমান থাকাতে এই সংসারকার্য্য যথানিয়মে পরিচালিত হইতেছে। তিনি যোগনিদ্রার আশ্রয়পূর্ব্বক স্ব স্বরূপ অনুভবে প্রবৃত্ত হইলে, বাতাহত প্রদীপের ন্যায়, সহসা সমস্ত বিশ্বকার্য্য নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়। ঐরূপ যোগ-নিদ্রাকেই প্রলয় বলিয়া থাকে। প্রলয় শব্দের অর্থ বিনাশ নহে। বীজ যেমন বৃক্ষে লীন থাকে, তদ্বৎ সমস্ত সংসার পরমেশ্বরে লীন হয়। বীজ ভর্জ্জিত হইলেই, তাহার অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তির বিনাশ হইয়া থাকে। ভগবান্ সকলের আদিবীজ ; ঐ বীজের উৎপাদিকা শক্তি নিত্য। পুনশ্চ, তিনি সর্ব্বদা সাক্ষীরূপে, দর্শন করাতেই, সংসার জীবিতরূপে জাগ্রৎ রহিয়াছে। এইজন্য তাঁহাকে সর্ব্ব-জাগ্রৎ বা অনিমিষ কহে। তাঁহার যদি নিমেষ থাকিত, তাহা হইলে, নিমিষে নিমিষে প্রলয় ঘটিত। মানুষের যখন চক্ষুর নিমেষ উপস্থিত হয়, তখন সে কিছুই দেখিতে পায় না। অথবা, যোগনিদ্রার সময় একবার নিমেষ উপ-স্থিত হওয়াতেই, মহাপ্রলয় ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ঐ নিমেষ নামমাত্র। অনিমিষ বলিলে, যদিও ব্রহ্মাদিরও অনুভব

হইয়া থাকে, কিন্তু লোকে অগ্রে প্রধানেরই গণনা হয়। এইজন্য অনিমিষ বলিলে, অগ্রে সর্ব্বপ্রধান বিষ্ণুকেই মনে পড়িয়া যায়।

ভগবান্ অনিমিষ বিষ্ণুর যে পালনীশক্তি আছে, দেবগণ তাহার অংশ। দিব্ ধাতুর অর্থ লীলাবিলাস। ভগবানের লীলাবিলাস যাহাতে আছে,তাহাকে দেব বা দেবতা বলে। ঐ সকল দেবরূপী অংশ সৃষ্টির রক্ষাজন্য প্রাদুর্ভূত হইয়াছে এবং সর্ব্বদা স্ব স্ব কার্য্য করিয়া থাকে। ইহা স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম যে, দিনরাত্রি প্রহরী থাকিলে, লোকে সহসা কোন দুষ্কার্য্য করিতে পারে না। দেবগণও আমাদের দিনরাত্রের ঈশ্বরনিযুক্ত প্রহরী। এইজন্য তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা জাগ্রৎ থাকিতে হয় এবং এইজন্য ভগবান্ তাঁহাদিগকেও অনিমিষ অর্থাৎ নিমেষশূন্য করিয়াছেন।

আবার শুদ্ধ অনিমিষ হইলেই পালক শক্তির পূর্ণতা হয় না; কেননা, পরিপালক যদি সর্ব্বদা রুগ্ন হইয়া পড়িয়া থাকেন, তাহাতে বিবিধ বিশৃঙ্খল ঘটনার সম্ভাবনা। এই-জন্য তিনি দেবতাদিগকে জরাশূন্য করিয়াছেন। এইজন্য দেবতাদের অন্যতর নাম নির্জ্জর। অর্থাৎ নির্জ্জর বলিলেই স্বর্গের দেবতা বুঝাইয়া যায়। আবার, যিনি সুন্দররূপে পরিপালন করেন, তাঁহার দীর্ঘ জীবন সকলেরই প্রার্থনীয়। ইহার যুক্তি সুস্পষ্ট। এইজন্য ভগবানের পালকশক্তিস্বরূপ দেবগণ অমর হইয়াছেন। লৌকিক নিয়মেও ভাবিয়া দেখ, পরিপালক প্রভু যদি অমর হন, নির্জ্জর হন এবং সর্ব্বথা অনিমিস হন, তাহা হইলে সুখের সীমা থাকে না। যাহার

সহিত দীর্ঘ দিনের পরিচয়, তিনি যেমন সমদুঃখসুখ হইবার সম্ভাবনা, এরূপ আর কেহই হইতে পারেন না। অতএব প্রভু যত অধিক দিন স্থায়ী হন, ততই প্রজাগণের মঙ্গল। এইজন্য লোকপাল দেবগণের স্থায়ীজীবন বিহিত হইয়াছে।

মহাভাগ! স্বভাবজ মিত্রে যেরূপ প্রীতি হয়, পিতা মাতা স্ত্রীপুত্রাদিতেও সেরূপ প্রীতির সম্ভাবনা নাই। স্বভাবজ শব্দে অকপট বা অকৃত্রিম এবং প্রীতি শব্দে বিশ্বাস পূর্ব্বক প্রেম পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, পরমাত্মা ঈশ্বর মাতার মাতা, পিতার পিতা এবং বন্ধুরও বন্ধু। সুতরাং তাঁহা অপেক্ষা সহজমিত্র আর কে হইতে পারে? যাহার মিত্রের সহিত আলাপ ও মিত্রের সহিত সহবাস, তাহার সমান ভাগ্যবান্ সংসারে আর কে আছে? ভগবান্ আমাদের নিত্য সঙ্গী; এক মুহূর্ত্তও আমাদিগকে ত্যাগ করেন না। আমরা যখন ইচ্ছা তাঁহার সহিত আলাপ করিতে পারি। অতএব তাঁহা অপেক্ষা সহজ বন্ধু আমাদের আর কে আছে?

সংসার বিষবৃক্ষেরস্বরূপ। বিষের স্বভাব, সংমোহন ও বিপন্ন করা। সংসারে বদ্ধ হইলেও, পদে পদেই মোহ ও বিপদ্ উপস্থিত হইয়া থাকে। এইজন্য ইহার নাম বিষবৃক্ষ হইয়াছে! বিষবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিলে, প্রাণহানি হয়। সংসারের ফল নরক। নরকমগ্নের প্রাণ ত স্বভাবতই বিনষ্ট। বিধাতা ইহা দেখিয়া, করুণাপূর্ব্বক ঐ বিষবৃক্ষের দুইটী অমৃতফল নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। প্রথমটী মিত্রের সহিত সহবাস, দ্বিতীয়টী বিদ্বানের সহিত সমা-

গম। এই দুইটীর একটীও মানুষ সিদ্ধ করিতে পারে। অথবা, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিতে বিচার করিলে, এই দুইটী বিনা আয়াসে গৃহে বসিয়াই অন্ধ ও আতুরাদিরাও সিদ্ধ করিতে পারে। ভগবান্ আমাদের হৃদয়ের সখা,হৃদয়েই আছেন। আবার, তিনি স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ। এই রূপ একাধারে অকৃত্রিম বন্ধুত্ব ও অগাধবোধত্ব সংসারে কুত্রাপি সম্ভব নাই।

ফলতঃ, ভগবান্ ব্যতিরেকে প্রকৃত হৃদয়নাথ বন্ধু আর কেহ নাই। তাঁহাকে সকল কথাই মন খুলিয়া বলিতে পারা যায়। হৃদয় যখন দুরন্ত শোকে অধীর হয়, উৎকট রোগে ব্যাকুল হয়, সুবিষম বিষাদবিষে পদে পদেই মোহ প্রাপ্ত হয়, দারুণ পরিতাপানলে নিরতিশয় দগ্ধ হয়,দুর্নিবার অন্তর্দ্দাহে দাবদগ্ধ হরিণের ন্যায় অতিমাত্র বিপন্ন হয়,আত্ম-গ্লানির গুরুতর আঘাতে ঘন ঘন আহত হয়, কিংবা যখন দুঃখরূপ বজ্রের কঠোর নিনাদে অন্তস্তল পর্য্যন্ত বিদারিত হইবার উপক্রম হয়, তখন সংসারের সামান্য বন্ধু তত্তৎ বেদনার প্রতিকার করিতে সমর্থ নহেন। তিনি না হয়, দুঃখে দুঃখ প্রকাশ এবং অশ্রুতে অশ্রু মিশ্রিত করিয়া, ক্ষণ কালের জন্য কিয়দংশে তাহার বেগ নিবারণ করিতে পারেন; এককালে নিরোধ করা তাঁহার সাধ্য হয় না। কিন্তু ভগবান্ একবারমাত্র কৃপাকণা প্রদর্শন করিলেই, তৎ-ক্ষণাৎ সমস্ত বেদনার নিরাকরণ হয়। কেননা,তিনি নিত্য, অভয় ও শোকহীন এবং ভয়েরও ভয় ও ভয়াবহেরও ভয়া-বহ। তাঁহার নাম করিলে, স্বয়ং ভয়ও ভয় পায়। অতএব

তিনি ভিন্ন প্রকৃত হৃদয়নাথ বন্ধু কে হইতে পারে? মন যখন বিষয়রূপ বিষম বিষবেগে অধীরিত হইয়া, দাবদগ্ধ হরিণের ন্যায় ইতস্ততঃ ব্যাকুল ও বিব্রত হইয়া বিচরণ করে, কুত্রাপি স্বস্তিলাভ করিতে পারে না; এবং যখন লৌকিক বন্ধুর প্রীতিময় মধুরমূর্ত্তি দর্শন করিলেও, তাহার সেই গুরুতর বেদনার পরিহার হয় না, তখন ভগবান্ ব্যতি-রেকে আর নিস্তারের উপায় নাই।

শাস্ত্রকারেরা বিপদকে বন্ধুতার কষপাষাণস্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ, কষ্ঠি পাথরে স্বর্ণের যেমন পরীক্ষা হয়, তদ্বৎ বিপদে বন্ধুতার পরীক্ষা হইয়া থাকে। ভগবান্ সম্পদের অপেক্ষা বিপদের অধিক সুহৃদ। এইজন্য তাঁহাকে বিপদের মধুসূদন কহে। মধু শব্দের প্রকৃত অর্থ বিপদের পরমকক্ষা বা চূড়ান্ত সীমা। কেননা, পিতামহ স্বয়ং ব্রহ্মা-কেও এই বিপদে বিব্রত হইতে হইয়াছিল। ভগবান্ সত্য-পুরুষই তৎকালে তাঁহাকে এই বিপদে উদ্ধার করেন। তদবধি তাঁহার নাম বিপত্তির মধুসূদন হইয়াছে। ইহার অর্থ, বিপদের যে চূড়ান্ত সীমা, তিনি তাহা নাশ করেন। ভগবান্ ব্যতিরেকে অন্য কাহাতেও এই মধুসূদন নামের অধিকার বা আরোপ দেখিতে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ ইন্দ্র বলিলে যেমন দেবরাজকে বুঝায়, পক্ষীন্দ্র বা মৃগেন্দ্রা-দির অনুভব হয় না; তদ্বৎ, মধুসূদন বলিলে একমাত্র সেই ভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথকেই বুঝাইয়া থাকে।

ভক্তিশাস্ত্রে এইজন্যই লিখিত হইয়াছে, যে, সমস্ত জগ-তের একমাত্র আশ্রয় ভগবান্ বিষ্ণু বিদ্যমান থাকিতে, মূঢ়-

লোকে কিজন্য অন্যত্র সৌহার্দ্দ করে,যে সৌহার্দ্দে অনিষ্টই অধিক। আবার ভাবিয়া দেখিলে, সংসারে কিছুই স্থায়ী নহে। অতএব তাহাতে আবার সৌহার্দ্দ কি? এবং সংসার অস্থায়ী হইলে, সৌহার্দ্দও অস্থায়ী হইয়া থাকে। তাদৃশ অস্থায়ী সৌহার্দ্দেও লাভই বা কি? ফলতঃ, মানুষের সকলই আকাশকল্পনা।

ভক্তের প্রধান লক্ষণও ভগবানে অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ প্রদর্শন করা। তথাহি, তাঁহারাই সংসারে ভক্তগণের শ্রেষ্ঠ, যাঁহারা অন্যত্র সৌহার্দ্দত্যাগ করিয়া, ভগবানে অপূর্ব্ব প্রীতি স্থাপন করেন। একমাত্র ঐ প্রীতিই অমৃতরূপে পরিণত হয়। অপূর্ব্ব শব্দে যাহা পূর্ব্বে আর কখন সংসারেয় কিছুতেই সেইরূপে প্রদর্শিত হয় নাই। সংসারের যে প্রীতি, তাহাতে নূতনত্ব বা অকৃত্রিমতা নাই। কেননা, উহাতে স্বার্থের আচ্ছাদন আছে। পূর্ণচন্দ্রেয় জ্যোতিঃ অতি নির্ম্মল ও সর্ব্বভুবনপ্রকাশক হইলেও, মেঘ যদি তাহাকে আবৃত করে, তাহাতে সমস্ত প্রচ্ছন্ন হইয়া যায়। সেইরূপ, প্রীতির স্বভাব আলোকময় হইলেও, স্বার্থের আবরণে তাহার মলিনতা উপস্থিত হয়। যেমন আলোক না থাকিলে, বস্তুদর্শন হয় না; সেইরূপ মলিন-প্রীতিতে পরম বস্তু ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ সাধ্য নহে। ইহা বলা বাহুল্য যে, দর্পণ মলিন হইলে, তাহাতে প্রতিবিম্ব পতিত হয় না। সেইরূপ, প্রীতিপ্রভৃতি মার্জ্জিত না হইলে, তাহাতে প্রীতিময় প্রেমময় পরমাত্মার প্রতিফলন হয় না। নির্ম্মল জলে আদর্শ সুস্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে।

কলুষিত সলিলে সেরূপ হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

সংসারে প্রায়ই হৃদয় গোপন করিয়া, প্রীতিপ্রভৃতির আদান প্রদান হইয়া থাকে। ঐরূপ প্রীতিকে চৌরপ্রীতি বলে। চৌরপ্রীতির পরিণাম বিসংবাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সংসারিক বিসংবাদ সকল শুদ্ধ ঐরূপ কারণে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে; ইহা প্রতিপাদন করা বাহুল্য। এইজন্য উল্লিখিত হইয়াছে, নিষ্কারণ ও ঐকান্তিক প্রীতিই শ্রেষ্ঠ প্রীতি। তদ্দারা আত্মরূপী ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৈষ্ণবগণ তাদৃশী প্রীতির সাহায্যে সর্ব্বদা শুদ্ধচিত্ত হইয়া কস্মিন্‌কালেও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়েন না। পণ্ডিতগণ ইত্যাকার পর্য্যালোচনা করিয়া অন্যত্র সৌহার্দ্দ ত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র সেই বিষ্ণুপদেই আসক্ত হয়েন। ইহাই অধ্যাত্মতত্ত্বের একমাত্র উপদেশ এবং ইহাই বিজ্ঞানের একমাত্র আদেশ।

পঞ্চম অধ্যায়।

আত্মবিচার।

বেদ কহিলেন, তাত! অধ্যাত্মশাস্ত্রে উল্লিখিত হইআছে, বালক যেমন দৌরাত্ম্য দ্বারা পিতা মাতার বিরাগ উৎপাদন করে, তদ্রূপ ঈশ্বরের অনুরাগসংগ্রহে বাসনা থাকিলে, দৌরাত্ম্য ত্যাগ করা বিধেয়। কেননা, তিনিও দৌরাত্ম্য দ্বারা সর্ব্বথা বিরক্ত হইয়া থাকেন। অন্যায় প্রার্থনাদি করিয়া তাহার পূরণ না হইলে, পিতা মাতাকে নানা

প্রকারে ব্যতিব্যস্ত করা ইত্যাদিকে যেমন বালকে
দৌরাত্ম্য বলে, তদ্রূপ দেহাদিতে আত্মবোধ করা ইত্যা
দিকে ঈশ্বরসম্বন্ধে লোকের দৌরাত্ম্য বলিয়া থাকে। রাক্ষস
রাজ রাবণ পিতামহের নিকট যে অমর বর প্রার্থনা করে
তাহাকেও দৌরাত্ম্য বলিয়া থাকে। ঐরূপ দৌরাত্ম্যের ফ
হস্তসিদ্ধ; অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ ফলিয়া থাকে। লোকের বুদ্ধি
তাদৃশ দৌরাত্ম্যবলে পূর্ব্বাপরপর্য্যালোচনাপরিশূন্য হইয়
উঠে। তাহাতে সে আপনার দোষে আপনিই নিপতি
হয়। দশাননের চরিত্রে এ বিষয়ের সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে
রাজা বলি এইপ্রকার দৌরাত্ম্যেই পাতালকুহরে বদ্ধ হই
য়াছিলেন। অন্বেষণ করিলে, এইরূপ ও অন্যরূপ দৃষ্টান্ত
অসুলভ নহে।

শুক্তিতে রৌপ্যবোধ ও রজ্জুতে সর্পবোধ যেরূপ ভ্রমে
হেতু ও বুদ্ধিমালিন্যের কারণ, তদ্রূপ দেহাদিতে আত্মবোধ
অর্থাৎ যাহা আত্মা নহে, তাহাকে আত্মা বোধ করিয়া
মিথ্যায় সত্য বুদ্ধি স্থাপন করিলে, দারুণ মোহের সঞ্চার
হয়। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, মোহ হইতে স্মৃতি
ভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশে বুদ্ধিভ্রংশ এবং বুদ্ধিভ্রংশে প্রাণনাশরূপ
বিপত্তি উপস্থিত হইয়া থাকে। ঐপ্রকার প্রাণনাশে দুর্নি
র্ব্বার নরক পরম্পরার আবির্ভাব হয়, তাহাতে কিছুমাত্র
সন্দেহ নাই। অথবা, পরমার্থরূপ প্রসাদে আরোহণ করিতে
হইলে, একমাত্র বিশুদ্ধ জ্ঞানরূপ সোপান অবলম্বন করিতে
হয়। জ্ঞান ব্যতিরেকে উহার দ্বিতীয় সোপান দেখিতে
পাওয়া যায় না। আত্মানাত্মবিচার দ্বারা এই জ্ঞান সম্পা

হয়। ফলতঃ আলোক হইতে অন্ধকার ভিন্ন পদার্থ; ইত্যাকার বোধ না থাকিলে, তাহাকে জড়শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়। যে ব্যক্তি অন্ধকারকে আলোক বলিয়া বোধ করে, তাহার জীবনধারণ বিড়ম্বনা মাত্র। অসিকে কুবয়ল-লতা ভাবিয়া গলে দিলে, তৎক্ষণাৎ গলদেশ ও প্রাণ নাশের সম্ভাবনা, ইহা কোন্ ব্যক্তি স্বীকার না করিবে? অথবা, মরীচিকাকে জল ভাবিয়া, তাহার অনুসরণ পূর্ব্বক পিপাসা শান্তি জন্য প্রান্তরে ধাবমান হইলে প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপে যে দগ্ধ হইতে হয়,তাহাই বা কোন্ ব্যক্তি স্বীকার না করিয়া থাকে? অথবা, সর্পের কর্ণস্থ আলোকবিশেষকে মণি ভাবিয়া, তাহার সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলে, যে প্রাণনাশের সম্ভাবনা,তাহাই বা কোন্ ব্যক্তি স্বীকার না করিবে? অথবা, প্রদীপের আলোকে কুড্ডাদিতে আপনার প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া, ভূতবোধে ব্যাকুল মনের চাঞ্চল্য বশতঃ মোহাদি যে উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, তাহাই বা কোন্ ব্যক্তি স্বীকার না করিয়া থাকে? আধ্যাত্মিক পণ্ডিতগণ এইরূপ ও অন্যরূপ দৃষ্টান্ত দ্বারা দেহাদিতে আত্মবুদ্ধির বিষম বিপরিণাম বর্ণন করিয়া, তাহা পরিত্যাগ করিতে ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ করেন। অনাত্মীয়কে আত্মীয়বোধে বিশ্বাস করিলে, যেরূপ অনিষ্টাপত্তির সম্ভাবনা, সেইরূপ দেহাদি যে যে বিষয় আত্মা হইতে ভিন্ন, তৎসমস্তকে আত্মা বলিয়া বোধ করিলেও, ঈশ্বরপ্রাপ্তিরূপ বিষম অনিষ্ট আপতিত হইয়া থাকে।

পুনশ্চ, দৌরাত্ম্য দ্বারা ভেদবুদ্ধি সমুৎপন্ন ও পরলোক

পরিভ্রষ্ট হয়। এইজন্য জ্ঞানিগণ সবিশেষবিচারশালিনী বুদ্ধির সাহায্যে তাহা ত্যাগ করিয়া থাকেন। মরীচিকা কখন তৃষ্ণা নাশ করিতে পারে না। মূঢ় লোকেই তাহাকে জল বলিয়া থাকে। অথবা জলের সহিত তাহার তুলনা করা মূঢ়ের কার্য্য। ইত্যাদি মহাজনবাক্য সকল আলোচনা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নির্ব্বাণমুক্তি।

বেদ কহিলেন, অধুনা নির্ব্বাণতত্ত্ববিষয় বর্ণন করি, শ্রবণ কর। যেরূপ আলোকের পর অন্ধকার, সেইরূপ সুখের পর দুঃখ, এই নিয়মে সংসারচক্র পরিচালিত হইতেছে। এইরূপ সুখ ও দুঃখ লইয়াই সংসার। সুখ কখন দুঃখবিনা লব্ধ হয় না। সুতরাং লোকে যাহাকে সুখ বলে, তাহা দুঃখের নামান্তরমাত্র। এইজন্য যোগিগণ সুখকামনা ত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মরূপী ভগবানে মিলিত হইতে চেষ্টা করেন। ভগবানে যোগ হইলে, সুখদুঃখ উভয়ই বিনষ্ট হয়। ঐরূপ সুখদুঃখের অভাবকেই নির্ব্বাণমুক্তি বলিয়া থাকে। অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যাহাতে সুখ নাই, দুঃখ নাই, সে আবার কিরূপ অবস্থা? তাহার অনুভবই বা কিরূপে হইয়া থাকে? (উত্তর) যাহাতে সর্ব্ববর্ণের অভাব অর্থাৎ যাহার কোন বর্ণ নাই, তাহাকে শুক্লবর্ণ বলে। এইরূপে শুক্লবর্ণের অনুভব করা যখন ব্যক্তিমাত্রে-

রই সাধ্য হইয়া থাকে, তখন যাহাতে সুখ নাই, দুঃখ নাই, তাহা কিরূপ অবস্থা, তাহার অনুভব করাও অসাধ্য নহে।

যদি বল, আধ্যাত্মিক তাপত্রয়ের উন্মূলন হইয়া, সুখ-লাভ করাই মনুষ্যের উদ্দেশ্য। যাহাতে সেই সুখ না রহিল, তাহার আবার প্রার্থনা কি? লোকে সুখের জন্যই চেষ্টা করে এবং তাহা প্রাপ্ত হইলেই পরিতৃপ্ত হয়। (উত্তর) সংসারে থাকাকেই যে সুখ বলে, তাহার অর্থ নাই। তুমি উত্তম পানভোজন পাইলে এবং উৎকৃষ্ট প্রাসাদাদিতে বাস করিলে,আপনাকে সুখী বোধ কর; কিন্তু তোমার সহবাসী অপর লোকে অতি সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনে তোমা অপেক্ষা বিপুল সুখ অনুভব করে। আবার ঋষিগণ দিগ্‌বস্ত্র পরি-ধান এবং অনাবৃতদেশে মৃত্তিকাদিতে শয়ন ইত্যাদি বিবিধ কৃচ্ছ্র সাধন করিয়াও, পরমসুখে ও প্রফুল্লচিত্তে কালযাপন করেন। এইরূপে সুখের নির্ণয় করিতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র।

যদি বল, মুক্তিতে সুখও নাই, দুঃখও নাই, তবে কিজন্য তাদৃশ জড়বৎ মুক্তির প্রার্থনা করিয়া থাকে? (উত্তর) উহাতে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ও অভয় আছে। অর্থাৎ সংসারে এরূপ কোন বিষয় নাই, যাহাতে ভয় নাই। ধন,জন,জ্ঞান, যশঃ,বিদ্যা, বুদ্ধি যাহা কিছু সমুদায়ই ভয়পরিপূর্ণ। ধন বহু কষ্টে সঞ্চিত হয় এবং বহু কষ্টে রক্ষিত হয়। তাহার বিনাশের ভয় পদে পদে। আজি যে দশজন স্বতঃ পরতঃ নানাপ্রকারে আনুগত্য করিতেছে, কাল হয় ত সময় মন্দ হইল, আর তাহাদিগকে পাওয়া যাইবে না; এই ভয়ে

সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতে হয়। বহু কষ্টে যশঃ উপার্জ্জিত হইয়াছে; তজ্জন্য যশস্বী বলিয়া দশজনে বিলক্ষণ গণ্য মান্য করিতেছে, কিন্তু কলঙ্কের ভয় পদে পদেই হৃদয়ে পদগ্রহণ করিয়া আছে। সংসারের লোক অতীব দুর্ম্মুখ; কখন্ কি সামান্য সূত্রে অসামান্য গ্লানি প্রচার করে, কে বলিতে পারে? বিলক্ষণ বিদ্যা ও বুদ্ধি উপার্জ্জন করিলেও, সংসারে নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। পাছে ভ্রমপ্রমাদ ঘটিয়া, বাদীবর্গের নিকট পরাভবপ্রাপ্ত হইতে হয়, ইত্যাকার ভয়ের কোনকালেই পর্য্যবসান নাই। এইরূপে সংসার কখনই নিরাপদ বা নির্ভয় নহে। মুক্তিতে সমুদায় সংসারবন্ধন ছেদন হওয়াতে উক্তরূপ ভয়ের কোন অংশে কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

আবার সুখ থাকিলেই আনন্দ থাকে, ইহা কখন মনে করিও না। সুখ ও আনন্দে অনেক দূরবর্ত্তিতা। সংসারে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। অনেকের শত শত দাসদাসী ও যানবাহনাদি বাহ্যসুখের বিপুল চিহ্নসত্ত্বেও মনে কিছুমাত্র আনন্দ নাই, ইহা প্রায়ই দেখা যায়। সংসারের উচ্চপদমাত্রেই প্রায় ঐরূপ আনন্দশূন্য। ফলতঃ আনন্দ বস্তুস্বরূপ, সুখ ছায়ামাত্র। আনন্দ হৃদয়ের বন্ধন, সুখ আড়ম্বরমাত্র। আরও দেখ, যাহার শরীরে তৈল নাই, বস্ত্র নাই, অন্ন বিনা উদর মগ্ন ও অন্ত্র ভগ্ন হইয়া গিয়াছে; তাহারও আনন্দ দেখিতে পাওয়া যায়। নৃত্য, গীত ও বাদ্যোদ্যমাদি মহোৎসব সকল এ বিষয়ের নিদর্শন। রোগে শোকে যাহার শরীর জীর্ণ হইতেছে, বিষাদে সন্তাপে অহরহ দগ্ধ

হইতেছে ; কোনদিকে কিছুমাত্র সুখ নাই ; মনোরম সঙ্গীতাদি শ্রবণাদি করিলে,তাহারও চিত্তে আনন্দের সঞ্চার হয়। অতএব সুখ না থাকিলে, আনন্দ থাকে না, ইহা কখন মনেও করিও না। বালকের অবস্থা ও মুক্তের অবস্থা উভয়ই সমান। বালক যেমন সুখ না থাকিলেও, সর্ব্বদাই আনন্দিত, মুক্তিতেও তদ্রূপ সুখের অসত্ত্বে সর্ব্বদাই আনন্দ অনুভূত হইয়া থাকে। সুখের পর দুঃখ হইলে, হৃদয়ে যে গুরুতর আঘাত উপস্থিত হয়, তাহা সকলেই জানেন। পুনরায়, সুখের সঞ্চায়েও ঐ আঘাতবেদনার অপনয় দুর্ঘট। দাবদগ্ধ হরিণ নিরাপদ উদ্যানাদি প্রাপ্ত হইলেও,সর্ব্বদা চকিত চকিত বিচরণ করিয়া থাকে। পাছে পুনরায় আবার অগ্নিভয়ে পতিত হইতে হয়, এই শঙ্কায় অহরহ তাহার হৃদয় পূর্ণ থাকে।

ফলতঃ, সংসারের সমুদায়ই খণ্ডিতভাব। পূর্ণিমা হইলেই অমাবস্যা হয়। পদ্ম অতি মনোহর, কিন্তু তাহার মৃণালে কণ্টক। সেই রূপ, যাহার বাহ্য সৌন্দর্য্যের সীমা নাই, তাহার মন যার পর নাই কুৎসিত। অনেকের যশঃ আছে ; কিন্তু তাহার সৌরভ নাই। কিংশুকের বাহ্যদৃশ্য পরমশোভাময়, কিন্তু তাহার আমোদ নাই। চন্দ্র ষোল কলায় উদিত হইলেন, রাহু আসিয়া তাঁহাকে সহসা গ্রাস করিল। মানুষ উত্তমরূপ বিদ্যাবুদ্ধি শিখিয়া, সংসার উজ্জ্বল করিবার উপক্রম করিতেছে, কাল কোথা হইতে ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহাকে আক্রমণ করিয়া লইয়া গেল। বসন্তের পর ভয়াবহ গ্রীষ্ম এবং গ্রীষ্মের পর দুরন্ত শীত। যৌবনের পর

বার্দ্ধক্য, বার্দ্ধকের পর দুর্নিবার জরাজীর্ণতা। আকাশের চতুর্দ্দিক্ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সহসা নিবিড় ঘনমণ্ডলীর সমাগমে ঘোরতর অন্ধকার উপস্থিত। মানুষ উপাদেয় ভোগ্য সম্ভোগ করিয়া, দিব্যকান্তিকলেবর, পরক্ষণেই রোগে শোকে কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট। এইরূপে, দুগ্ধে জল দিলে, যেমন জলের চিহ্নমাত্র লক্ষিত হয় না, তদ্রূপ, সুখ দুঃখ পরস্পর এরূপ ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশ্রিত হইয়া আছে যে, পরস্পরের নির্ব্বাচন করা সহজ নহে। যাহারা এইরূপে সংসারে সুখের অন্বেষণ করিতে যায়, তাহারা মরীচিকায় পিপাসা শান্তি করিতে উদ্যত হয়, অথবা মরুভূমিতে বীজরোপণ করিয়া, ফল প্রাপ্তির অভিলাষ করিয়া থাকে।

সপ্তম অধ্যায়।

প্রজ্ঞানস্বরূপ কীর্ত্তন।

বেদ কহিলেন, মুক্তিস্বরূপ কীর্ত্তন করিলাম। অধুনা প্রজ্ঞানস্বরূপ কীর্ত্তন করিব।

সূর্য্যের উদয়ে যেমন রূপগ্রহ অর্থাৎ দৃশ্য পদার্থের স্ফূর্ত্তি হয়, তদ্রূপ এই প্রজ্ঞানবলে বুদ্ধির প্রকাশ হইয়া থাকে। বুদ্ধির প্রকাশেই ইন্দ্রিয়গণের প্রকাশ। অর্থাৎ বুদ্ধি জড়স্বভাব; উহা যেন সর্ব্বদাই নিদ্রিত হইয়া আছে। উল্লিখিত প্রজ্ঞানচৈতন্য বুদ্ধিকে জাগরিত ও চেতনাপ্রদান করে। বুদ্ধি জাগরিত হইলে, ইন্দ্রিয়গণেরও চেতনা সম্পন্ন হয়। কৃত্রিম যন্ত্রের সহিত এই বুদ্ধির বিলক্ষণ উপমা

হইতে পারে। চৈতন্য ঐ যন্ত্রের পরিচালক। ইন্দ্রিয় সকল ঐ যন্ত্রের শাখা প্রশাখা বা অঙ্গ উপাঙ্গ। চালক যেমন চালাইয়া দিলে, যন্ত্র আপনার সমুদায় অঙ্গোপাঙ্গের সহিত পরিচালিত হইয়া, অভীষ্ট কার্য্য সম্পাদন করে; তদ্রূপ প্রজ্ঞান চৈতন্যের চালনায় প্রথমতঃ বুদ্ধি পরিচালিত হইয়া, সমুদায় ইন্দ্রিয় তৎক্ষণাৎ পরিচালিত করিয়া থাকে। বুদ্ধির সঞ্চারমাত্রে ইন্দ্রিয়গণ, কষাহত ঘোটকের ন্যায়, উত্তেজিত হইয়া, স্ব স্ব বিষয়ে ধাবমান হয়। বুদ্ধির এককালীন সঞ্চার না হইলে, এককালীন শব্দস্পর্শাদিজ্ঞান সম্ভব নহে। অর্থাৎ এক ব্যক্তি যে এক কালেই যুগপৎ শ্রবণ, দর্শন ও স্পর্শনাদি দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ বিষয় পরিগ্রহ করিতে পারে, ঐপ্রকার এককালীন বুদ্ধির সঞ্চারই তাহার কারণ। একটী যন্ত্রেও যুগপৎ পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, ইহা কাহারও অবিদিত নাই। তথাহি, প্রজ্ঞান-চৈতন্যের আদি নাই। উহাই সমুদায় চরাচরের একমাত্র আদি, নিয়ন্তা ও পরম হিতজনক। স্বপ্ন বা সুষুপ্তি কোন অবস্থাতেই উহা সুপ্ত হয় না; প্রত্যুত সকল অবস্থাতেই জাগরিত আছে। সুতরাং উহাই পরমাত্মা ও সত্যস্বরূপ। শ্রুতিতেও বর্ণিত হইয়াছে, যিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ, তিনিই ব্রহ্ম। কিঞ্চ, যাঁহা হইতে দৃশ্যমান ভূতসকল জন্মিয়াছে এবং জন্মিয়া যাঁহার আশ্রয়ে জীবিত আছে, তিনিই ব্রহ্ম। পুনশ্চ, আদিযুগ সমাগত হইলে, ভূত সকল যাঁহা হইতে উৎপন্ন হয় এবং পুনরায় যুগক্ষয়ে যাঁহাতে লীন হইয়া থাকে, তিনিই ব্রহ্ম।

এই সকল পর্য্যালোচনা করিলে, ব্রহ্ম ও প্রজ্ঞানচৈতন্যের একতাবিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না।

মত্ত প্রমত্ত যে কোন অবস্থায় মানুষের বা অন্যান্য জীবের যে শ্বাস প্রশ্বাস যথানিয়মে সম্পন্ন হইয়া, জীবন রক্ষা করিয়া থাকে, এই প্রজ্ঞানই তাহার একমাত্র সাধন। মানুষ ইচ্ছামাত্রেই সহসা উদ্বন্ধনাদি দ্বারা প্রাণত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না; অনেকে যে আত্মহত্যায় উদ্যত হইয়া, সহসা ধৃত বা গৃহীতবৎ তাহাতে পশ্চাৎপদ হয় এবং গাঢ়তর অন্ধকারে বা অতীব গহন প্রান্তরাদিতে সহসা কোন গুরুতর দুষ্কৃতের অনুষ্ঠান করিতে যে তাহার সাহস হয় না, প্রজ্ঞানচৈতন্যের সান্নিধ্যযোগই তাহার হেতু। এই সান্নিধ্যযোগের অন্যতর নাম হৃষীকেশ। হৃষীক শব্দে ইন্দ্রিয় সমুদায় এবং ঈশ শব্দে নিয়ন্তা।

অষ্টম অধ্যায়।

বিষয়স্বরূপ বর্ণন।

বেদ কহিলেন, বিষয় শব্দে মায়াকৃত প্রধান আবরণ। সূর্য্য অতিমাত্র তেজোময় ও দীপ্তিবিশিষ্ট হইলেও, মেঘ তাহাকে অনায়াসেই আবৃত করে। সেইরূপ, মন অতিমাত্র তেজস্বী হইলেও, মায়াকৃত আবরণে সহসা বদ্ধ হইয়া থাকে। মেঘ দ্বারা সূর্য্যের রোধ হইলে, যেমন জগৎ অন্ধকারে ব্যাপ্ত হয়, তদ্রূপ মায়াবৃত মন অতিমাত্র সংকুচিত

হইয়া থাকে। সঙ্কুচিত মনে পরমার্থদর্শন সহজ নহে। এইজন্য, যে কোন উপায়ে সেই মায়াবরণ ভেদ করা বিধেয়। ফলতঃ, ভগবান্ মায়ার অতীত। অতএব,মায়ার অতিক্রম না করিলে,তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া দুর্ঘট। তথাহি,ভগবান্ অজিতের জয় করিতে হইলে,পরম শ্রেষ্ঠ ও অবিচলিত আত্মশুদ্ধিই তাহার সাধন হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত অন্যান্য সাধন সমস্ত, হস্তিস্নানের ন্যায়নিরর্থক।

শাস্ত্রকারেরা বিষয়বাসনার তিনপ্রকার গতি নির্দ্দেশ করেন। যথা, ভবদ্‌বিঘ্না, ভূতবিঘ্না ও ভবিষ্যবিঘ্না। তন্মধ্যে যাহা দ্বারা প্রারব্ধ বা প্রাক্তন বিনষ্ট হয়, তাহাকে ভূতবিঘ্না কহে। যাহা দ্বারা বর্ত্তমান বিনষ্ট হয়, তাহার নাম ভবদ্বিঘ্না। আর, যাহা ভবিষ্যৎ বিনষ্ট করে, তাহাকে ভবিষ্যবিঘ্না বলিয়া থাকে। যাবৎ কর্ম্মের ক্ষয় না হয়, তাবৎ দেহপরম্পরা ভোগ হইয়া থাকে। বীজ যেমন ভর্জ্জিত হইলে, তাহার অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তির বিনাশ হয়, সুতরাং তাহাতে আর বৃক্ষ জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে না; তদ্রূপ কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্মক্ষয় হইলে,তাহার সংসারোৎপাদিকা শক্তির বিনাশ হইয়া থাকে। তখন আর দেহমাত্রের ভোগ করিতে হয় না। লোকে যখন নিষ্কাম হইয়া, সমুদায় কর্ম্মের চরম স্থান সেই ভগবানে আপনার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সকল সমর্পণ করে, তখনই তাহাকে কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্মের ক্ষয় বলিয়া থাকে। কেননা,ঐ প্রকার সমর্পণ দ্বারা উদিত ভক্তির দৃঢ়তা বা পরিপাক হয়। ভক্তির পরিপাকই মুক্তির মূল সোপান। ভগবানই কর্ত্তা ও কারয়িতা, আমি কিছুই নহি,

এইরূপে অহঙ্কারত্যাগ দ্বারা ক্রমে ক্রমে জ্ঞানের উপচয় হইলে, সমস্ত তন্ময় দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। পুনঃ পুনঃ অভ্যাস দ্বারা সেই ভক্তির ঐকান্তিক পরিপাক হইলে, মুক্তির দ্বার আপনা হইতেই উদ্ঘাটিত হয়। তখন একবারেই সংসারনিবৃত্তি সংঘটিত হইয়া থাকে। ইহারই নাম মুখ্য সাধন।

যে যাহা হউক, এরূপে যখন দেহযোগ অবশ্যম্ভাবী, তখন প্রারব্ধ বা প্রাক্তনও অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। যাহার প্রারব্ধ নির্দ্দোষ বা উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার জন্মান্তরীণ ফলও তদনুরূপ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়।

নবম অধ্যায়।

বিবিধতত্ত্বকথন।

মূর্দ্ধাশব্দে ব্রহ্মরন্ধ্র। এই ব্রহ্মরন্ধ্রেই ব্রহ্মার বিহারাদি লীলা উল্লিখিত হইয়াছে। সহজ কথায় ইহাকে মস্তিষ্ক অর্থাৎ মন ও বুদ্ধির স্থান কহিয়া থাকে। যোগশাস্ত্রে স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে যে, মন ও বুদ্ধির একাগ্রতাসহকারে একতা হইলেই, ব্রহ্মের দর্শন জন্য মহামহোৎসব অনুভূত হইয়া থাকে। ন্যায়শাস্ত্রে এইজন্যই বুদ্ধিকে পরব্রহ্মের বিভূতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (তন্ত্রে এইজন্যই ভগবতী দুর্গা বা আদ্যশক্তিকে বুদ্ধিরূপা ও জ্ঞানরূপা বলিয়া, অগ্রে জ্ঞান ও বুদ্ধির শোধন করিতে বলিয়াছেন।) ফলতঃ, মানুষ যে কষ্ট পায় ও পদে পদেই ব্যর্থমনোরথ হইয়া

থাকে, বুদ্ধির দোষ ও জ্ঞানের মালিন্যই তাহার হেতু। এইজন্যই উপনিষদাদিতে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, জ্ঞান বুদ্ধির সর্ব্বতোভাবে যে স্বচ্ছতা, তাহাই পরব্রহ্মের স্বরূপ।

বেদের মতে সাধনার প্রধানতঃ তিনপ্রকার ক্রম; প্রথম সাত্ত্বিক,দ্বিতীয় রাজসিক ও তৃতীয় তামসিক। তন্মধ্যে শুদ্ধ নিষ্কাম উপাসনাকে সাত্ত্বিক সাধনা বলে। একমাত্র বিশুদ্ধ প্রেম ও ভক্তির বিবিধ শাখা ও প্রশাখার উপদেশ করা হইয়াছে। যোগশাস্ত্রে প্রধানতঃ রাজস সাধনার ব্যবস্থা আছে। পূরক ও কুম্ভক প্রভৃতি কল্পিত উপায় সমস্ত ঐ সাধনার অঙ্গ; এবং তন্ত্রাদিতে তামসিক সাধনার সবিশেষ বিবরণাদি উল্লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সাত্ত্বিক সাধনায় সদ্যোমুক্তি, রাজসিক সাধনায় ক্রমমুক্তি এবং তামসিক সাধনায় জন্মান্তরমুক্তি হইয়া থাকে। সাধকভেদে সাধনার এইপ্রকার ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

একবারেই ব্রহ্মপদপ্রাপ্তিকে সদ্যোমুক্তি বলে। সদ্যোমুক্তির ক্রম পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে ক্রমমুক্তির বিষয় বর্ণিত হইতেছে। যোগবলে পৃথিবীর সমুদায় ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া, ক্রমে ক্রমে পরব্রহ্মে লীন হওয়াকে ক্রমমুক্তি বলিয়া থাকে। পরমেষ্ঠিত্ব বা পরমৈশ্বর্য্য, সিদ্ধগণের রাজ্য অষ্টবিধ সিদ্ধি এবং সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড বিচরণ ইত্যাদিকে ক্রমমুক্তির ফল বলে। বিষয়বাসনা ত্যাগ করিয়া, ইন্দ্রিয় সকলের সম্যক্ রূপে দমন ও দেহস্থ প্রাণ মন সকলের নিরোধ পূর্ব্বক ব্রহ্মভাবে অবস্থিতি করিলেই, এইপ্রকার ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। বাহে যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় আছে,

ইহাদের মূলস্থান বা কার্য্যশক্তি মনে,বাহিরে নহে। বাহিরে ইহা জড়পিণ্ড মাত্র। মনের চালনায় ইহাদের চালনা হয়। এই চালনাকেই প্রকৃত ইন্দ্রিয় বলে। চক্ষু প্রভৃতি বাহ্য দৃশ্যমান ইন্দ্রিয়াদি উহার প্রতিকৃতি বা তত্তৎ রূপে কল্পনা মাত্র। অথবা, এই দেহ যেমন আত্মার আবরণ, সেইরূপ, আবরণ, সেইরূপ চক্ষু প্রভৃতিও তত্তৎ ,ইন্দ্রিয়ের আবরণ। আবরণবিনাশে কখন আবৃতের বিনাশ হয় না। সুতরাং যোগিপুরুষ ইচ্ছা করিলে, অনায়াসেই মনের সহিত ইন্দ্রিয়-দিগকে সঙ্গে লইতে পারেন। ইহার যুক্তি সুস্পষ্ট। অর্থাৎ বীজ ভর্জ্জিত হইলে, যেমন তাহাতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না, তদ্রূপ বাসনার ক্ষয় হইলে বাহ্যবিষয়ে অনুরাগ জন্মে না। তখন দৃষ্টি থাকিতেও আর দর্শন হয় না, শ্রোত্র থাকিতেও আর শ্রবণ হয় না, মন থাকিতেও আর মনের কার্য্য হয় না। যোগী যখন সংসার ত্যাগ করেন, তখন এইরূপে বাসনার সংকোচ করিয়া, ইন্দ্রিয় সকলের বেগ রোধ করিয়া থাকেন। তৎকালে হৃদয়ের কেন্দ্র তত্তৎ ইন্দ্রিয়শক্তি সকল একত্র নিহিত হইয়া থাকে। কেননা, ঐ কেন্দ্র হইতেই তাহাদের জন্ম হইয়াছে। সুতরাং যোগী পুরুষ ইচ্ছা করিলেই, সকল ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্রস্বরূপ মনকে সঙ্গে লইতে পারে। যে যাহার বশীভূত, সে তাহাকে অনায়াসেই আপনার অনুগামী করিয়া,যত্রতত্র গমন করিতে পারে, ইহা প্রতিপাদন করা বাহুল্য।

শরীর দ্বিবিধ; স্থূল ও সূক্ষ্ম। বাহ্যদৃশ্যমান দেহকে স্থূল দে হবলে। এই স্থূলদেহবিনাশেও যাহার বিনাশ হয়

না, তাহাকে সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহ বলে। এই সূক্ষ্মদেহের অন্যতর নাম অন্তরাত্মা। বায়ুর সর্ব্বত্রই অবিহত গতিবিধি আছে,এইজন্য তাহাকে অন্তরাত্মা অর্থাৎ যোগিগণের সূক্ষ্ম-দেহ বলে। যোগিগণ এই বায়ুরূপী লিঙ্গ শরীরসহায়ে ব্রহ্মাণ্ডের যেখানে সেখানে বিচরণ করিতে পারেন। ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপাদন করা যাইতে পারে যে, ভগবান্ সত্য-পুরুষ সংসারের কোন পদার্থই অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই। বিশেষতঃ, যে পঞ্চভূতের সমবায়ে আমাদের শরীরসংস্থান সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা কখন অনর্থক কল্পনা হইতে পারে না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি যেরূপে আপনার বুদ্ধি, বিদ্যা ও ক্ষমতাদির চালনা করিতে পারে, সে সেইরূপে বা তাহা অপেক্ষাও অধিকপ্রকারে এই পঞ্চভূত দ্বারা স্ব স্ব অভিলাষ সিদ্ধ করিয়া লইতে পারে। সামান্য বুদ্ধি দ্বারা যখন পঞ্চ-ভূতসহায়ে ইত্যাকার নানাপ্রকার অদ্ভুতাকার ব্যাপারপর-ম্পরা সম্পন্ন হইয়া থাকে,যোগিগণ যোগবল দ্বারা তাহাদের সাহায্যে অসামান্য কার্য্য সকল সম্পাদন করিবেন, তাহা কোন্ ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারে? বিশেষতঃ, যেখানে বিদ্যা,তপস্যা, যোগ ও সমাধি এই সকলের একত্র সন্নিবেশ, সেখানে যে সমুদায় অভীষ্টই সুসিদ্ধ হইতে পারে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বিদ্যাশব্দে বিচিত্র জ্ঞান, তপস্যা-শব্দে ক্লেশসহিষ্ণুতা, যোগশব্দে কর্ম্মনিপুণতা, এবং সমাধি-শব্দে দৃঢ়তর অধ্যবসায়, ইত্যাদি লৌকিক অর্থও বিচার করিলে, কার্য্যসিদ্ধি যে আপনা হইতেই হস্তগত হয়, তাহা প্রতিপাদন করা বাহুল্য। যোগশাস্ত্রে ইহার ভিন্নপ্রকার

অর্থ উল্লিখিত হইয়াছে। যথা, বিদ্যা অর্থাৎ যাহা দ্বারা পরোক্ষরূপী ঈশ্বরের স্বরূপ পরিজ্ঞান হয়; তপঃ অর্থাৎ যাহা দ্বারা মন নির্ম্মল হইয়া, পরব্রহ্মদর্শন হয়; যোগ অর্থাৎ যাহা দ্বারা ইন্দ্রিয়দিগকে মনের সহিত প্রত্যাহরণ করিয়া, তন্ময়তা উপস্থিত হয়। সুতরাং, যোগেশ্বরগণ যে ব্রহ্মাণ্ডের আধিপত্য লাভ করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে।

কর্ম্ম অপেক্ষা বিদ্যা প্রভৃতির সর্ব্বতোভাবে প্রাধান্য উপদিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গাদি ক্ষয়শীল লোক সমস্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু বিদ্যাদি দ্বারা অক্ষয়স্বরূপ পরব্রহ্মপদ লাভ হয়। পূর্ব্বেও ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, এই বর্ত্তমান শরীর কর্ম্মপরম্পরামাত্র; কর্ম্মের ক্ষয় না হইলে, ইহার ক্ষয় হয় না। বিদ্যা, তপ, সমাধি ও যোগ প্রধানতঃ এই চারিপ্রকার উপায়ে কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া থাকে। এইজন্য, কর্ম্মকে তামসরূপে বর্ণনা করিয়াছে। বৈষ্ণব পদে এই কর্ম্মের সম্পর্ক নাই।

যাহারা আপনার জন্য কর্ম্ম করে, তাহাদের বাসনাবন্ধন উত্তরোত্তর দৃঢ়তর হইয়া থাকে; কিন্তু যাহারা ভগবানের দাস হইয়া, শুদ্ধ তাঁহারই কর্ম্ম করে, তাহাদের বন্ধনমোচন ও মুক্তিলাভ হয়। যোগ সমাধি প্রভৃতির অভ্যাস বা সাধন করাকেই ভগবানের কর্ম্ম বা দাসত্ব বলিয়া থাকে। সূর্য্যাদি যেমন শুদ্ধ লোকহিতের জন্য ইতস্ততঃ সর্ব্বদা পর্য্যটন করে, তদ্রূপ স্বার্থ ত্যাগ করিয়া, পরার্থ সন্ধান করাকেও, ভগবানের কর্ম্ম করা বলিয়া থাকে। এইপ্রকার কর্ম্ম দ্বারা নিজকৃত কর্ম্মের ক্ষয় হয়। সুতরাং মুক্তির দ্বারও প্রশস্ত হয়।

কর্ম্ম দ্বারা যে গতি লাভ হয়, তাহা পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ খণ্ডিত, কিন্তু যোগ দ্বারা যে গতি লাভ হয়, কোন কালেই তাহার ক্ষয় নাই অথবা কোন দেশেই তাহার প্রতিঘাত হয় না।

পুনশ্চ, আকাশ, পাতাল, স্বর্গ, মর্ত্ত্য ইত্যাদি ব্রহ্মাণ্ডের অংশ সকল বর্ত্তমানে যেরূপ পরস্পর বহুদূরব্যবহিত বলিয়া বোধ হয়, বাস্তবিক তাহা নহে। ইহাদের পরস্পর এক-গৃহস্থিত ভিন্ন ভিন্ন কক্ষের ন্যায় অতি নিকটবর্ত্তিতা আছে। আকাশ হইতে পৃথিবী ও পৃথিবী হইতে আকাশে আরোহণ করিবার উপায়স্বরূপ সুষুম্না নামে জ্যোতির্ম্ময়ী নাড়ী সুখময় সোপানবৎ কল্পিত হইয়াছে। প্রত্যেক মনুষ্যের শরীরের বহির্ভাগে ঐ নাড়ীর মূল নিহিত আছে। তন্ত্রাদির মতে বিজ্ঞানকোষের অধিষ্ঠান পর্য্যন্ত উল্লিখিত মূলের বন্ধন আছে। স্থূলদৃষ্টিতে এই আকাশবহা নাড়ী লক্ষিত হয় না।

বৈশ্বানর শব্দে অগ্ন্যভিমানিনী দেবতা। ইনিই সূর্য্য-লোকের অধিষ্ঠাত্রী। অর্থাৎ ইনিই সমুদায় আলোকের কেন্দ্রস্থান। সুষুম্না নাড়ীর প্রবাহ বা সঞ্চার, সাগরে নদীর ন্যায়, ঐ কেন্দ্রে মিলিত হইয়া, ব্রহ্মপথ পর্য্যন্ত ধাবিত হইয়াছে।

এই বৈশ্বানর ক্ষেত্রের উপরে স্বয়ং নারায়ণ তারারূপে অধিষ্ঠিত আছেন। উহাকেই শিশুমারচক্র বলে। শিশুমার চক্রই জ্যোতিশ্চক্র। (যাহাকে চলিত কথায় সৌরজগৎ বলে)। আদিত্যাদি ধ্রুবপর্য্যন্ত সমুদায় জ্যোতিষ্ক ঐ চক্রে নিয়ত সম্বন্ধ হইয়া আছে। কোন কোন মতে এই চক্র

হইতেই পরম্পরাক্রমে তেজঃ,আলোক,জ্যোতিঃ ও প্রতিভা সঞ্চারিত হইয়া, সূর্য্যে, চন্দ্রে ও অন্যান্য আলোক ও জ্যোতিঃ পদার্থে সংক্রমিত হইয়া থাকে। যোগী পুরুষ এই চক্রস্থ আদিত্যাদি ধ্রুবপর্য্যন্ত সমস্ত পদেই আরোহণ করেন।

সূর্য্যাদি সমস্ত পদার্থই ঐ চক্রকে আশ্রয় করিয়া আছে। ষাট্‌কৌষিক শরীর লইয়া উহার উর্দ্ধে যাইতে পারা যায় না। মাতৃজ তিন ও পিতৃজ তিন সমুদয়ে এই ষট্‌ কোষ। তন্মধ্যে লোম লোহিত মাংস এই তিনটী মাতৃজ এবং স্নায়ু অস্থি মজ্জা এই তিনটী পিতৃজ। এই ষট্‌কোষে নির্ম্মিত বলিয়া দেহকে ষাট্‌কৌষিক বলে। বেদে উল্লিখিত হই-য়াছে, সর্ব্বথা শুদ্ধসত্ব না হইলে,ঐ স্থান অতিক্রম করা যায় না। বিশেষতঃ, এই পার্থিব স্থূলদেহের তথায় সমাগম কোন মতেই সম্ভব হয় না। কেননা, তথায় পঞ্চভূতের আধিপত্য নাই। শুদ্ধ সত্বগুণে উহার নির্ম্মাণ হইয়াছে। এইজন্য উহার রূপ অতিশয় সূক্ষ্ম ও যার পর নাই বিশুদ্ধ। ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, যাহা যেরূপ স্বভাবের, তাহা আয়ত্ত করিতে হইলে, তদনুরূপ স্বভাববিশিষ্ট হওয়া আব-শ্যক। এইজন্য, তাহা অতিক্রম করিতে ইচ্ছা হইলে, সূক্ষ্ম নির্ম্মল শরীর গ্রহণ করা আবশ্যক। যোগবলে তাহাও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শিশুমারের উপরেই মহর্লোক। যাঁহারা অতি বিশুদ্ধ যোগবলে ব্রহ্মকে অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা ঐ স্থানে বাস করেন। এইজন্য উহাকে ব্রহ্মবিদ্‌গণের স্থান বলিয়া

থাকে। ফলতঃ যোগের পরিণাম অত্যুচ্চ পদপ্রাপ্তি। যে পদে পার্থিব কোন বিকারই কোনরূপে প্রভুত্ব করিতে পারে না। মনুষ্য পিতা মাতা হইতে যে লোমমজ্জাদি প্রাপ্ত হয়, তৎসমস্তই ভৌতিক বিকার বলিয়া, অতিমাত্র ক্ষয়শীল। যে ব্যক্তি যোগসিদ্ধ হইয়াছে, তাহাকে আর ঐ প্রকার ক্ষয়-শীল বস্তুপূর্ণ ক্ষয়শীল দেহ ভোগ করিতে হয় না। সমুদায় বিশ্ব যাহার আশ্রয়ে অবস্থিতি করিতেছে এবং সূর্য্যচন্দ্রাদি যাহার সহায়তায় আলোকময় হইয়াছে, একমাত্র যোগ দ্বারা অনায়াসেই তাদৃশ উন্নত স্থানও অতিক্রম করিয়া, তাহার উপরি আরোহণ করা যায়। ভৃগু প্রভৃতি মহাপুরুষগণ ঐ প্রকার যোগবলে এইপ্রকার উন্নত পদ অধিকার করিয়া-ছেন। ফলতঃ, যাহাকে উন্নতির পর উন্নতি বলে এবং যাহাকে আত্মার উৎকর্ষ বলে; আবার, যে উন্নতি বা যে উৎকর্ষ উন্নতি ও উৎকর্ষের চরমসীমা, যোগী পুরুষ তাহাই প্রাপ্ত হয়েন।

দেহতত্ত্বে এইপ্রকার বর্ণিত হইয়াছে, "এই দেহ পৃথিবী-স্বরূপ। পৃথিবীতে যে পঞ্চভূত আছে, এই দেহে তাহাই আছে। ইহার অভ্যন্তরে আকাশ। সুষুম্না দ্বারা এই আকাশে অনায়াসেই প্রবেশ করা যায়। বিজ্ঞানময় কোষ এই আকাশের উপরিস্থ বৈশ্বানর। উহা সর্ব্বদাই আপনার তেজে প্রজ্বলিত হইতেছে। উহার উপরে আনন্দময় কোষ বিষ্ণুচক্ররূপে বিচিত্র শোভা বিস্তার করিয়াছে। ইহার উপরে ব্রহ্মরন্ধ্রে ব্রহ্মপুর, পরম পূজনীয় মহর্লোক রূপে সর্ব্বদা বিরাজমান হইতেছে। অতিবিশুদ্ধ বুদ্ধির স্বরূপ

ভৃগু প্রভৃতি বিবুধগণ ঐ স্থানে সর্ব্বদাই বিচরণ করেন। এই বুদ্ধিই আদিদেব ভগবানের সাক্ষাৎ বিভূতি। যোগ দ্বারা এই বিভূতিসাধন হইলেই ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। যোগী পুরুষ সর্ব্বদাই ঐ প্রকার সাক্ষাৎকার-জন্য মহামহোৎসব অনুভব করিয়া থাকেন। যোগ ব্যতি-রেকে অন্যরূপে উহা লাভ করা যায় না। ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ অতিমাত্র যোগসিদ্ধ হইয়াছেন। এজন্য তাঁহা-দিগকে সাক্ষাৎ বিভূতি বলে।"

দশম অধ্যায়।

ব্রহ্মপদ।

ইষ্টাদির বিয়োগজন্য যে দুঃখ, তাহাকে শোক বলে। পারমেষ্ঠ্য পদ প্রাপ্ত হইলে, সমুদায় ইষ্টসংগ্রহ হইয়া থাকে, কোন কালে কোন রূপেই তাঁহার অভাব হয় না। সুতরাং সেই অভাবজন্য দুঃখেরও কোনরূপে আবির্ভাব হইতে পারে না। সংসারে এই শোক পদে পদেই প্রাদু-র্ভূত হইয়া থাকে। আজি বিষয়নাশ, কালি অর্থহানি; আজি পুত্রের মৃত্যু, কালি পিতৃবিয়োগ; আজি বন্ধুবিনাশ, কালি বান্ধবহানি; আজি সম্পদসংগ্রহ,কালি বিষমবিপত্তি; আজি হর্ষলাভ,কালি বিষাদবেগের ভয়াবহ দুর্ভরতা ইত্যাদি শতশত রূপে শতদিকে সংসারে ইষ্টবিয়োগ ও অনিষ্টসং-যোগ হইয়া, যারপর নাই শোকের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়া থাকে। কি উচ্চ কি নীচ, কি ক্ষুদ্র কি মহৎ, কি ধনী কি দরিদ্র,

কি দুর্ব্বল কি প্রবল, কি বিদ্বান্ কি মুর্খ, এমন কোন মনুষ্য নাই, যাহার জীবন কোন না কোন রূপে এই শোকের গুরুতর আঘাতে জর্জ্জরিত না হয়। মানুষ নিতান্ত অন্ধ, হৃদয়-শূন্য ও মূঢ় বলিয়া, তাহার ইহাতে ভ্রূক্ষেপ হয় না। পারমেষ্ঠ্য পদে ইহার সম্পর্কও নাই।

জরা বলিলে, বৃদ্ধাবস্থার স্মরণ হয়; এবং মৃত্যু আসন্ন হইয়াছে উপলব্ধি হয়। মনুষ্যলোকে অনেকেই বৃদ্ধাবস্থা না হইতেই, যৌবনকালেও অকালিক জরায় আক্রান্ত হইয়া থাকে। গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্তরূপ সমাবেশ না থাকা, সর্ব্বদা চিন্তা, উদ্বেগ, মনোহানি, আশাভঙ্গ ও শোকপ্রাচুর্য্য এবং ইন্দ্রিয়বিষয়ের অতিমাত্র সেবা ইত্যাদি কারণে অকালিক জরার আক্রমণ দেখিতে পাওয়া যায়। পারমেষ্ঠ্যপদে এই সকলের সম্পর্ক নাই।

পঞ্চভূতের পরিহারকেই সচরাচর মৃত্যু বলে। তদ্ব্যতীত প্রমাদ ও মোহকেও জ্ঞানীরা মৃত্যু নামে নির্দ্দেশ করেন। কোন কোন মতে ভগবানকে বিস্মৃত হইয়া থাকাই যথার্থ মৃত্যু। সংসারে এইপ্রকার মৃত্যু সর্ব্বক্ষণই ঘটিয়া থাকে। আজি যাহাকে ধনে মানে কুলে শীলে সর্ব্বাংশেই উন্নত দেখিলাম, কালি তাহার নাম পর্য্যন্ত আর শুনিতে পাওয়া যায় না। পারমেষ্ঠ্যপদে ইহার লেশমাত্র নাই। তথায় অপ্রমাদ, অমরতা, অজরা, অশোক, অভয় ইত্যাদি সর্ব্বদা সাক্ষাৎকারে বিরাজ করিতেছে।

সংসারে নানা প্রকারে পদে পদেই ব্যাকুলতা উপস্থিত হয়। বায়ুর যেমন অবিরাম গতি, আকাশের যেমন অবি-

নাম স্থিতি, ব্যাকুলতাও তেমন অবিরামে সংসার [illegible]
পরিভ্রমণ করিতেছে। কেহ উদরের জন্য, কেহ শিশ্নের জন্য, কেহ বিষয়ের জন্য, কেহ শোকের জন্য, কেহ দুঃখের জন্য, কেহ সুখের জন্য, কেহ নিদ্রার জন্য, এইরূপে নানা কারণে লোকমাত্রেই ব্যাকুল হইয়া, বিব্রত হইয়া, সর্ব্বদাই ভ্রমণ করিয়া থাকে। পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায়, তরঙ্গপতিত নৌকার ন্যায়, বায়ুবেগসমাক্রান্ত কদলীর ন্যায়, কাহারও কোন রূপে স্থিরতা নাই। এইপ্রকার দুর্নিবার ব্যাকুলতা, এই অনন্ত বিস্তৃত আকাশের সহিত অনন্ত বিস্তৃত হইয়া আছে এবং এই বায়ুর সহিত সর্ব্বত্র অব্যাহত বিচরণ করিতেছে। যত দিন সংসার, তত দিন এই ব্যাকুলতা ; ইহার বিরাম হইবে কি না, বোধ হয় না। কিন্তু পারমেষ্ঠ্যপদে ইহার কিছু-মাত্র সম্পর্ক নাই।

যেখানে ক্রোধ, হিংসা ও দ্বেষ আছে, এবং কাম, লোভ ও মোহ আছে, সে সংসারের আবার উদ্বেগের অভাব কি ? কে না জানে, সংসার সসর্প গৃহ স্বরূপ। সসর্প গৃহে বাস করিলে, নিত্য উদ্বেগ ভোগ হইয়া থাকে, ইহাই বা কে অবগত নহে ? কুরুপাণ্ডববংশে একজন দুর্য্যোধন ও এক-জন শকুনি ছিল ; তাহাতেই তাহার কত অনিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সংসারে প্রায় দেশশুদ্ধ দুর্য্যোধন ও প্রায় দেশশুদ্ধ শকুনি। সুতরাং, উদ্বেগ ও দেশব্যাপী হইবে, তাহাতে বিচিত্রতা কি ? পারমেষ্ঠ্যপদে ইহার সম্পর্ক নাই।

[illegible]

ইহাতে ১৫০ খানি তন্ত্রের [illegible] হইয়াছে। তদ্ভিন্ন প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ [illegible], ফকির সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী ও ভৈরবীর নিকট হইতে প্রাপ্ত বহুবিধ পরীক্ষিত সিদ্ধ বিদ্যা, যাদু বিদ্যা, মন্ত্র যন্ত্র, ইন্দ্রজাল ও সহস্র সহস্র প্রকার পরীক্ষিত [illegible] কাণ্ড, বিবিধ রোগনাশক মহৌষধ, সুপ্রসিদ্ধ নায়িকাসিদ্ধ হোসেন খাঁরনিকট হইতে প্রাপ্ত বহুবিধ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বিষয় সকল সংগৃহীত হইয়াছে। ফলতঃ যিনি যাহা খুঁজিবেন, ইহাতে তাহাই পাইবেন। কিরূপে লক্ষ্মীলাভ, কিরূপে ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানও মনের কথা বলিতে পারে; হস্ত, কপাল, মুখ চক্ষু দেখিয়া আয়ু ক্রোড়া, আয় ব্যয় বলিতে পারে; কিরূপে লোকের ইচ্ছানুসারে এক স্থানে বসিয়া থাকিয়া লুচি সন্দেশ, অসময়ের ফল মূলাদি পরিতোষ রূপে খাওয়াইতে পারে, কিরূপে এক মুষ্টি ধূলা লইয়া তাহাকে টাকাতে পরিণত করণ, এক মুষ্টি ধূলা শূন্য হাঁড়িতে দিয়া তাহা হইতে সর্পাদি বহিস্করণ; এক গাছি দড়িকে সর্প করা এবং সর্পকে দড়ি করা, আসনে বসিয়া আসন শুদ্ধ শূন্যে ওঠা; রূপ, গুণ, সৌভাগ্য ও সুন্দরী স্ত্রী লাভ; জলমধ্যে, অগ্নি মধ্যে প্রবেশ, বুকে মাথায় হোম-করা, লৌহ প্রস্তরাদি কঠিন পদার্থকে বরফের ন্যায় ভক্ষণ; ২।৪ মাস বায়ু মাত্র ভক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ, ফলতঃ যত কিছু অসাধ্য, আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত বিষয় আছে, যাহার নাম করিয়া ও দোহাই দিয়া লোকে বুজরুকি করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে; ইহাতে তাহার আসল খাঁটি জিনিষ পাইবেন। অদ্যাবধি কেবল ফাঁকি জিনিষই বাহির হইয়াছে, আসল প্রকাশ হয় নাই। অতএব যাঁহারা কিছুতেই ফল পান নাই, তাঁহারা সত্বর অগ্রসর হউন। এই [illegible] সংগ্রহের মূল্য ৫৲ সরস্বতী পূজা পর্য্যন্ত ২॥০ টাকা, [illegible] মহাবিদ্যায় অতি উৎকৃষ্ট দশখানি সুন্দর ছবি উপহার পাইবেন।

শ্রীব্রহ্মানন্দ সরস্বতী।

[illegible] অফ দাস এণ্ড ব্রাদার্স। ৫ নং নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা